সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

প্রথম খণ্ড ॥ পঞ্চাশের দশক

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৪

দ্বিতীয় সংস্করণ
জুন ২০১৮

প্রচ্ছদ
মোমিন উদ্দীন খালেদ

বানান সমন্বয়
সুভাষ চন্দ্র রায়
রিয়াজ মো. মনজুরুল হক খান

কম্পিউটার বিন্যাস
শাহ্ মুহাম্মদ গোলাম রহমান

মুদ্রাকর
বেস্ট প্রিন্টিং এন্ড পাবলিকেশন্স
২০৭ ফকিরাপুল, মতিঝিল, ঢাকা।

মূল্য
৳ ৩০০.০০

© পিআইবি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট
ঢাকা

Bangabandhu in the Press, 1st Volume: in the Fifties
Chief Editor Md. Shah Alamgir, Published by Press Institute
of Bangladesh, 3 Circuit House Road, Dhaka-1000.
Price: 300.00 Taka. $: 6 Only.
ISBN : 978-984-732-004-5
Phone : 9333403, 9330081-84, Fax : 880-02-8317458
E-mail : pibnirikkha@gmail.com, Website : http\\www.pib.gov.bd

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু

প্রথম খণ্ড ॥ পঞ্চাশের দশক

প্রধান সম্পাদক

মো. শাহ আলমগীর

মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

উপদেষ্টা পরিষদ

সাখাওয়াত আলী খান
সুপারনিউম্যারারি প্রফেসর
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মফিদুল হক
লেখক ও প্রাবন্ধিক

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন
প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আখতার সুলতানা
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সহকারী সম্পাদক
মিজানুর রহমান
শাহেলা আক্তার

সংগ্রহ ও গ্রন্থনা তত্ত্বাবধান
মো. রফিকুল ইসলাম চৌধুরী
পরিচালক, গবেষণা ও তথ্য সংরক্ষণ বিভাগ

সম্পাদক
ড. কামরুল হক, *রিসার্চ অফিসার*

আধেয় বিন্যাস
শামীমা চৌধুরী, *জ্যেষ্ঠ গবেষক*
সুজাতা হক, *গবেষক*
মেহেরুননেছা, *গবেষক*
কামরুন নাহার, *গবেষক*
কাজী ফাহমিদা আক্তার সুমী, *গবেষক*
মো. আমির হোসেন, *গবেষক*

আধেয় নিরীক্ষা
বনশ্রী ডলি
মো. রাজিবুল হাসান

আধেয় সংগ্রহ
প্রিয়াংকা রায়
মো. পিয়ারুল ইসলাম
হাসি খাতুন
আশরাফি ফেরদৌসী
মুক্তি রাণী বিশ্বাস
প্রিয়াম নিয়ান ডি রোজারিও
দিনেশ মাহাতো

কারিগরি সহায়তা
মোহাম্মদ আফতাব উদ্দীন ভূঁঞা
টেকনিক্যাল সুপারভাইজার

কম্পোজ
সৈয়দ মোহাম্মদ আবু সোহেল
মো. আলমগীর হোসেন

দাপ্তরিক সহায়তা
মো. নিজাম উদ্দিন
মো. মোশাররফ হোসেন

দ্বিতীয় সংস্করণের মুখবন্ধ

জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তাঁর অবিরাম সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। বিশ্ব দরবারেও তিনি হয়ে উঠেছিলেন এক মহান নেতা। স্কুলজীবন থেকে শুরু করে আমৃত্যু তিনি শোষিত-বঞ্চিত মানুষের জন্য কাজ করেছেন। সাধারণ মানুষের মধ্য থেকে উঠে এসে হয়েছেন অবিসংবাদিত নেতা। হয়েছেন রাষ্ট্রনায়ক।

বঙ্গবন্ধুর সংগ্রামী জীবনের অনেক তথ্য এখনো জাতির কাছে অজানা। এই মহান পুরুষের জীবনগাথার অনেক কিছুই উদ্‌ঘাটন করা হয়নি। এই বিষয়টি সামনে রেখে বঙ্গবন্ধুর জীবনের নানা ঘটনার তথ্য সংবাদপত্র থেকে তুলে এনে তা সংরক্ষণের উদ্যোগ নিয়েছে প্রেস ইনস্টিটিউট বাংলাদেশ। *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* শিরোনামে গ্রন্থাকারে এই তথ্যগুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রম, বক্তৃতা, বিবৃতি, বঙ্গবন্ধু-সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয়, উপসম্পাদকীয়, কলাম, চিঠি, জনসভার বিজ্ঞাপনসহ অন্যান্য তথ্য। ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংরক্ষণের জন্য গ্রন্থটি কয়েকটি খণ্ডে সাল অনুযায়ী প্রকাশ করা হচ্ছে। ইতোমধ্যে পঞ্চাশের দশক থেকে শুরু করে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত সময়ের তথ্য তিনটি খণ্ডে প্রকাশ করা হয়েছে। ১৯৬৮ সাল নিয়ে চতুর্থ খণ্ড প্রকাশের প্রক্রিয়া চলছে।

আমরা কাজটি করতে গিয়ে দেখেছি, পুরোনো অনেক সংবাদপত্রই যথাযথভাবে সংরক্ষিত নেই। দেশের বিভিন্ন গ্রন্থাগার ও আর্কাইভে অনুসন্ধান করতে গিয়ে দেখা গেছে, অনেক সংবাদপত্র একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। অনেক সংবাদপত্র আংশিক পাওয়া গেছে। সব কপি সংরক্ষিত নেই। অনেক সংবাদপত্রের সব পৃষ্ঠা অক্ষত নেই। যে কারণে আমরা অত্যন্ত নিষ্ঠা নিয়ে কাজ করতে গেলেও সব খবর ও তথ্য পুরোটা তুলে আনতে পারিনি। তবে যেখানে যতটুকু পাওয়া গেছে, যেভাবে পাওয়া গেছে, তা আমরা যত্নের সঙ্গে এই গ্রন্থে সংযুক্ত করার প্রয়াস চালিয়েছি। আমাদের সব প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কাজটি পূর্ণাঙ্গ হয়েছে- এমন দাবি আমরা করতে পারব না। ইতিহাসের অনেক কিছুই নানা জায়গায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে। আমরা হয়তো সেখানে পৌঁছতে পারিনি।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু শিরোনামের এই ধারাবাহিক গ্রন্থ সব মহলে ব্যাপক আগ্রহ তৈরি করেছে। এতে ভীষণভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছি আমরা। বিশেষ করে বঙ্গবন্ধুকন্যা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা বইটির সবক'টি খণ্ডের ব্যাপারে গভীর আগ্রহ দেখিয়েছেন। অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে গ্রন্থগুলো পড়েছেন। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতির কথাও তিনি আমাদের জানিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় প্রাপ্তি। আমাদের কাজের উৎসাহও এতে বেড়েছে অনেক। আমরা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দিকনির্দেশনা অনুযায়ী কাজটি করার চেষ্টা করছি। ত্রুটিবিচ্যুতি দূর করার চেষ্টা করেছি।

সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু গ্রন্থের প্রথম খণ্ড ২০১৪ সালে প্রকাশিত হয়েছে। এর শিরোনাম: *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু : প্রথম খণ্ড : পঞ্চাশের দশক*। এই গ্রন্থে ১৯৫২ থেকে ১৯৫৯ সালের তথ্য প্রকাশিত হয়েছে। প্রথম খণ্ডের প্রথম সংস্করণ প্রকাশের পর পাঠকদের মধ্যে গ্রন্থটির জন্য ব্যাপক চাহিদা তৈরি হয়। অনেক দিন আগেই প্রথম সংস্করণের সব কপি শেষ হয়ে গেছে। এই প্রেক্ষাপটে প্রথম খণ্ডটি পুনর্মুদ্রণ করা হলো। আশা করি, এর মাধ্যমে পাঠকদের চাহিদা মিটবে।

আমরা মনে করি, *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* শিরোনামের এই গ্রন্থ বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে প্রকাশিত তথ্যের প্রামাণ্য দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। এই ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করতে পেরে আমরা গর্বিত।

মো. শাহ আলমগীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

জুন ২০১৮

ভূ | মি | কা

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিশ্বের এক কিংবদন্তি পুরুষ। তাঁর আগমন ও তাঁর সংগ্রামশীল নিষ্ঠার কারণে এই বিশ্বে বাঙালি জাতির অভ্যুদয় ঘটেছে। কিন্তু একদিনেই তিনি এক মহান পুরুষে পরিণত হননি।

তাঁর সংগ্রামী জীবন কাহিনির অনেক তথ্য এখনো অনুদঘাটিত। বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট প্রকাশিত *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* শীর্ষক গ্রন্থটি সেই উদঘাটন কর্মসূচির একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস। গ্রন্থটি প্রাথমিকভাবে তিন খণ্ডে প্রকাশ করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রথম খণ্ড : পঞ্চাশের দশক, দ্বিতীয় খণ্ড : ষাটের দশক এবং তৃতীয় খণ্ড : সত্তরের দশক-এ সংবাদপত্রে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর বিভিন্ন কার্যক্রম, বক্তৃতা, বিবৃতি ও অন্যান্য ঘটনাবলি সমৃদ্ধ হয়ে প্রকাশিত হবে।

কাজটি করতে গিয়ে দেখা গেছে, সেসব আমলের অনেক সংবাদপত্রই এখন আর নেই। বিভিন্ন লাইব্রেরি ও আর্কাইভে অনুসন্ধান করে আমরা এই কঠিন সত্যের মুখোমুখি হয়েছি। দেশের অনেক আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক দলিলের সাক্ষী পুরনো দিনের এসব সংবাদপত্র এখন একেবারেই বিনষ্ট হয়ে গেছে। চল্লিশের দশকের বিশেষ করে ১৯৪৭-উত্তর কোনো সংবাদপত্রের অস্তিত্ব সংরক্ষিত অবস্থায় বাংলাদেশের লাইব্রেরি ও আর্কাইভগুলোতে এখন নেই। ফলে, অনেক খবর এবং সামাজিক কাহিনি লোকচক্ষুর অন্তরালে চলে গেছে।

১৯৫২ সালের *আজাদ*-এর একটি মাত্র সংখ্যা পাওয়া গেছে, সেখানে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত একটিই খবর পাওয়া গিয়েছে, যার মূল বিষয়বস্তু পূর্ব পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে মামলা। এ গ্রন্থের শেষ দিকে দেখা যাবে বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত খবর কমে এসেছে, কারণ তখন (১৯৫৯ সালে) আইয়ুব খানের সামরিক শাসন শুরু হয়ে গেছে এবং এই সময়ের বঙ্গবন্ধু সংক্রান্ত খবরের বিষয়বস্তু হলো কারাবন্দি মুজিবের বিরুদ্ধে নানারকম মামলা।

তবু পঞ্চাশের দশকের বিশেষ করে ১৯৫৪-পরবর্তী সময়ের যেসব দৈনিক সংবাদপত্র আমরা পেয়েছি তা থেকে *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু: প্রথম খণ্ড : পঞ্চাশের দশক* গ্রন্থটি সংকলন করা হয়েছে। ইতিহাসের পাঠক এ গ্রন্থে বঙ্গবন্ধু কেন্দ্রিক অনেক খবর ও চিত্র পাবেন যা আগামী দিনের গবেষকদের জন্য এক মূল্যবান আকর হবে। তবে পঞ্চাশের দশকে বঙ্গবন্ধু বিরোধী প্রচারণামূলক অনেক সংবাদও সেদিনের সংবাদপত্রে পাওয়া যায়। একটি দৃষ্টান্ত নিচে দিচ্ছি :

আওয়ামী লীগের সভা ও মিছিল
পুলিশের উপর আক্রমণ ঃ ৪ জন পুলিশ আহত

ঢাকা, ১১ই অক্টোবর। অদ্য রাত্রে পূর্ব্ববঙ্গ সরকার প্রচারিত এক প্রেস নোটে বলা হয়, অদ্য বৈকাল ৪টায় আরমানিটোলা ময়দানে মুর্শিদাবাদের জনাব সাখাওয়াৎ হোসেনের সভাপতিত্বে আওয়ামী লীগের এক সভা হয়। সভায় প্রায় দুই হাজার লোক যোগদান করে। জনাব শামছুল হক এম, এল, এ, মুজিবুর রহমান, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এবং আরও কতিপয় বক্তা প্ররোচনামূলক উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা করেন। ফলে প্রায় ৫ শত লোকের এক মিছিল রমনা অভিমুখে রওয়ানা হয়। মিছিলকারীদের অনেকের হাতে ইট-পাটকেল ও লাঠি ছিল। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই মিছিল ছত্রভঙ্গ করার আদেশ দেন। ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশসহ এক পুলিশ বাহিনী নাজিরাবাজার রেলওয়ে লেবেল ক্রসিংয়ের নিকট মিছিলকারীদিগকে বাধা দেয়। তখন মিছিলকারীরা পুলিশের উপর ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করিতে থাকিলে সাব-ডিভিশনাল অফিসার এবং ৪ জন কনষ্টেবল আহত হয়। তন্মধ্যে একজনের অবস্থা

গুরুতর। অতঃপর জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এই জনতাকে বে-আইনী বলিয়া ঘোষণা করিলে পুলিশ সামান্য লাঠিচার্জ ও কাঁদুনে গ্যাস প্রয়োগ করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করে। ঘটনাস্থলেই পুলিশ মিছিলকারীদের ৯ জনকে গ্রেফতার করে। পুলিশ তদন্ত চলিতেছে।– এ,পি,পি। [*আজাদ*, ১৩ই অক্টোবর ১৯৪৯]।

এটি দৈনিক আজাদ-এর ১৯৪৯ সালের ১৩ই অক্টোবরের একটি খবর। মুসলিম লীগের সমর্থক হয়েও যে 'আজাদ' পরবর্তীতে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সমর্থক হয়ে উঠেছিল সেই আজাদ-এর এই বিদ্বেষমূলক খবরটিতে মওলানা ভাসানী ও বঙ্গবন্ধু দুজনকেই আক্রমণ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তারা উস্কানীমূলক বক্তব্য দিয়েছেন। যিনি সভাপতিত্ব করেছেন, বলা হয়েছে তিনি 'মুর্শিদাবাদের অমুক'। ইঙ্গিতটি বোঝা যায়। অবশ্য খবরটি সরকারের প্রেসনোট হিসেবে ছাপানো হয়েছিল।

এভাবে গত শতকের পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন সংবাদপত্রে মুজিব বিরোধী নানারকম খবর ও সম্পাদকীয় পাই, যা ইতিহাসেরই দলিল। পাঠক ও গবেষকদের কাছে তা বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। সেদিনের 'শেখ মুজিব' এসব অপপ্রচার ও কুৎসাকে মোকাবিলা করেই 'বঙ্গবন্ধু' হয়েছিলেন। প্রামাণ্য দলিলের অংশ হিসেবে এসব সংবাদও এ গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

একটি বিষয় এই সংকলনের মাধ্যমে স্পষ্ট হয়েছে, পাকিস্তান আমলের গোটা সময়টা জুড়ে সামরিক শাসক, স্বৈরশাসন এবং অন্যান্য ষড়যন্ত্রের প্রধান টার্গেট ছিলেন সেদিনের শেখ মুজিব। অথচ এসময় শেরে বাংলা একে ফজলুল হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রমুখ নেতাগণ রাজনৈতিক মাঠে সক্রিয়। ফলে মুজিবকে প্রায় একাই লড়তে হয়েছিল। তাঁকে প্রচুর বিবৃতি ও ব্যাখ্যা প্রায় প্রতিনিয়তই দিতে হতো। সংবাদপত্রে তার প্রতিফলন ঘটেছে বস্তুনিষ্ঠভাবেই। বোঝা যায়, সমকালীন গণমাধ্যমের সহায়তা ও সহানুভূতি ছিল বঙ্গবন্ধুর প্রতি।

বইটিতে যেসব সংবাদ পরিবেশিত হয়েছে তাতে শুধু বঙ্গবন্ধুর কার্যক্রম, বক্তৃতা, বিবৃতিই প্রতিফলিত হয়নি, প্রতিফলিত হয়েছে দেশের তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থা, এমনকি তৎকালীন গণমাধ্যম ব্যবস্থাপনাও। কাগমারীতে আওয়ামী লীগের সম্মেলন হবে, এজন্য আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিস স্থানান্তরিত হয়েছে কাগমারীতে, কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, সাংবাদিকরা যাতে দ্রুত সংবাদ প্রেরণ করতে পারেন, তার জন্য স্থাপন করা হয়েছিল একটি অস্থায়ী 'ডাকঘর'। আজকের দিনের সংবাদকর্মীদের কাছে এ সংবাদ খানিকটা হাসির বিষয় হতেও পারে, কিন্তু ভাবলে আশ্চর্য হতে হয়, কী কঠিন, কঠোর ছিল সেই সময়ের সাংবাদিকতা, ডাকঘরের মাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করতে হবে, আবার সেটা পরদিনই ছাপা হবে!

পঞ্চাশ দশকের সংবাদপত্রের শিরোনামও এখানে উপভোগ করতে পারবেন অনেকে। ১৯৫৭ সালের মে মাসের শেষে বঙ্গবন্ধু মন্ত্রিসভা থেকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করেন দলের সাংগঠনিক কার্যক্রম জোরদার করতে। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল তাঁর পদত্যাগ সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্ত নেয়। সিদ্ধান্তের খবরটি একটি সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত শিরোনাম পায়:

শেখ মুজিবের মন্ত্রীর পদ
চীন সফরের পর ত্যাগ
করার পক্ষে কাউন্সিলের রায়
[সংবাদ, ১৬ই জুন ১৯৫৭]।

১৯৫৭ সালের ৮ই নভেম্বর সারাদেশে আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ দিবস পালন করে। এ উপলক্ষে ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু পার্টি সেক্রেটারি শেখ মুজিব এক বিবৃতিতে ঢাকার জনসভা বাতিল করেন। কারণ কী! কারণ এদিন পল্টন ময়দানে ফুটবল খেলা ছিল। বর্তমান সময়ের জন্য এ একটা আশ্চর্য খবর বটে, যে সময় পরীক্ষাও ছাড় পায় না রাজনৈতিক কর্মসূচির কাছে।

বঙ্গবন্ধুর এক আত্মীয় ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন তা সংবাদ হয়েছে খবরের কাগজে (অবশ্যই তাঁর বিরোধী কাগজে)। বিষয়টি বোঝা যায়, মুজিবকে পর্যুদস্ত করতে নানা দিক ছিল খুবই সক্রিয়।

তবে এক বিশাল ব্যক্তিত্ব নিয়ে তিনি সেদিনের পাকিস্তানের রাজনীতিতে যে বিরাজ করছিলেন তার পরিচয়টি সংবাদপত্রের পাতায় পাতায় পাওয়া যায়। করাচি ছিল তখন পাকিস্তানের রাজধানী। কারণে-অকারণেই রাজনীতিকদের ঢাকা-করাচি দৌড়াদৌড়ি করতে হতো। এখন চট্টগ্রাম-ঢাকা-চট্টগ্রাম যেমন হয়ে থাকে! কিন্তু করাচি থেকে 'মুজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন'– এটাই অনেক সময় শিরোনাম হয়েছে। অর্থাৎ তিনি ঢাকায় ফিরেছেন এটাই একটা সংবাদ।

১৯৫৮ সালের ৭ই এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশ সফরে যাবেন। এজন্য তিনি ঢাকা থেকে করাচি হয়ে যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ সফর করবেন। সংবাদটিতে মজার ব্যাপার হলো, বিমানবন্দরে তাঁকে বিদায় জানাতে গেছেন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের সাবেক প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান, তিনজন সচিব এবং ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল উইলিয়মস। *আজাদ* -এর ৮ই এপ্রিল (১৯৫৮) তারিখে প্রকাশিত এ খবরটি কী বার্তা আমাদের দেয়! আসলে বঙ্গবন্ধু তখন থেকেই এমন এক ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছিলেন যে, তাঁকে শ্রদ্ধা ও সমীহ করতে সকলেই প্রস্তুত ছিলেন।

গ্রন্থটি এমনি নানারকম সংবাদ ও তথ্যে ভরপুর রয়েছে। সেদিনের এসব সংবাদ আমাদের নিয়ে যাবে সেই সময়ের দিনগুলোতে যখন বাঙালিদের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সংগ্রাম দানা বাধতে শুরু করেছে। সময়ের এই গুরুত্বপূর্ণ চাহিদা মেটাতে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট চেষ্টা করছে।

গ্রন্থটি সম্পাদনা করতে গিয়ে আমাদের সবদিকেই চৌকান্না থাকতে হয়েছে। দালিলিক মূল্যের দিকে তাকিয়ে আমরা সংবাদপত্রের ভাব-ভাষা-বানান সবই হুবহু রেখে দিয়েছি। এমনকি বঙ্গবন্ধুর নামও একেক সংবাদপত্রে একেক রকম আছে, আমরা তা শুদ্ধ করতে যাইনি। কোথাও 'মুজিবর', কোথাও 'মুজিবুর রহমান', আবার 'মুজিবর রহমান', কিংবা 'মুজিব', 'শেখ মুজিব', 'শেখ মজিবর', এমনকি 'শেখ ছাহেব'ও আছে। আমরা হুবহু তা-ই রেখে দিয়েছি।

বঙ্গবন্ধুকে অনেক জায়গায় যেমন 'শিল্পমন্ত্রী' বলা হয়েছে, আবার অনেক জায়গায় 'শিল্পসচিব' বলেও উল্লেখ করে সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়েছে। এটা কেন হয়েছিল, আমাদের কাছে তা অজ্ঞাত অথবা সে সময় হয়তো আমেরিকান পদ্ধতির মতো মন্ত্রী-সচিব একই অর্থবোধক ছিল।

গ্রন্থটি এই পর্যায়ে আনতে আরো যাঁরা পরিশ্রম করেছেন তাঁদের সকলের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বিশেষ করে এই ইনস্টিটিউটের সাবেক মহাপরিচালক দুলাল চন্দ্র বিশ্বাস কাজটি শুরু করেছিলেন। যেসব গবেষক এতে শ্রম দিয়েছেন তাদেরও ধন্যবাদ।

কাজটির সুচারুভাবে সম্পাদনার জন্য একটি উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়েছিল। তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি পরামর্শদান করেছিলেন। এর মধ্যে একটি হলো নির্ঘণ্ট তৈরি করা। সময়সাপেক্ষ হলেও তা আমরা সম্পন্ন করেছি, যদিও এক্ষেত্রে কিছু দুর্বলতা থেকে গেল। কয়েকটি নতুন পত্রিকার সংবাদ তাঁদের পরামর্শেই শেষ পর্যায়ে এখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আমাদের সময় দেওয়ার জন্য উপদেষ্টা পরিষদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। বইটির বাংলা ও ইংরেজি নামকরণে সাহায্য পেয়েছি প্রফেসর ড. আনিসুজ্জামানের কাছ থেকে। তাঁকেও এই সুযোগে ধন্যবাদ দিচ্ছি।

যেসব প্রতিষ্ঠান, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার, বাংলা একাডেমি গ্রন্থাগার, আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার এবং বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট গ্রন্থাগার এ কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। তাদের কর্মকর্তা ও অন্যান্য কর্মীদের প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট *সংবাদপত্রে বঙ্গবন্ধু* নামে যে কাজটিতে হাত দিয়েছে আগামী অল্প সময়ের মধ্যে তা কয়েক খণ্ডে পূর্ণরূপ পাবে। আশা করি, দ্রুতই আমরা তা পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে পারব।

ফেব্রুয়ারি ২০১৪

মো. শাহ আলমগীর
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট

সূ|চি|প|ত্র

ভূমিকা	পৃষ্ঠা ৫
বর্ষ ১৯৫২	পৃষ্ঠা ১১
বর্ষ ১৯৫৩	পৃষ্ঠা ১৫
বর্ষ ১৯৫৪	পৃষ্ঠা ১৯
বর্ষ ১৯৫৫	পৃষ্ঠা ৩৩
বর্ষ ১৯৫৬	পৃষ্ঠা ৬৯
বর্ষ ১৯৫৭	পৃষ্ঠা ১৪৭
বর্ষ ১৯৫৮	পৃষ্ঠা ২৭৭
বর্ষ ১৯৫৯	পৃষ্ঠা ৩৬৫
নির্ঘণ্ট	পৃষ্ঠা ৩৭৩

যেসব পত্র-পত্রিকা থেকে সংবাদ সংগ্রহ করা হয়েছে

১. আজাদ : ১৯৫২-১৯৫৮
২. Pakistan Observer: ১৯৫৪-১৯৫৭
৩. Daily Dawn : ১৯৫৫-১৯৫৮
৪. দৈনিক ইত্তেফাক : ১৯৫৬-১৯৫৯
৫. Morning News : ১৯৫৬-১৯৫৮
৬. সংবাদ : ১৯৫৬-১৯৫৯
৭. দৈনিক ইত্তেহাদ : ১৯৫৭-১৯৫৯
৮. দৈনিক মিল্লাত : ১৯৫৮
৯. সাপ্তাহিক সৈনিক : ১৯৫৭

১৯৫২

আজাদ

১৭ই এপ্রিল ১৯৫২

আওয়ামী লীগ নেতাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ বাতিল

(সংবাদদাতার তার)

গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর), ১৫ই এপ্রিল।- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুস সালাম খান এবং জয়েন্ট সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে স্থানীয় মহকুমা হাকিমের এজলাসে যে মামলা চলিতেছিল, তাহাতে আওয়ামী লীগ নেতৃদ্বয়কে বেকসুর খালাস দেওয়া হইয়াছে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, জনাব মুজিবুর রহমান ও আবদুস সালাম খানকে গত ১৯৫০ সনের জুলাই মাসে গোপালগঞ্জে ১৪৪ ধারার আদেশ অমান্য করার দায়ে অভিযুক্ত করা হইয়াছিল।

ছাত্রনেতার জামিনে মুক্তিলাভ

গত ১১ই এপ্রিল গোপালগঞ্জ মোছলেম ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট সরদার এমামকে বিশেষ অর্ডিন্যান্স বলে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে তাঁহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। গ্রেফতারের সময় তাঁহার বাড়ীও তল্লাসী করা হইয়াছিল। কিন্তু আপত্তিকর কোন কিছু পাওয়া যায় নাই।

১৯৫৩

আজাদ
৯ই জুলাই ১৯৫৩

খাদ্য সমস্যার সমাধান দাবী
আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী
জনাব রহমানের বিবৃতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) অপরাহ্নে সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসংগে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, খাদ্য সমস্যাকে রাজনীতির উর্দ্ধে স্থান দিতে হইবে।

পূর্ব্ববঙ্গের কতিপয় জেলায় খাদ্য সঙ্কট দেখা দেওয়ায় যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার মোকাবেলা করার জন্য তিনি সরকারকে অবিলম্বে দুর্দ্দশাগ্রস্থদের বিনামূল্যে খাদ্য সরবরাহ, সহজ শর্ত্তে যথেষ্ট পরিমাণ বীজ ও যথেষ্ট সংখ্যক গরু ঋণদান ও দুর্দ্দশাগ্রস্থ এলাকাসমূহে চিকিৎসার ব্যবস্থা করিতে বলেন।

তিনি বলেন যে, পূর্ব্ববঙ্গের কাঁচামাল বিদেশের বাজারে যাহাতে ন্যায্যমূল্যে বিক্রয় হয় এবং দেশে নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন দ্রব্যের দাম যাহাতে কমে, তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে।

পাটচাষী ও পাটনীতির উল্লেখ করিয়া জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, প্রদেশের পাটচাষীর তথা রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য পাটের রফতানী বাণিজ্য ও পাটশিল্প জাতীয়করণ অপরিহার্য্য। জাতীয়করণই পাট সমস্যার একমাত্র সমাধান বলিয়া তিনি মন্তব্য করেন।

বর্ত্তমান লীগ সরকার জমিদারী দখলে যে আইন করিয়াছেন, জনাব রহমান তৎসম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে বলেন যে, ইহা জমিদারী উচ্ছেদ আইন নয়, ইহা হইতেছে জমিদারী ক্রয় আইন। বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী ভূমিহীনদের মধ্যে ভূমি বন্টন করা আওয়ামী লীগের উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি বর্ণনা করেন।

আওয়ামী লীগের বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, কমনওয়েলথের বাহিরে সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা লইয়া সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ নীতি অবলম্বন করাই তাঁহাদের উদ্দেশ্য। কমনওয়েলথের বাহিরে আসার জন্য তিনি সরকারের নিকট দাবী জানান।

নিরাপত্তা আইন সম্পর্কে তিনি বলেন যে, নিরাপত্তা আইন দ্বারা জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে মন্ত্রীদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হইতেছে। গত পাঁচ বৎসর ধরিয়া ব্যক্তি-স্বাধীনতা হরণ করিয়া সরকার গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করিয়াছে। তাই তিনি এইসব কালা-কানুন প্রত্যাহারের জন্য সরকারের নিকট জোর দাবী জানান।

বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণার দাবী জানাইয়া তিনি বলেন, 'বাংলা ভাষার প্রশ্ন পাকিস্তানের এই অংশের জনসাধারণের জীবন মরণের প্রশ্ন'। জনাব মুজিবুর রহমান রাজবন্দীদের মুক্তি, লাহোর প্রস্তাব অনুসারে শাসনতন্ত্র রচনা, গণপরিষদ ও প্রদেশসমূহের আইন সভা ভাঙ্গিয়া দিয়া নূতন নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করেন।

১৯৫৪

আজাদ
১০ই জানুয়ারি ১৯৫৪

যুক্তফ্রন্টের প্রার্থী মনোনয়ন
শনিবারে ১৮ জনের নাম ঘোষণা

গতকল্য (শনিবার) যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী বোর্ড কর্তৃক আগামী নির্বাচনে নিম্নোক্ত ১৮টি কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্টের মনোনীত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হইয়াছে ঃ–

১। আতাউর রহমান খান– ঢাকা সদর মধ্য পশ্চিম।
২। মুনির হোসেন জাহাঙ্গিরী– মুন্সিগঞ্জ মধ্য-পূর্ব্ব।
৩। ইউসুফ আলী চৌধুরী– ফরিদপুর সদর উত্তর-পশ্চিম।
৪। আবদুস সালাম খান– গোপালগঞ্জ উত্তর।
৫। শেখ মুজিবর রহমান– গোপালগঞ্জ দক্ষিণ।
৬। কাজি রোকন উদ্দিন আহমদ– ফরিদপুর সদর দক্ষিণ-পূর্ব্ব।
৭। আদেল উদ্দিন আহমদ– মাদারীপুর দক্ষিণ-পশ্চিম।
৮। হায়দর আলী মল্লিক– জামালপুর দক্ষিণ।
৯। আবদুল খালেক– যশোর পূর্ব।
১০। আজিজুর রহমান খন্দকার– গাইবান্ধা মধ্য।
১১। আবু হোসেন সরকার– রংপুর কাম গাইবান্ধা।
১২। মিয়া আবদুল হাফেজ– কুড়িগ্রাম মধ্য।
১৩। হাতেম আলী খান– টাঙ্গাইল উত্তর।
১৪। সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দীন হোসেন– কিশোরগঞ্জ দক্ষিণ-পূর্ব।
১৫। নাসির উদ্দিন আহমদ– হবিগঞ্জ মধ্য-দক্ষিণ।
১৬। আনোয়ারা খাতুন– ঢাকা সিটি পশ্চিম মোছলেম মহিলা কেন্দ্র।
১৭। জনাব জসিমউদ্দিন আহমদ– নিলফামারী দক্ষিণ।
১৮। আবুল হোসেন মিয়া– রংপুর সদর পশ্চিম।

আজাদ
২২শে মার্চ ১৯৫৪

নির্ব্বাচন প্রার্থী সাতজন প্রাক্তন মন্ত্রীই পরাজিত
সর্ব্বশেষ মন্ত্রী দ্বারকানাথ বারোরীর জামানত বাজেয়াফত
গোপালগঞ্জ দক্ষিণ কেন্দ্রে শেখ মুজিবর রহমানের সাফল্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (রবিবার) প্রাক্তন মন্ত্রী মিঃ দ্বারকানাথ বারোরীর নির্ব্বাচন কেন্দ্রের ফল ঘোষিত হইয়াছে। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী মিঃ গৌরচন্দ্র বালা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এবং মিঃ বারোরীর জামানত বাজেয়াফত হইয়াছে। স্মরণ থাকিতে পারে যে, নির্ব্বাচনের কিছু পূর্ব্বে মিঃ বালাকে নিরাপত্তা আইনে গ্রেফতার করা হইয়াছিল।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, নূরুল আমীন মন্ত্রিসভার ৮ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন নির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন। যুক্তফ্রন্ট প্রার্থীদের নিকট ৬ জন ইতিপূর্ব্বেই পরাজিত হইয়াছেন। মিঃ বারোরীকে লইয়া এখন ৭ জনই পরাজিত হইলেন। তন্মধ্যে জনাব আবদুস সলিম ও মিঃ বারোরীর জামানত বাজেয়াফত হইয়াছে।

গতকল্য গোপালগঞ্জ দক্ষিণ মোছলেম কেন্দ্রের ফল ঘোষিত হইয়াছে। এই কেন্দ্র হইতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান লীগ

প্রার্থীকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

ফরিদপুর কাম কুষ্টিয়া কাম যশোর কাম খুলনা মোছলেম মহিলা কেন্দ্রেও জনৈক যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী নির্ব্বাচিত হইয়াছেন এই কেন্দ্রসহ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৯টি আসনেই যুক্তফ্রন্টের প্রার্থীরা নির্ব্বাচিত হইলেন।

অদ্য যে সব কেন্দ্রের ফল ঘোষিত হইয়াছে, উহার বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

গোপালগঞ্জ দক্ষিণ মোছলেম

শেখ মুজিবর রহমান (যুক্তফ্রন্ট নির্ব্বাচিত) ১৯৩৬২, অহিদুজ্জামান (লীগ) ৯৫৬৯। এই কেন্দ্রে স্বতন্ত্র প্রার্থী শরিফ শামসুদ্দীন আহমদ কর্তৃক প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা জানা যায় নাই।

আজাদ
২৩শে মার্চ ১৯৫৪

গোপালগঞ্জ দক্ষিণ মোছলেম

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী শেখ মুজিবর রহমান গোপালগঞ্জ দক্ষিণ মোছলেম নির্ব্বাচন কেন্দ্র হইতে লীগ প্রার্থী জনাব অহিদুজ্জামানকে বিপুল ভোটাধিক্যে পরাজিত করিয়া পরিষদ সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন।

আজাদ
১২ই মে ১৯৫৪

পূর্ব্ববঙ্গ মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ
জনাব ফজলুল হকের প্রচেষ্টা

ঢাকা, ১১ই মে।- পূর্ব্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক অদ্য রাত্রে এক সাক্ষাৎকারে বলেন ঃ আগামীকাল নাগাদ মন্ত্রিসভায় আরও সদস্য গ্রহণের কাজ শেষ হইতে পারে।

প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "মন্ত্রিসভায় আরও আট-নয়জন লোক গ্রহণের সম্ভাবনা আছে।" তিনি আরও বলেন ঃ "যুক্তফ্রন্টের বিভিন্ন দলের সম্মতিক্রমেই মন্ত্রীদের নামের তালিকা রচিত হইবে।"

সন্ধ্যার দিকে প্রধানমন্ত্রীর সহিত আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আতাউর রহমান ও জনাব শেখ মুজিবর রহমানের আলাপ-আলোচনা হয়। –এপিপি

আজাদ
১৪ই মে ১৯৫৪

পূর্ব্ববঙ্গ মন্ত্রিসভার জন্য আরও দশজনের নাম দাখিল
আগামীকল্য নুতন মন্ত্রীদের শপথ গ্রহণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রধানমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক গতকল্য (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যায় গবর্ণরের নিকট মন্ত্রিসভার জন্য দশজন সদস্যের নাম দাখিল করেন। এই ১০ জনকে লইয়া প্রাদেশিক মন্ত্রিসভায় সদস্য সংখ্যা মোট ১৪ জন হইল। দুইজন সংখ্যালঘু মন্ত্রিসহ আরও ছয়জনের নাম তৃতীয় দফায় দাখিল করা হইবে এবং এই ছয়জনের মধ্যে

চারজনকে রাজশাহী বিভাগ হইতে লওয়া হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী জানান।
তিনি অপেক্ষমাণ সাংবাদিকগণকে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম গবর্ণরের নিকট দাখিল করিয়াছেন বলিয়া জানান ঃ

১। আতাউর রহমান খান (আওয়ামী লীগ)
২। ইউসুফ আলী চৌধুরী (কৃষক শ্রমিক)
৩। আবদুস সালাম খান (আওয়ামী লীগ)
৪। শেখ মুজিবর রহমান (আওয়ামী লীগ)
৫। সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন (নেজামে ইসলাম)
৬। আবুল মনসুর আহমদ (আওয়ামী লীগ)
৭। হাশেম উদ্দিন আহমদ (আওয়ামী লীগ)
৮। কফিল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী (কৃষক শ্রমিক)
৯। রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী (কৃষক শ্রমিক)
১০। আবদুল লতিফ বিশ্বাস (কৃষক শ্রমিক)

গবর্ণমেন্ট হাউস হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর একমাত্র জনাব মোয়াজ্জেমুদ্দীন হোসেন ব্যতীত অপর সকল সদস্যই জনাব ফজলুল হকের সহিত সাক্ষাৎ করেন।
জনাব হক তাঁহাদের উদ্দেশ্য করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব্ববঙ্গ মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ কার্য্যে বিভিন্ন পার্টির মধ্যে ঐক্য বজায় থাকায় আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি পাকিস্তানের বৃহত্তর স্বার্থে সকলে সমবেতভাবে কার্য্য করিবেন বলিয়া আশা করেন। তিনি যুক্তফ্রন্টের একতা বজায় রাখার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

PAKISTAN OBSERVER
14th May1954

Ten More Members For East Bengal Cabinet
Swearing In Ceremony On Saturday

Chief Minister Mr. Fazlul Huq submitted a list of ten names to the Governor of East Pakistan, Choudhury Khaliquzzaman, yesterday (Thursday) evening for inclusion in his Cabinet, reports APP.
The new ministers will be sworn in on Saturday morning. The strength of his Cabinet would thus be raised to fourteen.
Six more Ministers would be added later on according to knowledgeable sources. This 'third instalment' is expected to include two non-Muslims.
A Press Note issued here yesterday night from the Government House said: "Mr. A. K. Fazlul Huq, Chief Minister of East Bengal, again met the Governor today and was with him for about half an hour.
He has submitted a further list of names for inclusion in his Cabinet consisting of the following: (1) Mr. Ataur Rahman Khan, (2) Mr. Yusuf Ali Chowdhury, (3) Mr. Abdus Salam Khan, (4) Sheikh Mujibur Rahman, (5) Mr. Syed Moazzemuddin Hossain, (6) Mr. Abul Mansoor Ahmed, (7) Mr. Hashemuddin Ahmed, (8) Mr. Kafiluddin Ahmed Chowdhury, (9) Mr. Razzakul Hayder Choudhury, and (10) Mr. Abdul Latif Biswas.

SWORNING IN ON SATURDAY

These gentlemen will be sworn in as Ministers in the East Bengal Cabinet at a ceremony to be held at the Government house on Saturday at 10-30 a.m.
All the new members, except Mr. Moazzemuddin Hussain, called on Mr. Fazlul Huq, soon after his return from the Government House.
Addressing them Mr. Fazlul Huq expressed satisfaction at the unanimity among various parties on the expansion of his Cabinet.
He hoped that all would work together in the greater interest of Pakistan.
He expressed his determination to maintain the unity of the United Front Party.

আজাদ
১৬ই মে ১৯৫৪

পূর্ব্ববঙ্গের নয়া মন্ত্রীদের আনুগত্যের শপথ গ্রহণ
বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে গবর্ণমেন্ট হাউসে অনুষ্ঠান সম্পন্ন

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শনিবার) প্রাতে গবর্ণমেন্ট হাউসে পূর্ব্ববঙ্গের আরও ১০ জন মন্ত্রী শপথ গ্রহণ করেন। ইহাদিগকে লইয়া মন্ত্রিসভার সদস্য সংখ্যা ১৪ জন হইল।
গবর্ণমেন্ট হাউসের দরবার হলে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। প্রধানমন্ত্রী জনাব এ, কে, ফজলুল হক পবিত্র কোরানশরীফ পাঠ করিয়া অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন।
কূটনৈতিক প্রতিনিধি হাইকোর্টের জজ ,পরিষদ সদস্য উচ্চপদস্থ সরকারি কর্ম্মচারি এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণসহ বহু লোক শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। পূর্ব্ব পাকিস্তানের গবর্ণর চৌধুরী খলিকুজ্জামান নূতন মন্ত্রীদিগকে আনুগত্যের ও সরকারি কার্য্যের গোপনীয়তা রক্ষার শপথ গ্রহণ করান। শপথ গ্রহণের পর মন্ত্রীগণ বাহিরে আসিলে গবর্ণমেন্ট হাউসের ফটকে এক বিরাট জনতা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করে।
নবনিযুক্ত মন্ত্রীদের নাম নিম্নে দেওয়া হইল ঃ-

১। জনাব আতাউর রহমান খান।
২। জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া)।
৩। জনাব আবদুস সালাম খান।
৪। জনাব শেখ মুজিবর রহমান।
৫। জনাব সৈয়দ মোয়াজ্জেম উদ্দিন হোসেন। (অবিভক্ত বাংলার প্রাক্তন মন্ত্রী)
৬। জনাব আবুল মনসুর আহমদ।
৭। জনাব হাসেমুদ্দিন আহমেদ।
৮। জনাব কফিলুদ্দিন আহামদ চৌধুরী।
৯। জনাব আব্দুল লতিফ বিশ্বাস।
১০। জনাব রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী।

জনাব মুজিবর রহমান মন্ত্রীসভার সর্ব্বকনিষ্ঠ সদস্য বলিয়া জানা গিয়াছে। তাঁহার বয়স ৩০ বৎসর। গতকল্য জনাব ফজলুল হক তাঁহাকে পৌত্র বলিয়া অভিহিত করেন।

PAKISTAN OBSERVER
16th May 1954

New Ministers Sworn In

Ten more Ministers were sworn in this morning at the Government House, bringing the strength of the East Bengal Cabinet to 14.
CEREMONY held at Darbar Hall of the Governor Minister Mr. A.K. Fazlul Huq.
A large members of persons including members of the diplomatic corps, High Court Judges, prominent Citizens, MLAs and high officials were present on the occasion.
Oath of office and secret were administered by the Governor of East Pakistan, Choudhury Khaliquzzaman to the new Ministers.
A large crowd hailed the Ministers outside the gate of the Government House as they came out.
The following are the new ministers:-
Mr. Ataur Rahman Khan, Mr. Yusuf Ali Choudhury (Mohan Mian), Mr. Abdus Salam Khan, Sheikh Mujibur Rahman, Syed Moazzumuddin Hussain (a former Minister of undivided Bengal), Mr. Abul Mansur Ahmed, Mr. Hashemuddin Ahmed, Mr. Kafiluddin Ahmed Choudhury, Mr. Razzakul Hyder Choudhury and Mr. Abdul Latif Biswas.
Mr. Mujibur Rahman was stated to be the youngest member (thirty three) of the Cabinet whom Mr. Fazlul Huq yesterday described as his "grandson." -APP.

আজাদ
১৭ই মে ১৯৫৪

পূর্ব্ববঙ্গের নবনিযুক্ত মন্ত্রীগণের পরিচিতি
জনাব শেখ মুজিবর রহমান

ফরিদপুর জেলার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে ১৯২১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ইনিই ফজলুল হক মন্ত্রীসভার সর্ব্বকনিষ্ঠ মন্ত্রী। গোপালগঞ্জের মিশন স্কুল হইতে ১৯৪১ সালে ম্যাট্রিক ও কলিকাতা এছলামিয়া কলেজ হইতে ১৯৪৭ সালে বি, এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
১৯৫০ সালে তিনি সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে যোগ দেন এবং বিভিন্ন অন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।
১৯৪৮ সালে তিনি জেলে থাকা কালেই তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারি নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯৫২ সালে মুক্তি লাভের পর উক্ত প্রতিষ্ঠানের জেনারেল সেক্রেটারি নির্ব্বাচিত হন।

আজাদ
২২শে মে ১৯৫৪

এছলামই বিশ্বে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রকৃত পন্থা
পল্টনের জনসভায় মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা
জনগণকে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়ার আহ্বান
আদমজী মিলের ঘটনার নিন্দা ঃ পূর্ণ শান্তি রক্ষার অনুরোধ

(স্টাফ রিপোর্টার)
"প্রেম, প্রীতি ও ভালবাসা দ্বারা মানুষের হৃদয় জয় করাই মানব জীবনের চরম সার্থকতা। যে জাতির একে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা নাই, সহানুভূতি নাই, ভালবাসা নাই, সে জাতির প্রতি কখনও আল্লাহর রহমত নাজেল হয় না। দুনিয়ার বুকে এছলাম ধৈর্য্য, উদারতা ও ত্যাগের যে মহান আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, সেই পথ ধরিয়া চলিলে বিশ্বে পূর্ণ শান্তি ও সুখসমৃদ্ধি আসিবে।"
গতকল্য (শুক্রবার) অপরাহ্নে কৃষক শ্রমিক পার্টির উদ্যোগে পল্টন ময়দানে আহূত শান্তি দিবস উপলক্ষে এক জনসভায় সভাপতির অভিভাষণে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবর রহমান

মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন, "দুর্ঘটনার জন্য দায়ী সমস্ত লোকের বিরুদ্ধে সরকার কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন। কিন্তু জনসাধারণকে ইহার জন্য একটু অপেক্ষা করিতে হইবে। কেননা প্রয়োজনীয় তদন্ত ও বিচারের জন্য কিছু সময়ের প্রয়োজন। জনসাধারণকে শান্তি বজায় রাখার আবেদন জানাইয়া তিনি বলেন, "দেশে পূর্ণ শান্তি বজায় না থাকিলে কোন সরকারই জনগণের কল্যাণের জন্য কোন কাজ করিতে পারেন না। আমি বিশ্বাস করি, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ ইহা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করেন। তাই এতগুলি দুর্ঘটনার পরেও পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ কোথায়ও এমন কোন কাজ করে নাই বা এমন কোন কিছু বলে নাই, যাহার দ্বারা শান্তি ভঙ্গ হইতে পারে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিবেক-বুদ্ধির উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। তাই আমি জোরের সহিত বলিতে পারি যে, এখানকার জনসাধারণ সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিয়া শান্তি বজায় রাখিবে। চলুন আজ সকলে মিলিয়া বাঙ্গালী, বিহারী, পাঞ্জাবী ভেদাভেদ ভুলিয়া গিয়া সুখী ও সমৃদ্ধিশালী রাষ্ট্র কায়েম করার ওয়াদা গ্রহণ করি।"

PAKISTAN OBSERVER
23rd May 1954

4 MINISTERS LEAVE FOR KARACHI

(By A Staff Reporter)
Four East Bengal Ministers left for Karachi yesterday (Saturday). They are likely to stay in the Federal Capital for about 4 days and discuss matters relating their respective departments with the Central Govt.
The party comprises of Mr. Ataur Rahman, Mr. Yusuf Ali Chowdhury, Mr. Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Ashrafuddin Ahmed Chowdhury. All but the last mentioned Minister went for the first time to the Federal Capital since their assumption of office.

PAKISTAN OBSERVER
17th June 1954

CASE FILED AGAINST SHEIKH MUJIBAR

(By A Staff Reporter)

Police submitted charge-sheet on Tuesday against Sheikh Mujibar Rahman, General Secretary, East Pakistan Awami League and a former cabinet-colleague of the ex-Chief Minister of East Bengal Mr. A. K. Fazlul Huq and 10 others for their alleged complicity in the Central Jail disturbances.

It may be recalled here that Sheikh Mujibar Rahman was arrested the very day on which the United Front Ministry was deposed and Governor's Rule was promulgated in the province. He is now under detention in the Dacca Central Jail.

Sheikh Mujib, now, would stand trial in the court of Mr. A. Rahman, magistrate, First Class-where the case has been instituted against him and 10 others Under sections 147, 148, 149, 326 and 395 P.P.C. added to Section 7/3 Safety Ordinance.

PAKISTAN OBSERVER
18th June 1954

Dist. Judge May Be Moved for Mujib's Bail

(By A Staff Reporter)

Bail petition for the release of Sheikh Mujibur Rahman, an ex-minister in the deposed Huq-cabinet and now an under-trial in Central Jail disturbance case, is expected to be moved to-day (Friday) before the District Sessions Judge.

It may be mentioned here that a similar petition was rejected by the S.D.O. (South).

PAKISTAN OBSERVER
19th June 1954

Fresh Bail Petition for Sk. Mujib

(By A Staff Reporter)

A fresh bail petition for Sheikh Mujibur Rahman, Ex-Minister, was moved in the Court of the Sessions Judge yesterday (Friday) by Mr. Ataur Rahman Khan, advocate and a colleague of the detenu in the dismissed United Front Government.

The next date of hearing has been fixed for June 24. Bail petition of Sheikh Mujibur Rahman was earlier rejected by the S.D.O. (South).

A.P.P. adds:-

The police has chargesheeted Mr. Mujibur Rahman and ten others

for alleged complicity in a recent clash between Dacca Central Jail warders and a crowed. Six out of 11 persons are still absconding and warrants, proclamation and attachment orders against them have been issued by the Sub-Divisional Officer, Dacca South.

The date of hearing for this case has been fixed for June 26.

PAKISTAN OBSERVER
25th June 1954

Judgment On Mujibur's Bail petition Today

The bail petition for Sheikh Mujibur Rahman, ex-Minister of the United Front Party, was moved yesterday in the court of the District and Sessions Judge, Dacca.

The judgement was kept reserved for today (Friday).

Mr. Ataur Rahman, ex-Minister of the United Front Party moved a bail petition for Mr. Rahman in the court of the SDO (South) on June 14, which was rejected.-APP

আজাদ
২৫শে জুলাই ১৯৫৪

জনাব মুজিবর রহমানের মামলা

গতকল্য (শনিবার) ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে হাঙ্গামা সম্পর্কিত মামলার আর এক দফা শুনানী হয়। প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান ও অপর দুইজন আসামীকে এসডিও'র সম্মুখে হাজির করা হয়। ৩১শে জুলাই পুনরায় মামলার শুনানী হইবে।

PAKISTAN OBSERVER
25th July1954

SHEIKH MUJIB'S CASE

(By a Staff reporter)

Sk. Mujibur Rahman, Ex-Minister, arrested for alleged complicity in the Dacca Central jail Disturbances, was produced yesterday (Saturday) before the SDO (South). The Court sat in the jail premises. The next date of hearing is July 31.

আজাদ
৮ই আগস্ট ১৯৫৪

শেখ মুজিবরের মামলা
শনিবার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব ফজলে রাব্বির আদালতে স্থানান্তরিত

ঢাকা, ৭ই আগস্ট।- যুক্তফ্রন্ট সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান ও অপর দুইজনকে অন্য ঢাকা সদর মহকুমা হাকিম জনাব নুরুদ্দিনের এজলাসে হাজির করা হয়।

গত মে মাসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের নিকটে দাঙ্গার অভিযোগে তাঁহাদের এই বিচার চলিতেছে। অদ্য এই মামলা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব ফজলে রব্বির আদালতে স্থানান্তরিত করা হয়।
এই মামলায় মোট দশজনকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে। প্রকাশ তন্মধ্যে ৭ জন পলাতক আছে। –এপিপি

PAKISTAN OBSERVER
28th September 1954

Trial of Mujibar Resumes To-morrow

The trial of Mr. Sheikh Mujibar Rahman, ex-Minister of deposed Fazlul Huq Cabinet and General Secretary of the East Pakistan Awami league who has been charge-sheeted under various sections of the P. P. C. in connection with the Dacca Central jail gate firing incident, will resume to-morrow (Wednesday) in the court of Mr. Fazle Rabbi, magistrate 1st Class, Dacca. It may be mentioned in this connection that Mr. Rahman was arrested on May 30 last. Mr. Abdus Salam khan, Mr. Ataur Rahman Khan, ex-Ministers of the deposed Fazlul Huq Cabinet will defend Mr. Rahman aided by Mr. Kamaruddin Ahmed, Mr. Zahiruddin and Mr. Abdul Hakim Miah. Witnesses are expected to be examined to-morrow.

আজাদ
৩০শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

শেখ মুজিবরের মামলা ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত শুনানী মুলতবী

(স্টাফ রিপোর্টার)
গতকল্য (বুধবার) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব ফজলে রব্বির এজলাসে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে অনুষ্ঠিত হাঙ্গামা সম্পর্কে অভিযুক্ত জনাব শেখ মুজিবর রহমান, ফিরোজ, সিরাজউদ্দিন ও আবদুল হক ওরফে মোহাম্মদ মিঞাকে উপস্থিত করা হয় এবং তাহাদের মামলার একদফা শুনানী হয়।
এই মামলার মোট ১১ ব্যক্তিকে অভিযুক্ত করা হয়; তন্মধ্যে ৭ ব্যক্তি ফেরার আছে। ফেরার ব্যক্তিদের মধ্যে গতকল্য সাইদুল হক এবং আরশাদ আলীর সম্পত্তি ক্রোকের পরোয়ানা জারী করা হয়।
আগামী ১৩ই অক্টোবর পর্য্যন্ত মামলার শুনানী মুলতবী আছে।

আজাদ
১৪ই অক্টোবর ১৯৫৪

মুজিবর রহমানের মামলা আগামী ২৫শে নবেম্বর শুনানীর পরবর্ত্তী তারিখ ধার্য

ঢাকা, ১৩ই অক্টোবর।- প্রাক্তন ফজলুল হক মন্ত্রিসভার সদস্য শেখ মুজিবর রহমানকে আগামী ২৫শে নবেম্বর ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এ, বি, এম,

ফজলে রব্বির এজলাসে হাজির করিতে হইবে। অদ্য উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেটের এজলাসে মামলার শুনানী সম্পর্কে তাঁহাকে উপস্থিত করার কথা ছিল, কিন্তু অদ্য শুনানী হয় নাই।
গত ৬ই মে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে জেল ওয়ার্ডার ও জনতার মধ্যে যে সংঘর্ষ হয়, তাহাতে জড়িত থাকার অভিযোগে জনাব মুজিবর রহমানকে গ্রেফতার করা হয়। গত ২৯শে সেপ্টেম্বর এই মামলার শুনানীর সময় দুইজন পুলিশের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। –এপিপি

PAKISTAN OBSERVER
14th October 1954

Mujibur To Appear Before Court On Nov. 25

Sheikh Mujibur Rahman ex-Minister of Fazlul Huq cabinet who was to be produced for hearing before, A. H. M. Fazele Rabbi, Magistrate, first class, Dacca, today will now appear before the Magistrate on November 25.
The case was not taken up today. Mr. Mujibur Rahman was arrested in connection with alleged complicity in the clash between jail warders and the public, in front of the Dacca central jail on May 6 last.
Earlier two police witnesses were examined by the court on September 29. -APP

আজাদ
১৪ই নভেম্বর ১৯৫৪

শেখ মুজিবরের মামলা

ঢাকা, ১৩ই নবেম্বর।- প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য শেখ মুজিবর রহমানকে জেলা জজ জনাব এম, আহমদ অদ্য জামিন মনজুর করিয়াছেন। জনাব মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল গেটের নিকটে জেল ওয়ার্ডেন ও জনতার মধ্যে অনুষ্ঠিত দাঙ্গার সহিত যুক্ত থাকার অভিযোগে বিচার চলিতেছে। গত ৩০শে মে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ৯২(ক) ধারা প্রবর্ত্তনের পর তাঁহাকে গ্রেফতার করা হয়। জনাব মুজিবর রহমান এখনও পূর্ব্ববঙ্গ জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে আটক আছেন। – এপিপি

আজাদ
২৬শে নভেম্বর ১৯৫৪

শেখ মুজিবরের মামলার শুনানী

(স্টাফ রিপোর্টার)
গতকল্য (বৃহস্পতিবার) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব এ, বি, এম, ফজলে রব্বির কোর্টের প্রাক্তন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার সদস্য ও আওয়ামী লীগ নেতা জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত "জেল গেট হাঙ্গামা মামলার" পুনরায় শুনানী হয়।

মামলা সম্পর্কে যুক্ত সিরাজুদ্দিন, ফিরোজ ও আবদুল হক – ইহাদের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকার ব্যক্তিগত জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়। জনাব শেখ মুজিবর রহমানেরও জামিন মঞ্জুর হয়। কিন্তু তিনি জননিরাপত্তা আইন অনুসারে আটক আছেন। মামলা সম্পর্কে আরও তিনজনকে গ্রেফতার করার জন্য যে তিনজন পুলিশ কর্ম্মচারীর উপর ভার দেওয়া হইয়াছিল, তাঁহারা কোর্টকে জানান যে, আসামীগণ ফেরার হইয়াছে।
আগামী ১০ই জানুয়ারী পুনরায় মামলার দিন ধার্য্য হইয়াছে।
সরকারের পক্ষে জনাব মজহার হাসনাইন ও আসামীর পক্ষে জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব সৈয়দ আজিজুল হক, জনাব কমরুদ্দীন, জনাব জমিরুদ্দীন ও জনাব জহীরুদ্দীন মামলা পরিচালনা করেন।

PAKISTAN OBSERVER
26th November 1954

Case Against Mujibar
3 More Granted Bail

Mr. A. B, M. Fazle Rabbi, Magistrate, first class, Dacca, granted bail for rupees 5,000 each with one surety to Feroz, Serajuddin and Abdul Haque while produced before the court here today.
They were arrested by the police on alleged complicity of rioting in front of the Dacca Central jail in May last.
Sheikh Mujibar Rahman ex-Minister of the Fazlul Huq Cabinet, who was also arrested in this connection was granted bail earlier, by the District Sessions, Judge, Dacca, but he continues to be detained under the Public Safety Ordinance.
Three more police witnesses who were deputed to execute the warrant of arrest against three persons informed the court that the accused were absconding.
The three persons who were granted bail today will, however, continue to remain in 'hajat' till their personal sureties are tested by the police.
The next date for hearing was fixed on January 11 next year.
Mr. Mazhar Hossain, Public Prosecutor appeared for the Crown. Mr. Ataur Rahman Khan, Mr. Azizel Huq, ex-Ministers appeared for the defense. -APP.

PAKISTAN OBSERVER
19th December 1954

SHEIKH MUJIB RELEASED

Sheikh Mujibur Rahman, former minister of the United Front Party was released yesterday (Saturday).
Mr. Rahman who was arrested on May 30 last was detained under the East Bengal Safety Ordinance.
A Press Note Issued yesterday said, "An application was submitted to the Government today on behalf of Sheikh Mujibur Rahman,

detenue under the East Bengal Public Safety Ordinance in which it was stated that the father of the detenue is very seriously ill.
"The Government after careful consideration of the application and the full facts of the case have decided to release Sheikh Mujibur Rahman on compassionate grounds. Orders have been issued to release the detenue forthwith." -APP.

আজাদ
২৩শে ডিসেম্বর ১৯৫৪

মুজিবর রহমানের করাচী যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)
যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভায় প্রাক্তন সদস্য জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বুধবার) পি,আই,এ বিমানযোগে করাচী রওয়ানা হইয়াছেন। আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আতাউর রহমান তাঁহাকে করাচী গমনের জন্য জরুরী আহ্বান জানাইয়াছেন।

আজাদ
২৯শে ডিসেম্বর ১৯৫৪

শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সহযোগিতার শর্ত্ত
শেখ মুজিবর রহমানের বিবৃতি

করাচী, ২৮শে ডিসেম্বর।- গণপরিষদে আওয়ামী মোছলেম লীগ দল শাসনতন্ত্র প্রণয়নের কাজে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের সঙ্গে সহযোগিতা করার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করিয়া আওয়ামী লীগ পরিষদ দলের সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান আজ এ,পি,পি'র নিকট বলেন যে, শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে তাঁহার দল বিশেষভাবে আগ্রহান্বিত এবং সরকার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, যুক্তনির্ব্বাচন, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষারূপে গ্রহণ ও সকল বিষয়ে সংখ্যা সাম্য প্রবর্ত্তনের দাবী মানিয়া লইলে তাঁহারা এই ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করিতে রাজি রহিয়াছেন।
তিনি বলেন যে, এই চারিটি বিষয় বাদ দিয়া আওয়ামী লীগ কোন কিছু করিতে রাজী হইবে না এবং ইহার জন্য শেষ পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিবে।
তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, ২১ দফা কর্ম্মসূচী খেলাফ করিলে পূর্ব্ববঙ্গের গত সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় মোছলেম লীগের ভাগ্যে যাহা ঘটিয়াছিল, যুক্তফ্রন্টকেও সেই অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইবে।
তিনি বলেন যে, ২১ দফা কর্ম্মসূচী পূর্ব্ববঙ্গের জনগণের দাবী, কাজেই জনগণের স্বার্থ বিক্রয় করিয়া আওয়ামী লীগ দল ক্ষমতায় আসীন হইবে না। জনগণের দ্বারা নির্ব্বাচিত হইলেই তাঁহারা ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হইবেন। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগের মন্ত্রিসভায় যোগদানের কোন প্রশ্নই উঠে না। –এ ,পি ,পি

১৯৫৫

PAKISTAN OBSERVER
12th January 1955

Case Against Mujibar Rahman Adjourned

The case of alleged jail rioting against Sheikh Mujibar Rahman, Ex-Minister of the deposed Fazlul Huq Cabinet and three others, which was taken up by Mr. A.B.M. Fazle Rabbi, Magistrate, First Class yesterday (Tuesday) was adjourned till January 15 after a brief hearing.

The court examined one prosecution witness Khursiduddin Bhuyan, Sub-Inspector of Police, who informed the court that another accused involved in the case against whom a warrant of arrest and proclamation order was issued was absconding.

Out of 28 prosecution witnesses .. six witnesses have so far been examined by the rourt. – APP.

PAKISTAN OBSERVER
16th January 1955

Mujib Denies Report On Bhashani

(By A Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami Muslim League, in a statement to the press issued on Saturday, denied that any top-ranking leader of the Awami League had received any communication from Maulana Bhasani from Calcutta, about which information was published in the local papers.

In a personal telephonic conversation which he had with the Maulana, the statement adds, the Maulana stated that he had "no touch with East Bengal politics and knew nothing what had been happening here in the political field." He also denied having expressed any views that anybody was trying to disrupt East Bengal politics.

The Maulana, it was further stated, showed his anxiety to meet Mr. Suhrawardy and discuss with him all the facts before he could pronounce his views about the political situation here.

Sheikh Mujibur Rahman also states concerning another report of a local Bengali daily that it was aimed at creating mischief in the rank of the Awami League, as there was no question of any differences between Maulana Bhasani and Mr. Suhrawady which was proved by the anxiety of the Maulana to meet Mr. Suhrawardy.

Another report of the same Bengali daily published under the caption: "Awami League cuts off all connections with All party workers; Camps" was also stated to be not only false but done with the "ulterior motive to mislead the public."

There never was any closed door meeting on the 17th or any other day. The Workers' Platform was not a political organisation, but it worked as a watch dog of the 21- point programme because it was committed and pledged to the people, adds the statement.

PAKISTAN OBSERVER
25th January 1955

City Awami League W. C. Meets

(By A Staff Reporter)

An emergent meeting of the Working Committee of the Dacca City Awami Muslim League held on Saturday gave a vote of confidence in the leadership of Mr. H. S. Suhrawardy and Maulana Abdul Hameed Khan Bhasani, and demaned the release of all political prisoners.

By a resolution, the Working Committee placed on record their appreciation of the services to the nation rendered by Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami Muslim League, and Mr. Yar Mohammad Khan Treasurer.

The Working Committee expelled Mr. Shaukat Ali, a member of the Dacca City Awami Muslim League Council, from the League' for a period of 5 years as a disciplinary measure.

A sub-committee of 9 members was formed vested with all powers for organising the Awami League and taking up relevant matters as it comes up for disposal.

PAKISTAN OBSERVER
28th January 1955

Condemned by Ataur Rahman & Mujib

(By A Staff Reporter)

Mr. Ataur Rahman Khan and Sheikh Mujibur Rahman, Vice-President and General Secretary of the Awami Muslim League in a joint statement have condemned the order of the Government of East Pakistan, banning all meetings and processions from February 1 onward.

During the last two years, it is stated, a record of peace and order has been established "to the amazement of the authorities" and on these grounds the order was indefensible for the maintenance of law and order.

`The occasion is a sacred one', says the statement, referring to the "Martyr's Day" on February 21, "and is observed with due solemnity and not for the expression of wrath or indignation, and as such the question of peace and order is wholly irrelevant, especially when the Muslim League Government which was responsible for the tragedy is no more in existence."

The statement accuses the Government to have issued the order only 'to outrage the feelings of the people, as well as to exhibit the powers of the bureaucracy."

The Government has been requested to carefully consider the situation and revise the decision.

PAKISTAN OBSERVER
15th February 1955

Arrest of Student Leaders
Protest by Awami Leaguers

(By A Staff Reporter)
Mr. Ataur Rahman Khan and Sheikh Mujibur Rahman, Vice-president and General Secretary of the East Pakistan Awami Muslim League, have in a joint statement protested against the sudden arrest of "student leaders and Awami League workers" in Dacca and Narayanganj.
They state that the "peaceful atmosphere prevailing in the province" did not warrant such drastic action, and condemn the "high-handed repression" demanding immediate release of the arrested persons.
"It is a matter of deep regret." says the statement "that these respectable citizens are arrested and treated like ordinary prisoners without being given any class. We urge upon the Government to pass immediate orders to grade them as Class I prisoners till their release."

Pakistan Observer
3rd March 1955

Shaikh Mujibar's Case
5 PWs cross-examined

(By A Staff Reporter)
Five more prosecution witnesses were cross-examined by the defence counsel in the court of Mr. Fazle Rabbi, Magistrate, First Class, Dacca, when the hearing of the Dacca Central Jail rioting case was resumed yesterday (Wednesday).
Of the eleven persons who are involved in the case. Mr. Shaikh Mujibar Rahman, ex-Minister of East Bengal and three others are on trial while seven accused persons are still said to be absconding.
Al together 11 prosecution witnesses have hitherto been examined.
Mr. Ataur Rahman Khan, Advocate, appeared for the defence, while Mr. Mazhar Hasnain Advocate appeared on behalf of the Crown.

Pakistan Observer
4th March 1955

Sk. Mujibar's Case

(By A Staff Reporter)
Seven more prosecution witnesses were cross-examined by the defence counsel in the court of Mr. Fazle Rabbi, Magistrate, First Class, Dacca, on the second day of the hearing of the Dacca Central Jail rioting case yesterday (Thursday).
It will be recalled that the hearing was resumed on March 2, when 5 prosecution witnesses were cross-examined.
Mr. Shaikh Mujibar Rahman, ex-Minister of the deposed Fazlul Huq Cabinet, is one of the 11 persons who are involved in this case.
The hearing will continue for 7 days, it is learnt.
Mr. Ataur Rahman Khan, Advocate, appeared for the defence and Mr. Mazhar Hasnain, Advocate, appeared on behalf of the Crown.

আজাদ
৮ই মার্চ ১৯৫৫

শেখ মুজিবের জামীনের শর্ত্ত
জেলা জজ কর্ত্তৃক বাতেল

(স্টাফ রিপোর্টার)
পূর্ব্ববঙ্গ আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমানের জামিনে মুক্তির ব্যাপারে নিম্ন আদালত যে শর্ত্ত আরোপ করেন, গতকল্য (সোমবার) ঢাকার জেলা জজ জনাব ডি. এল. রহমান তাহা বাতেল করিয়াছেন।
নিম্ন আদালত জনাব রহমানকে ২০ হাজার টাকার জামিনে মুক্তি দেন; এবং সঙ্গে-সঙ্গে এই শর্ত্ত আরোপ করেন যে তিনি ঢাকা শহরের বাহিরে যাইতে পারিবেন না। জেলা জজ এই শর্ত্ত অন্যায় ও বে-আইনী ঘোষণা করেন এবং বলেন যে, এইরূপ শর্ত্ত আরোপ নজীরবিহীনও বটে।

Pakistan Observer
13th March 1955

Awami League Leaders Leave for Calcutta

Mr. Ataur Rahman Khan and Mr. Mujibar Rahman, Vice-President and General Secreary of the East Pakistan Awami Muslim League, respectively, left here yesterday morning for Calcutta to have discussions with Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, President of the Provincial Awami League.
The Awami League leaders will return to Dacca today.

Pakistan Observer
14th March 1955

Awami League Should Remain
In U. F.: Bhashani's Directive

(By A Staff Reporter)
Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, President of East Pakistan Awami League, who is presently putting up at Tower Hotel, Calcutta, had suggested to Mr. Ataur Rahman Khan and Sheikh Mujibar Rahman, who had returned yesterday from Calcutta after having a detailed discussion with the Moulana, that the Awami League should remain within the Joint Front Party, but whether or

not it would join the Cabinet would depend on the person who would head the Ministry, it is gathered.
... Moulana Bhashani, who is now in Calcutta, is awaiting a message from Mr. H.S. Suhrawardy prior to his departure for new Delhi. He is expecting a telegram from Karachi after Mr. Sheikh Mujibar Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League, who returned from Calcutta yesterday and immediatly left for Karachi, had reached the Federal Capital.

WITHDRAWL OF SEC, 92-A

Meanwhile , Mr,Yusuf Ali Choudhury and MR. Ashrafuddin Choudhury had returned from Karachi yesterday after a 6-day stay at the Federal Capital. Both of them expressed their firm conviction that 92 –A Rule is sure to be withdrawn after Prime Minister, Mr.Mohammed Ali, visits the Province on March 15 and that Mr. Fazlul Huq is sure to head the Cabinet. According to them, the Prime Minister is likly to suggest to the Awami League to join the Ministry to be Headed by Mr.Fazlul Huq.

Pakistan Observer
14th March 1955

Awami League Leaders Leave for Calcutta

Mr. Ataur Rahman Khan and Mr. Mujibar Rahman, Vice-President and General Secretary of the East Pakistan Awami Muslim League, respectively, left here yesterday morning for Calcutta to have discussions with Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, President of the Provincial Awami League.
The Awami League leaders will return to Dacca today.

আজাদ
১৮ই মার্চ ১৯৫৫

আওয়ামী লীগ নেতাদের কলিকাতা যাত্রা

ঢাকা, ১২ই মার্চ্চ।- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব আতাউর রহমান ও জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহিত আলোচনার্থে আজ সকালে কলিকাতা যাত্রা করিয়াছেন।
আওয়ামী নেতৃবৃন্দ আগামীকল্য ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। – এ,পি,পি।

আজাদ
২৫শে মার্চ ১৯৫৫

আওয়ামী লীগ নেতাদের করাচী সফর

(স্টাফ রিপোর্টার)
আগামীকল্য (শুক্রবার) পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান ও সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান কেন্দ্রীয়

আইন সচিব জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর আহ্বানে করাচী যাত্রা করিবেন। আইন সচিব পূর্ব্ববঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাঁহাদিগকে আমন্ত্রণ জানাইয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আজাদ
২৭শে মার্চ ১৯৫৫

আওয়ামী লীগ নেতাদের করাচী যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)
গতকল্য (শুক্রবার) পি,আই,এ বিমানযোগে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ ও জনাব মোছলেম আলী মোল্লা করাচী যাত্রা করিয়াছেন। কয়েকদিন পূর্ব্বে যুক্তফ্রন্ট পার্টির জনাব ইউসুফ আলী চৌধুরী (মোহন মিয়া) করাচী গমন করিয়াছেন।

Pakistan Observer
27th March 1955

4 Awami Leaguers Leave for Karachi

(By A Staff Reporter)
Messrs Ataur Rahman Khan and Sheikh Mujibur Rahman, Vice-President and General Secretary, respectively, of the East Pakistan Awami Muslim League, accompanied by two other Awami League MLAs, Messrs Abul Mansoor Ahmed and Moslem Ali Mollah, left for Karachi yesterday (Friday) by PIA on receipt of two telegraphic summons from Mr. H. S. Suhrawardy.
In the morning both Mr. Ataur Rahman Khan and Mr. Mujibur Rahman had telephonic discussion with Moulana Bhashani, President of the Provincial Awami Muslim League, who assented to their Karachi trip and informed them that he had already written to Mr. Suhrawardy to do whatever was required for establishing Democracy in Pakistan and for her safety.

আজাদ
২৯শে মার্চ ১৯৫৫

করাচীতে পূর্ব্বপাক আওয়ামী নেতৃবৃন্দ

(আজাদের করাচী অফিস হইতে)
২৭শে মার্চ্চ।- জনাব আতাউর রহমান, শেখ মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের আরও কয়েকজন নেতা গতরাত্রে এক সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী ও জনাব এ, কে, ফজলুল হক– পূর্ব্ব পাকিস্তানের এই তিনজন নেতাকে লইয়া একটি গোলটেবিল বৈঠক আহ্বানের এবং কে পূর্ব্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন, তাহা এই বৈঠকে নিরূপণের প্রস্তাব করেন।
আওয়ামী লীগ নেতাগণ বলেন যে, তাঁহারা গবর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদের সভাপতিত্বে এই বৈঠক অনুষ্ঠানে রাজী আছেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলীর সভাপতিত্বে রাজী নন।

আওয়ামী লীগ নেতাগণ বলিতেছেন যে, জনাব ফজলুল হককে বাদ দিয়া যদি জনাব আতাউর রহমানকে পূর্ব্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলা হয়, তবে আওয়ামী লীগ নেতাগণ প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক কনভেনশন গঠনের ব্যাপারে পূর্ণ আশ্বাস দিবেন। তাঁহারা এরূপ লোকদিগকে প্রস্তাবিত শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনে প্রেরণ করিবেন, যাঁহারা পাকিস্তানের বর্তমান সরকারকে সমর্থন করিবেন এবং সরকারকে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট পরিকল্পনা কার্যকরীকরণ ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে সাহায্য করিবেন।

আওয়ামী লীগ নেতাগণ ইহাও বলিতেছেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে যে দলই ক্ষমতাসীন হউক না কেন, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের বর্ত্তমান সদস্যগণ তাহাদিগকেই সমর্থন করিবেন। তাঁহারা জনাব ফজলুল হককে সমর্থন করিবেন বলিয়া যে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, তাহার কারণ এই যে, সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলীর পূর্ব্ব পাকিস্তান সফরের ফলে সদস্যদের মধ্যে এই ধারণা জন্মে যে, জনাব ফজলুল হকই শীঘ্রই মন্ত্রিসভা গঠন করিবেন। কিন্তু এখন যদি সদস্যদের মনে এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে যে, আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করিবে, তবে আওয়ামী লীগ ও জনাব আতাউর রহমানও অনুরূপভাবে সংখ্যাধিক সদস্যের সমর্থন লাভ করিবেন। এক দল লোকের দৃঢ় বিশ্বাস, জনাব ফজলুল হককে পূর্ব্ব পাকিস্তানে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলা হইবে। আর এক দল লোকের দৃঢ় বিশ্বাস, জনাব ফজলুল হক আর কখনও ক্ষমতায় আসিতে পারিবেন না। এই মহল ইহাও বলেন যে, যদি ক্ষমতা দেওয়া হয় তবে আওয়ামী লীগের হাতেই দেওয়া হইবে, নতুবা পূর্ব্ব পাকিস্তানে গবর্ণরের শাসনই চলিতে থাকিবে।

মোটের উপর, পূর্ব্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনও কোন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয় নাই।

সাপ্তাহিক সৈনিক

৩১শে মার্চ ১৯৫৫

পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী সরকার গঠন সম্পর্কে নতুন গুজব
ফজলুল হকের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সম্ভাবনা ঃ
আওয়ামী লীগের সাথে ভাগ বাটোয়ারার কথা

গবর্ণর জেনারেল জরুরী অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান কাজের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছেন। আশা করা যাইতেছে পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট গঠনের ব্যাপারে এখন আর কোনো বাধা থাকিল না। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য সম্বন্ধে এখনো অনিশ্চয়তা কাটিল না।

অনেকের ধারণা, অদূর ভবিষ্যতেই পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত প্রদেশ ও দেশীয় রাজ্যের সমবায়ে সেখানে একটি মাত্র প্রদেশ গঠন হইয়া যাইবে। এক খবরে প্রকাশ, পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশে আপাততঃ গবর্ণর এবং একটি মন্ত্রণা পরিষদই কাজ চালাইবেন, কোনো প্রধানমন্ত্রী থাকিবেন না। অপর এক খবরে প্রকাশ, প্রধানমন্ত্রী একজন থাকিবেন, এবং ডাঃ খান সাহেব প্রথম প্রধানমন্ত্রী হইতে পারেন।

এ তো গেল পশ্চিম পাকিস্তানের কথা। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে যে কি হইবে তা এখনো বলা যাইতেছে না। পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা পশ্চিম পাকিস্তানের মত জটিল নয়। এখানে একটি নির্বাচিত আইন মজলিস আছে। শুধু কথা হইল এই আইন মজলিসে কোন দল সংখ্যাগরিষ্ঠ তা নির্ণয় করিয়া তার নেতাকে মন্ত্রিত্ব গঠনে আহ্বান

জানানো। কিন্তু গত ১৭ই ফেব্রুয়ারীর যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী দলের সভার পর হইতে এ ব্যাপারে অনেকটা ধুম্রজাল সৃষ্ট হইয়া আছে। মেজরিটির কথা তুলিলে সত্যের খাতিরে বলিতেই হয় ফজলুল হকের সমর্থকগণই সংখ্যায় অধিক। কিন্তু আওয়ামী লীগের বৃহত্তর অংশ তাঁর কতগুলি অতীত অপরাধের প্রশ্ন তুলিয়া তার সাথে অসহযোগিতা করিবার ব্যাপারে একেবারে কসম খাইয়া বসিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। এদের নেতা জনাব আতাউর রহমান ও শেখ মজিবর রহমান আশা করিয়াছিলেন জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর ব্যক্তিত্বের জোরে ১৭ই ফেব্রুয়ারীর সভা সম্পর্কে তাদের ব্যাখ্যাকেই কেন্দ্রে গৃহীত করিতে সক্ষম হইবেন। তবে জানা গিয়াছে জনাব সোহরাওয়ার্দী এ ব্যাপারে সক্ষম হন নাই। স্বভাবতই হক সাহেবের কথাই আবার আলোচিত হইতেছে। পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী সরকার কায়েমে কেন্দ্রেরও প্রয়োজন এখন প্রকট।

কারণ শাসনতান্ত্রিক কনভেনশনকে প্রতিনিধিমূলক দেখাইতে হইলে এ ব্যাপারে একটি আপোষে আসিতেই হইবে। অবস্থা এখন এমন দাঁড়াইয়াছে যে, কনভেনশনের প্রতিনিধি মনোনয়ন এবং ৯২(ক) প্রত্যাহার এই দুইটি বিষয় একত্রে আলোচিত হইতেছে। পূর্বপাক আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ নাকি এখন ফজলুল হকের প্রতি অনেকটা 'বাস্তব' মনোভাব গ্রহণ করিয়াছেন। অন্যদিকে হক সাহেবকেও নাকি বলা হইতেছে যে, তাঁকে প্রধানমন্ত্রিত্ব দেওয়া হইলেও কনভেনশনে প্রতিনিধি মনোনয়নের সময় আওয়ামী লীগকে শতকরা ৫০ সিট দিতে হইবে। এই রকম একটা আপোষে হক সাহেবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানে আবার মন্ত্রিত্ব গঠন হইতেও পারে।

আজাদ

৪ঠা এপ্রিল ১৯৫৫

আওয়ামী নেতাদের করাচী ত্যাগ

(আজাদের করাচী অফিস হইতে)

২রা এপ্রিল।- পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য পার্লামেন্টারী শাসন আদায়ের চেষ্টায় ব্যর্থ হইয়া জনাব আতাউর রহমান, জনাব মুজিবর রহমান ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতাগণ ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন। জনাব এ কে ফজলুল হক, নেজামে এছলাম ও অন্যান্য দলকে বাদ দিয়াই আওয়ামী লীগ পূর্ব্ববঙ্গে স্থায়ী সরকার গঠন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া তদনুকূলে যেসব যুক্তি দেখাইয়াছেন, গবর্ণর জেনারেল জনাব গোলাম মোহাম্মদ ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিগণ তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই।

জানা গিয়াছে যে, যুক্তফ্রন্টের অন্তর্গত বিভিন্ন দলের মধ্যে কোন মীমাংসা না হওয়া পর্যন্ত পূর্ব্ববঙ্গে গবর্ণরের শাসনই চলিতে থাকিবে। নির্ভরযোগ্য মহল হইতে জানা গিয়াছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত এবং নয়া সরকার পশ্চিম পাকিস্তান প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ না করা পর্য্যন্ত পূর্ব্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী শাসন পুনঃপ্রবর্ত্তনের কোন প্রশ্নই উঠিতে পারে না। উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার মহল বলেন যে, তাঁহাদের হাতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের পার্লামেন্টারী শাসন হইতে এক ইউনিট ও নয়া শাসনতন্ত্র প্রভৃতি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ রহিয়াছে।

PAKISTAN OBSERVER
5th April 1955

Mission To Karachi Bears No Fruit

(By A Staff Reporter)

Mr. Yousuf Ali Choudhury of the Krishak Sramik Party returned yesterday from Karachi. On Sunday Mr. Ataur Rahman Khan, Mr. Mujibar Rahman and Mr. Abul Mansur Ahmed also returned. All indications are that the mission of neither of the two groups was successful. The Central Government there is reported to be anxious to set the One Unit Scheme of West Pakistan going and get through their constitutional proposals through a convention, the mode of constituting which is now under discussion. The question of restoration of Parliamentary Government in the province has fallen into the background, principally owing to the opposition of some of the Ministers of the Central Government.

Meanwhile, Mr. A. K. Fazlul Huq, who has called a Parliamentary meeting on the 10th, has also announced a public meeting to discuss the constitutional problem and the necessity for proper representation of East Pakistan in the set-ups. He has also called upon the public to hold similar meetings throughout the province on the same day.

Protest Day Called

Mr. Mujibar Rahman, on the other hand, issued a Press statement yesterday, calling upon the people to observe "A Protest Day" on Friday the 15th of April. He has directed Awami League Units to hold public meetings for withdrawing the 'ban' on Maulana Bhashani, restoration of popular government and release of political prisoners. He has accused "some Muslim League cliques in the Centre as well as some interested persons in the province (who) are putting all obstacles and impediments against the withdraw of ban on Maulana Bhashani."

Salam Khan's Statement

Another statement was issued by Mr. Abdus Salam Khan, explaining his and 33 others Awami Leaguers' position who opposed no-confidence motion against Mr. A. K. Fazlul Huq. He criticised the Working Committee of Awami Muslim League for proposing action against him and his friends, and said that the Working Committee not justified in issuing a directive in regard to the no-confidence motion : First, because Mr. Mujibar Rahman, General Secretary of the Awami League, had all along been saying that the motion would not be moved on a party basis. Secondly, because the United Front Party came into being before the elections, which were not fought as members of any constituent party but as members of United Front as a whole. Thirdly, because they had felt that in view of the unsympathetic attitude of the Central Government, united and concerted actions were necessary and differences were required to be held in check.

আজাদ
৬ই এপ্রিল ১৯৫৫

মওলানা ভাসানীর স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন প্রশ্ন
বিধিনিষেধ প্রত্যাহার সম্পর্কে মজিবর রহমানের বিবৃতি

পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন যে, মওলানা আবদুল হামিদ খানের পাকিস্তানে প্রত্যাবর্ত্তনের উপর আরোপিত বিধিনিষেধ প্রত্যাহার, পূর্ব্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্ত্তন এবং সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীর মুক্তির দাবীতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ আগামী ১৫ই এপ্রিল শুক্রবার প্রদেশব্যাপী "প্রতিবাদ দিবস" পালন করার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। জনাব মুজিবর রহমান সমস্ত রাজনৈতিক ও তামদ্দনিক প্রতিষ্ঠান এবং জনসাধারণের নিকট সহযোগিতার আহ্বান জানান।

Pakistan Observer
7th April 1955

Sheikh Mujib Acquitted in Jail Gate Rioting Case

(By A Staff Reporter)

"A prima facio case under Sec, 7(3) of East Bengal Public Safety Ordinance, 147/148/448/326/427/395 and 149 PPC, has not been made out against any one of the accused persons, and they are discharged under Sec. 209(1) Cr. PC.," observed Mr. Fazle Rabbi, Magistrate, 1st Class, in his judgement yesterday (Wednesday) on the Dacca Central Jail Gate Rioting Case against Sk. Mujibar Rahman and 10 others.

Delivering the judgement before an anxious crowd, the learned judge pointed to a series of gross mistakes in the First Information Report (Ex-22) which had started the case and was lodged by the Superintendent of the Jail. The case started by an earlier F.I.R. of the same day was also disposed of in the judgement.

The first mistake was the date which was mentioned as May 6 though the incident had taken place on May 7. Oversight was offered as an explanation of the mistake. But, the judge observed, it was "curious" that both the typist and the Superintendent should have overlooked the flaw.

The second "significant" mistake was the word– "this", instead of "last" which would have been appropriate, as it occurs in the F. I. R. when the author refers to the previous F. I. R. The first F. I. R. was lodged at 2 or 2:30 am and the second was lodged at 3:40 am with the Investigating Officer, who was the prosecution witness No. 31.

The judge observed that the second F. I. R. seems to have been drawn up with much diffidence by the Superintendent of the Jail, possibly in an attempt to mitigate the circumstances which caused the first F. I. R. Therefore, it seems, observed the learned judge, that the F. I. R. was brought into existence on May 6, though the incident was to take place on the next day.

Further, the two F. I. Rs varied completely in their versions and none of the Ministers, MLAs and high officials who were present after the trouble started were cited as witnesses. The Jail Superintendent preferred to confine his list of witnesses to the Jail officials and employees.

Two of these high officials, the Inspector-General of Prisons and the Superintendent of the Jail, could name none of the accused persons, excepting Saidul Huq, as associated with any incriminating act. It also took these officers about a fortnight to establish the real cause of firing.

"It is very difficult to conceive things like this, specially when Ministers and high officials were present" remarked the learned judge on the charge that Sk. Mujibur Rahman had shouted and incited the crowd for a length of time which had been given from ten minutes to two hours. The accused, according to the Magistrate, should have been apprehended there and then.

Further, in the evidence of the Prosecution witness No. 15, who had turned hostile to the prosecution, Sk. Mujibur Rahman instead of 'inciting' the mob was acting as a "peace-maker".

Finally in the evidence against Mohammad Mia, who gave his name as Md. Abdul Huq "not an iota of truth" was found.

The Incident

It will be recalled that the Jail Police opened fire on the evening of May 7, 1954 following an altercation between a jail warder and a panbidi shop-owner at Chakbazar. The warder was reported to be in the habit of making purchases at the shop on credit. A crowd soon gathered before the Jail gate demanding the injured persons who had been taken inside the jail. Later in the night the Jail police again opened fire on the alleged threatening behaviour of the crowd, in all killing one boy and injuring about 60 persons.

The charge-sheets of the cases were submitted by the police on June 15, 1954, against Sk. Mujibur Rahman, General Secretary, Provincial Awami League and a member of the deposed U. F. Cabinet, and 10 others.

No witnesses on behalf of the defence were produced yesterday.

Mr. Mozhar Hossain, Advocate, appeared for the prosecution while Mr. Ataur Rahman Khan, Advocate, assisted by Messrs. Zamiruddin, Zahiruddin and Kamruddin appeared for the defence.

আজাদ
৮ই এপ্রিল ১৯৫৫

মুজিবর রহমানের অব্যাহতি লাভ
জেলগেট হাঙ্গামা মামলার রায়

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব ফজলে রব্বি জেলগেট হাঙ্গামায় অভিযুক্ত জনাব শেখ মুজিবর রহমান, জনাব মোহাম্মদ ফিরোজ, জনাব সিরাজুদ্দিন ও জনাব মাহমুদ মিয়াকে বেকসুর খালাস দিয়াছেন। মামলার অভিযোগে বলা হইয়াছিল যে, ১৯৫৪ সালের ৬ই মে সেন্ট্রাল জেলের সম্মুখে এক হাঙ্গামার সময় শেখ মুজিবর রহমান জনতাকে জেলা কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিয়া বক্তৃতাদান করিয়াছিলেন। ফলে জনতা জেলগেট ও জনৈক জেল কর্ম্মচারীর বাসগৃহ আক্রমণ করে এবং ফিরোজ, সিরাজউদ্দিন ও মাহমুদ মিয়া ইহাতে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

ফরিয়াদিদের পক্ষে বলা হয় যে, পুলিশ ও জেল কর্তৃপক্ষের ষড়যন্ত্রের ফলেই শেখ মুজিবর রহমান ও অন্যান্যদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হইয়াছে। জনাব মুজিবর রহমান জনতাকে শান্ত করার জন্যই জেল গেটে যান। তথায় জনতার উপর জেল ওয়ার্ডারগণ গুলিবর্ষণ করায় একজন নিহত হয় এবং ৫০/৬০ জন ব্যক্তি আহত হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তিদের পক্ষে জনাব আতাউর রহমান খান ও তাহার সহকারী হিসাবে জনাব জমিরউদ্দিন, জনাব জহিরউদ্দিন ও জনাব কমরউদ্দিন মামলা পরিচালনা করেন।

PAKISTAN OBSERVER
24th April 1955

U. F. PARTY DISSOCIATES WITH SUHRAWARDY
Ataur Rahman and Sheikh Mujib Suspended

(By A Staff Reporter)

The United Front Parliamentary Party at its meeting at the residence of Mr. A. K. Fazlul Huq on Friday has in a resolution made an end to all connection with Mr. H. S. Suhrawardy, the Central Law Minister and Awami League chief.

The meeting has also set up an Organising Committee of 61 members with Mr. A. K. Fazlul Huq, as Chairman to organise public opinion throughtout the province on the basis of the 21-point programme.

The meeting has also called upon Messrs Ataur Rahman, Sheikh Mujibar Rahman and Abul Mansur Ahmed (all are Awami League MLAs in the Front) to show cause why they should not be expelled from the U. F. Parliamentary Party.

RESOLUTIONS

The United Front Party, after fully reviewing the political situation in the country, specially with regard to East Bengal since the imposition of Section 92-A regime, Vis-a-vis the statements, speeches and action of Mr. Suhrawardy, one of the leaders of the

Party, and after fully considering his Press statements to the effect, immediately after being sworn in as a Central Minister without any consultation or reference to the U. F. Party or that there was no "hurry" for withdrawing 92-A rule from East Bengal, that the U. F. was a "conglomeration" of various parties, and many other statements of his intimidating Martial Law in East Bengal, the Party refused to accept his most "undemocratic" "Constituent Convention" in its present form and structure, and also the part he has been playing in the matter of imposition and lifting of Section 92-A and many other such actions of his, is unanimously of opinion that this Party disowns him and that he be asked not to utilise the good name, and reputation of the Party for his own selfish ends.

CONSTITUTIONAL MEANS

In view of the Resolution rejecting the proposed Constituent Convention as announced by the G.-G. as being totally unacceptable to the people of East Bengal the meeting of the U. F. parliamentary Party further resolved unanimously that all possible Constitutional means be adopted to oppose the proposed Constituent Convention.

SUSPENSION

In another resolution U. F. Parliamentary Party had anxiously and serious considered the charges brought against Messrs. Ataur Rahman Khan, Sheikh Mujibur Rahman and Abul Mansur Ahmed, MLAs, ex-Minister's belonging organisationally to the East Pakistan Awami Muslim League, but elected as MLAs on the United Front Party ticket and who had, during the last ten months or so, by their various speeches, statements, utterances and activities, been relentlessly carrying on a vigorous campaign in order to effect disunity and disruption within the Party which is the embodiment of the aspirations, wishes and sentiments of the people of East Bengal."

(i) Whereas the said members in an unholy alliance with Mr. Suhrawardy to oust Mr. Fazlul Huq from Leadership of the Party, by means fair or foul contra to the 21-point had deliberately and intentionally, for their own selfish ends, brought about disuption within the Party by initiating a futile vote of no-confidence against the leader of the Party and created a handy excuse for the Central Government to continue 92-A regime in East Bengal and (ii) whereas even after the failure of that abortive and ill-timed no-confidence motion which was turned down by an overwhelming majority of the MLAs, present, these members instead of submitting to the democratic decision of the majority went on campaigning against the Party and Party decision, in blatant violation of their honourable pledges and commitments they had accepted and signed in the nomination papers in the name of the U. F. Parliamentary Party and (iii) whereas these members went on creating groups and factions within the Party and thus misleading public opinion and betraying their cause and (iv) whereas these members without any reference to the party went on hobnobbing

and bargaining with the Centre over the head of the Leader thus helping to create confusion and misunderstanding in the minds of the people and in perpetusting 92-A rule in East Bengal and (v) whereas these members have subscribed themselves to a resolution of the Jinnah Awami League's Working Committee held at Karachi from 1st to 3rd April, 1955, pledging support to a Constitution even by an ordinance or Proclamation which is a colossal betrayal of the fundamentals of democracy and the rule of Law and (vi) whereas these members have again been hobnobbing and bargaining with Mr.Suhrawardy and the Central Ministers to accept the proposed Constituent Convention, against the decision of the United Front Parliamentary Party and (vii) whereas some of these members indulged in most abusive indecent and unparliamentary personal attacks against the Leader and some members in public meetings held at Dacca on 15.4.55, the meeting after fully analysing and reviewing the position was unanimously of opinion that "they be suspended from the United Front Parliamentary Party with immediate effect and they should not, from now, utilise the good name, reputation and credit of the Party, in any manner or in any place whatsoever and they are directed to show cause within a fortnight from the date of publication of this to the leader why they will not be expelled from the party."

The meeting adjourned till April 26.

আজাদ

২৬শে এপ্রিল ১৯৫৫

কনভেনশনের বিরোধিতাই ৯ জন সদস্যের বহিষ্কারের কারণ
আওয়ামী লীগ দলীয় ২৬ জন এম-এল-এর যুক্ত বিবৃতি

গতকল্য (রবিবার) পূর্ব্ববঙ্গ ব্যবস্থা পরিষদের ২৬ জন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য এক যুক্ত বিবৃতিতে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর সহিত তাঁহাদের মতভেদ এবং সম্প্রতি আওয়ামী লীগ হইতে ৯ জন সদস্যের বহিষ্কারের কারণ বর্ণনা করেন।

বিবৃতিতে তাঁহারা বলেন, "আওয়ামী লীগ হইতে ৯ জন সদস্যের বহিষ্কার আমাদিগকে মোটেই বিস্মিত করে নাই। রাষ্ট্রভাষা, কেন্দ্র এবং প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন, বিনা খেসারতে জমিদারী উচ্ছেদ, পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহিত জিন্না আওয়ামী লীগের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর সহিত আমাদের মতানৈক্য বহুদিন হইতেই তাঁহাকে পীড়া দিতেছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর সভাপতিত্বে এবং জনাব আতাউর রহমান ও মুজিবর রহমানের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত জিন্না আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গবর্ণর জেনারেল কর্তৃক ঘোষণা জারী করিয়াও দেশের শাসনতন্ত্র প্রবর্ত্তন করা যাইতে পারে বলিয়া যে প্রস্তাব গৃহীত হয় উহাও আমরা অনুমোদন করিতে পারি নাই।"

তাঁহারা বলেন, "আমাদের মধ্যে সর্ব্বশেষ ও সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ মতভেদ দেখা দিয়াছে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র কনভেনশনের প্রশ্নে। আমরা পরিষ্কারভাবে জানাইয়াছি যে, যেকোন গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসনতান্ত্রিক ও আইনগত অচলাবস্থা দূর করার জন্য আমরা বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত পূর্ণ সহযোগিতা করিতে সম্মত আছি। আমাদের দাবী হইতেছে এই যে, প্রস্তাবিত তাঁবেদার শাসনতন্ত্র কনভেনশনের

পরিবর্ত্তে পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন একটি গণপরিষদ অবিলম্বে গঠন করা হউক। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী তাঁহার বৈধ ভূমিকা লইয়া আওয়ামী লীগ সদস্যগণকে সরকারী প্রস্তাব গ্রহণের জন্য চাপ দিতেছেন। ইহা কতখানি অগণতান্ত্রিক, অযৌক্তিক এবং অপমানজনক যে, প্রস্তাবিত কনভেনশন সমর্থন না করিলে উহার একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা হিসেবে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তন করা হইবে। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর এইরূপ হুমকি এবং নিকট ভবিষ্যতেই ক্ষমতা প্রাপ্তির লোভ তাঁহার কয়েকজন ঘনিষ্ঠ সহচরকে অধিভুক্ত করিয়া ফেলিলেও আওয়ামী লীগের সদস্যগণ সাধারণভাবে বিষয়টি প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নিকট পেশ করিয়াছেন। প্রদেশ এবং গণতন্ত্রের স্বার্থের খাতিরে আমরা এবং আমাদের অপর কয়েকজন বন্ধু এই বিষয়ে প্রকাশ্যে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বিরোধিতা করি। ইহার ফলেই আমাদের ৯ জনকে দল হইতে বহিষ্কার করা হয়। প্রস্তাবিত কনভেনশনের বিরুদ্ধে তাঁহারা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন ইহাই তাহাদিগকে বহিষ্কারের কারণ। কিন্তু বাহ্যতঃ বলা হইয়াছে যে, গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি অনাস্থা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে জনাব ফজলুল হককে সমর্থন করার জন্যই উক্ত ৯ জন সদস্যকে বহিষ্কার করা হইয়াছে।"
অতঃপর তাঁহারা বলেন, "গত ১৭ই ফেব্রুয়ারি ৩৩ জন আওয়ামী লীগ দলীয় এম, এল, এ জনাব ফজলুল হককে সমর্থন করেন। কিন্তু গত ২১শে এপ্রিল জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর উপস্থিতিতে গবর্ণমেন্ট হাউসে (?) অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যে ৯ জন প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্রের বিরোধিতা করেন কেবল সেই ৯ জনের বিরুদ্ধেই শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতেই এই সমস্ত করা হয়। মওলানা ভাসানী শীঘ্রই পূর্ব্ববঙ্গে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং তিনি সুস্পষ্টরূপে প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র রচনাকারী কনভেনশনের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করিয়াছেন। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন– প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র কনভেনশন সমর্থন কর। মওলানা ভাসানী বলেন– ইহার বিরোধিতা কর। আমরা জনমত এবং প্রতিষ্ঠানের সভাপতির নির্দ্দেশ অনুসারেই কাজ করিয়াছি। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী গবর্ণর জেনারেলকে বলুন যে, প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র কনভেনশনের বিকল্প ব্যবস্থা সামরিক শাসন নহে। পূর্ণ ক্ষমতাসম্পন্ন গণপরিষদ গঠন করিয়া জনগণের রায়কে স্বীকার করাই একমাত্র বিকল্প ব্যবস্থা।"
উপরোক্ত বিবৃতিতে নিম্নলিখিত সদস্যগণ স্বাক্ষর করিয়াছেন–
(১) আবদুস সালাম খান, (২) এ, কে, এম জহিরুল হক, (৩) খন্দকার মুশতাক আহমদ, (৪) মাহফুজুল হক, (৫) আবুল হোসেন, (৬) হাপেমউদ্দিন আহমদ, (৭) সৈয়দ শরফুদ্দিন হোসেন, (৮) খালেক নেওয়াজ খান, (৯) আফতাবুদ্দিন আহমদ, (১০) আবদুল ওয়াহেদ বোফাইনগরী, (১১) আবদুল হাকিব মিয়া, (১২) ইনসান আলী ভুঞা, (১৩) এম, এ, হামিন, (১৪) সৈয়দুজ্জামান মিয়া, (১৫) আবদুল হাকিম, (১৬) মোস্তাগাওসুল হক, (১৭) অবেদুল করিম, (১৮) আলমাস আলী, (১৯) আবদুল আওয়াল, (২০) আনোয়ারা খাতুন, (২১) আমীর আলী খান, (২২) এমদাদ আলী খান, (২৩) ফজলে হক, (২৪) মো. আবদুল্লাহ, (২৫) মোম্মেল হোসেন, (২৬) এনায়েত উল্লাহ।

PAKISTAN OBSERVER
12th May 1955
SK. Mujibur Protests Mirza's Statement

Mr. Sheikh Mujibur Rahman General Secretary, East Pakistan Awami Muslim League, has issued to the Press the following note of protest against the reported statement of Major-General Iskander

Mirza as regards Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani. "My attention has been drawn to a news items served by the APP and published in the several local dailies of the 11th May 1955 in which Major-General Iskander Mirza was reported to have said in reply to a question that General Mirza 'still held his previous convictions about the East Pakistan Awami Muslim League's Chief, Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, that he was a Communist and of a different colour."
"The reported news gave a rude shock to the entire populace of East Pakistan. It is very unfortunate that a man of General Mirza's position and responsibility should make utterances which, instead of contributing towards better understanding, accelerate the process of further widening the gulf already in existence. Awami League is a constitutional political organisation of the country wielding greatest support at the moment of which Moulana Bhashani is the accredited leader. I could only demand of General Mirza just to refrain from making such unwarranted and baseless comments as would hamper the creation of a congenial atmosphere in the country which is a crying for the hour."

PAKISTAN OBSERVER
22th May 1955
SK. MUJIB ON CHOLERA VICTIMS
Govt Urged To Rush Medical Help

Mr. Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary, East Pakistan Awami Muslim League, has issued the following statement to the Press:
The outbreak of cholera in an epidemic form in various districts of East Bengal, especially Faridpur, Mymensingh, Jessore, Bakherganj, Dacca, Noakhali and Khulna and the consequent death of hundreds of people, which is nothing but the recurrence of one of the tragic calamities befalling the poor and unfortunate people of this Province, has shocked me very deeply. I personally know that cholera has been taking its toll in Gopalganj Sub-Division for about three months and the death roll there would exceed 500.
It is a tragedy in this age that the poor people in our country fall victims to cholera and other diseases for want of pure drinking water and minimum sanitary requirements.

আজাদ
৭ই জুন ১৯৫৫
প্রদেশে পার্লামেন্টারী শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিভিন্ন মহলে সন্তোষ
প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলীর প্রতি নেতৃবৃন্দের অভিনন্দন

ঢাকা, ৬ই জুন।- পূর্ব্ব পাকিস্তানে লোকায়ত্ত সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় সর্ব্বত্রই সাধারণভাবে সন্তোষের ভাব পরিলক্ষিত হয়। প্রধানমন্ত্রীর এই ব্যবস্থার জন্য সকলেই অভিনন্দন জানায়।

শেখ মুজিবরের বিবৃতি

পূর্ব্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন ঃ নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের ব্যাপারে যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হইয়াছে, তাহা অগণতান্ত্রিক হইলেও পূর্ব্ববঙ্গ হইতে ৯২(ক) ধারা প্রত্যাহার ও পার্লামেন্টারী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আমি অভিনন্দন জানাইতেছি। বহুদিন পূর্ব্বেই এই ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ছিল। সুতরাং এখন এই ব্যবস্থা অবলম্বন করায় দেশবাসী স্বাভাবিকভাবেই অভিনন্দন জানাইবে।

আজাদ
৯ই জুন ১৯৫৫

২১ দফা কর্ম্মসূচী সপ্তাহ
পল্টন ময়দানের সভার তারিখ পরিবর্ত্তন

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:

২১ দফা কর্ম্মসূচী সপ্তাহ উপলক্ষে আগামী ১০ই জুন যে সভা হওয়ার কথা ছিল, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অসুস্থতার জন্য তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে উহা আগামী ১৭ই জুন বেলা ৪টায় পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত হইবে। ২১ দফা কর্ম্মসূচী কার্য্যকরীকরণ বিশেষতঃ রাজনৈতিক বন্দীদের অবিলম্বে বিনাশর্ত্তে মুক্তির দাবীতে এই সভা অনুষ্ঠিত হইবে। এ সম্পর্কে পৃথকভাবে রাজনৈতিক বন্দী মুক্তি দিবস পালন করা হইবে। মওলানা ভাসানীর সহিত পরামর্শক্রমে পরে উহার তারিখ ঘোষণা করা হইবে।

PAKISTAN OBSERVER
9th June 1955

Sk. Mujib Addresses
Satkania Meeting

SATKANIA (Chittagong), June 6t- Mr. Sk. Mujibur Rahman, General Secretary, E.P. Awami Muslim League, accompanied by Mr. Abdul Hamid Choudhury, MLA, reached Satkania yesterday and in the evening addressed a public meeting at Amirabad which was presided over by prof. Nurul Islam Choudhury. Jonab Moulana Bhashani could not attend the meeting because of his sudden illness.

Mr. Shiekh Mujibur Rahman in his speech narrated the history in his speech narrated the history of the last seven years activities of the Awami League. He praised he sacrifice and fighting spirit of the sincere and honest workers of the country, most of whom are the builder of East Pakistan Awami Muslim League.

He said the defeat of the autocratic Muslim League could only be possible because thousands of Awami League workers did not hesitate a moment to be prepared to sacrifice anything in order to establish real people's democracy in the country.-APP.

আজাদ
১৯শে জুন ১৯৫৫

পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন দাবী
পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রস্তাব গ্রহণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকাল (শুক্রবার) পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে ২১ দফা কর্ম্মসূচীর ভিত্তিতে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্রে স্বীকৃতিদান ও ২১শে ফেব্রুয়ারী ছুটি ঘোষণার দাবী জানান হয়।

জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা

জনাব শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় বলেন যে, আওয়ামী লীগ মন্ত্রিত্ব চাহে নাই, তাহারা ২১ দফার কর্ম্মসূচী বাস্তবে পরিণত হওয়াই দেখিতে চায়। তিনি অবিলম্বে সমস্ত রাজবন্দীর মুক্তি দাবী করেন এবং বন্দীদের যেরূপ কষ্টভোগ করিতে হয় তাহার আশু প্রতিকার দাবী করেন। তিনি বলেন যে, খুব শীঘ্রই আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানকে একটি অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হইবে।

PAKISTAN OBSERVER
23rd June 1955

Single party Majority for UF In East Bengal
Top First preference vote For Fazlul Huq
Huq Choudhury, Suhrawardy, Ali & Rahman Among Elected

(By A Staff Reporter)

Forty persons were declared elected to the Pakistan Constituent Assembly from East Bengal, after a little over 13 hours of counting votes ended at 11 p. m. last night (Wednesday).

Of 40 elected, 16 are from the United Front, 12 from the Awami League, 4 Congress, 2 United Progressive party, 3 scheduled Castes Federation, I Muslim League, I Communist and I Independent.

Twenty four candidates, 19 Muslims and 5 non-Muslims, did not receive any vote and, as such, they were out. Mr. Fazlur Rahman, former Commerce Minister of Pakistan, who had resigned from the Muslim League, returned as an independent candidate.

The counting of votes started shortly after 10 a. m. yesterday in the presence of the representatives of the contesting parties and continued till 11-10 P. m. Candidates finally declared elected were as follows:

UNITED FRONT: 16

Messrs A. K. Fazlul Huq; Moulana Atahar Ali; Hamidul Huq Choudhury; Yusuf Ali Choudhury; Abdul latif Biswas; Nurul Huq Choudhury; Abdul Karim; Abdul Wahab Khan; Abdus Sattar; Lutfur Rahman Khan; Mahfuzul Huq; Mahmud Ali; Abdul Aleem; Syed Mesbahuddin Hussain; Adel Uddin and Farid Ahmed.

The United Front nominated 26 candidates for election to the Constituent Assembly.

AWAMI LEAGUE: 12

Out of the 16 candidates nominated for election, the Awami League secured 12 seats.

Messrs H. S. Suhrawardy; Ataur Rahman Khan; Abul Mansur Ahmed; Zahiruddin; Sheikh Mujibur Rahman; Nurur Rahman; Deldar Ahmed; Abdur Rashid Tarkabagist; Abdur Rahman Khan; Mozaffar Ahmed; Moslem Ali Molla and Abdul Khaleque.

Pakistan National Congress: 4

Messrs Basanta Kumar Das; Bhupendra Kumar Datta; Kanteswar Barman and Peter Paul Gomez.

U.P.P.P:2

Dr. Sailendra Kumar Sen and Mr. Kamini Kumar Datta.

Scheduled Caste Federation: 3

Messrs Akshoy Kumar Das; Rasaraj Mandal and Gour Chandra Bala.

Muslim League:1

Mr. Mohammed Ali (Prime Minister of Pakistan).

Communist:1

Mr. Sardar Fazlul Karim.

INDEPENDENT:1

Mr. Fazlur Rahman (former Commerce Minister of Pakistan).

According to the first preference, Mr. A. K. Kazlul Huq, leader of the United Front Party, topped by securing 104 votes. He was the first to be declared elected from East Bengal to the new Constituent Assembly.

Pakistan Law Minister, Mr. H. S. Suhrawardy, secured 93 first preference votes.

Prime Minister, Mr. Mohammed Ali, secured 18 first preference votes, Sardar Fazlul Karim (Communist) received nine, Akshoy Kumar Das received 11 and Basanta Kumar Das (Congress) secured 7 first Preference votes.

আজাদ

২৪শে জুন ১৯৫৫

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে গণপরিষদ নির্ব্বাচনের ফলাফল ঘোষণা
ফজলুল হক, মোহাম্মদ আলী ও সোহরাওয়ার্দ্দী নির্ব্বাচিত
যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগের যথাক্রমে ১৬ ও ১২টি আসন লাভ

পূর্ব্ববঙ্গ হইতে পাকিস্তান গণপরিষদের নির্ব্বাচনে মোট ৩১টি মোছলেম আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট দল ও আওয়ামী মোছলেম লীগ যথাক্রমে ১৬ টি ও ১২টি আসন দখল করিয়াছে।

গতকাল (বুধবার) রাত্রি ১১টায় পূর্ব্ববঙ্গ পরিষদ ভবনে পূর্ব্ববঙ্গের জন্য নির্দ্দিষ্ট ৪০টি আসনের ভোট গণনা সমাপ্ত হয়। সকাল ১০টায় গণনা শুরু হয়। পূর্ব্ব পাকিস্তান হইতে গণপরিষদে নির্ব্বাচিত সদস্যদের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট দলের নেতা জনাব এ, কে,

ফজলুল হক, প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী ও কেন্দ্রীয় আইন সচিব জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দ্দীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নিম্নলিখিত প্রার্থীরা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়াছেন ঃ

যুক্তফ্রন্ট

১। এ, কে, ফজলুল হক, ২। মওলানা আতহার আলী, ৩। হামিদুল হক চৌধুরী, ৪। ইউসুফ আলী চৌধুরী, ৫। আবদুল লতিফ বিশ্বাস, ৬। নুরুল হক চৌধুরী, ৭। আবদুস সাত্তার, ৮। মাহফুজুল হক, ৯। মাহমুদ আলী, ১০। মেসবাহ উদ্দিন, ১১। জাবদুল আলিম, ১২। লুতফর রহমান, ১৩। আবদুল ওহাব খান, ১৪। আবদুল করিম, ১৫। আদেল উদ্দিন, ১৬। আবদুল জাব্বার।

আওয়ামী লীগ

১। এইচ এস সোহরাওয়ার্দ্দী, ২। আবুল মনসুর আহমদ, ৩। শেখ মুজিবর রহমান ৪। জহিরুদ্দিন, ৫। নুরুর রহমান, ৬। আতাউর রহমান খান, ৭। দিলদার আহমদ ৮। মোছলেম আলী মোল্লা, ৯। আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, ১০। মোজাফফর আহমদ ১১। আবদুর রহমান খান, ১২। আবদুল খালেক।

মোছলেম লীগ

১। মোহাম্মদ আলী

স্বতন্ত্র

১। সরদার ফজলুল করিম (কম্যুনিস্ট), ২। ফজলুর রহমান

কংগ্রেস

১। বসন্ত কুমার দাস, ২। ভুপেন্দ্র দত্ত, ৩। কান্তিশ্বর বর্ম্মণ, ৪। পিটারপল গোমেজ

তফসিলী জাতি ফেডারেশন

১। রসরাজ মণ্ডল, ২। গৌরচন্দ্র বালা, ৩। অক্ষয় কুমার দাস

সম্মিলিত প্রগতিশীল দল

১। কামিনী কুমার দত্ত, ২। ডা. শৈলেন সেন

আজাদ

৭ই জুলাই ১৯৫৫

২১ দফা কর্ম্মসূচী ও শাসনতন্ত্র
লাহোরে শেখ মুজিবর কর্ত্তৃক সম্পর্ক বিশ্লেষণ

লাহোর, ৫ই জুলাই।- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, ২১ দফা কর্ম্মসূচীর কয়েকটি দফা শাসনতন্ত্র রচনার পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ শুধু সরকারী চাকুরী সহ সকল বিষয়ে সংখ্যাসাম্যের দাবী সমর্থন করে নাই, অধিকন্তু আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের জন্যও দাবী জানাইয়াছে।

তিনি বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ২১ দফা কর্ম্মসূচীতে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে স্থান পাইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, ২১ দফা কর্ম্মসূচীতে ব্যক্তিস্বাধীনতা, কেন্দ্র ও প্রদেশসমূহের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন এবং রাষ্ট্রভাষা প্রভৃতি আরও কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আছে।

তিনি বলেন যে, আগামীকল্য সন্ধ্যায় মারীতে আওয়ামী লীগ পরিষদ দল এক বৈঠকে মিলিত হইয়া অন্যান্য বিষয়ের সহিত গণপরিষদের বাকী ৮টি আসন পূর্ণ করার পদ্ধতি এবং অবৈধ আইনগুলি পুনরায় বৈধকরণ সম্পর্কে বিবেচনা করিবে।

PAKISTAN OBSERVER
8th July 1955

C. A. SESSION AT DACCA: SK. MUJIB TO MOVE MOTION

MURREE, July 7th: Sheikh Mujibur Rahman (Awami League) today gave notice to the Constituent Assembly Secretariat of his intention to move a resolution demanding that the next session of the Constituent Assembly should be held at Dacca.
He told newsmen that his resolution had the backing of his party, including his leader Mr. H. S. Suhrawardy. –APP.

PAKISTAN OBSERVER
14th July 1955

Consembly To Have Speaker And Deputy Bill Passed Unanimously Political Victimizations Strongly Denounced

MURREE, JULY 13: THE CONSTITUENT ASSEMBLY TODAY PASSED THE CONSTITUENT ASSEMBLY (OFFICIALS) BILL WHICH PROVIDES FOR THE ELECTION OF A SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER AND FOR THE MAKING OF RULES RELATING TO THEIR FUNCTIONS.
The Bill was passed unanimously almost without any discussion. The debate on the Constituent Assembly (Proceeding and Privileges) bill was then resumed and had not finished when the house adjourned to meet again on Thursday morning.
Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Dildar Ahmed of the Awami League, Mr. Abdul Wahab of the Unted Front and Mian Iftikharuddin objected to some of the clauses and demanded categorical provisions in the bill for immunity of members from arrest and victimisation on political grounds.

MUJIBUR EXTOLS SHAHEED
Taking the floor, Mr. Mujibur Rahman (AL) said that he had nothing to say about privileges of members, but he wanted to discuss certain points to show what had been happening in Pakistan for the last seven years. Paying a tribute to Mr. Suhrawardy, he said that he was fighting for communal harmony after the partition at the risk of his own life. Once he went to East Bengal to preach communal harmony when Khawaja Nazimuddin was the Chief Minister there. A meeting was arranged in Mymensingh, but Mr. Suhrawardy who was also an MCA was detained at Dacca and asked by the Government to leave East Bengal, though he has been in the forefront of the fight for Pakistan.

21ST FEBRUARY RECALLED
Continuing Mr. Mujibur Rahman said that in 1952 when Mr. Nurul Amin was the Chief Minister of East Pakistan and Khawaja Nazimuddin was the Prime Minister of Pakistan. Khawaja Nazimudding went to East Bengal and declared that Urdu and Urdu alone would be the state language of Pakistan.
The People of East Pakistan wanted that Urdu and Bengali both should be made state languages of Pakistan.
On February 21, the people demanded that Bengali should also be declared a state language along with Urdu.
He said that Mr. Nurul Amin ordered shooting and firing for suppressing the demand. Many persons died and three leaders were arrested because they were opposed to the firing. Seven hundred workers were also arrested.
He warned the leaders that they have not come here with a divine right to rule for the whole of their lives. Tomorrow they might be thrown out of power. Therefore they should fight for democracy alone, or Pakistan would become terror-stricken.
Proceeding, he referred to Section 92-A and said 99 percent of the people of East Bengal voted "for us." But the Government was thrown out of office. The Government could be thrown out of office but imposition of Section 92-A was not necessary. After the imposition of Section 92-A members of the Assembly were arrested and some were declared traitors.
Continuing he said: "Now let us see who is a traitor. We never believed that Mr. Fazlul Huq is a traitor. But the prime Minister of Pakistan on February 28 last year declared and distributed pamphlets printed in English, Urdu and Bengali, dubbing Maulvi Fazlul Huq as a traitor. The people would judge who were the real traitors.''
He said that he himself was implicated in a case when rioting broke out in East Bengal. He was arrested along with many others but the court later said that Mr. Mujibur Rahman was not a law breaker but a peace-maker.
PM CHALLENGED
"The Prime Minister of Pakistan has the cheek to call us traitors of Pakistan and to call us rioters," he added and challenged the Prime Minister on the floor of the House to prove that he was not a lover of peace. He claimed that he could defeat the Prime Minister on every platform.
Proceeding, he said that 1,500 workers, including Maulana Bhashani, were arrested in East Bengal and many properties were confiscated. Fifty MLAs were imprisoned.
"Why should they be detained without trial? Are they anti-Pakistan?" he asked.
Mr. Mujibur Rahman said that the people of Pakistan would judge or rather they had already judged it. Ninety-five percent of the population of East Bengal had voted for "us" and "We are now the

real representatives of the people. We are not fighting here for power, but we have come to safeguard the interests of our constituencies whom we represent."

Continuing, he referred to the state of affairs in Sind and said that the Speaker of the Assembly there was arrested while going to attend a session of the Assembly.

At this stage, Pir Ali Mohammed Rashdi (ML), Sind's Revenue Minister pointed out that the case referred to by Mr. Mujibur Rahman was subjudice. It should not, therefore, be discussed.

The Chairman asked Mr. Mujibur Rahman not to make reflection on cases under trial.

WARNING

Proceeding Mr. Mujibur Rahman said that he wanted to tell the House that if this sort of things continued in Pakistan he did not know what would be the fate of Pakistan. The people in power today might be thrown out tomorrow. For example, there was Mr. Nurul Amin who now moved about in Dacca and nobody cared for him, because for six years a reign of terror continued in East Bengal under his Government.

Referring to the language question Mr. Mujibur Rahman said that Members from East Bengal should be allowed to address the House in their own mother tongue as some of them could not express themselves fully in either English or Urdu.

Demanding Facilities for Bengali Members to speak in Bengali, he cited examples of Russia, Swiss and Canadian Parliaments, where Members could speak in more than one languages.

Concluding, he said that Mr. Suhrawardy was a real champion of democracy and hoped that he would bring forward only such legislations before the House which were based on true democracy.

আজাদ

১৭ই জুলাই ১৯৫৫

শেখ মুজিবর রহমানের চ্যালেঞ্জ
আওলাদ হোসেন কর্তৃক পাল্টা চ্যালেঞ্জ দান

ঢাকা, ১৫ই জুলাই।- পূর্ব্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগ কর্ম্মী সম্মেলনের আহ্বায়ক কাজী আওলাদ হোসেন গতকল্য শেখ মুজিবর রহমান এম, সি, এ ও জনাব ফজলুল হকের নিকট প্রেরিত এক তারবার্ত্তায় দাবী করিয়াছেন যে, তিনি মুনশীগঞ্জের পূর্ব্ব নির্ব্বাচনী এলাকা হইতে আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে নির্ব্বাচনে পরাজিত করিবেন। জনাব ইসহাক চাকলাদারের মৃত্যু হওয়ায় উক্ত আসনটি শূন্য হইয়াছে।

গণপরিষদে শেখ মুজিবর রহমান মোছলেম লীগ সভাপতি জনাব মোহাম্মদ আলীর প্রতি বুধবারে যে চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন তাহার জওয়াবেই এই তারবার্ত্তা প্রেরণ করা হইয়াছে। কাজী আওলাদ হোসেন শেখ মুজিবর রহমানকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, বিগত সাধারণ নির্ব্বাচনে আওয়ামী লীগ কেবলমাত্র জনাব ফজলুল হকের জন্যই জয়লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিল। তিনি আরও বলেন যে, এক্ষণে তাঁহার দলের স্থান কোথায় তাহা জনাব মুজিবর রহমান জানেন না। –এ,পি,পি।

DAILY DAWN

17th July, 1955

Mujibur Rehman urges Central Cabinet to quit
FAVOURS ALL-PARTY SET-UP:
STRESS ON DEMOCRACY

LAHORE, July 16: Mr Mujibur Rehman, MCA, General Secretary, East Pakistan Awami League, has called upon the Central Cabinet to resign forthwith.

He told pressmen here that at best the character of the Cabinet was that of a caretaker government, but with the setting up of the new Constituent Assembly it had become unrepresentative of the people, and, as such, it had no right to continue in the saddle any more.

He thought that in view of the political situation prevailing in the country, it was but proper that only a representative Cabinet responsible to the people and the Constituent Assembly should be at the helm of affairs.

Asked whether an all-party coalition at the Centre would be acceptable to his party, he said it would rather welcome such a coalition, provided democratic principles were the basis of agreement.

He reiterated that as for as the East Pakistan Awami League was concerned there could be no compromise on principles embodied in the 2-point programme. Some of the main principles, he said, were the recognition of Bengali as one of the State languages, full regional autonomy, joint electorates and no detention without trial.

He thought that the Constitution could be ready within six months "if the ruling clique did not put any spokes in the wheel."

He said he had drawn this conclusion from the fact that all the right thinking Members of the Constituent Assembly were anxious to give a Constitution to the country as early as possible.

PEOPLE SOVEREIGN

Mr Mujibur Rehman said that he and his party, while seeing the Constitution through, would keep an eye on the face that ultimate sovereignty rested with the people.

He was full of praise for the people of West Pakistan and stated that during their brief visit to the Western wing the Awami Leaguers from East Pakistan were more than convinced that the people here, like those of their own province, were extremely good.

He however, advised them to organise and get rid of big landlords and vested interests, who claimed to represent the people.

He said that such pseudo-leaders tied to the appron string of the Muslim League, had indiscriminately exploited the people of both the wings, bringing poverty, misery and widespread frustration.

Mr Mujibur Rehman said that, in their race for personal aggrandisement, the Muslim League leaders had allowed problem after problem to crop up and, "while the people bled the Muslim League leaders indulged in cut throat battles amongst themselves for more and more pelf and power.

KASHMIR

Referring to the Kashmir problem, he said that the people wanted to maintain friendly relations with Bharat. He, however, warned the Bharati Government that it would be "foolish" on their part to presume that they could take advantage of the internal situation in Pakistan.

He considered the recent statement of the Bharati Home Minister on Kashmir as "most unfortunate" and said that all the political parties in Pakistan, despite their political differences, firmly believed that only a fair and free Plebiscite could peacefully decide the Kashmir issue.

Mr Mujibur Rehman assured the Government of Pakistan that the people in East Pakistan would support any step taken by them to seek amends from Afghanistan for insulting the National Flag.

He is scheduled to leave for Karachi tonight by air, Mr Ataur Rehman and five other Awami League MCAs are also leaving by the same plane.-APP.

PAKISTAN OBSERVER
23rd July 1955

Awamis Vindicate Party Stand Pledge To Fight Or Fall On Principles

BY A STAFF REPORTER

The General Secretary of the East Pakistan Awami Muslim League, Mr. Sheikh Mujibur Rahman, said here yesterday (Friday) that the Awami League MCA's would resign from their membership if they failed to secure full regional autonomy for East Bengal, Bengali as one of the State Languages and joint electorate. "There will be no compromise with any individual or party on these three issues", he said.

He was addressing a public meeting organised under the aegis of the Awami League at Paltan Maidan yesterday afternoon. Mr. Ataur Rahamn Khan, vice-President of E.P.A.M.L. presided.

The meeting was organised to clarify Awami League M.C.A.s' stand in the last 7-day Consembly session at Murree. It was alleged that due to mis-reporting and mis-propaganda in the local press, with the single exception of a Bengali mouthpiece of the Awami League, there had been much confusion and misunderstanding in this province in regard to Mr. Suhrawardy's stand. Prominent speakers, including the Vice President of the Awami League, accused the news services and press correspondents present at Murree of mis-reporting and mis-quoting the Awami M.C.A.s.

Mr. Mujibur Rahman said, Mr. Mohammed Ali had no right to become the Prime Minister again. He had misruled the country. The

imposition of Section 92-A in East Bengal was motivatedÑ largely if not wholly by the desire to save the Muslim League leaders who had been repudiated by the people; and the Prime Minister and his colleagues devoted a great deal of their time, not for safeguarding national interests, but for justifying Constituent Assembly's right to misrule in perpetuity and for condemning those who contested the validity of the theory that the people had surrendered their sovereignty forever and ever to a group of squabbling, power-hungry politicians. Mr. Mohammed Ali, he said was greatly responsible for the chaos and confusion which took the country for long and had banished democracy out of Pakistan.

PLEA FOR RESPONSIBILE GOVT. AT CENTRE

He said, the present Government at the Centre was a care-taker one and it must be replaced by a set of elected representatives who would be responsible to the people. And if the Awami League got into the Cabinet, they would get full regional autonomy both for East and West Pakistan, Bengali as one of the State Languages and joint electorate and fight hard for implementation of the 21-point mandate of the United Front, he added.

Mediately release the political prisoners and demanded that February 21 must be declared a public holiday.

PAKISTAN OBSERVER
6th August 1955

Assembly Meets 15 Months After Election Floods & Prisoners' Issues Discussed: House Prorogued ABDUL HAKIM (U.F.) ELECTED SPEAKER

BY A STAFF REPORTER

THE EAST BENGAL LEGISLATIVE ASSEMBLY IN ITS FIRST SESSION LASTING OVER EIGHT HOURS ON FRIDAY ELECTED MR. ABDUL HAKEEM (U.F) AND MR. SHAHED ALI (U.F) SPEAKER AND DEPUTY SPEAKER RESPECTIVELY OF THE HOUSE.

Mr. abdul Hakeem Secured 187 Votes as against 32 secured by the Awami League Candidate, Mr. Masihur Rahman. The Deputy Speaker, Mr. Shahed Ali, Secured 170 votes while Mrs. Badrunessa (Awami League), the other candidate got 99 votes.

Mr. Sheikh Mujibur Rahman (Awami Legaue) submitted that the question of the release of political prisoners was of political importance and should be discussed before the House had transacted any business and added that some of his party members had failed to attend the session due to the disruption in the surface communications caused by the floods and alleged that no arrangement had been made by the Government to enable them to arrive in Dacca.

The chairman pointed out again that the questions raised by Mr. Rahman would be taken up by the Speaker to be elected and ordered to proceed with the election of the new Speaker.
The new Speaker after being elected took his seat and Mr. Fazlul Huq, after he offered his congratulations, left the Speaker's chair.
Then followed a series of congratulations and felicitations. East Bengal Chief Minister, Mr. Abu Hussain Sarker, the Opposition leader Mr. Ataur Rahman Khan, Mr. Mashihur Rahman, Mr. Basanta Kumar Das, Mr. Dhirendra Nath Dutta (UPPP), Begum Nurjahan Murshed, Selina Begum and Mr. Abdus Salam Khan greeted the new Speaker and demanded of him honest and impartial discharge of his duties and thereby help establish democracy in the country.

PAKISTAN OBSERVER
8th August 1955

CHOUDHRY MD.ALI ELECTED M.L. PARLIAMENTARY CHIEF
Talks with Awamis For Cabinet Coalition Reported
ALI RESIGNS PRIME MINISTERSHIP

KARACHI, Aug, 7: Central Finance Minister Choudhry Mohammed Ali was elected leader of the Muslim League Parliamentary Party after a six hour meeting here this evening. Mr. Abdullah Yusuf Haroon was elected Secretary of the party.

AWAMIS'S 3 CONDITIONS

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the Awami League, reiterated before newsmen here his party's three conditions on which they would go into a coalition with the Muslim League.
The three conditions, according to him, are: (1) The coalition cabinet to be headed by Mr. H. S. Suhrawardy; (2) Provision for regional autonomy and joint electorate in the new constitution; and (3) acceptance of Bengali as a state language.
The Awami League it may be recalled, has since long been willing to accept parity and back the one unit proposal in return for the fulfilment of it three conditions.
Hectic political activity continued in he capital today as parleys neared a climax setting a pace for a major reshuffle in the eight-month-old Central Cabinet.
Leaders of the United Front laid their cards bare after having a conference with Prime Minister Mohammed Ali and other Muslim League leaders from West Pakistan this morning. Contact was at the same time being maintained between Mr. Suhrawardy and his supporters as also between Mr. Suhrawardy and the Muslim League group.
Later in the day there were separate group meetings. The issue is expected to be clinched by tonight or early tomorrow morning. The Muslim League Assembly party is due to meet this evening to take stock of the situation and make up its mind about party alignments and important pieces of proposed legislation.

আজাদ
২৬শে আগস্ট ১৯৫৫

এক ইউনিট বিল সম্পর্কে গণপরিষদে তুমুল বিতর্ক
দ্বিতীয় দিনের আলোচনায় ৪ জন সদস্যের অংশগ্রহণ
মালিক নূনের সংশোধনী প্রস্তাব বিধিবহির্ভূত ঘোষিত

করাচী, ২৫শে আগষ্ট।- করাচীস্থ আজাদের বিশেষ প্রতিনিধির খবরে প্রকাশ ঃ আওয়ামী লীগ সদস্য শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় মোছলেম লীগ সদস্যদের দৃঢ়তার সহিত সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন ঃ আপনাদের ইচ্ছাকে দেশবাসীর উপর চাপাইয়া দিবেন না। ইহা খুবই বিপজ্জনক নীতি। বৃটিশরাও ডিক্টেটারের ন্যায় ব্যবহার করিত। পরে তাহাদের ভাগ্যে কি ঘটীয়াছে? তাহাদিগকে পাততাড়ি গুটাইতে হইয়াছে।
সদস্য মহোদয় সিন্ধুতে পীরজাদা মন্ত্রিসভা, পাঞ্জাবে মালিক নূন ও সীমান্ত প্রদেশে সরদার আবদুর রশীদ মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করার তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, এইসব মন্ত্রিসভাকে অগণতান্ত্রিক উপায়ে বরখাস্ত করা হইয়াছে। দেশবাসীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন, ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য পাকিস্তানের কোন ক্ষতি না করার জন্য আমি আপনাদের নিকট আবেদন জানাইতেছি। তিনি বলেন যে, দেশবাসী যদি এক ইউনিট চায়, তবে তাহাতে তাঁহার আপত্তি করার কিছু নাই। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে অবশ্যই জনমত যাচাই করিতে হইবে। তাহা না হইলে পূর্ব্ববঙ্গের সদস্যগণ নিজ প্রদেশে মুখ দেখাইতে পারিবে না।
অতঃপর শেখ মুজিবর রহমান বলেন ঃ মাঝে-মাঝে আমি ভাবি আমাদের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিগণ "আল্লার চাইতেও ক্ষমতাশালী।"
তাঁহার এই উক্তিতে হঠাৎ ভীষণ প্রতিবাদের সুর উত্থিত হয়।
স্পীকার সদস্য মহোদয়কে তাঁহার এই মন্তব্য প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ করেন।
জনাব মুজিবর ঃ ইহার জন্য আল্লাহ আমাকে শাস্তি দিবেন। আপনি কেন দণ্ড দিতে চান?
স্পীকার ঃ আমরা এখানে সকলেই ধর্ম্মভীরু। সুতরাং এরূপ মন্তব্য সম্পর্কে আমাদের সতর্ক হওয়া উচিত।
জনাব মুজিবর ঃ আমি মুছলমান। আমার নাম মুজিবর রহমান। অপর দিকের সদস্যদের অপেক্ষাও আমি পাকা মুছলমান।
স্পীকার ঃ গণপরিষদের মাননীয় সদস্যদের সম্পর্কে ইহা বল্গাহীন অভিযোগ।
শেখ মুজিবর ঃ হুজুর আপনি পরিষদের স্পীকার এবং আপনি মোছলেম লীগ সদস্য নহেন।
স্পীকার ঃ ইহার সহিত পরিষদের ও পরিষদ সদস্যদের মর্যাদার প্রশ্ন জড়িত। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী শেখ মুজিবর রহমানকে এই মন্তব্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাইলে তিনি তাহা প্রত্যাহার করেন।
শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বক্তৃতার প্রথম দিকে পুনঃ পুনঃ "শাসকগোষ্ঠি"র কথা ব্যবহার করিতে থাকিলে স্পীকার তাহাতে আপত্তি উত্থাপন করিয়া বলেন যে, এই কথা পার্লামেন্টারী নিয়ম বিরোধী এবং সদস্য মহোদয় তাঁহার এই কথা প্রত্যাহার করেন।
শেখ মুজিবর রহমান করাচীকে এক ইউনিট এলাকার অন্তর্ভুক্ত করার বিরুদ্ধেও যুক্তি প্রদর্শন করেন।

আজাদ

১লা সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

৪ দিন মুলতবীর পর গণপরিষদের অধিবেশন পুনরায় আরম্ভ
এক ইউনিট বিলের সমর্থনে জনাব দওলতানার বক্তৃতা সমাপ্ত

(বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরিত)

করাচী, ৩১শে আগষ্ট।- মোহররম উপলক্ষে ৪ দিন বন্ধ থাকার পর অদ্য সকাল ১০ টায় পুনরায় জনাব আবদুল ওয়াহাব খানের সভাপতিত্বে গণপরিষদের অধিবেশন শুরু হয়।

শেখ মুজিবর রহমান (আওয়ামী লীগ) একটি অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, আজাদীর মহান সংগ্রামের জন্য আজ মরক্কো ও আলজিরিয়ার মুছলমানগণকে ব্যাপকভাবে হত্যা করা হইতেছে। এই হত্যাকাণ্ডের নিন্দা করিয়া এবং শহীদদের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া পরিষদকে একটি প্রস্তাব গ্রহণের জন্য তিনি অনুরোধ জানান।

তিনি এই সম্পর্কে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক ফরাসী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতিবাদ প্রেরণের জন্য সোপারেশ করেন। শহীদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্য পরিষদে এক মিনিট নীরবতা পালনের জন্যও তিনি প্রস্তাব করেন।

স্পীকার বলেন যে, মাগরেববাদীদের প্রতি তাঁহার পূর্ণ সহানুভুতি আছে এবং তিনি বিষয়টী সম্পর্কে সম্মিলিতভাবে পরামর্শ করিয়া প্রস্তাব গ্রহণের জন্য পরিষদের নেতা ও বিরোধী দলের নেতাকে অনুরোধ জানাইয়াছেন। ইহার পর তিনি পরিষদের কাজ আরম্ভ করার জন্য অনুরোধ জানান।

জনাব জহিরুদ্দীন (আওয়ামী) পরিষদে এক মিনিট নীরবতা পালনের প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, পরিষদের উভয় পক্ষের সদস্যগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হইবেন। কিন্তু স্পীকার মন্তব্য করেন যে, যেহেতু বিষয়টি সম্পর্কে কোন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই, সেইহেতু তিনি যতটুকু বলিয়াছেন, সেই পর্যন্তই শেষ বলিয়া গণ্য করিতে হইবে।

আজাদ

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

লীগ নেতৃত্বের সমালোচনা
করাচীর জনসভায় জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বক্তৃতা

করাচী, ৩রা সেপ্টেম্বর।- আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দ্দী অদ্য রাত্রে এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় মোছলেম লীগ নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সততা ও ন্যায়বিচার বিরোধী ষড়যন্ত্রের অভিযোগ আনয়ন করেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান সভাপতিত্ব করেন। গণপরিষদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য জনাব মুজিবর রহমান ও জহিরুদ্দীন সভায় বক্তৃতা করেন। কতিপয় ব্যক্তি সভায় গোলযোগ সৃষ্টির চেষ্টা করে। এমনকি সভামঞ্চের বিশগজ দূর হইতে একবার সোডার বোতল নিক্ষেপ করা হয়।

আওয়ামী লীগের ৪ জন নেতাই মোছলেম লীগ নেতৃত্ব ও সরকারের সমালোচনা করেন। তাঁহারা বলেন যে, গদী ও ক্ষমতা কুক্ষিগত করিয়া রাখার জন্য মোছলেম লীগ নেতৃবৃন্দ সততা ও ন্যায়নীতি বিসর্জ্জন দিয়াছেন। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনগণকে তাঁহাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

আজাদ

২২শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৫

ইউনিট বিল প্রত্যাহার করা না হইলে গণভোট গ্রহণের দাবী
গণপরিষদে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বক্তৃতা
করাচীকে ফেডারেল রাজধানীরূপে গণ্য করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন

(বিশেষ সংবাদদাতা প্রেরিত)

করাচী, ২১শে সেপ্টেম্বর।- অদ্য গণপরিষদে পশ্চিম পাকিস্তান এক ইউনিট বিলের দ্বিতীয় ধারায় সংশোধনী প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতাদানকালে বিরোধীদলের নেতা ও আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন যে, তাঁহার প্রস্তাব অনুযায়ী যদি এক ইউনিট বিল প্রত্যাহার করা না হয়, কিংবা সরকার যদি 'সকলের গ্রহণযোগ্য' একটি নয়াবিল প্রণয়নের জন্য বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সম্মেলন আহ্বানের সোপারেশ সমর্থন না করেন, তাহা হইলে বিল সম্পর্কে জনমত যাচাইয়ের জন্য গণভোট গ্রহণ করিতে হইবে।

জনাব মুজিবর রহমান (আওয়ামী লীগ) ও নূরুর রহমান (আওয়ামী লীগ) আজ 'শাসকগোষ্ঠীকে' আক্রমণ করিয়া অনলবর্ষী বক্তৃতা করেন।

তাঁহারা বলেন যে, "শাসকগোষ্ঠী" পূর্ব্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের 'বাজারে' পরিণত করিতে চলিয়াছেন। তাঁহারা বাংলাকে উরদুর মত জাতীয় ভাষার মর্য্যাদা না দেওয়ার তীব্র নিন্দা করেন।

PAKISTAN OBSERVER

22nd September 1955

Bloodshed & Litigation Threat On Karachi Merger
Furore Over Ruling Against Speeches in Bengali

KARACHI Sept. 21:- Clause 2 of the One-Unit Bill remained under discussion in the Constituent Assembly today.

Mr. H. S. Suhrawardy was winding up the debate on behalf of the Opposition when the House adjourned to meet again tomorrow at 2.30 P. M. Deputy Speaker Mr. C. E. Gibbon today occupied the chair when Mr. Abdul Wahab Khan, Speaker, left the House during the middle of the proceeding.

A lively debate ensued on his ruling that since he could not understand Bengali, he would not allow any member to speak in Bengali.

The members from East Bengal, including Mr. A. K. Fazlul Huq. Leader of the United Front Party and Mr. H. S. Suhrawardy, leader of the Awami League, joined the debate asking the Deputy Speaker to revise his ruling in view of the fact that Mr. Abdul Wahab Khan, Speaker, had been allowing Pushtu, Urdu and Bengali in the House.

BLOODSHED THREATENED

Mr. Mujibur Rahman (AL) threatened that there might be bloodshed in East Bengal over the inclusion of Karachi in the One-Unit. About a dozen Members today Participated in the proceedings of the House of whom 9 belonged to the Awami League with the exception of one Mr. Abdus Salam (Bawhalpur) they all opposed practically all the provisions of the clause.

আজাদ
২২শে অক্টোবর ১৯৫৫

যুক্ত নির্ব্বাচন প্রবর্ত্তন ও প্রদেশের জন্য স্বায়ত্তশাসন দাবী
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা
জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী কর্তৃক কোয়ালিশন সরকারের সমালোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) রূপমহল সিনেমা হলে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সভাপতিত্বে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ কাউন্সিলের তিন দিবসব্যাপী অধিবেশন শুরু হয়।

কাউন্সিলের উদ্বোধন প্রসঙ্গে পাকিস্তান আওয়ামী মোছলেম লীগ সভাপতি জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন যে, আমরা যাহাই করি না কেন, আন্তর্জ্জাতিক ক্ষেত্রে যাহাতে পাকিস্তানের সুনাম বৃদ্ধি পায়, সে দিকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। বাংলার জনসাধারণ পাকিস্তান অর্জ্জনের সর্ব্বাধিক গৌরব দাবী করিতে পারেন। দেশ এবং জনগণের কল্যাণার্থে এবং রাষ্ট্রের সুনামরক্ষায় কাজ করাই আমাদের কর্ত্তব্য। কেবলমাত্র কাউন্সিল অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে প্রাদেশিক আওয়ামী মোছলেম লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী একুশ দফা আদায় ও দেশে গণতন্ত্র কায়েমের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান। মওলানা ভাসানী যুক্তনির্ব্বাচন প্রথার সমর্থন করিয়া বলেন যে, পাকিস্তানে দ্বিজাতিতত্ত্বের অবস্থান করিতে হইলে স্বতন্ত্র প্রথার বিলোপ সাধন করিতে হইবে। তিনি আওয়ামী লীগকে অসাম্প্রদায়িক করার অনুকূল মত প্রকাশ করেন।

আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার দীর্ঘ রিপোর্টে গত দুই বৎসরের রাজনৈতিক কার্যাবলীর বিবরণ প্রকাশ করেন।

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহবুবুল হক ওসমানী বলেন যে, নির্ব্বাচনের দ্বারা প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মকর্ত্তা নিরূপণের নিয়ম দেখিয়া তিনি আনন্দিত হইয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানেও এই নিয়ম প্রয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

কাউন্সিল অধিবেশন সকাল সাড়ে আটটা হইতে শুরু হয়। এবং অদ্য বেলা তিন ঘটিকা পর্যন্ত মূলতুবী থাকে। গতকল্য শুক্রবার ১২টায় প্রথম অধিবেশন সমাপ্ত হয়। কাউন্সিল অধিবেশনে ৮৭৬ জন কাউন্সিলারের মধ্যে ৬৭৫ জন কাউন্সিলর যোগ দিয়াছেন বলিয়া আওয়ামী লীগ দফতর হইতে জানানো হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমানের অভিভাষণ

আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশের সমস্যাবলী সমাধানের উদ্দেশ্যে জনগণ আওয়ামী লীগে যোগদান করুন। "যুক্তফ্রন্ট গঠন", নির্ব্বাচন, নির্ব্বাচনোত্তর পরিস্থিতি, ৯২(ক) ধারা, ৫৪ সনের বন্যা, গণপরিষদ বাতেল প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এবং জনাব ফজলুল হকের সমালোচনা করেন।

আজাদ
১৭ই নভেম্বর ১৯৫৫

বর্তমান খাদ্য সংকট
শেখ মুজিবর কর্ত্তৃক প্রতিবাদ দিবস আহ্বানের প্রস্তাব

পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের "অবিবেচনা প্রসূত" খাদ্য নীতির জন্য আজ প্রদেশে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে, তৎসম্পর্কে শীঘ্রই সমগ্র প্রদেশে একদিন প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানান হইবে বলিয়া পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান এম, এল, এ, এম, সি এ প্রস্তাব করিয়াছেন। তিনি বলেন, সরকারের এই খাদ্য নীতির ফলে প্রদেশে আজ চাউলের দুর্ভিক্ষ অবস্থা শুরু হইয়াছে বলা চলে।

এই সম্পর্কে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ "বর্ত্তমান দেশ অতীব গুরুতর সংকটের ভিতর দিয়া চলিয়াছে। এতবড় সংকট অতীতে আর কখনও দেখা দেয় নাই। মনে হয়, পূর্ব্ববঙ্গ সরকার তাঁহাদের খাদ্য নীতির ব্যাপারে অব্যবস্থার দ্বারা দেশকে এক অতীব গুরুতর সংকটের মুখে ঠেলিয়া দিয়াছেন। দেশবাসী ইতিমধ্যেই ১৯৪৩ সালের ঐতিহাসিক খাদ্য সংকটের পুনরাবৃত্তি হওয়ার বিষয় বলাবলি করিতেছে। এই বিপদ পরিহারের জন্য দেশবাসীকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে আওয়াজ তুলিতে হইবে। "সরকার এই অবস্থার প্রতীকারের জন্য বাস্তব কিছু করিতেছেন, এরূপ কোন প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে না। পক্ষান্তরে মনে হয়, তাঁহারা পুর্ব্ববঙ্গকে কালোবাজারীদের জন্য স্বর্গরাজ্যে পরিণত করার ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করিতেছেন। দেশবাসী তাঁহাদের উপর আর নির্ভর করিতে পারে না। দেশবাসীকে এই সম্পর্কে তৎপর হইতে হইবে। এই পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবাদ দিবস পালনের জন্যও আমি প্রস্তাব করিতেছি।"

PAKISTAN OBSERVER
30th November 1955

OPPOSITION WALK OUT OF C.A.
Arrests Of Members Referred To Privileges Committee
HOUSE READJOURNED

KARACHI, NOV, 29: THE OPPOSITION MEMBERS TODAY STAGED WALK-OUT FROM THE CONSTITUENT ASSEMBLY WHEN THE SPEAKER REFUSED TO CALL UPON THE GOVERNMENT TO PRODUCE THE TWO ARRESTED MEMBERS OF CONSEMBLY, SARDAR FAZLUL KARIM AND MR. MAHMUD ALI, BEFORE THE HOUSE.

The Government Bench suggested that the matter be referred to the Privileges Committee and then taken up by the House.

The opposition however, refused to accept this suggestion and insisted that the speaker should order the central government to produce the two members in the house.

APP adds:

PROCEEDINGS BOLD

The Constituent Assembly assembled at 3 p.m. here today. The Speaker Mr. Abdul Wahab Khan presided.

At the outset, Mr. Mujibur Rahman (Awami League) pointed out that two members of the Constituent Assembly Mr. Mahmood Ali (Ganatantri Dal-UF) and Sardar Fazlul Karim (Ind) had been arrested last week under the public Safety Act. The former was arrested in Karachi where he had come to attend the Constituent Assembly meeting and the latter was arrested in Dacca while emplaning for Karachi to attend the Assembly session.

He regretted the arrest of the two members of the Assembly at this juncture when it was confronted with the task of making the constitution for the country.

Describing the arrest as against the principles of "Justice, fairplay and equity" and an insult to the Speaker of the House, the House and the country, he said "according to the parliamentary conventions the Speaker of the House must be informed by the District Magistrate concerned if a member of the House is sought to be arrested."

The Prime Minister, he said, had often stated that the country would get democracy, fair and free elections and fairplay. But the arrest of the two members of the Constituent Assembly under the Public Safety Act indicated something else.

Mr. Mujibur Rahman said the Speaker was the custodian of the rights and privileges of the House and its members. He was Speaker today. But he might not be in the same position tomorrow. He was from East Bengal and he could also be a member of the opposition in the future. If today he allowed the arrest of other members of the House, he could also be arrested by a Sub-Inspector of Police.

The members of the House who had some honesty of purpose and really wanted to give a democratic constitution to the country should have some respect for the principles of democracy. They should not allow such arrests go unchallenged, he said.

DAILY DAWN
29th December, 1955

A.L's terms for help in making Constitution

The Awami League party in the Constituent Assembly yesterday expressed its willingness to co-operate with the majority party in the task of constitution-making.

Mr. Mujibur Rahman, Secretary of the Awami League Assembly party, yesterday told the "APP' that his party was very anxious to make the constitution for the country and willing to co-operate with the Government were willing to accept their demand for regional autonomy, joint electorate, acceptance of Bengali as one of the State languages and parity in all respects. His party was not willing to accept anything minus these four things, and would fight every inch for that, he added. He asserted that the United Front party would "meet the fate met by the Muslim League in the last general elections in East Pakistan, if it violated the 21-point programme.

Contending that the 21-point programme was the demand of the people of East Pakistan, he said that the Awami League party would not sell the interest of the people for coming into power. They would go into power when voted by the people. The question to the Awami League's joining the Cabinet was out of question, he added.-APP.

১৯৫৬

দৈনিক আজাদ
৯ই জানুয়ারি ১৯৫৬

শাসনতন্ত্র বিলের সমালোচনা
শেখ মুজিবর রহমান কর্ত্তৃক অগণতান্ত্রিক আখ্যা দান

করাচী, ৮ই জানুয়ারী।- অদ্য আওয়ামী লীগ পরিষদ দলের সেক্রেটারী জনাব মুজিবর রহমান শাসনতন্ত্র বিলটি (১৯৫৬) অগণতান্ত্রিক ও অবাস্তব বলিয়া বর্ণনা করেন। আগামীকল্য গণপরিষদে এই বিল পেশ করা হইবে।

তিনি বলেন যে, তাঁহাদের দল এ সম্পর্কে শীঘ্রই ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা স্থির করিবেন।

জনাব মুজিবর রহমান বলেন, গণতন্ত্রকামী ব্যক্তি মাত্রেই খসড়া বিল দেখিয়া মর্ম্মাহত হইবেন। এই বিলে জনমতকে যেভাবে উপেক্ষা করা হইয়াছে, তাহা প্রকৃতই অভূতপূর্ব। কাজেই পাকিস্তানের বিশেষতঃ পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ কোনক্রমেই বিলটিকে গ্রহণ করিবে না। কারণ উহাতে ২১ দফার কোন দাবীই পূরণ করা হয় নাই। এই বিলে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতিদান, যুক্ত নির্ব্বাচন ও সর্ববিষয়ে সমতা রক্ষার ব্যাপারে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিই বিশেষভাবে খেলাফ করা হইয়াছে। পাকিস্তানের বিশেষতঃ পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ এই অগণতান্ত্রিক ও অবাস্তব বিলের রচনাকারী বিশেষত যুক্তফ্রন্টের তথাকথিত নির্লজ্জ ওয়াদা খেলাফকারীদের কখনই ক্ষমা করিবে না। আমরা শীঘ্রই এ সম্পর্কে আমাদের প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করিব।- এ, পি, পি

PAKISTAN OBSERVER
9th January 1956

Undemocratic, Says Mujib

KARACHI, Jan. 8 t- Mr. Mujibur Rahman, Secretary of the Awami League Assembly Party today described the Constitution Bill, 1956, to be introduced in the Constituent assembly tomorrow, as "undemocratic and hypothetical".

He said his party will decide "very soon" the course of action it would adopt in this connection.

He told the APP that "the draft of the Constitution Bill will shock all lovers of democracy. Enormity of disrespect of public opinion shown in the Bill is unprecidented. This Bill, therefore, will be quite unacceptable to the people of Pakistan in general and the people of East Pakistan in particular as none of their demands as embodied in the 21-Point Programme has been accepted in the Bill. Betrayal of the solemn pledges given to the people is most flagrant in repect of regional autonomy Bengali as one of the state languages, joint electorate and parity in all respects. The people of Pakistan particularly of East Pakistan will never forgive the framers of this undmocratic and hypothetical bill, particularly the members of the so-called United Front Party who have so brazen-facedly betrayed the solemn election pledges for a mess of pottage. We are going to decide very soon the course of action of our party which our organisation would take in this matter." – APP

দৈনিক ইত্তেফাক
২১শে জানুয়ারি ১৯৫৬

১লা জানুয়ারী হইতে করাচী সম্মেলনের সিদ্ধান্ত কার্যকরী হইবে
সাংবাদিক সম্মেলনে প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুরের ঘোষণা
অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উভয় অঞ্চলে অসম অবস্থার সৃষ্টির জন্য প্রাক্তন কেন্দ্রীয় নীতির সমালোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় সেক্রেটারিয়েটে এক সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প সচিব শেখ মুজিবুর রহমান জানান যে, করাচীতে উচ্চপর্যায়ে অনুষ্ঠিত শিল্প সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহ আগামী ১লা জানুয়ারী হইতে কার্যকরী হইবে।

জনাব মুজিবুর করাচী অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। তিনি জানান যে, বিদেশী মুদ্রার বিলি-বণ্টন সম্পর্কে বিবেচনার জন্য শীঘ্রই কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের প্রতিনিধিদের মধ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।

তিনি আনন্দের সহিত ইহা উল্লেখ করেন যে, করাচী সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে যাবতীয় সুপারিশ করা হইয়াছে এবং কেন্দ্রীয় ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিগণ সকলেই এই প্রদেশের সমস্যা, প্রয়োজন এবং অতীতের ত্রুটি সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন।

তিনি বলেন, গত নয় বৎসরে বাণিজ্যক্ষেত্রে প্রাদেশিক সরকারের ভূমিকা বলিতে আর কিছুই থাকে নাই এবং কেন্দ্রে প্রবর্তন সরকারের অনুসৃত নীতির ফলে অর্থনৈতিক দিক দিয়া উভয় অংশের মধ্যে অ-সম অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে।

শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী বলেন:"গত– নয় বৎসর ধরিয়া প্রাদেশিক সরকারকে শিল্পের ব্যাপারে প্রায় সকল ক্ষমতা হইতেই বঞ্চিত করা হইয়াছে। এই সময়ের মধ্যে প্রাদেশিক সরকার একে একে তাঁদের সমস্ত ক্ষমতা এবং দায়িত্ব কেন্দ্রের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন। ইহার পরিণতি হিসাবে কেন্দ্রীয় শিল্প নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। এই আইনে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে ২৭টি শিল্পের ব্যাপারে যাবতীয় ক্ষমতা ও পরিচালন ভার ন্যস্ত করা হইয়াছে। এই ২৭টি শিল্পের আওতায় প্রায় সব কিছুই পড়িয়াছে।"

তিনি বলেন, নূতন শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পরেও শিল্পের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণ অব্যাহত রহিয়াছে এবং শিল্প সম্পর্কে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত বিষয়গুলি এখনও কার্যকরী হয় নাই।

তিনি বলেন, প্রাদেশিক সরকার তাঁহাদের দায়িত্ব যাহাতে সুচারুরূপে পালন করিতে পারেন সেজন্য কেন্দ্রীয় সরকার এতদসম্পর্কে শাসনতন্ত্রে উল্লিখিত ক্ষমতা ও দায়িত্বভার বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যে করাচীতে উচ্চ পর্যায়ে সম্মেলন আহ্বান করেন।

তিনি বলেন, এই প্রদেশে কোন মূলধন সংগঠিত হইতে পারে নাই। ইহার কারণ, এই প্রদেশের জনসাধারণকে এতদসংক্রান্ত সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। বাণিজ্য ক্ষেত্রে এই প্রদেশবাসীর ভূমিকা অত্যন্ত নগণ্য। ইহার ফলে এই প্রদেশবাসীর অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমেই শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে এবং তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা আশঙ্কাজনকরূপে হ্রাস পাইয়াছে। বর্তমানে এইরূপ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে যে, কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের নীতি পরিবর্তন করিলেও এবং আমরা প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও পরিস্থিতির আশু পরিবর্তন সাধিত হওয়া অসম্ভব।

তিনি আশার বাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন, আমাদিগকে আশা ও ভরসা রাখিয়া ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হইবে এবং সর্বাত্মক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও শিল্প প্রচেষ্টার দ্বারা এই প্রদেশের সাধারণ মানুষের অবস্থার উন্নতিসাধন করিতে হইবে।
করাচী সম্মেলনের পক্ষ হইতে প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তির কতিপয় বিষয়ের বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, দেশরক্ষার সহিত সংশ্লিষ্ট শিল্পসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় হিসাবে গণ্য হইবে বলিয়া সম্মেলনে স্থির করা হইয়াছে। লৌহ ও ইস্পাত প্রস্তুত, জাহাজ নির্মাণ এবং এন্টিবায়োটিক, সালফাড্রাগস ও এন্টিটি, বি, ভ্যাকসিন প্রস্তুত ইহার অন্তর্ভুক্ত। এতদ্ব্যতীত অস্ত্রশস্ত্র ও বিস্ফোরক প্রস্তুত, দেশের সামুদ্রিক সীমানার বাহিরে মৎস্য শিকার এবং কেন্দ্রীয় সরকারের মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠান বাদে অন্যান্য যাবতীয় শিল্প প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে। খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস আহরণ কেন্দ্রীয় সরকারের এখতিয়ারভুক্ত হিসাবে গণ্য হইলেও প্রাকৃতিক গ্যাসের সাহায্যে পরিচালিত শিল্পগুলি প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারভুক্ত বিষয় বলিয়া গণ্য করা হইবে।
তিনি বলেন, উন্নয়ন পরিচালনার পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রদেশে পি, আই, ডি, সি'র কার্যক্ষেত্র ও ভূমিকা প্রসারিত করা হইবে। নয়া ব্যবস্থার ফলে কয়লা, সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাতের আভ্যন্তরীণ সরবরাহ ও বণ্টন সম্পূর্ণরূপে প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারের অধীন হইবে। উভয় অঞ্চলে মালপত্র সরবরাহের ব্যাপারে জাহাজ বরাদ্দের ভার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন কমিটির হাতে থাকিবে। এই কমিটিতে প্রাদেশিক সরকারের প্রতিনিধিও থাকিবে। এই ব্যাপারে প্রয়োজন ও অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাহাজে স্থানের ব্যবস্থা করা হইবে।
তেজস্ক্রিয় পদার্থ লৌহ প্রস্তর বাদে অন্যান্য খনিজ পদার্থ প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারে থাকিবে। খনিসমূহ নিয়ন্ত্রণ এবং খনিজ সম্পদের উন্নয়ন কার্যও প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারে থাকিবে। প্রদেশের জন্য বরাদ্দকৃত পণ্য আমদানী সম্পর্কে লাইসেন্স মঞ্জুরীর ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশই চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।
সুপারিশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে সরবরাহ উন্নয়ন বিভাগের ডিরেক্টার-জেনারেলের অধীনে । এই প্রদেশের জন্য একজন ডিরেক্টার-জেনারেল নিয়োগ করা হইবে। এই প্রদেশের জন্য একটি ক্ষুদ্র আকারের শিল্প কর্পোরেশন স্থাপন করা হইবে। এজন্য কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক সরকারের হাতে ১০ লক্ষ টাকা ন্যস্ত করিয়াছেন।

দৈনিক আজাদ
২রা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৬

প্রতিরোধ দিবস প্রসঙ্গ
জনাব মুজিবর রহমান কর্তৃক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা

করাচী, ১লা ফেব্রুয়ারী।- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান এম, সি, এ অদ্য নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন:
'গত ২৯শে জানুয়ারী "প্রতিরোধ দিবস" পালন সম্পর্কে স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে যে বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইলাম। এই সকল সংবাদে ২৯শে জানুয়ারী তারিখের "প্রতিরোধ দিবস" পালন সম্পর্কে যথেষ্ট বিভ্রান্তি সৃষ্টি করা হইয়াছে।

প্রায় ১৫ দিন পূর্ব্বে মওলানা ভাসানী এই দিবস পালনের কথা ঘোষণা করেন এবং এই সম্পর্কে প্রস্তুতিমূলক কার্য্য যখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়া গিয়াছে, তখন কিছু সংখ্যক লোক ভারতে এক শ্রেণীর সংবাদপত্র কর্তৃক হজরত মোহাম্মদ সম্পর্কে অবমাননাকর ভাষা ব্যবহারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের তারিখ হিসাবে উক্ত দিনটিকেই বাছিয়া লন। হজরত মোহাম্মদের প্রতি এইরূপ জঘন্য আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন সম্পর্কিত এইরূপ একটি সভার প্রতি আমাদের অবশ্য পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি ছিল। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে তারিখ ও সময় নির্দ্ধারণের ব্যাপার দেখিয়াই আমাদের মনে গভীর সন্দেহ জাগে। কারণ, কিছু সংখ্যক লোক যে জনসাধারণের মনোভাবের সুযোগ লইয়া আমাদের উদ্দেশ্য পণ্ড করিয়া দেওয়ার চেষ্টা করিয়া থাকে, এইরূপ অভিজ্ঞতা অতীতেও আমরা লাভ করিয়াছি।- এ, পি, পি

PAKISTAN OBSERVER
2nd February 1956

Sk. Mujib on Confusion About 'Resistance Day'

KARACHI, Feb. 1st- Sheikh Mujibur Rahman, MCA, General Secretary East Pakistan Awami League in a statement issued to the Press today said.
"I was surprised to find news appering in papers in this part of the country which tended to create a lot of confusion regarding the 'Resistance day' observed in East Bengal on January 29. This day was declared to be observed about 15 days before by Maulana Bhashani and when the preparations were afoot some persons selected the same day for protesting against the insulting expressions used by some sections of the Indian Press against our Holy Prophet. While we had the fullest sympathy and support for such a meeting to ventilate our sentiments against such outrageous attacks, we had very grave suspicion as regards the selection of the time and the date for the purpose. We had our experience of this type when in order to baffle our objective some people used to take it to their head to cresase a sort of clash where there should be none, under the garb of legitimate and innocent activities by playing up the sentiments of the people." –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক
৩রা মে ১৯৫৬

পাবনা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনের প্রস্তুতি

পাবনা, ৩০শে এপ্রিল।- বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গিয়াছে যে, আগামী ২৪শে ও ২৫শে মে পাবনা শহর আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে।
সম্মেলনে সাংগঠনিক বিষয় ছাড়াও শহরের বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে। সম্মেলনকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য ৫ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ সভাপতি রফিউদ্দীনকে আহ্বায়ক করিয়া একটি শক্তিশালী প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হইয়াছে।

শহর আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনে যোগদানের জন্য পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব এইচ এস সোহরাওয়ার্দী, পূর্বপাক আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও আরও কতিপয় আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানান হইবে। –নিজস্ব সংবাদদাতা।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ই মে ১৯৫৬

দেশের বৃহত্তর স্বার্থে মওলানা ভাসানীর প্রতি অনশন ভঙ্গের আহ্বান
পরিষদ ও কর্মীদের যুক্ত সভায় প্রস্তাব গ্রহণ
বার্ধক্য জর্জ্জরিত নেতার স্বাস্থ্যাবনতির সংবাদে উদ্বেগ প্রকাশ
শেখ মজিবর ও অপর দুইজন পরিষদ সদস্যের কাগমারী যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

দেশের বর্তমান খাদ্য সংকটের প্রতিবিধানের দাবীতে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অনশনজনিত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য গতকল্য (শনিবার) সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় ৫৬, সিম্পসন রোডে জনাব শেখ মজিবর রহমানের (এম,পি) সভাপতিত্বে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, কর্মী ও পরিষদ সদস্যদের এক জরুরি অধিবেশন হয়। সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর স্বাস্থ্য সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

সভায় আগামী ১৯শে এবং ২০শে মে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিলর অধিবেশনের সিদ্ধান্ত সাপেক্ষে মওলানা ভাসানীকে আগামী ১৯শে মে পর্যন্ত অনশন স্থগিত রাখিবার অনুরোধ জ্ঞাপনের অভিমত প্রকাশ করা হয়। এতদুদ্দেশ্যে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান (এম,পি), জনাব ইয়ার মোহাম্মদ খান এম,এল, এ এবং জনাব সিরাজুদ্দীন আহমদ এম, এল, এ, কাগমারী রওয়ানা হইয়া যাইতেছেন।

মওলানা ভাসানীর অনশনজনিত পরিস্থিতি আলোচনার জন্য সিটি আওয়ামী লীগের কর্মীবৃন্দও পৃথকভাবে এক বৈঠকে মিলিত হন। অদ্য (রবিবার) বেলা পাঁচ ঘটিকায় তাহারা পুনরায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হইবেন।

জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মজিবর রহমান (এম,পি) সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :

"ইউরোপ সফর হইতে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পর দেশব্যাপী ভয়াবহ খাদ্য সংকট এবং এই নজীরবিহীন দুর্ভিক্ষাবস্থার প্রতি উদাসীন সরকার মন্ত্রিসভার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য আমাদের শ্রদ্ধেয় নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর অনশনের সংবাদ শুনিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি।

"দুর্গত ও দুঃস্থ জনগণের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসাবে আওয়ামী লীগ খাদ্য সমস্যাটির প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে এবং প্রতিদিন এ ব্যাপারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের সজাগ দৃষ্টি আকর্ষণে তৎপর রহিয়াছে। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা শুধুই সরকারের মুখের দিকে তাকাইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। সরকার যাহাতে জনগণের দিকে দৃষ্টিপাত করেন তজ্জন্য আমাদিগকে কার্যকরী ব্যবস্থাও অবলম্বন করিতে হইবে। কাজেই, আমি প্রদেশব্যাপী আওয়ামী লীগের সকল ইউনিটকে অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ ঘরোয়া ও প্রকাশ্য জনসভা অনুষ্ঠান এবং বর্তমান

অভাবনীয় খাদ্য পরিস্থিতির প্রতি উদাসীন সরকার মন্ত্রিসভায় দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য ভুখা মিছিলের আয়োজন করার আহ্বান জানাইতেছি। আগামী ১৯শে মে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের যে অধিবেশন হইবে উহাতে এতদসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে।"

আওয়ামী লীগ এম,পি ও এম,এল এদের যুক্ত বিবৃতি

মেসার্স জহিরুউদ্দীন এম,পি, আবদুল হামিদ চৌধুরী, এম,এল,এ, মহীউদ্দীন আহমদ এম, এল, এ, ইয়ার মোহাম্মদ খান এম, এল, এ, মোসলেম আলী মোল্লা এম,পি, আমিনা বেগম এম, এল, এ, হাফিজ হাবিবুর রহমান এম, এল, এ, শামসুল হক এম, এল, এ, তাজুদ্দীন আহমদ এম, এল, এ, আবদুল হামিদ মজুমদার এম, এল, এ ও সিরাজুল হক এম, এল, এ, মওলানা ভাসানীকে উদ্দেশ্য করিয়া সংবাদপত্রের নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন :

দেশের বর্তমান খাদ্য সংকটের প্রতি উদাসীন সরকার রাজনৈতিক চৈতন্যোদয়ের উদ্দেশ্যে আপনার অনশন শুরুর সংবাদে আমরা অত্যন্ত মর্মাহত হইয়াছি। এ কথা অনস্বীকার্য যে, বর্তমান সরকার মন্ত্রীসভা টলটলয়ামান ক্ষমতার গদি রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশের চরম খাদ্য পরিস্থিতির কথা বিস্মৃত হইয়া ষড়যন্ত্রমূলক দলীয় রাজনীতিতে মত্ত রহিয়াছেন। দেশের দুর্গত জনগণের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবের ব্যাপারে এই মন্ত্রীসভা সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন।

হতভাগ্য পূর্ব্ব পাকিস্তানের দুর্ভাগ্য ও দুর্দশা পীড়িত জনগণের প্রতি আপনার অন্তহীন দরদের কথা আমরা অবহিত আছি। তাই মনে করি যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনি যে কর্মপথ বাছিয়া লইয়াছেন তাহা ছাড়া জনগণকে রক্ষা করিবার দ্বিতীয় কোন উপায় আপনার ছিল না।

কিন্তু আমরা মনে করি যে, হতভাগ্য ও দুস্থ মানবতার পরিপূর্ণ কল্যাণ সাধনের ব্যাপারে আপনার অর্থাৎ আপনার জীবন রক্ষার প্রয়োজন অত্যন্ত বেশি। দেশবাসী কোনভাবেই বর্তমান পরিস্থিতিতে আপনাকে হারাইবার কথা চিন্তাও করিতে পারে না। আমাদের উদ্দেশ্য হাসিলের পথে আপনার নেতৃত্ব ও পরিচালনার এখনও শেষ হয় নাই, আগামী বহু বৎসরব্যাপী আপনার পরিচালনার প্রয়োজন রহিয়াছে জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের অন্যান্য সদস্যদের পক্ষ হইতেও আমরা আপনাকে এই ওয়াদা দিতেছি যে, দেশের বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্য আপনি যখন যে নির্দেশ দিবেন, আমরা নির্বিকারচিত্তে তাহাই মানিয়া চলিব। এজন্য প্রয়োজনবোধে যে কোন ত্যাগ স্বীকারেও আমরা কুণ্ঠিত হইব না। "আপনার বর্তমান স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করিয়া আমরা আপনাকে আগামী ১৯শে মে পর্যন্ত অনশন স্থগিত রাখিবার বিনীত অনুরোধ জানাইতেছি।"

ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের বিবৃতি

বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় কর্মপরিষদের আহ্বায়ক জনাব আবদুল মমিন তালুকদার ও পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব এম, এ, আউয়াল নিম্নলিখিত বিবৃতি দিয়াছেন:-

দেশের খাদ্য পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করিয়াছে। মানুষ অনাহার ও অর্ধাহারে জর্জরিত হইয়া দিন দিন মৃত্যুর দিকে আগাইয়া চলিয়াছে। এমন কি মফস্বল হইতে অনাহারে মৃত্যু সংবাদও পৌঁছিতেছে। সরকার খাদ্য সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন বলিয়া আদৌ মনে হইতেছে না। অত্যন্ত বিলম্বে মুখ্যমন্ত্রী জনাব সরকার খাদ্য সংকটের কথা স্বীকৃতি দিলেও, এ ব্যাপারে কোন সক্রিয় কর্মপন্থা গ্রহণ করিতেছেন না। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী পূর্বপাকিস্তানকে ঋণদানের কথা ঘোষণা করিয়াই যেন দুর্ভিক্ষপীড়িত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কর্তব্য

শেষ করিয়াছেন। জননেতা ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা এই ব্যাপারে সরকারকে হুঁশিয়ার করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও তাহাদের এই নীরবতা সত্যিই দুঃখজনক। দেশের বুভুক্ষু জনসাধারণের এই করুণ অবস্থা প্রত্যেককেই অভিভূত করিয়াছে। জনদরদী মওলানা ভাসানী জনসাধারণের দুঃখে অভিভূত হইয়া খাদ্য সমস্যার সমাধানের দাবীতে শেষ পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছেন। বৃদ্ধ বয়সে তাহার এই অনশন স্বাস্থ্যের উপর গুরুতর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিবে। তাহাছাড়া দেশের এই চরম দুর্দিনে বলিষ্ঠ ও সুষ্ঠু নেতৃত্বের একান্ত প্রয়োজন। সেই নেতৃত্বের পুরোভাগে জনসাধারণ দেখিতে চায় তাহাদের প্রিয় নেতা মওলানা ভাসানীকে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা মওলানা সাহেবকে বিশেষভাবে অনুরোধ জানাইতেছি যে, তিনি যেন অবিলম্বে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ই মে ১৯৫৬

'যুক্তফ্রন্টের' সহিত কোয়ালিশন হইতে পারে না'
-মজিবর রহমান

গতকল্য (সোমবার) এ, পি, পির এক সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মজিবর রহমান (এম, পি) গতকল্য সকালে করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর বলেন যে, "কুখ্যাত" "যুক্তফ্রন্টের" সহিত আওয়ামী লীগের কোয়ালিশন সরকার গঠনের কোনই সম্ভাবনা নাই।
তিনি অভিযোগ করেন যে, "যুক্তফ্রন্ট" মন্ত্রিসভা খাদ্য সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছে এবং প্রদেশে "দুর্ভিক্ষাবস্থা" সৃষ্টি করিয়াছে।
তিনি বলেন, 'যুক্তফ্রন্ট' পার্টি কেন্দ্রে মুসলিম লীগের সহিত কোয়ালিশন করিয়া এবং প্রদেশে অবৈধরূপে ক্ষমতা দখল করিয়া ২১ দফা কর্মসূচী পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য প্রবর্তনের দাবির প্রতি 'বিশ্বাসঘাতকতা' করিয়াছে।
তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ পার্টির একটি বিশেষ আদর্শ এবং দুর্গত মানবতার সেবার রেকর্ড রহিয়াছে। তাই আজ তাঁহারা 'যুক্তফ্রন্ট' পার্টির সহিত কোন কোয়ালিশন করিতে পারে না।
শেখ মজিবর রহমান অদ্য (রবিবার) কাগমারী যাত্রা করিবেন। তিনি কাগমারী গমন করিয়া মওলানা ভাসানীকে ১৯শে মে ঢাকায় আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের বৈঠকের সময় পর্যন্ত অনশন ধর্মঘট হইতে বিরত থাকিতে অনুরোধ করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ই মে ১৯৫৬

দেশের জন্য আওয়ামী লীগের কাউন্সিল বৈঠক
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উদ্দেশ্যে সাধারণ সম্পাদকের বিজ্ঞপ্তি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মওলানা ভাসানীর পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী আগামী ১৯শে ও ২০শে মে তারিখে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের এক অধিবেশন হইবে। সভায় প্রধানতঃ খাদ্য, যুক্ত নির্বাচন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, ২১ দফা পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হইবে। বিবৃতিতে তিনি

আরও বলেন,"এই প্রসঙ্গে সকল মহল হইতে প্রস্তাব আহ্বান করা যাইতেছে। প্রস্তাবসমূহ আগামী ১৫ই মে'র পূর্বেই আওয়ামী লীগ অফিসে পৌঁছাইতে হইবে। ১৫ই তারিখের পর প্রেরিত কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হইবে না। কাউন্সিলরগণের থাকার ব্যবস্থা করা হইবে। তাহাদিগকে নিজ নিজ বিছানাপত্র সঙ্গে আনিবার জন্য অনুরোধ জানানো হইয়াছে। সভায় আলোচ্যসূচী পরে ঘোষণা করা হইবে। কাউন্সিলরগণকে পৃথকভাবে কোন নোটিস দেওয়া হইবে না।

Morning News
7th May 1956

No Change of AL-UF Coalition
-Mujibur Rahman

Sheikh Mujibur Rahman, MCA, General Secretary, East Pakistan Awami League, who arrived in Dacca on Saturday morning from Karachi, said that there was no chance of a coalition with the "discredited United Front Ministry", reports APP.
The Awami League Secretary alleged that the United Front Ministry had failed to solve the food problem and had created famine conditions in the province. "The United Front Party forming a coalition with the Muslim league at the Centre and usurping power in the province has betrayed the 21-Point Programme the demand for full provincial autonomy for East Pakistan and party in all respects," he added.
"The Awami League Party, having an ideology and record of services to the suffering people, could not form a coalition with the United Front Party", Mr. Rahman added.
He left Dacca yesterday for Kagmari to persuade Maulana Bhashani to suspend his hunger-strike till May 19 when the Awami League Council will meet in Dacca.

Morning News
8th May 1956

Demonstration Before Secretariat

(By A Staff Reporter)
A number of persons demonstrated before the East Pakistan Secretariat on Monday morning shouting slogans demanding release of political prisoners, introduction of rationing in rural areas and distribution of rice at cheap price in the Province.
The demonstration was arranged in response to a call by the Awami League General Secretary, Mr. Mujibur Rahman, to organize "Peace Squads" in the city.
The demonstrators formed in a procession before reaching the Secretariat and later returned to the Awami League office to disperse.

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই মে ১৯৫৬

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে জনসভা
১১ই মে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন, "প্রদেশের শোচনীয় খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করার জন্য আগামী ১১ই মে (শুক্রবার) বৈকাল ৩.৩০ মিনিটে পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। আমি জনগণকে এই সভায় যোগদান করিয়া খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সরকারের উদাসীন মনোভাবের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের আহবান জানাইতেছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই মে ১৯৫৬

ভুখা মিছিলে লাঠি চালনা
মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির জবাবে শেখ মজিবর

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্য শেখ মজিবর রহমান সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন ঃ "গত রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনের সম্মুখে যে লজ্জাজনক দুর্ঘটনা অনুষ্ঠিত হইয়াছে তৎসম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রকাশিত মুখ্যমন্ত্রীর বিবৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। আমার স্থির বিশ্বাস, দেশের জনগণ এখন মুখ্যমন্ত্রীর সময় সময় প্রচারিত বিবৃতিসমূহের স্বরূপ বুঝিতে পারিয়াছেন। "জনাব সরকার তাহার তথাকথিত সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে পরিষদের অধিবেশন মাসের পর মাস পিছাইয়া দিয়া গভর্ণরের দ্বারা পার্লামেন্টারী বাজেট পাশ করাইয়াছেন এবং সর্বশেষে বাৎসরিক বাজেট পাশ করাইবার জন্য মাত্র এক সপ্তাহ সময় নির্ধারণ করিয়া পরিষদ সদস্যদের স্বাধীনতা ও অধিকারের কণ্ঠরোধের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

"দেশের খাদ্য পরিস্থিতি মারাত্মক রূপ ধারণ করিয়াছে। প্রত্যহ অনাহারে মৃত্যুর সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু সরকার পক্ষ ইহার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করিতেছেন না। সরকারকে এই সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সর্বপ্রকার সহযোগিতাদানের জন্য আওয়ামী লীগ প্রথম হইতেই আশ্বাস দিয়া আসিতেছে। কিন্তু সরকার কেবলমাত্র একটি তথাকথিত সর্বদলীয় খাদ্য সম্মেলন আহ্বান করা ব্যতীত আর কিছুই করিতে রাজী হন নাই। এমতাবস্থায় সরকারকে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করার বিকল্প উপায় না দেখিয়া শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী অনশন ধর্মঘট শুরু করিতে বাধ্য হইয়াছেন। অনশন ধর্মঘটকারী মওলানা সাহেব মৃত্যুর পথে আগাইয়া চলিতেছেন। যে কোন সময় তাহার হৃদস্পন্দন বন্ধ হইয়া যাইতে পারে।

"গত রবিবারের দুর্ঘটনা সম্পর্কে মুখ্যমন্ত্রী জনাব সরকার যে বিবৃতি দিয়াছেন, উহা সম্পূর্ণ অসত্য এবং এক বিবৃতির দ্বারা তাহার বাসভবনের গেটের মধ্যে পুলিশের ব্যাটন চার্জের ঘটনাকে চাপা দেওয়ার সবপ্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে। ঐদিন কিছু সংখ্যক পরিষদ সদস্যসহ আমাদের বহু কর্মী আহত হইয়াছেন। আমি জনাব সরকারকে যে কোন ডাক্তার প্রেরণ করিয়া আহত ব্যক্তিগণকে পরীক্ষা করার জন্য চ্যালেঞ্জ দিতেছি।

"জনাব সরকারের বিবৃতিতে বহু সংখ্যক সশস্ত্র পুলিশের আগমন ও ফোন করিয়া এস, পি, কে আনয়ন করণ সম্পর্কে কিছুই উল্লেখ করা হয় নাই। জনগণের সহানুভূতি লাভের উদ্দেশ্যে বিবৃতিতে তাঁহার গৃহে রুগ্ন ব্যক্তিদের আহ্বানের কথাও উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু কেহই একথা বিশ্বাস করিবে না বলিয়া আমি মনে করি।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই মে ১৯৫৬

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক
দেশের পরিস্থিতি আলোচনার্থে ১৮ই মে অনুষ্ঠান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান আগামী ১৮ই মে সকাল নয়টায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন। সভায় বর্তমান খাদ্য সঙ্কট ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং মওলানা ভাসানীর অনশনের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি আলোচনা করা হইবে। শেখ মজিবর রহমান উক্ত সংবাদকেই নোটিস মনে করিয়া যথাসময়ে সভায় যোগদানের জন্য ওয়ার্কিং কমিটির সকল সদস্যকে অনুরোধ করিয়াছেন।

Morning News
12th May 1956

AL to Launch People's Movement to Press Demands

A public meeting held in Dacca last (Friday) evening at Paltan Maidan under the auspices of the East Pakistan Awami League indorsed Maulana Bhashani's demand reports APP.

Maulana Bhashani on the eve of his hunger-strike made demands that the Central Government should make available Rs. 50 crores to the Provincial Government to ease the food situation, fixation of price of rice and paddy at Rs. 15 and Rs. 8 per mound respectively, free distribution of food grains to the distributes and extension of modified rationing system to the rural areas.

The meeting, which was presided over by Mr. Ataur Rahman Khan,Vice President, Awami League and leader of the Opposition in East Pakistan, expressed grave concern over the condition of Maulana Bhashani, who completed the tenth day of his fast yesterday, and appealed to him to suspend the hunger-strike in the interest of the country.

The meeting in another resolution condemned the Government for "shamelessly bungling" with the food situation in the province and "indulging" in party politics in the formation of local relief committees.

These resolutions were taken by a procession led by Mr. Ataur Rahman Khan and Mr. Mujibur Rahman, MP, Secretary, East Pakistan Awami League, to the Chief Minister's residence and handed over to him.

The processionists, while wending their way from Paltan Maidan to the Chief Minister's residence, shouted slogans demanding acceptance of Maulana Bhashani's demand and "save Bhashani's life."
The Chief Minister, Mr. Abu Hussain Sarkar, when approached by newsmen immediately after the resolutions were handed over to him, remarked he had nothing to say about the resolutions.
From the Chief Minister's house the procession went to the Mitford Hospital to appeal to Maulana Bhashani to suspend the fast.

Mahmud Ali's Address

Mr. Mahmud Ali, MP, Secretary General of the Ganatantri Dal, addressing the gathering, called for united efforts by officials and non-officials to meet the emergent food situation in East Pakistan.
Mr. Ali said that the province had a huge deficit and the prices of rice in the districts, which he had recently visited, were daily shooting up and were beyond the reach of the average people. He appealed to the political parties to join hands together to mobilize the country on this issue and thus "save the people and Maulana Bhashani."

Ataur Rahman

Mr. Ataur Rahman Khan, while addressing the gathering, regreties that what he described as prevalence of "famine conditions" in East Pakistan was not accepted to be a fact by Mr. Abu Hossain Sarkar and his Government as also by the Central Food Minister, Mr. Abdul Latif Biswas.
Mr. Khan further complained that the proferred hand of cooperation extended by the Awami League had not been accepted by the Ministry and Awami Leaguer had been left out from all local food committees.
He expressed concern over the condition of Maulana Bhashani.

Mujibur Rahman

Mr. Mujibur Rahman, speaking of the meeting, said that the food situation was worse than what it was during 1943 in undivided Bengal.
He added that in undivided Bengal there was a deficit of only three lakh tons but in this year in East Pakistan there was a deficit of ten lakh tons. He said the Sarkar Ministry was not paying any heed to the demands of Maulana Bhashani which had been made for the good of the people of this province. He regretted that the Chief Minister had not supported the East Pakistan demands and had not called on Maulana Bhashani in the hospital. He declared that the Awami League would launch a people's movement to press their demands.
The meeting was also addressing by the representatives of the Students Union and Mahila Sangha and Mr. Mahiuddin Ahmed, MLA.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই মে ১৯৫৬

শেখ মুজিবের চট্টগ্রাম যাত্রা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান এবং জনাব জহিরুদ্দীন অদ্য (মঙ্গলবার) চট্টগ্রামমেলযোগে চট্টগ্রাম যাত্রা করিবেন। তাঁহারা চট্টগ্রামে এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। তাঁহারা আগামী ১৭ই মের মধ্যে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের আশা রাখেন।
শেখ মজিবর রহমান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেলা সম্পাদকগণকে নিজ নিজ জেলার খাদ্য শস্যের চাহিদার হিসাব প্রস্তুত করিয়া তাঁহাদের কর্মতৎপরতার অগ্রগতি, তাহাদের কর্তব্য পালনে যে সমস্ত স্থানীয় অসুবিধা ও সমস্যার সৃষ্টি হয় তদসমুদয় সম্পর্কে একটি রিপোর্ট পেশ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

দৈনিক আজাদ
২০শে মে ১৯৫৬

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল
ঢাকায় দুই দিবসব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ

(স্টাফ রিপোর্টার)
গতকল্য (শনিবার) সকালে স্থানীয় রূপমহল সিনেমা হলে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের দুই দিনব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হয়। ৬৫০ জন কাউন্সিলারের মধ্যে প্রায় ৪০০ জন অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।
পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নেতা প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার রিপোর্টে বলেন ঃ বন্যা পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের জীবনে নুতন নয়। কিন্তু বিজ্ঞান সমৃদ্ধ ও সম্পদ বলিষ্ঠ মানুষ অসহায়ের মত আজও প্রকৃতির রুদ্র পীড়ন সহ্য করিবে কিনা ইহাই হইল সবচেয়ে বড় সওয়াল। হোয়াংহো নদীর প্লাবন, ট্যানিসিভ্যালির তাণ্ডব ও দানিয়ুবের দুর্দমতাকে বশে আনিয়া যদি মানুষ জীবনের সুখ সমৃদ্ধির পথ রচনা করিতে পারে তবে পদ্মা, মেঘনা ও যমুনার মত শান্ত নদীকে আয়ত্ত করিয়া আমরা কেন বন্যার অভিশাপ হইতে মুক্ত হইব না? কেন্দ্রীয় সরকারের স্বীকৃতি অনুসারে বন্যার ফলে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ৫ শত কোটি টাকা ক্ষয়ক্ষতির পরও পূর্ব্ব পাকিস্তানের বন্যা নিরোধের জন্য কি করা হইয়াছে?
তিনি বলেন যে, বন্যার প্রশ্নকে পিছনে রাখিয়া দুর্ভিক্ষের প্রশ্নে আসিলেও কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের জনবিরোধিতা আরও সুস্পষ্ট। এই কথা আজ অনস্বীকার্য যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের ৬০ হাজার গ্রামের শতকরা ৯৫ জন লোকই অনাহার ও অর্দ্ধাহারে আছে। সহায় সম্বলহীন মানুষের এই অনিবার্য মৃত্যুকে রোধ করিবার কি ব্যবস্থা এই পর্য্যন্ত প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকার করিয়াছেন? চোরাকারবারী আর সমাজবিরোধীদের গভীর ষড়যন্ত্রের ফলে বুভুক্ষ মানুষের মুখের অন্ন যখন গগনস্পর্শী মূল্যে বিক্রয় হইতেছে তখন উহাকে মানুষের মুখে তুলিয়া দিবার জন্য সরকার কি ব্যবস্থা করিয়াছেন? টেস্ট রিলিফ, বিনামূল্যে ও স্বল্পমূল্যে চাউল বিতরণের কথা ছাড়া এই পর্যন্ত এই সম্পর্কে সরকার কি কার্যকরী ব্যবস্থা করিয়াছেন? তিনি আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে আজ রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ায় অর্থনৈতিক ক্ষেত্রেও তাহারা পূর্ব্ব পাকিস্তানকে শোষণ করিয়া চলিয়াছে। জাতীয় অর্থনৈতিক

কাউন্সিল গঠিত হওয়া সত্ত্বেও শাসনতন্ত্র প্রণয়নের পরই গত বাজেটেও পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বার্থ সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হইয়াছে। এমন কি খসড়া পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায়ও উহা মুর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। ১০০ কোটী টাকা priority-র কথা ঢাকঢোল সহকারে প্রচার করিবার পরও দেখা গেল যে, ১১৬০ কোটী টাকার পরিকল্পনায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের ভাগে মাত্র ৩০০ কোটী টাকা পড়িয়াছে। ১১৬০ কোটী টাকার পরিকল্পনার মধ্যে ৩০০ কোটী টাকা এক তৃতীয়াংশও নয়। পাবলিক সেক্টর ও প্রাইভেট সেক্টর বিচার করিলে দেখা যাইবে প্রাইভেট সেক্টরের ৩৬০ কোটী টাকারও প্রায় সবই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় হইবে। পাবলিক সেক্টরের আটশত কোটীর মধ্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানের ৩০০ কোটী এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৩৫০ কোটী বাদ দিয়া কেন্দ্র কর্ত্তৃক ব্যয়িত বাকী অংশের ফায়দাও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগ্যেই জুটিবে।

অদ্য (রবিবার) সকালে কাউন্সিলের দ্বিতীয় দিনের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে মে ১৯৫৬

আওয়ামী লীগ সর্ব অবস্থায় দেশবাসীর খেদমত করিয়া যাইবে
কাউন্সিল অধিবেশনে জনাব সোহরাওয়ার্দীর ভাষণ
খাদ্য সমস্যাকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখিবার আবেদন
মওলানা ভাসানী কর্তৃক খাদ্যের দাবীতে নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের আহ্বান

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শনিবার) সকাল দশ ঘটিকায় রূপমহল হলে মওলানা ভাসানীর অনুপস্থিতিতেই জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন আরম্ভ হয়। এই অধিবেশনে মোট ৬৫০ জন কাউন্সিলারদের মধ্যে চার শতাধিক কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন। কাউন্সিল অধিবেশনে পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকি বা নাই থাকি তাহাতে বিশেষ কিছুই আসিয়া যায় না। আমরা জনসাধারণের খেদমত করিতে চাই।' অধিবেশনে আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শেখ মজিবর রহমান ও বিভিন্ন জেলা সম্পাদকগণ রিপোর্ট পেশ করেন। মওলানা ভাসানী অসুস্থ অবস্থায় হাসপাতাল হইতে কাউন্সিলারদের নিকট এক বাণী প্রেরণ করেন।

শহীদ সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা

তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন, 'আমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকি বা নাই থাকি, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। আমরা জনসাধারণের ও দেশের খেদমত করিতে চাই।' তিনি প্রদেশের মনোনীত সরকার মন্ত্রিসভার চাউল কেলেঙ্কারীর তীব্র সমালোচনা করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। তিনি অবিলম্বে মওলানা ভাসানীর দাবি মোতাবেক খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকারের নিকট আবেদন জানান। জনাব সোহরাওয়ার্দী মওলানা ভাসানীর প্রতি অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি জানান যে, প্রেসিডেন্ট মীর্জার সহিত তিনি যুক্তভাবে প্রদেশের বিভিন্ন এলাকা সফর করবেন।

গতকল্য (শনিবার) সকালে রূপমহল হলে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন আরম্ভ হয়। সর্বপ্রথমে জনাব শেখ মজিবর রহমান তাঁহার রিপোর্ট পেশ করেন। জনাব রহমান তাঁহার রিপোর্টে দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থা, খাদ্য সংকট এবং বন্যা সম্পর্কে ব্যাপক আলোকপাত করেন। তিনি সরকারের বিভিন্ন কার্যকলাপের

তীব্র সমালোচনা করেন। বক্তৃতার উপসংহারে তিনি খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সকল আওয়ামী কর্মীকে গ্রামে গ্রামে নিঃস্বার্থভাবে কাজ করিয়া যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি পুনরায় ক্ষমতাসীন দলের নিকট খাদ্য সমস্যাকে রাজনীতির উর্ধ্বে স্থান দেওয়ার আবেদন জানান।

গতকল্য আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন প্রায় চার ঘণ্টাকাল স্থায়ী হয় এবং অদ্য সকাল আট ঘটিকা পর্যন্ত মুলতবী রাখা হয়। গতকল্যকার অধিবেশনে বিভিন্ন জেলা হইতে আগত আওয়ামী লীগ সম্পাদকগণ স্ব স্ব জেলার খাদ্য পরিস্থিতি ও অর্থনৈতিক দুরবস্থার পর্যালোচনা করিয়া রিপোর্ট পেশ করেন। অধিবেশনে গত কাউন্সিল সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন করা হয়।

প্রস্তাব

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সভায় জনাব এস, ওয়াজেদ আলী কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং জনাব এম, এ, বারী কর্তৃক সমর্থিত এক প্রস্তাবে জনগণের অসন্তোষের ঝুঁকি না লইয়া যাহাতে আগামী সাধারণ নির্বাচন ১৯৫৬ সালের ৩১শে ডিসেম্বরের পর স্থগিত রাখা না হয় তজ্জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে চাপ দেওয়ার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বনের জন্য নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অনুরোধ করা হয়।

জনাব এস, ওয়াজেদ আলী কর্তৃক প্রস্তাবিত এবং জনাব এম, এ, বারী কর্তৃক সমর্থিত অপর এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, জনাব মোহাম্মদ আলী ও জনাব এ, কে, ফজলুল হক কর্তৃক অধিকৃত জাতীয় পরিষদের দুইটি আসন শূন্য হইয়াছে। শাসনতন্ত্রের ১৪১ ধারা অনুযায়ী আসন শূন্য হওয়ার তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান হওয়া উচিত। পূর্ব পাকিস্তানের উপরোক্ত দুইটি শূন্য আসনের ব্যাপারে আগামী ২২শে জুন তিন মাস মেয়াদ শেষ হইবে। সুতরাং আগামী ২২শে জুনের পূর্বে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর সহিত পূর্ব পাকিস্তানের এই শূন্য আসন দুইটি পূরণের প্রশ্ন লইয়া আলোচনার জন্য এই সভা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অনুরোধ করিতেছে।

মওলানা ভাসানীর বাণী

মওলানা ভাসানী কাউন্সিলারদের নিকট নিম্নোক্ত বাণী প্রেরণ করেনঃ- দীর্ঘদিন অনশনজনিত দুর্বলতার জন্য আপনাদের মধ্যে উপস্থিত হইতে না পারিয়া আমি অবর্ণনীয় বেদনা অনুভব করিতেছি এবং আমার এই অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতেছি।

জাতীয় জীবনে এই দুর্যোগ এবং ভীষণ সঙ্কটময় মুহূর্তে এবং চরম আর্থিক দুর্দিনে কাউন্সিল অধিবেশনে যাঁরা যোগদান করিয়াছেন; আমি তাঁহাদের মোবারকবাদ জানাইতেছি।

সমগ্র দেশ আজ এক অভূতপূর্ব খাদ্যাভাবের সম্মুখীন। এই খাদ্য সঙ্কটের জন্য পূর্ব পাকিস্তান সরকারই দায়ী কিনা, উহা দেশবাসী বিচার করিবেন। জনসাধারণের অর্থনৈতিক জীবনের এই চরম দুরবস্থা দেখিয়া আপনাদের বিনা অনুমোদনেই অনশন ধর্মঘট করিয়াছিলাম। আমি আশা করি, আপনারা আমার এই অনিচ্ছাকৃত অপরাধ ক্ষমা করিবেন। পাকিস্তান সরকারের আশ্বাসে এবং আমাদের নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আমার দেশবাসী শুভাকাঙ্ক্ষীদের অনুরোধে অনশন ভঙ্গ করিয়াছি।

দেশের এই খাদ্য সঙ্কটে আপনাদের দায়িত্ব অপরিসীম। খাদ্যের দাবিতে আপনারা আন্দোলন গড়িয়া তুলুন এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য আমদানির জন্য সরকারের নিকট চাপ দিন। দেশের খাদ্য সমস্যা সমাধানের জন্য সরকার আপনাদের এই সহযোগিতার আহ্বান জানাইলে সাড়া দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি। খাদ্য সমস্যা ব্যক্তি বা দলের সমস্যা নয়, এই সমস্যা সমগ্র জাতির। খাদ্য সমস্যাকে রাজনীতির উর্ধ্বে রাখিতে হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২২শে মে ১৯৫৬

২৫শে মে'র 'খাদ্য দাবী দিবস'
প্রদেশের কর্মসূচী বাতিল : ঢাকায় অনুষ্ঠান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান জানাইতেছেন যে, আগামী ২৫শে মে 'খাদ্য দাবী দিবস' উপলক্ষে প্রদেশব্যাপী জনসভা অনুষ্ঠান ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের যে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল তাহা বাতিল করা হইয়াছে। কেবলমাত্র ঐদিন আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকা পল্টন ময়দান হইতে 'খাদ্য মিছিল' বাহির করা হইবে। দলমত নির্বিশেষে সকলকে আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হইয়া এই দিনটিকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তিনি আহ্বান জানাইয়াছেন।
ঢাকায় আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে প্রদেশের আওয়ামী লীগ নেতা ও কর্মীদের এখানে উপস্থিত থাকিতে হওয়ায় এবং বিভিন্ন জেলার এম, এল, এ'দের কর্মব্যস্ত থাকিতে হওয়ায় প্রদেশের কর্মসূচী বাতিল করা হইয়াছে।

PAKISTAN OBSERVER
22nd May 1956

SPEAKER THROWS OUT EAST PAKISTAN BUDGET ON POINT OF ORDER ADJOURNMENT OF HOUSE SINE DIE

(BY A STAFF REPORTER)

THE SPEAKER OF THE EAST PAKISTAN ASSEMBLY CREATED SENSATION YESTERDAY WHEN HE REFUSED PERMISSION TO THE EAST PAKISTAN FINANCE MINISTER, WHO IS ALSO THE CHIEF MINISTER TO PRESENT THE BUDGET BEFORE THE EAST PAKISTAN LEGISLATIVE ASSEMBLY.

The Speaker giving his ruling on a point of order raised by the Deputy Leader of the Awami League Parliamentary Party, Sheikh Mujibur Rahman, and the leader of the Ganatantri Dal Parliamentary Party, Mirza Gholam Hafiz, opposing the presentation of the budget on grounds of law and of breach of privileges of the House, said he would not be a party to the application of the guillotime after only two days of discussions during which only about 20 per cent of the 72 heads of budget demands could have been considered by the House.

The Speaker had earlier adjourned the House for half an hour "to collect his thoughts" before he could give a ruling. While giving his ruling, the Speaker recapitulated the arguments advanced by Mr. Mujibur Rahman and Gholam Hafiz and said that even apart from the questions of law raised by them; the Government had shown scant respect to the House by coming before it as late as May 22

While the Speaker was moving towards the concluding part of his ruling he became excited, and while the Leader of the House was at this stage trying to say something, the latter's voice was drowned

by shouting from the Opposition Benches and even part of the speaker's ruling became in audiable.

The entire house was completely confounded, however; when the speaker's view was again cought as saying, "therefore, it is my considered opinion that there has been an infringement of the privileges of this house and then addressing the finance minister, concluded, "and I refuse to permit you to present the budget before this house."

CONFUTION CONFOUND HOUSE

Confusion gripped the house immediately. There was another matter which soon worried both the government and opposition party members. What were they to do in the absence of a direction if the house had been adjourned the house sine dia but that in the turmoil he may not have been heard.

Confusion, however, continued and till 11 p.m. Some members were still discussing the days exciting and unexpected succession of events.

Earlier, immediately the speaker called upon the finance minister to present the budget, Mr. Mujibur Rahman stood on a point of order and opposed the legality of the presentation of the budget get on grounds that (1) the budget for the year 1055-56 which had been certified under section 92-A, (2) when the ministry was later restored, the budget was not present to the house, and (3) by calling the assembly at the last moment the government had denied the house reasonable time for discussion of the budget demands.

Mr. Mujibur Rahman, in his 45 minute statement which he read out argued his grounds amidst shouts from the government benches that a point of order was not an opportunity for making a lengthy peroration.

DAL'S PERORATION

Mirza Gholam Hafiz, then rising on his point of order, argued that the budget certified during the pendency of section 92A was valid only until such time as rule under that section continued and (2) that whereas section 81A of the constitution act provided that the budget could be placed before the legislature by May 31, instead of March 31, it had been stated that the purpose of this provision was to enable urgent attention being given to the passing of the constitution of pak. Since, Mr.Hafiz argued the constitution had received the assent of the governor general on march 2 there was sufficient time before march 31, for the presentation of the budget and since the raison d'etre of the provision under section 81A was absent there was no cause why this should not have been done and therefore the privilege of the house that its sanction should be obtained before March 31, had been infringed against.

Both Mr. Mujibur Rahman and Mr. Hafiz further argued that since the Government had incurred expenditure illegally, it had also become functus officio.

LEGAL POSITION

The speaker then called upon members of the house to assist him to arrive at a decision and at his direction Mr. B. K. Das (congress), gave his interpretation of the legal position. He said that he would speak as a non-party man on this issue and said that the proper place for raising the question of legality of certain of the law was a court of law and not the floor of the house. He also did not think that the speaker could "arrogate" to himself the position of a judge. He also pointed out how, if the speaker found certain provisions of the law as illegal, and the matter then taken before a court thought otherwise, complications could arise. It was therefore his opinion that the house should take the provisions of the law as granted and proceed to arrive at a decision whether on that basis any infringement of any rights or privileges of the house had been infringed upon.

Mr. Das also thought that a budget certified under section 92A had to be replaced for sanction of the House When the ministry had been restored. He, however, did think that the ministry had been a remiss in so much as the Assembly had not been called upon earlier for discussion of the budget.

NO LAW INVOLVED

Replying from the government benches, Mr. Abdus Salam Khan for presentation of the budget, referring to the extension till May 31 of the time-limit said that only questions of propriety, rather than of law could be involved, once the constitution Assembly had passed legislation. He also said that after the ministry was restored. Legal opinion had been taken and the government had been advised that under the law it was not necessary to come the house with the budget for its sanction. On the question of delay, he argued that the ministry might be blamed, but there was no irregularity involved and he did not think how objection could be taken to the presentation of the budget.

Mr. Hashimuddin Ahmad Agriculture Minister, thought that no privilege of the house had been violated and the assembly was no forum for the decision of legal issues raised in the points of order.

Mr. Hamid thought that the points of order raised were really points of law and the Assembly had no jurisdiction to decide them.

Mr. Dhirendra Nath Dutt also agreed that the interpretation of law and questions of legality could only be decided in a Court of Law.

A. I. R. BROADCAST

To add to the day's sensations, while the debate on the points of order were still continuing, at about 8 p.m. Dewan Mahbub Ali of the Ganatantri Dal, brought to the notice of the Speaker that while the budget had not yet been placed before the House, All-India Radio had already broadcast the budget statement of East Pakistan.

Mr. Hamid, However, pointed out that there was no evidence before the House on this point except what had been stated by a member and, therefore, the House could not take any notice of this. When

another member tried to raise the question again, the Speaker remarked that there was no time for listening to stories.

Earlier, the Chief Minister welcoming a discussion on the food situation in the province, the Speaker admitted an adjournment motion moved on the subject by Mr. Mujibur Rahman and fixed the time for its discussion at 6 p. m on May 25.

Although there was no division in the House on any issue yesterday, it was apparent that the members on the Government Benches far outnumbered the Opposition. Fifteen dissidents from the Awami League, 10 from the Congress and the UPP, 17 scheduled caste members and 117 United Front members sat in the Government Benches.

The first indication as to the relative Party strengths came with the first business taken up, which was a point of order raised by Sheikh Mujibur Rahman on Whether the House had been properly summoned. The notice summoning the House mentioned East Bengal Legislature in assembly, he pointed out. This immediately gave an indication of weakness.

While appealing to members not to unable over the issue of a name, the Speaker wanted that officers should in future be more careful.

The House then proceeded to debate whether fresh oaths had to be taken by the members and the Speaker maintained that it was not.

Now that the Assembly has been postponed sine die and the budget cannot be passed in the

Assembly, a first class crisis as developed and many thought that the inevitable prospect was the imposition of Government's Rule enabling him to authenticate the budget before May 31.

আজাদ

২৪শে মে ১৯৫৬

৩১শে মে'র মধ্যে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার আয়ু সমাপ্ত হইবে
স্পীকারের রুলিং সম্পর্কে বিভিন্ন মহলের অভিমত
যুক্তফ্রন্ট ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় পরিস্থিতি আলোচনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তান পরিষদে বাজেট পেশের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়ার ফলে বর্ত্তমান মন্ত্রিসভার আয়ুষ্কাল ৩১শে মে পর্য্যন্ত নির্দ্ধারিত হইয়াছে বলিয়া সরকার ও বিরোধী দলীয় মুখপাত্র অভিমত প্রকাশ করেন। যুক্তফ্রন্ট পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় অবশ্য স্পীকারের রুলিং-এর নিন্দা করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অপরপক্ষে আওয়ামী লীগ দলের তরফ হইতে বলা হয় যে, নয়া পরিস্থিতিতে গভর্ণরের আওয়ামী লীগকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানান উচিত। কেননা আওয়ামী লীগসহ 'সরকার বিরোধী' দলই পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জ্জন করিয়াছে।

জনাব মুজিবরের বিবৃতি

বৈঠক শেষে আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান জানানঃ জনাব আতাউর রহমান খান পরিষদের অধিকাংশ সদস্যের আস্থাভাজন। এমতাবস্থায় জনাব সরকার ক্ষমতাসীন রহিলে তাহা গণতান্ত্রিক নীতি ও পদ্ধতি

অস্বীকারের শামিল হইবে। তবে তিনি ৩১শে মে পর্য্যন্ত ক্ষমতাসীন থাকিতে পারেন। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে গভর্ণরকে সার্টিফিকেট দ্বারা বাজেট অনুমোদন করাইতে হইবে। জনাব সরকার যদি মনে করেন যে, ইহার পর তাঁহাকেই মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলা হইবে, তাহা হইলে আমি শুধু ইহাই বলিব যে, গভর্ণর সর্ব্বশক্তিমান নহেন। কারণ আমরাই সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী এবং সমর্থক সদস্যদের স্বাক্ষর দ্বারা তাহার সত্যতা প্রমাণ করিব। গভর্ণরের বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আতাউর রহমান খানকেই নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করা উচিত। কারণ সাম্প্রতিক খাদ্য সঙ্কটের পরিপ্রেক্ষিতে বর্ত্তমান অবস্থা বেশীদিন চলিতে পারে না।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে মে ১৯৫৬

৩১শে মে'র পর সরকার মন্ত্রিসভা ক্ষমতাসীন থাকিতে পারেন না
রুলিং-এর ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে শেখ মজিবরের মন্তব্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) প্রাদেশিক পরিষদ ভবনে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টি বৈঠকের পর পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মজিবর রহমান সাংবাদিকদের জানান যে, পরিষদ অধিবেশনে স্পীকারের রুলিং-এর দরুন বর্তমান অবস্থায় সরকার মন্ত্রিসভা ৩০শে মে তারিখের পর ক্ষমতায় বহাল থাকিতে পারেন না। কারণ আইনের দিক হইতে প্রাদেশিক গভর্ণরকে ১৯৩ ধারা জারি করিয়া ৩১শে মে তারিখের মধ্যে বাজেট অনুমোদন করিতে হইবে। অপরপক্ষে মন্ত্রিসভা থাকা পর্যন্ত গভর্ণর বাজেট অনুমোদন করিতে পারেন না বিধায় সরকার মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতা পরিত্যাগ করিতে হইবে। জনাব রহমান বলেন, নৈতিকতার দিক হইতেও সরকার মন্ত্রিসভা গণতান্ত্রিক বিধান লংঘন করিয়া ক্ষমতায় থাকিতে পারেন না।

জনাব রহমান আরও বলেন, বর্তমানে বিরোধী দলীয় সদস্যরা পরিষদে বিপুলভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ রহিয়াছে এবং সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে এম, এল, এ'দের সহি রহিয়াছে। সুতরাং পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা জনাব আতাউর রহমানকে অবিলম্বে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য গভর্ণরের আহ্বান করা উচিত।

আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী বলেন, কোন অবস্থায় বর্তমান পরিস্থিতি অধিক দিন চলিতে দেওয়া উচিত নয়। কারণ দেশ আজ ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতির মধ্যে রহিয়াছে এবং দেশের সাড়ে চারকোটি লোকের মহান দায়িত্ব এই পরিষদ সদস্যদের উপর রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫শে মে ১৯৫৬

প্রস্তাবিত দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি
আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গঠিত

(স্টাফ রিপোর্টার)

গত ১৯শে ও ২০শে মে অনুষ্ঠিত পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনের প্রস্তাব মোতাবেক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি' গঠন করিয়াছে। কমিটিকে কো-অপ্‌টের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মজিবর রহমান ও জনাব অলি আহাদকে যথাক্রমে উক্ত কমিটির সভাপতি, সম্পাদক ও সহ-সম্পাদক নিযুক্ত করা হইয়াছে।

জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ

ওয়ার্কিং কমিটি কাউন্সিল অধিবেশনের অপর প্রস্তাব অনুসারে নিম্নোক্ত ব্যক্তিদের 'জাতীয় পরিকল্পনা পরিষদ' গঠন করিয়াছেঃ-

মেসার্স আবুল মনসুর আহমদ, মুহিবুস সামাদ, নুরুদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক আসহাবুদ্দিন আহমদ, আবদুল হামিদ চৌধুরী (আহ্বায়ক), আবদুস সামাদ, আবদুল হাই, কমরুদ্দিন আহমদ, মাহবুবুর রহমান (অ্যাডভোকেট), তোয়াহা ও তাজুদ্দিন আহমদ। কমিটিকে কো-অপ্‌টের ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে।

PAKISTAN OBSERVER
28th May1956

AL Leaders To Attend
B'Baria Meeting

Mr. Ataur Rahman Khan, leader of the Opposition in the Provincial Legislative Assembly, Sheikh Mujibur Rahman, Awami League General Secretary and two other leaders of the Provincial Awami League are leaving for Brahmanbaria on June 3 where they are expected to address a public meeting the same day.-APP.

দৈনিক ইত্তেফাক
২রা জুন ১৯৫৬

খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করাই ১৪৪ ধারা জারির উদ্দেশ্য
কেন্দ্রীয় কোয়ালিশন সরকারের মনোভাব সম্পর্কে শেখ মজিবরের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মজিবর রহমান গত পরশু (বৃহস্পতিবার) সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতিতে তিনি বলেনঃ "খাদ্য পরিস্থিতি এবং বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনার জন্য ১লা জুন জনসভা অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করার পর মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য জনাব আতাউর রহমান এবং আরও কয়েকজন সহ আমি কাগমারী গমন করি এবং গতকল্য রাত্রি ৯টায় রাজধানীতে প্রত্যাবর্তনের পর এখানে এক মাসের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে শুনিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি। স্পষ্টতঃ খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা বন্ধ করার জন্যই ১৪৪ ধারা জারি করা হইয়াছে। সরকারি ইশতাহারে খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে যে পরোক্ষ উল্লেখ রহিয়াছে, তাহা হইতে কেন্দ্রের 'যুক্তফ্রন্ট'-মুসলিম লীগ কোয়ালিশন সরকারের মনোভাব পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে। বর্তমানে এই কোয়ালিশন সরকার শাসনতন্ত্রের ১৯৩ ধারা অনুযায়ী প্রদেশে শাসনকার্য পরিচালনা করিতেছেন।

"এইভাবে জাতির কণ্ঠরোধ করিয়া 'যুক্তফ্রন্ট'-মুসলিম লীগ সরকার নিজেদের দুষ্কর্মের প্রায়শ্চিত্ত নিজেরাই ডাকিয়া আনিতেছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর সাত বৎসর যাবৎ মুসলিম লীগ সরকার এখানে অনুরূপ কাজ করে এবং ইহাতেই তাহারা ধ্বংস হইয়া যায়। আজ ক্ষমতাসীন কোটা বীর পক্ষে এ কথা মনে করা সহজ যে,

কোনরূপ শঙ্কা ব্যতিরেকে জনগণের উপর উৎপীড়ন, অত্যাচার ও দমনপীড়ন চালান যায় এবং তাহাদের কণ্ঠরোধও করা যায়। কিন্তু জনগণ একদিন তাঁহাদের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবেন। তাই তাঁহাদিগকে পথে দাঁড়াইতে হইবে।

"বুরোক্রেসির চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকার রাজনীতি ও রাজনীতিকদের ত্রুটি ধরিতে শুরু করিয়াছেন। কিন্তু শুধু রাজনীতিকগণই দেশকে বাঁচাইতে পারেন- আমলাতন্ত্র নহে। কারণ আমলাতন্ত্রের শাসনকর্তাগণ জনগণের দুঃখ কষ্ট এবং তাহাদের মনোভাব কখনই বুঝিতে পারেন না।

"আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ গত সেপ্টেম্বর মাস হইতে খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া আসিতেছেন। কিন্তু 'যুক্তফ্রন্ট' সরকার সেদিকে কর্ণপাত করেন নাই। এখন তাঁহারা স্বীকার করিয়াছেন যে, প্রদেশে ১০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি রহিয়াছে। এখন চারদিক হইতে অনাহার এবং অনাহারে মৃত্যুর খবর আসিতে দেখিয়া তাঁহারা বিভিন্ন দেশ হইতে খাদ্য সংগ্রহের চেষ্টা করিতেছেন। খাদ্য আসিয়া পৌঁছিলেও পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাইতেছে। অথচ জনগণকে তাহাদের দাবী উত্থাপনের সুযোগ দেওয়া হইতেছে না।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই জুন ১৯৫৬

আওয়ামী লীগ কার্যকরী সংসদের সভা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান জানাইয়াছেন যে, আগামী ৮ই জুন বৈকাল সাড়ে চারটায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দফতর ৫৬, সিম্পসন রোড, ঢাকায় আওয়ামী লীগের কার্যকরী সংসদের এক সভা হইবে। জনাব রহমান আরও জানাইয়াছেন যে, কোন সদস্যের নিকট ব্যক্তিগত নোটিস প্রেরণ করা হইবে না; সংবাদপত্রের এই ঘোষণাকেই নোটিস হিসাবে গণ্য করার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ই জুন ১৯৫৬

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক স্থগিত

গতকল্য (মঙ্গলবার) এ, পি, পি পরিবেশিত সংবাদে প্রকাশ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান জানান যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ১৯শে জুন পর্যন্ত মূলতবী রাখা হইয়াছে। আগামী ৮ই জুন ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠানের কথা ছিল। জনাব রহমান ১৯শে জুন অপরাহ্ন ৪টায় ৫৬ নং সিম্পসন রোডে সংশ্লিষ্ট সদস্যগণকে এই বৈঠকে উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই জুন ১৯৫৬

শেখ মজিবর রহমানের সফর-তালিকা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান ও জনাব জালালুদ্দীনের সফর-তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ-

১২ই জুন ঢাকা হইতে রওয়ানা হইয়া খুলনা ও যশোহর হইয়া ১৩ই জুন গোপালগঞ্জ পৌঁছিবেন। ১৪ই জুন টুঙ্গিপাড়া, ১৫ই জুন কোটালীপাড়া, ১৬ই জুন কাথী, ১৭ই ও ১৮ই জুন গোপালগঞ্জ, ১৯শে জুন চন্দ্রদিঘলিয়া, ২০শে জুন বামনডাঙ্গা (মকসুদপুর)। ২১শে জুন জনাব রহমান পুনরায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ই জুন ১৯৫৬

বিক্রমপুরে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলনের আয়োজন

বিক্রমপুর, ১০ই জুন।- আগামী ২৪শে জুন স্থানীয় গোয়ালীমান্দ্রা হাট প্রাঙ্গণে বিক্রমপুর আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। তাহাতে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইন সভার সদস্য জনাব শেখ মজিবর রহমান প্রধান অতিথি হিসাবে যোগদান করিবেন। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব কোরবান আলি এমএলএ সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সম্মেলনে বিক্রমপুরের খাদ্য ও বন্যা সমস্যাসহ বিভিন্নমুখী সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই জুন ১৯৫৬

জনসাধারণকে ৪৩ সালের মত অনাহারে মরিতে আমরা দিব না
খুলনার জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মজিবরের ঘোষণা

(সংবাদদাতার তার)

খুলনা, ১৩ই জুন।- এখানকার মিউনিসিপ্যাল পার্কে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান বলেন, আমরা জনসাধারণকে ১৯৪৩ সালের ন্যায় অনাহারে তিলে তিলে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতে দিব না।

তিনি বলেন,বর্তমান প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা খাদ্য সমস্যা সমাধানে যে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছেন, তাহা যদি অব্যাহত থাকে তাহা হইলে প্রদেশের অসংখ্য লোক অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে।

প্রচার সম্পাদক জনাব আবদুল হাই, দেলদার আহমদ এম, পি, আবদুল জলীল এম, এল, এ; মমিনুদ্দীন আহমদ, আবদুল বারী ও জনাব নুরুল ইসলাম এই সভায় প্রদেশের খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে বক্তৃতা করেন।

অবিলম্বে পর্যাপ্ত পরিমাণে সরকারী সাহায্য ও খাদ্যদ্রব্য এবং পল্লী অঞ্চলে রেশনিং প্রবর্তনের দাবী জানাইয়া প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপর একটি প্রস্তাবে সরকার মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রস্তাব আনয়নের জন্যও সভায় প্রস্তাব গৃহীত হয়।

গতকল্য জনাব মুজিবুর রহমান এখানে আগমন করেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ ও কর্মীগণ রেলষ্টেশনে তাঁহাকে বিপুলভাবে সংবর্ধনা জ্ঞাপন করেন। দৌলতপুরের জনসাধারণ ও ছাত্রবৃন্দ তাঁহাকে মাল্যভূষিত করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩শে জুন ১৯৫৬

৩০শে জুন আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান জানাইয়াছেন যে, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির মূলতবী বৈঠক আগামী ৩০শে জুন সকাল ৯টায় ৫৬ নং সিম্পসন রোডে পুনরায় অনুষ্ঠিত হইবে। জাতীয় পরিষদের সদস্য নির্বাচনের প্রশ্ন এই বৈঠকে আলোচিত হইবে না।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩শে জুন ১৯৫৬

শেখ মজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সেন্ট্রাল সেক্রেটারিয়েট হইতে জানান হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মজিবর রহমান ফরিদপুর, খুলনা, যশোর এবং বরিশাল জেলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল সফরান্তে গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকায় আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।
জনাব মজিবর রহমান আগামীকল্য মুন্সিগঞ্জ রওয়ানা হইবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩শে জুন ১৯৫৬

রাজশাহীর পৌর নির্বাচন
জনাব সালাম খানের হস্তক্ষেপের অভিযোগ

(টেলিফোনযোগে প্রাপ্ত)
রাজশাহী, ২২শে জুন।- রাজশাহীর পরিষদ সদস্য জনাব মুজিবুর রহমান জানাইতেছেন যে, প্রদেশের পূর্ত দফতরের মন্ত্রী জনাব আব্দুস সালাম খান অদ্য সি-প্লেনে এখানে আগমন করিয়াছেন। স্থানীয় পৌরসভার নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করিয়া জনাব খান স্বদলীয় লোকদের জয়যুক্ত করিবার জন্য, পৌরসভার সদস্যদের ডাক বাংলোয় ডাকিয়া নানাপ্রকার প্রলোভন এবং প্রয়োজনবোধে হুমকি দিতেছেন। তিনি আওয়ামী লীগ দলীয় পরিষদ সদস্য জনাব শামসুল হককে দলে ভিড়াইবার চেষ্টা করিতেছেন এবং ইহার পুরস্কার স্বরূপ জনাব হককে পৌরসভার চেয়ারম্যান পদে অভিষিক্ত করার ওয়াদা ও মনোনয়ন দান করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে জুন ১৯৫৬

মুন্সিগঞ্জে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন
আগামীকল্য গোয়ালিমান্দ্রায় অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)
মুন্সিগঞ্জ, ২২শে জুন।-আগামী ২৪শে জুন গোয়ালিমান্দ্রায় মুন্সিগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন এবং জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মজিবর রহমান, এম, পি, উক্ত কর্মী সম্মেলনে এবং

জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। জনাব কোরবান আলী এম, এল, এ জনসভায় সভাপতিত্ব করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩রা জুলাই ১৯৫৬

৮ই জুলাই 'খাদ্য দাবী দিবস'
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সিদ্ধান্ত অনুমোদন

পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ "আগামী ৮ই জুলাই 'খাদ্য দাবী দিবস' পালনের জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ কমিটি.. যে সিদ্ধান্ত করিয়াছে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির গত ৩০শে জুনের সভায় তাহা অনুমোদন করা হইয়াছে। উক্ত দিবসের কর্মসূচী হইতেছে জনসভা, অনুষ্ঠান ও শোভাযাত্রা।
"এই দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন জনসভার প্রস্তাবাবলী অনুগ্রহপূর্বক পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলীয় নেতা,পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী, চীফ ফুড এডমিনিষ্ট্রেটর, ঢাকা, পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদের বিরোধীদলীয় নেতা এবং ঢাকাস্থ পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদর দফতরে প্রেরণ করা যাইতে পারে।"

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ই জুলাই ১৯৫৬

শহরে ১৪৪ ধারা জারির নিন্দা
শেখ মজিবের বিবৃতি

ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা প্রবর্তনের নিন্দা করিয়া প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মজিবর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেনঃ আগামীকাল হইতে শহরে সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করিয়া ১৪৪ ধারা প্রয়োগের নিন্দা করার ভাষা খুঁজিয়া পাইতেছি না। সরকার মন্ত্রিসভার ইহা নবতম অগণতান্ত্রিক কীর্তি।
সরকার জানিতেন যে, ওয়ার্কিং কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাব অনুযায়ী আওয়ামী লীগ আগামী ৮ই জুলাই খাদ্যের দাবিতে শহরে এক সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করিয়াছে।
এই ১৪৪ ধারা জারির যে কারণ দেখানো হইয়াছে, তাহা অতীব ন্যক্কারজনক। কারণ, আওয়ামী লীগ পরিচালিত কোন সভা কিংবা শোভাযাত্রার ফলে কখনও শান্তি ভঙ্গ হয় নাই। আদেশটি স্পষ্টতই জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকারের খেলাপ। সরকার মন্ত্রিসভা খাদ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে সকল অপকর্ম, কেলেঙ্কারী এবং দুর্নীতি ঢাকিবার জন্য প্রত্যহ মৃত্যুপথযাত্রী হাজার হাজার নিরন্ন জনসাধারণকে সাহায্য দানে ব্যর্থ হইয়া এই কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ই জুলাই ১৯৫৬

অদ্য আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মজিবর রহমান জানাইয়াছেন যে,সরকার কর্তৃক ১৪৪ ধারা জারির ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং ৮ই জুলাই "খাদ্য দাবী দিবস" পালন সম্পর্কিত ঘোষণা বিবেচনার জন্য অদ্য (শনিবার) সন্ধ্যা ৭ টায় ঢাকাস্থ ৫৬ নং সিম্পসন রোডে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই জুলাই ১৯৫৬

বুভুক্ষার করাল গ্রাসে গণ-জীবনে দারুণ হতাশার সঞ্চার
অনাহারে মৃত্যুঃ আত্মহত্যাঃ ভুখা মিছিলঃ প্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খাদ্য দাবী

বুভুক্ষা জর্জরিত পূর্ব বাংলার ঘরে ঘরে আজ দুঃস্থমানবের হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। অনাহারে-মৃত্যু, আত্মহত্যা, ফসল বিনষ্ট ও অন্যান্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদির অগ্নিমূল্য শহর ও গ্রাম-জীবনে আজ দারুণ হতাশার সূত্রপাত করিয়াছে। সভা-সমিতি এবং ভুখ মিছিলের মাধ্যমে আজ প্রদেশবাসী খাদ্যের দাবিতে তাহাদের বলিষ্ঠ আওয়াজ তুলিতেছে।

রাজশাহী খাদ্যাভাব সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সম্পাদকের বিবৃতি

রাজশাহী জেলায় আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব মুজিবর রহমান নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেন ঃ

"আমি গত এক সপ্তাহব্যাপী রাজশাহী সদর মহকুমার গোদাগাড়ী, তানোর ও মোহনপুর প্রভৃতি এলাকায় ঘুরিয়া খাদ্যাভাবে মানুষের যে অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়াছি, তাহা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব। মাসাধিককাল হইতে মানুষ অর্ধাহারে-অনাহারে দিন যাপন করিতেছে। চাউলের মূল্য ক্রয়-ক্ষমতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তাহাও আবার বাজারে পাওয়া যাইতেছে না। বীজধানের অভাবে এবার বহু জমি অনাবাদি থাকিয়া যাইবে। ভূমিহীন গরীব, বিধবা এবং গ্রাম্য প্রাইমারী শিক্ষকদের অবস্থা অবর্ণনীয়। ৩০ টাকা বেতনে ২০ টাকা মণ ধান ক্রয় করিয়া প্রাইমারী শিক্ষকদের শিক্ষকতা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। ছাত্রদের বেতন অভাবে স্কুলগুলি অচল হইতে চলিয়াছে। ধানের মূল্য অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় গরীবেরা মহাজনদের নিকট হইতে ধারে ধান পাইতেছে না। অদ্যাবধি সরকারি খয়রাতি ধান-চাউল, টাকা বা কোন প্রকার সাহায্য গরীব লোকেরা পায় নাই। কিছুদিন পূর্বে কৃষিলোন হিসাবে কিছু টাকা দেওয়া হইয়াছিল। কিন্তু বিতরণ নীতির ত্রুটির জন্য উহাও সকলের ভাগ্যে জোটে নাই। ইহা ছাড়া প্রায়ই অনাহারে আত্মহত্যার খবরও পাওয়া যাইতেছে। অবিলম্বে এই জেলার প্রতিগ্রামে সংশোধিত রেশনিং প্রথা প্রবর্তন করা হউক।"

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ই জুলাই ১৯৫৬

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর
২০শে জুলাই পূর্ববঙ্গ আগমন

করাচী, ১১ই জুলাই-সরেজমিনে পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার জন্য জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী কয়েকজন পশ্চিম পাকিস্তানী আওয়ামী লীগ নেতাসহ আগামী ২০শে জুলাই বিমানযোগে পূর্ব পাকিস্তান রওয়ানা হইবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মজিবর রহমান এমপি অদ্য এই তথ্য প্রকাশ করেন। তিনি জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত পূর্ব পাকিস্তানের গুরুতর খাদ্য পরিস্থিতির আলোচনা করিয়াছেন।

প্রকাশ, জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রায় এক মাস ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তান সফর করিবেন। –এ, পি, পি

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ই জুলাই ১৯৫৬

পূর্ব পাকিস্তানের খাদ্য সমস্যার প্রতি কেন্দ্রের উদাসীনতা
করাচীতে শেখ মজিবর রহমানের অভিযোগ

করাচী, ১২ই জুলাই।-পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং জাতীয় পরিষদের সদস্য শেখ মজিবর রহমান পূর্ববঙ্গের খাদ্য পরিস্থিতি সম্পর্কে সংবাদপত্রে প্রেরিত এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের নিষ্ক্রিয় মনোভাব এবং কেন্দ্রীয় সরকারের উদাসীনতা দেখিয়া আমরা বিস্মিত হইয়াছি। মানুষ যখন অনাহারে প্রাণত্যাগ করিতেছে মন্ত্রীরা তখন বিভিন্ন সম্মেলনে যোগদানের নামে বিদেশ ভ্রমণ করিতেছেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলীও এই জরুরী মুহূর্তে বাহিরে রহিয়াছেন।

জনাব রহমান বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের এই সংকটকালে কেন্দ্রের খুব নগণ্য.. দরে বিক্রয় হইতেছে বলিলে এখানকার জনগণ উহা অবিশ্বাস করে। কারণ এখানে প্রতিমণ গম ১৪ টাকা দরে বিক্রয় হইয়া থাকে।

জনাব রহমান বলেন,পূর্ব-পাকিস্তানের জনগণ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের ব্যবহারে ক্রমশঃ হতাশ হইয়া পড়িতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার বর্তমানে এখানে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতি লইয়া মাতিয়া রহিয়াছেন। সুতরাং এই সরকারকে খতম করার জন্য আমি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

জনাব রহমান এই বিবৃতির উপসংহারে পশ্চিম পাকিস্তানের দানশীল এবং বিত্তশালী জনগণকে পূর্ব পাকিস্তান সফর করিয়া তথাকার দুর্গত জনগণকে সাহায্য করার আবেদন জানান।-এ,পি,পি

Morning News
13th July 1956

Mujibur Rahman Criticizes Centre's Policy

Karachi, July 12 (APP): Sk. Mujibur Rahman MP., General Secretary of the East Pakistan Awami League, who is at present in Karachi, in a statement issued to the Press on the food situation in East Pakistan said:

"while people are dying of starvation, the Ministers of the Central Government are out of the country, enjoying themselves in foreign lands on the plea of conferences which they need not have held, or on which others could have been represented. Even the Prime Minister of Pakistan is dragging on his stay outside. His plea is now Hajj, but surely the calamity in East Pakistan demands his presence and his constant attention. Hardly any of the Ministers have gone to East Pakistan. Even our President went there more than a month after Mr. H. S. Suhrawardy, who knows about the conditions in East Pakistan, had invited him to come there. Thank heaven he went there, though only for three days. He saw how the local Ministry there had been negligent and he insisted on giving the distribution of food to the army, though it would certainly have been fairer and more constitutional if he had given a chance to the Opposition which could have taken advantage of all available resources.

The Ministry has been condemned, but still it is permitted to carry on and create new Ministers to strengthen his (Sarkar's) pottering position, as people will always be found to support any one in power however much he may have failed in his duty.

The condition in East Pakistan is terrible and beyond any discretion, and the greatest possible concentrated thought and efforts are necessary to bring about some amelioration.

Today, crores of rupees are being spent to meet the famine in East Pakistan and most of the to little purpose as the famine is on us.

All this expense, drain on our resources. Starvation and deaths could have been avoided had action been taken in due time.

I demand that a Commission of Inquiry be appointed so that these who have been criminally negligent in dealing with the situation those who tinkered with the problem because they get no personal advantage out or it should be brought to book and published before the bar of public opinion.

Morning News
14th July 1956

Mujibur Rahman Urges Import of More Rice

Karachi, July 13 (APP) : Mr. Mujibur Rahman MP and General Secretary of the East Pakistan Awami League, said here yesterday that eight lakh tons of food grains must be delivered in East Pakistan within the next two months otherwise the conditions in the province would worsen.

Mr. Rahman who is here to consult Mr. Suhrawardy about the food position in East Pakistan stressed that the situation should be dealt with on an "emergency level".

He said the total food deficit from January to December 1956 would be to the tune of ten lakh tons. Out of this, according to the Government about two lakh tons of food grains had been delivered.

But the situation could not be tided over unless another eight lakh tons were provided to the province.

Mr. Rahman suggested that 30 percent people should be given free rationed food while 50 percent should be enabled to purchase food at the rate of Rs. 8/- to 15/- per maund.

He pointed out that the purchasing power of the people had greatly diminished and prices ranged from Rs. 40/- to Rs. 60/- per maund.

He claimed that about 75 percent people in East Pakistan rural areas were going without food for two days or more consecutively.

Mr. Rahman predicted that the month of August and September would be worse if steps were not taken now to supply food and improve distribution.

Floating Jetties

He said floating jetties should be built in Chalna and Chittagong and if necessary Bharat should be approached to allow transshipment of imported food stuff from Calcutta port to northern parts of East Pakistan direct. In this way Chalna port would cater to the needs of western and Chittagong to the eastern district, while North Bengal could get supplies through Calcutta.

Mr. Rahman said that there were cases of starvation in the province. One man in Gopalganj hanged himself when he found that he was unable to provide food to his children. He also added that three food wagons were looted in Bhairab Bazar recently and Government arrested 84 persons.

Mr. Rahman is due to leave for Dacca on July 16.

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩শে জুলাই ১৯৫৬

শেখ মজিবের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান গতরাত্রে কাগমারী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তিনি মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের একদিন পরেই (গত ২০শে জুলাই) কাগমারী গমন করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই আগস্ট ১৯৫৬

জনগণের দুর্গতির জন্য প্রধানমন্ত্রীই দায়ী
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমানের বিবৃতি

পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন যে, এই সমস্যাসংকুল সময়ে প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলীর পূর্ব-পাকিস্তান সফর মতলববিহীন নয়। ইউরোপ সফরের পর করাচী প্রত্যাবর্তন করিয়া তিনি যে বিবৃতি দিয়াছিলেন উহার পরিপ্রেক্ষিতেই প্রধানমন্ত্রীর বর্তমান সফরের উদ্দেশ্য বিবেচনা করা প্রয়োজন।

বিবৃতিতে পাকিস্তানের সেক্রেটারী জেনারেল, অর্থমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রী হিসাবে দেশসেবার ফিরিস্তি তিনি দিয়াছেন। অধীনস্থ কর্মচারীর পদ হইতে বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্রের প্রধানমন্ত্রী পদে উন্নীত হওয়া কম কৃতিত্বের কথা নয়। ইহা অবশ্যি নিঃস্বার্থ দেশ সেবার 'মহান' দৃষ্টান্ত। কাশ্মীরের ভাগ্য বিড়ম্বনা, অর্থনৈতিক দেউলিয়াত্ব, গণতন্ত্রের মুন্ডুপাত ব্যক্তিস্বাধীনতা হত্যা এবং ষড়যন্ত্রই ছিল জনাব মোহাম্মদ আলীর সাফল্যের প্রধান অস্ত্র। তাঁহার অর্থমন্ত্রিত্বের আমলে দেশের উভয় অঞ্চলের মধ্যে মারাত্মক বৈষম্য সৃষ্টি করা হইয়াছে। ইহা অতি সত্য কথা যে, জনাব মোহাম্মদ আলীর উন্নতির ইতিহাস দেশ হিসাবে পাকিস্তান ও জাতি হিসাবে পাকিস্তানীদের অবনতিই বহন করিয়া আনিয়াছে।

জনাব মোহাম্মদ আলীর এক ইউনিট বিল সমর্থন করার বিনিময়ে ডাঃ খান সাহেবের প্রতি প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থ নিজ দলের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া উহার মুন্ডুপাত করিতে পারে, এহেন রাজনৈতিক নেতা ও প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টান্ত ইতিহাসে বিরল। তাই রিপাবলিকান দল মুসলিম লীগের ধ্বংস স্তূপের উপর প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিয়াছে। তাঁহার এই খেলা ধরিতে পারিয়াছে বলিয়া মুসলিম লীগ আর তাঁহাকে সহ্য করিতে রাজী নয়।

পশ্চিম পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রীর অবস্থা শোচনীয় বলিয়া সমর্থক শিকারের আশায় এবং কারসাজির সাহায্যে পূর্ব পাকিস্তানের ধ্বংসোন্মুখ সরকার মন্ত্রিসভাকে,বাঁচাইয়া রাখার জন্য,তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তসরিফ আনিতেছেন।

জনাব সরকার নিঃসন্দেহে কেন্দ্রেও একজন ভাল দালাল। কিন্তু যখন তিনি হাবুডুবু খাইতে থাকেন তখন তাহার কেন্দ্রের সাহায্যের প্রয়োজন হয়।

শেখ মজিবর বলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণ যখন অনাহারে মৃত্যুবরণ করিতেছিলেন, তখন জনাব মোহাম্মদ আলী নিজের অপদার্থতার জন্য লণ্ডনে পাকিস্তানের মুখে চুনকালি লেপন করিতেছিলেন। জনাব মোহাম্মদ আলীই পূর্ব পাকিস্তানের দুর্ভিক্ষাবস্থার উপর কোন গুরুত্ব প্রদান করেন নাই। তাঁহার উদাসিনতার জন্য প্রদেশে খাদ্য অর্ডিন্যান্স জারি করা হইয়াছে এবং উক্ত অর্ডিন্যান্সের বলে বেত্রদণ্ডের ব্যবস্থা করিয়া জনসাধারণের নৈতিক মনোবল ধ্বংস করা হইয়াছে। আমরা জানিতে চাই, তাঁহার অভিপ্রায় কি? তিনি কি পূর্ব পাকিস্তানকে পঙ্গু করিয়া চিরতরে শোষণক্ষেত্রে পরিণত করিতে চাহেন?

পরিশেষে জনাব রহমান বলেন,জনসাধারণ ভাল করিয়াই জানেন যে, চৌধুরী মোহাম্মদ আলীই অর্থনৈতিক দিক হইতে পূর্ব পাকিস্তানকে ধ্বংস করিয়াছেন। সম্প্রতি প্রকাশিত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাই উহার প্রমাণ। গত সাত বৎসর যাবৎ তাহার অনুসৃত নীতিই পূর্ব পাকিস্তানীদের দুর্দশার জন্য দায়ী।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ই আগস্ট ১৯৫৬

গণ-প্রতিনিধিদের ক্রুদ্ধ আক্রোশের মুখে রণেভঙ্গ দিয়া অনিয়মতান্ত্রিক পন্থায় সরকার-মন্ত্রিসভার গা রক্ষা
স্বপ্নচারী মুখ্যমন্ত্রীর 'পরামর্শক্রমে' গভর্ণর কর্তৃক পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত
বিভিন্ন দলের দুইশতাধিক সদস্যের যুক্ত বৈঠকে মন্ত্রীসভার প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন

বড় বাস্তবের কঠোর আঘাতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বপ্নচারী 'নির্ভীক' মুখ্যমন্ত্রীর গদিচ্যুতি যখন অবধারিত সত্য হইয়া দেখা গিয়াছিল, ঠিক সেই মুহূর্তে গতকল্য (সোমবার)

প্রাদেশিক পরিষদের বহু প্রতীক্ষিত অধিবেশনের প্রাক্কালে গভর্ণর জনাব এ, কে, ফজলুল হক এক নির্দেশনামা জারি করিয়া পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখেন। নির্ধারিত সময় বেলা ৪টায় সদস্যগণ পরিষদ কক্ষে আসন গ্রহণ করিলে পরিষদের স্পীকার জনাব আবদুল হাকিম গভর্ণরের নির্দেশনামাটি হাতে লইয়া পরিষদ কক্ষে প্রবেশ করেন। সঙ্গে সঙ্গে পরিষদে খুব উত্তেজনার সঞ্চার হয়। ট্রেজারী বেঞ্চের শূন্য আসনগুলি লক্ষ্য করিয়া সদস্যবর্গ ক্রুদ্ধ আক্রোশে ফাটিয়া পড়ল। স্পীকার গভর্ণরের নির্দেশনামাটি পাঠ করিবার পূর্বেই আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান আবু হোসেন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব করিলে কংগ্রেস দলের সম্পাদক শ্রী মনোরঞ্জন ধর প্রমুখ বিরোধী দলীয় কতিপয় নেতা সংক্ষিপ্ত ভাষণে তৎপ্রতি সমর্থন জানান। সঙ্গে সঙ্গে পরিষদে উপস্থিত দুই শতাধিক সদস্য দণ্ডায়মান হইয়া অনাস্থা প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানান। অতঃপর স্পীকার গভর্ণরের নির্দেশনামাটি পাঠ করিয়া পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করেন।

গভর্ণরের নির্দেশনামায় বলা হয় যে,উদ্ভূত গুরুতর পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আবশ্যক বোধ হওয়ায় মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে তিনি শাসনতন্ত্রের ৮৩ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে পরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করিতেছেন।

স্পীকারের পরিষদ কক্ষ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত সদস্যগণ জনাব আতাউর রহমানের সভাপতিত্বে এক সভা করেন। সভায় গভর্ণরের নির্দেশনামাটির তীব্র সমালোচনা করিয়া ও বর্তমান মন্ত্রিসভার প্রতি অনাস্থা প্রকাশ করিয়া উহার অপসারণ দাবিতে দুইটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন আওয়ামী লীগের জনাব খয়রাত হোসেন এবং এই প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তৃতা করেন কংগ্রেস দলের তরফ হইতে শ্রী মনোরঞ্জন ধর; ইউ,পি,পি'র তরফ হইতে শ্রী ধীরেন দত্ত ও শ্রী পুলিন দে; সালাম খান গ্রুপের পক্ষ হইতে জনাব আবদুস সালাম ও জনাব হাসিম উদ্দীন; মুসলিম লীগের তরফ হইতে জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী; তফসিলী ফেডারেশনের পক্ষ হইতে শ্রী রসরাজ মণ্ডল ও নীল কমল সরকার; গণতন্ত্রী দলের তরফ হইতে জনাব দেওয়ান মাহবুব আলী; কফিল উদ্দীন চৌধুরী গ্রুপ হইতে জনাব কফিল উদ্দীন চৌধুরী ও ডাঃ জসিম উদ্দীন; আহমদ হোসেন গ্রুপ হইতে জনাব রফিকুল হোসেন, (গতকল্য সকালে এই গ্রুপের এক সভায় সর্বসম্মতিক্রমে মন্ত্রী জনাব আহমদ হোসেনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করা হয়); খেলাফতে রব্বানী পার্টির তরফ হইতে অধ্যাপক আবুল কাসেম ও মহিলাদের তরফ হইতে মিসেস সেলিনা বানু।

পরিষদের অধিবেশন চলাকালীন স্পীকারের উপস্থিতিতেই জনৈক সদস্য ইচ্ছাকৃতভাবে গণ্ডগোল সৃষ্টির চেষ্টা করায় এক অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে। স্পীকারের প্রস্থানের পর এই অপ্রীতিকর ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হয়।

সভায় বক্তৃতা চলাকালে অভূতপূর্ব উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সরকারি মহলের নির্লজ্জ গণবিরোধী কার্যকলাপ ও পলায়নী মনোবৃত্তির জন্য তীব্র ঘৃণা ও বিক্ষোভ ফাটিয়া পড়ে। যে সব দল ও গ্রুপ গতকল্য এই অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষ সমর্থন করিয়া ছিলেন তাঁহাদের সংখ্যাশক্তি দুইশত বলিয়া জানা গিয়াছে। সভাস্থলে অনাস্থা প্রস্তাবে সদস্যদের সহিও গ্রহণ করা হয়। বিরোধীদল দাবী করেন যে, তাঁহাদের সংখ্যাশক্তি আরও বৃদ্ধি পাইবে। গণতন্ত্রের প্রতি নির্লজ্জ হামলা বলিয়া অবহিত করেন এবং সংঘবদ্ধভাবে এই হামলার মোকাবিলা করিতে দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করেন।

পরিষদ কক্ষের সভায় প্রায় দুইশত সদস্য অনাস্থা প্রস্তাবে সহি প্রদান করেন। সভার পর উল্লিখিত প্রস্তাব দুইটি টেলিগ্রামযোগে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে জানাইয়া দেওয়া হয়।

[স্থানাভাবে নেতৃবৃন্দের পূর্ণ বক্তৃতা প্রকাশ সম্ভব হইল না। আগামীতে উহা প্রকাশ করা হইবে]

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই আগস্ট ১৯৫৬

পরিষদের আওয়ামী লীগ সদস্যবৃন্দ পার্টির নেতার অনুমতি ব্যতীত ঢাকা ত্যাগ না করার অনুরোধ

পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান এক বিবৃতিতে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের আওয়ামী লীগ দলের ঢাকায় অবস্থানকারী সদস্যগণকে পার্টির নেতার অনুমতি ব্যতীত ঢাকা ত্যাগ না করার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই আগস্ট ১৯৫৬

অদ্য 'সুয়েজ দিবস' পালন করুন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের আহ্বান

(স্টাফ রিপোর্টার)

পাকিস্তান আওয়ামী লীগের আহ্বানক্রমে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মজিবর রহমান আওয়ামী লীগের সকল ইউনিটকে অদ্য 'সুয়েজ দিবস' পালনের নির্দেশ দিয়াছেন। সুয়েজ খাল জাতীয়করণ প্রশ্নে পাকিস্তানবাসীর প্রতিক্রিয়ার প্রতি ২৪ জাতি সম্মেলনের দৃষ্টি আকর্ষণের এবং সুয়েজ খাল কোম্পানী জাতীয়করণে মিসরের কার্যকলাপের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপনের জন্য এই দিবস উপলক্ষে আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে জনাব রহমান হরতাল...।

সংবাদ
১৬ই আগস্ট ১৯৫৬

আওয়ামী এমপিদের প্রতি মুজিবরের অনুরোধ

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান প্রাদেশিক পরিষদে পূর্ব্ব পাক আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যগণকে পার্টির নেতার সহিত পরামর্শ ব্যতিরেকে ঢাকা ত্যাগ না করার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৭ই আগস্ট ১৯৫৬

প্রতিবাদ দিবসকে সার্থক করুন গণতন্ত্রকামীদের প্রতি শেখ মুজিবুরের আবেদন

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মজিবুর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, গত ১৪ মাস ধরিয়া মনোনীত মুখ্যমন্ত্রী জনাব আবু হোসেন সরকার পূর্ববঙ্গে শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন। তাঁহার কার্যকালের মধ্যে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি, বারংবার ১৪৪ ধারা জারি করিয়া ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণ, বিনাবিচারে রাজনৈতিক কর্মীদের আটক রাখা, গণতন্ত্রকে হত্যা করার জন্য বিভিন্ন জঘন্য পদ্ধতি অবলম্বন এবং ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন সময়কালীন ঐতিহাসিক ২১-দফা ওয়াদা ভঙ্গের ব্যাপারে অদ্ভুত কেরামতি দেখাইয়াছেন।

শাসনতন্ত্র রচনার ব্যাপারে তাঁহার নেতা গভর্ণর জনাব এ, কে, ফজলুল হক পূর্ববঙ্গের দাবী ও স্বার্থকে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক চক্রের পাদমূলে সাফল্যের সহিত

বিকাইয়া দিয়া নিজের গভর্ণর পদ লাভের পথ প্রশস্ত করিয়াছেন। তাঁহার এই কাজের ফলে বাংলার ইতিহাসের "কুখ্যাত মীরজাফরের" কথাই মনে পড়ে। বিগত সাধারণ নির্বাচনের সময়ে জনাব হক জনসাধারণের ডাল-ভাতের ব্যবস্থা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন, কিন্তু বস্তুতপক্ষে আজ বাঙ্গালীরা যখন খাদ্য দাবী করিতেছে, সেই সময় তিনি তাহাদের বেত্রাঘাতে জর্জরিত করিতেছেন।

জনাব হক তাঁহার "বিশ্বস্ত"অনুচর জনাব সরকারের সহিত হাত মিলাইয়া জঘন্যরূপে তাঁহার সম্মানজনক পদের অপব্যবহার করিয়াছেন এবং শেষ মুহূর্তে নাটকীয়ভাবে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন বাতিল করিয়া দিয়া তিনি দুর্ভিক্ষ, নিরক্ষরতা, ক্রয়ক্ষমতাহীনতা প্রভৃতি বহুবিধ সমস্যায় জর্জরিত নির্বাচকমণ্ডলীর অভাব-অভিযোগ লইয়া আলোচনা করার অধিকার হইতে তাহাদের প্রতিনিধিদের বঞ্চিত করিয়াছেন। এই উপায়ে তিনি গণধিকৃত অসাধু ও অগণতান্ত্রিক মন্ত্রিসভাকে এখনও পর্যন্ত ক্ষমতাসীন রাখিয়াছেন।

যুক্তফ্রন্ট সরকার কেন্দ্রীয় শাসকচক্রের নিকট হইতে ২১-দফা কার্যসূচীতে বর্ণিত মূল দাবীগুলি আদায় করিয়া পূর্ববঙ্গের উপর দীর্ঘদিনব্যাপী শোষণ ও পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদের অপচয় নিবারণ করিতে পারিবেন এবং এই প্রদেশের সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি সাধন করিতে পারিবেন বলিয়া আশা করা গিয়াছিল; কিন্তু এই আশা মিথ্যা প্রমাণিত হইয়াছে।

জনসাধারণের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি খেলার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ বর্তমান মন্ত্রিসভাকে বারংবার হুঁশিয়ারি করিয়া দিয়াছে। কিন্তু আমাদের এই সমুদ্দেশ্য প্রণোদিত উপদেশের প্রতি তাঁহারা আদৌ কর্ণপাত করেন নাই।

জনসাধারণের ধৈর্য আজ শেষ সীমায় উপস্থিত হইয়াছে। আওয়ামী লীগ চিরদিনই জনসাধারণের দাবী সমর্থন করিয়া আসিয়াছে। এই ধরনের অনাচার আর চলিতে দেওয়া আওয়ামী লীগের পক্ষে অসম্ভব। এই কারণে আগামী ২৭শে আগষ্ট প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, জনসভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠানের দ্বারা "প্রতিবাদ দিবস" পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে।

এই দিবসটি সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলা এবং সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের সহযোগিতা করার জন্য আমরা সকল মতের গণতন্ত্রকামী জনসাধারণের নিকট আবেদন জানাইতেছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫শে আগস্ট ১৯৫৬

প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অভিনন্দিত

পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জনাব মোহাম্মদ আলী যে বিবৃতি দিয়াছেন, ঢাকার রাজনীতিক মহল তাহাকে অভিনন্দন জানাইয়াছেন।

গতকল্য (শুক্রবার) স্থানীয় প্রভাতী পত্রিকাগুলি বড় বড় শিরোনাম দিয়া এই বিবৃতিটি ফলাও করিয়া ছাপে।

পি,সি লাহিড়ী

প্রাদেশিক সরকারের অর্থমন্ত্রী মিঃ পি, সি, লাহিড়ী প্রধানমন্ত্রীর উক্তির সমর্থন করিয়া বলেন যে, আমার পার্টিও মনে করে, মন্ত্রিসভার পক্ষে পরিষদের মোকাবিলা করা একান্ত আবশ্যক।

শেখ মজিবর

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব শেখ মজিবর রহমান এম,পি বলেন : প্রধানমন্ত্রীর এই ঘোষণায় জনসাধারণের বিজয়সূচীত হইয়াছে। জনগণই নেতৃবৃন্দকে ঠিক পথে পরিচালনা করিতে পারে। আমি জনসাধারণকে শাসনতন্ত্রের মর্যাদা রক্ষা ও পূর্ব পাকিস্তান গণতন্ত্র কায়েমের সংগ্রামের আহ্বান জানাইতেছি।

প্রাদেশিক মুসলিম লীগ সভাপতি জনাব তমিজুদ্দীন খান বলেন : মন্ত্রিসভার প্রতি ৩১শে আগস্টের মধ্যে পরিষদের সম্মুখীন হওয়ার কিংবা গদি ত্যাগের নির্দেশ কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ শাসনতন্ত্র মোতাবেক অপরিহার্য কর্তব্য পালন করিয়াছেন। ইহা শুভ লক্ষণ।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে আগস্ট ১৯৫৬

শাসকচক্রের অনিয়মতান্ত্রিক ও গণতন্ত্র-বিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনতার হুঁশিয়ারি

'প্রতিবাদ দিবসে' মিছিলের পদধ্বনি ও হরতালের স্তব্ধতায় ঢাকার বুকে গণ-ঐক্যের অপূর্ব অভিব্যক্তি

ক্ষমতাসীন চক্রের কুশাসনের বিরুদ্ধে পল্টন ময়দানের বক্তাবৃন্দের তীব্র সমালোচনা দলীয় রাজনীতি-দুষ্ট বর্তমান গভর্ণরের অপসারণ ও রাজবন্দীদের আশু মুক্তি দাবী

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের আহ্বানক্রমে গতকল্য (সোমবার) 'প্রতিবাদ দিবসে' রাজধানী ঢাকার বুকে নিয়মতন্ত্র ও গণতন্ত্রবিরোধী তৎপরতায় আসক্ত শাসকচক্রের বিরুদ্ধে গণ-ঐক্যের এক অপূর্ব অভিব্যক্তি ফুটিয়া ওঠে। হরতালের স্তব্ধতা ও মিছিলের পদধ্বনির মধ্য দিয়া এই দিন ক্ষমতাসীন চক্রের গণবিরোধী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রামী জনতার অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাওয়ার দৃপ্তশপথ মূর্ত হইয়া ওঠে। ক্ষয়িষ্ণু সরকার মন্ত্রিসভার উস্কানিপুষ্ট কোন কোন পুলিশ-কর্মচারী ও সরকারের 'পারমিট-পুষ্ট' এক শ্রেণীর মুখ চেনা লোকের নির্যাতনমূলক হীন তৎপরতা অগ্রাহ্য করিয়া শহরবাসী জনসাধারণ এই দিন হরতাল পালন করে।

অপরাহ্নে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক জনসমাবেশে বিভিন্ন বক্তা ক্ষমতাসীন চক্রের গণবিরোধী কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিয়া বক্তৃতা করেন। দলীয় রাজনীতি-দুষ্ট গভর্ণর জনাব এ, কে, ফজলুল হকের আশু অপসারণ ও অবিলম্বে সকল রাজবন্দীর মুক্তির দাবীতে সভাপতির আসন হইতে মওলানা ভাসানী প্রস্তাব উত্থাপন করিলে তুমূল হর্ষধ্বনির মধ্যে পল্টন ময়দানের এই ঐতিহাসিক জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হস্ত উত্তোলন করিয়া উহাতে সম্মতি জানায়। নিরপেক্ষ শ্রোতাদের মতে পল্টন ময়দানে এতবড় জনসমাবেশ ইতিপূর্বে আর কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, 'প্রতিবাদ দিবসের' ডাকে সাড়া দিয়া এই দিন শহরবাসী জনসাধারণ সকাল হইতেই বাস, ট্যাক্সি, রিকশা-চলাচল এবং দোকানপাট বন্ধ করিয়া হরতাল পালন করে। দুই একখানি প্রাইভেট কার রাস্তায় বাহির হইলে পিকেটিংরত কর্মীদের অনুরোধে গাড়ীর আরোহী গাড়ী ছাড়িয়া পদব্রজে গন্তব্য স্থলাভিমুখে রওয়ানা হন। বেলা ৯টায় পর্যন্ত কর্মরত পুলিশ বাহিনীকে কর্মীদের এই শান্তিপূর্ণ পিকেটিং-এ কোন প্রকার হস্তক্ষেপ করতে দেখা যায় নাই। বেলা ৯টার পর কোন কোন পুলিশ কর্মচারীদের অকস্মাৎ অতি উৎসাহী হইয়া কর্মীদের শান্তিপূর্ণ

পিকেটিং-এ বাধা দিতে দেখা যায়। বিভিন্ন স্থানে কয়েকজন কর্মীকে গ্রেফতারও করা হয়। অতঃপর রাস্তায় কিছু কিছু রিকশা চলাচল করিতে দেখা যায়, কিন্তু বাস ও ট্যাক্সি চলাচল সারাদিন বন্ধ থাকে।

অপরাহ্নে বিভিন্ন মহল্লা হইতে দলে দলে লোক পল্টন ময়দান অভিমুখে যাত্রা শুরু করে। অপরাহ্ন ৪টা নাগাদ পল্টন ময়দানটি বিরাট জনসমুদ্রে পরিণত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, ঢাকার স্বার্থান্বেষী মহলের একটি বাংলা পত্রিকায় রিকসা চালকদের ধর্মঘট হইবে না বলিয়া একটি বিভ্রান্তিকর সংবাদ প্রকাশিত হওয়ায় বেলা ৯টার পর শহরে কিছু সংখ্যক রিকশা চলিতে দেখা যায়।

মওলানা ভাসানীর বক্তৃতা

পরিশেষে সভার সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন, গত ৯ বৎসরে শাসক-চক্র পূর্ব পাকিস্তানকে শ্মশানে পরিণত করিয়াছে আর আজ দেশ হইতে গণতন্ত্রকে সরাইয়া আমলাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে। তিনি জানান যে, গত রবিবার তিনি উত্তরবঙ্গ সফরের পর ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। তথায় জনসাধারণ আজ মরণের মুখে দাঁড়াইয়াছে। চারিদিকে কেবল খাদ্যের অভাবে হাহাকারের সৃষ্টি হইয়াছে। তিনি বলেন, মানুষ আজ দুটো কাঁঠালের পরিবর্তে প্রাণপ্রিয় সন্তানকে পর্যন্ত বিক্রি করিতেছে এবং বাধ্য হইয়া বাস্তুত্যাগ করিতেছে।

মওলানা সাহেব বলেন, প্রায় ৯ মাস পূর্বে এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে সরকারকে জানানো হইয়াছে কিন্তু আজ পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষ বিরাজ করিতেছে।

তিনি বলেন, দেশে গণতন্ত্র কায়েম থাকিলে এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হইত না। তাই আজ গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য সকলের নিকট এক মহান দায়িত্ব আসিয়া পড়িয়াছে। আওয়ামী লীগ সভাপতি দেশের এই সংকটজনক মুহূর্তে গণতন্ত্রকে কায়েম রাখার জন্য সকলের নিকট এক কাতারে সমবেত হওয়ার আবেদন করেন।

বিপুল হর্ষধ্বনির মধ্যে তিনি বলেন, আমরা 'কন্ট্রোল ডেমোক্রেসী চাই না, পিওর ডেমোক্রেসী চাই।' প্রাদেশিক গভর্ণরের কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন, জনাব ফজলুল হক পরিষদ অধিবেশন স্থগিত রাখিয়া যে অগণতান্ত্রিক কাজ করিয়াছেন, সমগ্র বিশ্বের ২৬০ কোটি লোক তাহার নিন্দা করিতেছে, এমনকি ফেরেশতারাও ইহাতে শরীক হইয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত এবং প্রদেশের প্রতিটি গণতন্ত্রকামী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সমর্থিত এই প্রতিবাদ দিবসে ঢাকা শহরে ব্যাপক হরতাল পালনের প্রস্তুতি চলে এবং সেই প্রস্তুতি এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, শহরের জীবন প্রদেশের খাদ্যাবস্থার জন্য মওলানা ভাসানী 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারকে তীব্র সমালোচনা করিয়া পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষ এলাকা বলিয়া ঘোষণা করার দাবী করেন। তিনি বলেন, আজ সকল প্রকার প্রসাধনী দ্রব্য আমদানি বন্ধ করিয়া বৈদেশিক মুদ্রা দিয়া দুনিয়ার যে কোন দেশ হইতে খাদ্য আমদানি করা প্রয়োজন।

তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণকে অনাহারে মৃত্যুর ধকল হইতে বাঁচাইবার জন্য সরকারি-বেসরকারি সকলকে আগাইয়া আসার আবেদন জানান।

তিনি বলেন, পুর্ব পাকিস্তানকে সামগ্রিকভাবে বাঁচাইতে হইলে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন প্রয়োজন। আজ পূর্ব পাকিস্তানী মাত্রেই এই প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এই সময় মওলানা ভাসানী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, রাজবন্দীদের মুক্তি ও প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব ফজলুল হকের পদত্যাগ দাবী করিয়া উপস্থিত শ্রোতামণ্ডলীর মতামত জানিতে চাহিলে উপস্থিত শহস্র শহস্র লোক গগনভেদী আওয়াজ করিয়া দাবীর প্রতি সমর্থন জানায়। অতঃপর মওলানা ভাসানী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের জন্য অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

তিনি বলেন, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা প্রভৃতি পূর্ব পাকিস্তানীদের জীবন-মরণ প্রশ্নে কে মোনাফেকি করিয়াছে, তাহা পরম শক্তিমান আল্লাহ জানেন আবেগময় কণ্ঠে মওলানা সাহেব বলেন ঃ 'আল্লাহর দোস্ত আমার দোস্ত আল্লাহর দুশমন আমার দুশমন'। তিনি পুনরায় বলেন,পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন কায়েম করার জন্য বাংলার ৪ কোটি লোক মৃত্যুবরণ করিবে, তবুও এই দাবী পরিত্যাগ করিবে না।

মওলানা ভাসানী পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, যুক্ত নির্বাচন, খাদ্য সমস্যা সমাধানের দাবী ও গণতন্ত্রকে কায়েম করার জন্য জনসাধারণের নিকট আকুল কণ্ঠে আবেদন করেন। তিনি মেডিক্যাল ছাত্রদের দাবী সমর্থন করিয়া বলেন, এই দাবী আদায় না হইলে তিনি অনশন ধর্মঘট করিতে বাধ্য হইবেন।

পরিশেষে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানীরা যে কোন রকমে ২১-দফার দাবীকে আদায় করিবেই। মন্ত্রিসভা গঠন সম্পর্কে তিনি বলেন, যে দলই মন্ত্রিসভা গঠন করুন না কেন, জনসাধারণের দাবী মানিতে তাহারা বাধ্য থাকিবেন এবং কেন্দ্র হইতে কোনরূপ অগণতান্ত্রিক নির্দেশ হইলেই সেই মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করিতে হইবে।

এই সময় তিনি আল্লাহ পাকের দরগায় মোনাজাত আরম্ভ করেন এবং গণতান্ত্রিক দাবীসমূহ কার্যকর করার জন্য শক্তি ও সাহস সঞ্চয়ের দোয়া কামনা করেন। অতঃপর প্রথমে মওলানা সাহেব স্বয়ং এবং পরে শেখ মজিবর রহমান প্রস্তাব পেশ করিলে উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী হস্ত উত্তোলন করিয়া প্রস্তাবসমূহের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। সভার শেষে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে সভাস্থল হইতে এক বিরাট শোভাযাত্রা সদরঘাট পর্যন্ত গমন করে। এই সময় গুলিস্থান সিনেমা হইতে সদরঘাট পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য হয়ে যায় এবং প্রায় পৌণে এক ঘণ্টা পর্যন্ত সকল যানবাহন চলাচল বন্ধ হইয়া যায়। শোভাযাত্রা শেষে সদরঘাটে জনাব আতাউর রহমান প্রমুখ নেতা বক্তৃতা প্রদান করেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা

তুমূল করতালি ও হর্ষধ্বনির মধ্যে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে বিরোধী দলীয় নেতা এবং সভার প্রধান বক্তা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন, আজকের এই স্মরণীয় দিনে আমি এই কথা পুনরায় ঘোষণা করিতে চাই যে, সরকার মন্ত্রিসভার যদি পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে তবে পরিষদে অবিলম্বে ভোট গ্রহণ করা হউক। আর এই পদ্ধতি গ্রহণে সাহসী না হইলে সরকার মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা উচিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, সরকার পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করেন নাই বা পদত্যাগও করেন নাই। ফলে এখন প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব ফজলুল হককেই সরকার মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত করিতে হইবে। আর যদি জনাব হক ইহা না করেন তবে তিনি নিজেই বরখাস্ত হইয়া যাইবেন। এইসময় সভার মধ্যে হাস্যরসের সৃষ্টি হয়। জনাব সোহরাওয়ার্দী অতঃপর বিপুল করতালির ... তাই যাঁহারা গণতন্ত্রের পূজারী তাহারাই টিকিয়া থাকিবেন এবং যাঁহারা গণতন্ত্রের বিরোধিতা করিবেন তাহাদের পতন অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে আ্ওয়ামী প্রধান জনতার দাবী প্রতিধ্বনি করিয়া তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে বলেন,পূর্বপাকিস্তান কোনদিন একনায়কত্ব সহ্য করিবে না। কারণ অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপ দ্বারা জনাব নূরুল আমীন যে শ্বাসরোধকারী পরিস্থিতি সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেইসময় টাঙ্গাইলে একটিমাত্র উপনির্বাচন হইয়াছিল এবং সেই উপনির্বাচনে এদেশের জনসাধারণ মুসলিম লীগকে পরাজিত করিয়া তাহাদের রায় প্রদান করে। ইহার পরই নূরুল আমীন ৩২টি উপনির্বাচন বন্ধ রাখেন। পৃথিবীর পার্লামেন্টারী রাজনীতিতে ইহার নজীর নাই। তাই গত নির্বাচনে মুসলিম লীগ তাহার ফল ভোগ করিয়াছে। কারণ এদেশের জনগণ সকল সময়ই গণতন্ত্রের পূজারী।

জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, ইহার পর বগুড়ার জনাব মোহাম্মদ আলী জনাব আবু হোসেন সরকারকে ১৯৫৫ সালের জুন মাসে পূর্ব পাকিস্তানের উপর চাপাইয়া দেন। আর তারই ফলস্বরূপ জনাব সরকার আজ পর্যন্ত প্রাদেশিক পরিষদের একটিও পূর্ণাঙ্গ অধিবেশন আহবান করিতে সাহসী হন নাই। তিনি আরো বলেন, জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ শেষবারের মত ১৯৫৩ সালের বাজেট পাশ করেন। কিন্তু তাহার পর হইতেই প্রদেশের বাজেট কেবল সার্টিফিকেট আর অর্ডিনেন্স দিয়াই পাশ করানো হইতেছে। আজ যদি সমগ্র বিশ্ববাসীর কাছে এইসব অপূর্ব নজীর তুলিয়া ধরা হয়, তবে বিশ্ববাসী কেবল বিদ্রুপই করিবে। জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, পাকিস্তানে এই কি গণতন্ত্র? গত সাড়ে তিন বৎসরের মধ্যে এই প্রদেশের বাজেট পরিষদে পেশ করা হয় নাই - ইহা অপেক্ষা লজ্জার আর কি থাকিতে পারে? জনাব সোহরাওয়ার্দী অতঃপর যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন, ওয়াদা মত এই মন্ত্রিসভা একটিও উপনির্বাচন অনুষ্ঠানের সাহসী হন নাই। জনাব ফজলুল হকের নিজস্ব দুইটি নির্বাচনী এলাকার আসন শূন্য রহিয়াছে। অথচ বর্তমান সরকার এই দুইটি আসনে উপনির্বাচন ঘোষণা করেন নাই। সুতরাং সহজেই বুঝা যায়, এই সরকারের প্রতি কিরূপ জনসমর্থন রহিয়াছে। প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশনের মাত্র চার ঘণ্টা পূর্বে অধিবেশন স্থগিত করার কার্যক্রমকে জনাব সোহরাওয়ার্দী দুনিয়ার পার্লামেন্টারী ইতিহাসে নজীর-বিহীন বলিয়া উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে জনাব ফজলুল হকের এই কীর্তিকে সমগ্র বিশ্ব বিদ্রুপ করিতেছে। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী আরও বলেন, যখন জনাব হক নিশ্চিতভাবে বুঝিতে সক্ষম হইলেন যে, পরিষদে সরকার-মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হইয়া যাইবে, তখন জনাব হক মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ প্রদানের কৈফিয়ৎ প্রদান করিতেছেন এবং শাসনতন্ত্রে বিধানের উল্লেখ করিতেছেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, শাসনতন্ত্রে এইরূপ বিধান রহিয়াছে যে, যখন গভর্ণর উপলব্ধি করেন যে, সরকারের... বলেন, জনাব ফজলুল হক সাহেব এখন পর্যন্ত কৃষক শ্রমিক পার্টির নেতা রহিয়াছেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি গভর্ণর তাহার নিরপেক্ষ থাকা প্রয়োজন।

জাতীয় পরিষদের নেতা এই সময় ঘোষণা করেন যে, কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ যদি গণতন্ত্রকে কায়েম রাখিতে চাহেন তবে অবিলম্বে মন্ত্রিসভাকে বরখাস্ত এবং প্রাদেশিক গভর্ণরকে অপসারণ করা উচিত। কারণ ইহারা শাসনতন্ত্র বিরোধী কাজ করিয়াছেন। তিনি বলেন, মাত্র সেইদিন শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করা হইয়াছে এবং শাসন তন্ত্রের বিধান লংঘন করা হইবে না বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। অথচ এখন ইহারা সরকার মন্ত্রী সভাকে বরখাস্ত করিতেছেন না। কারণ জনাব মোহাম্মদ আলীর নিজের গদি রক্ষার জন্য ইহাদের সমর্থনের প্রয়োজন রহিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, নিজেদের দল ভারী করার জন্য করাচী হইতে কোন কোন নেতাকে ডাকিয়া পাঠানো হয়। কিন্তু তাহারা এই কার্যে সাফল্য লাভ করেন নাই।

তিনি আরো বলেন, বর্তমানে শুনিতে পাইতেছি যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা রাজবন্দীদের মুক্তি প্রদানের কথা চিন্তা করিতেছেন। ইহা অত্যন্ত ভাল কথা। কারণ, যুক্তফ্রন্ট এ পর্যন্ত গণতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের দ্বারা যে পাপ করিয়াছেন, রাজবন্দী মুক্তির মধ্য দিয়া ইহার প্রায়শ্চিত্ত হওয়া প্রয়োজন। জনাব সোহরাওয়ার্দী রাজবন্দীদের মুক্তি দাবী করিয়া বলেন, আজ ৪ জন পরিষদ সদস্যসহ কিছু লোককে বিনা বিচারে আটক রাখা হইয়াছে, ইহা চরম অন্যায়। গত ৭-৮ বৎসর যাবৎ ইঁহাদের কারাগারে আটক রাখা হইয়াছে। ইহাদেরও স্ত্রী-পুত্র-কন্যা কি কিছুই নাই? তিনি আরো বলেন, আল্লা কোনদিনই গদিনশীন সরকারের অবিচার করার অধিকার দেন নাই। আপনারাই চিন্তা করুন, আপনাদের কাহাকেও বিনা বিচারে কারাগারে আটক করিলে তাহাদের

পরিবারের কি অবস্থা হইবে ? পরিশেষে জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসুক না আসুক তাতে কিছু যায় আসে না; কিন্তু আওয়ামী লীগ সবসময়ে গণতন্ত্রকে কায়েম রাখার জন্য সংগ্রাম চালাইয়া যাইবে। জনাব সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা হইতে জনাব চুন্দ্রীগড় ও জনাব পীর আলী মোহম্মদ রাশদীর পদত্যাগ সম্পর্কে মন্তব্য করেন যে, তিনি জাতীয় পরিষদে বিরোধীদলে রহিয়াছেন এবং গণতন্ত্রকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালাইতেছেন। তিনি বলেন, আজ নীতির প্রশ্নই সকলের উর্ধ্বে রহিয়াছে এবং নীতিকে আমরা সর্ব সময়েই কায়েম রাখিব।

জনাব সোহরাওয়ার্দী জনসাধারণকে নিজেদের কর্তব্য সম্পর্কে হুঁশিয়ারি হওয়ার আবেদন করেন। তিনি বলেন, সত্যের পথ আমাদের পথ। আমাদের কোনরূপ বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে 'আপনারা 'আমাদের সঠিক নির্দেশ দিবেন। জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সভা শহীদ-ভাসানী জিন্দাবাদ ধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে।

জনাব আতাউর রহমান খান

প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলের নেতা ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি জনাব আতাউর রহমান খান বলেন, প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব ফজলুল হক গত ১৩ আগষ্ট এক নির্দেশ বলে পরিষদেও অধিবেশন স্থগিত করিয়া দেন। তাহার এই নির্দেশের সঙ্গে সঙ্গে শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানই নয় পশ্চিম পাকিস্তানও বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার গণতান্ত্রিক বিধানের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে বাধ্য হইয়াছেন।

অতপরঃ জনাব আতাউর রহমান যুক্তফ্রন্টের কীর্তিকলাপ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন জনাব ফজলুল হক ও জনাব আবু হোসেন সরকার ২১ দফা দাবীকে নস্যাৎ করিয়াছেন এবং ইঁহারা গণতান্ত্রিক দাবীসমূহ বিনষ্ট করার জন্য বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। গদি রক্ষাই ইঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। তিনি আরো বলেন, গত এক বৎসরেরও উপর জনাব আবু হোসেন একটির পর একটি অগণতান্ত্রিক কাজ করিয়াছেন। এমনকি এই মন্ত্রিসভা সরকারী পর্যায়ে যতগুলি কমিটি গঠন করিয়াছেন, প্রত্যেকটি কমিটিতে আওয়ামী লীগারদের সযত্নে বাদ দেওয়া হইয়াছে। অথচ আওয়ামী লীগের সদস্যসংখ্যা পরিষদের এক ...।

গণতান্ত্রিক দাবী যেখানে অবহেলিত সেখানে বিপ্লব হওয়া অবশ্যম্ভাবী। আওয়ামী লীগ এই গণতান্ত্রিক দাবীসমূহের জন্য সংগ্রাম চালাইতেছেন। অথচ সরকার এই গণতান্ত্রিক দাবী নস্যাৎ করিয়া বিপ্লবের রাস্তাই পরিষ্কার করিতেছেন। জনাব রহমান বলেন,আজিকার এই হরতালকে বানচাল করার জন্য গভর্ণরের বাসভবনে বৈঠক অনুষ্ঠিত হইয়াছে। জনাব ফজলুল হক নিজেই হরতালের জন্য আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ যে সকল দাবীর ভিত্তিতে এই হরতাল আহবান করা হইয়াছে,তাহার মধ্যে জনাব হকের সাম্প্রতিক কার্য্যকলাপের প্রতিবাদ জ্ঞাপনও রহিয়াছে।

জনাব ফজলুল হকের কার্য্যকলাপের ফিরিস্তি প্রদান প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের দাবীসমূহকে পদদলিত করিয়া জনাব হক গভর্ণরের পদ লাভ করিয়াছেন। তিনি চিরাচরিত প্রথা অনুযায়ী গভর্ণরকে রাজনীতির উর্দ্ধে থাকা উচিত এবং এই ব্যাপারে তাহাকে উপদেশ দেওয়া হইয়াছিল। অথচ জনাব হক রাজনীতির সঙ্গে জড়িত হইয়া পড়িয়াছেন এবং তাহার বাসভবনে ঘন ঘন বৈঠকও হইতেছে। কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষ এই ব্যাপারে অবহিত রহিয়াছেন। প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলের নেতা আরও বলেন, শেষ পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া যে নির্দেশ প্রদান করিয়াছেন , প্রাদেশিক 'যুক্তফ্রন্ট' দলীয় লোকেরা

উহাকে বানচাল করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ মোতাবেক ৩০ আগস্টের বেশি একদিন 'যুক্তফ্রন্ট' ক্ষমতায় থাকার উপায় নেই জানিয়াও গভর্ণরও বিরোধীদলের কোন নেতাকে জানাইয়াছেন যে ,তিনি ইচ্ছা করিলে আরও কিছুদিন পর্যন্ত এই অবস্থা বজায় রাখিতে পারেন এবং এই সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগের সদস্য সংখ্যা হ্রাস পাইতে বাধ্য।

জনাব রহমান আর্ও বলেন, আজ বাদে কাল জনাব ফজলুল হক কবরে যাইবেন, কিন্তু পূর্ব বাংলাকে কবরে পরিণত করিতেছেন। পরিশেষে তিনি আবেগময়ী কণ্ঠে পূর্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক দাবীসমূহ সুপ্রতিষ্ঠিত করার সংগ্রামের জন্য সকলকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণের আবেদন করেন।

জনাব শেখ মজিবরের বক্তৃতা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মজিবর রহমান বক্তৃতা প্রদান সম্পর্কে এই হরতালকে সাফল্য মণ্ডিত করার জন্য ঢাকার জনগণকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, এই হরতালে সরকার পক্ষ হইতে উস্কানী দেওয়া সত্ত্বেও কর্মিগণ যেভাবে শান্তি অক্ষুণ্ন রাখেন তাহার জন্য কর্মীদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি। জনাব রহমান সরকারের বিনাবিচারে আটকের নীতির তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন, গত কিছুদিন যাবৎ সরকার...মন্ত্রিসভা ১৪৪ ধারা জারি করিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা পর্যন্ত হরণ করিয়াছে। ফলে সভা করা মুশকিল হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের শোষণ সম্পর্কে তিনি বলেন, দুইশত বৎসরে ইংরেজ আমাদের যে ক্ষতি করিয়াছে। জনাব মোহাম্মদ আলী কয়েক বৎসরে তাহাই করিয়াছে। ফলে আজ চারিদিকে শুধু বেকারত্ব আর খাদ্যাভাব লাগিয়াই রহিয়াছে। তিনি বলেন, যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দই পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থকে কেন্দ্রের নিকট বিকাইয়া দিয়াছে। জনাব রহমান প্রাদেশিক গভর্ণরের পদত্যাগ দাবী করেন । পরিশেষে তিনি সকলকে সংঘবদ্ধ হওয়ার আবেদন করিয়া বলেন, আল্লার উপর বিশ্বাস আর ঈমান ঠিক থাকিলে সত্যের জয় অবধারিত।

দৈনিক ইত্তেফাক

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের বিবরণ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) বৈকালে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান উপলক্ষে গভর্ণর হাউসের দরবার কক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে পূর্ণ হইয়া যায়। এই অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিষদের বিরোধীদলের নেতা জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী, জিওসি মেজর জেনারেল জিলানী, ঢাকা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, জাতীয় পরিষদের কিছু সংখ্যক সদস্য, প্রাদেশিক পরিষদের বিরোধীদলীয় সদস্যবৃন্দ, বহু সংখ্যক উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারি এবং সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

বৈকাল ৪:৫৫ মিনিটের সময় প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব ফজলুল হক তাঁহার স্টাফ সমভিব্যাহারে দরবার কক্ষে প্রবেশ করিয়া আসন গ্রহণ করেন। অতঃপর প্রাদেশিক সরকারের চীফ সেক্রেটারী জনাব হামিদ আলী গভর্ণরের অনুমতিক্রমে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের কাজ আরম্ভ করেন। সর্বপ্রথম তিনি ভাবী মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানকে গভর্ণরের সহিত আনুষ্ঠানিকভাবে পরিচয় করাইয়া দেন। গভর্ণর শপথ পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে জনাব রহমান শপথ গ্রহণ করেন। পরে মুখ্যমন্ত্রী জনাব রহমান একে একে জনাব আবুল মনসুর আহমদ (আওয়ামী লীগ), জনাব কফিলুদ্দীন আহমদ চৌধুরী (স্বতন্ত্র গ্রুপ), জনাব শেখ মুজিবুর রহমান (আওয়ামী লীগ) ও জনাব মাহমুদ

আলীকে (গণতন্ত্রী দল) গভর্ণরের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন এবং তাঁহারাও একে একে শপথ গ্রহণ করেন। শপথ গ্রহণের পর মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ শপথ দলিলের উপর সহি প্রদান করেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর গভর্ণর দরবার কক্ষ পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে উপস্থিত শুভাকাঙ্ক্ষী ও সমর্থকগণ জনাব আতাউর রহমান খান ও নয়া মন্ত্রিসভার অন্যান্য সদস্যকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। এই সময় দরবার কক্ষে মৃদু হাস্যরত জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নিকট অনেকে আসিয়া মন্ত্রিসভার দীর্ঘায়ু কামনা করিয়া অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর প্রেসিডেন্ট মীর্জা গভর্নমেন্ট হাউসের 'লাউঞ্জে' আগমন করিলে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রেসিডেন্টকে লইয়া জনাব আতাউর রহমান ও তাঁহার সহকর্মীদের সহিত পরিচয় করাইয়া দেন।

প্রেসিডেন্ট উপস্থিত অন্যান্যদের সহিত আলোচনা করেন। জনাব ফজলুল হক 'লাউঞ্জে' নয়া মন্ত্রিসভার সদস্যদের গলা জড়াইয়া ধরিয়া আলাপ-আলোচনা করেন। অপর গভর্ণর ও নয়া মন্ত্রিসভার সদস্যদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

গতকল্য জনাব সোহরাওয়ার্দী নিজস্ব মুভি ক্যামেরা লইয়া নয়া মন্ত্রিসভা ও আয়োজিত চা-চক্রের আলোকচিত্র গ্রহণ করেন। পরে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও নয়া মন্ত্রিসভার সদস্যদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণের সময় গভর্ণর হাউসের বাহিরে এক বিরাট জনতা নেতৃবৃন্দকে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য মাল্যহস্তে অপেক্ষা করিতে থাকে।

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও নয়া মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ গভর্ণমেন্ট হাউসের গেটে উপস্থিত হইতেই জনতা উল্লাসধ্বনি করিয়া উঠে এবং নেতৃবৃন্দকে বিপুলভাবে মাল্যভূষিত করে। এই সময় গভর্ণমেন্ট হাউসের গেট হইতে নবাবপুর রেলওয়ে লেভেল ক্রসিং পর্যন্ত জনতা সারিবদ্ধভাবে অভিনন্দন জ্ঞাপনের জন্য প্রতীক্ষা করিতে থাকে।

নয়া মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ গভর্ণমেন্ট হাউসের বাহিরে আসিলে অশ্বারোহী পুলিশবাহিনী তাঁহাদের সম্মান প্রদর্শন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বাদ্য বাজিয়া উঠে। অতঃপর অপেক্ষমাণ বিরাট জনতা মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান ও মন্ত্রিসভার সদস্যগণকে একটি খোলা জীপে তুলিয়া লইয়া শোভাযাত্রা সহকারে সদরঘাটস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে গমন করে। তথায় তাঁহারা আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দের সহিত আলোচনা করেন।

সংবাদ

৭ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

৫ জন সদস্য বিশিষ্ট আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ সম্পন্ন

জনাব আতাউর রহমানের নেতৃত্বে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিয়াছে। প্রাদেশিক গবর্ণর জনাব ফজলুল হক লাট ভবনের দরবার কক্ষে অপরাহ্ন পাঁচ ঘটিকায় শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। মন্ত্রিসভায় প্রধানমন্ত্রীকে লইয়া পাঁচজন মন্ত্রী রহিয়াছেন। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করিয়া সম্ভবত এগারজন করা হইবে।

নয়া মন্ত্রীদের মধ্যে রয়েছেন জনাব আতাউর রহমান (প্রধানমন্ত্রী আঃলীগ), জনাব আবুল মনসুর আহমেদ (আঃলীগ), শেখ মুজিবর রহমান (আঃলীগ), জনাব কফিল উদ্দীন চৌধুরী (স্বতন্ত্র) ও জনাব মাহমুদ আলী (গণতন্ত্রী দল)।

শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জনাব ইস্কান্দর মির্জ্জা নয়া প্রধানমন্ত্রী ও তাহার সহকর্মীদের সাক্ষাৎ দেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রীদের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে পরিচয় করাইয়া দেন।

অনুষ্ঠানে জাতীয় পরিষদের বিরোধী দলের নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী, হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধিবৃন্দ, উচ্চপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দ জি,ও,সি এবং বিশিষ্ট নাগরিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

শপথ গ্রহণের পর জনাব আতাউর রহমান ও অন্যান্য মন্ত্রী লাটভবন হইতে বাহির হইলে গেটে অপেক্ষমাণ উৎফুল্ল জনতা তাহাদের বিপুলভাবে অভিনন্দন জানান। প্রধানমন্ত্রীকে জনসাধারণের পক্ষ হইতে মাল্যভূষিত করিয়া এক প্রকার জোরপূর্ব্বক একটি খোলা গাড়ীতে উঠাইয়া লন।

জনতা 'গবর্ণরের অপসারণ চাই' 'ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠা কর' ইত্যাদি স্লোগান তুলিতে থাকে। লাট ভবনের গেটের উল্লসিত জনতা এক বিরাট মিছিল করিয়া প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীকে নবাবপুর রোড দিয়া আওয়ামী লীগ অফিস পর্যন্ত লইয়া যায়।

নয়ামন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বলেন, মওলানা ভাসানী ও জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রবল চাপে পড়িয়াই আমি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পক্ষপাতি ছিলাম না।

Morning News

7th September 1956

Chief Minister Promises clean administration Political Prisoners to be released Immediately

(By A Staff Reporter)

The five man coalition Ministry headed by the Awami League Party leader, Mr. Ataur Rahman Khan, was installed in Dacca at a formal oath-taking ceremony held at Government House at 5 pm yesterday.

The East Pakistan Council of Ministers consists of Mr. Ataur Rahman Khan (Chief Minister), Mr. Abul Mansur Ahmed (Awami League), Mr. Kafiluddin Ahmed Chaudhury (Independent), Sheikh Mujibur Rahman (Awami League) and Mr. Mahmud Ali (Pakistan Ganatantri Dal).

The Government, Mr. A. K. Fazlul Huq, adminstered the oaths of office and secrecy to the members of the Cabinet, Earlier, the Chief Secretary, Mr. H. Ali, introduced the Chief Minister designate to the Governor.

Soon after the swearing in ceremony which was attended, am ... by the Opposition Leader in the Pakistan Parliament, Mr. H. S. Suhrawardy, high civil military officials and members of the diplomatic corps, the Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan ... newsmen that his Government could pin-point its attention on advise the Governor to summon the Assembly session to pass the budget by the end of this month, Mr. Ataur Rahman said that he would "surely" advise the Governor to call the budget session on or before September 15.

He said that earlier he had met the President, Major General Iskander Mirza, and apprised him of the political and economic situation in the Province.
He said that the President's intent was that the Province must have a stable Government and that the "political integrity" must be maintained.

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

নয়া মন্ত্রীদের দফতর বণ্টন

পূর্ব পাকিস্তানের নয়া মন্ত্রীদের মধ্যে নিম্নরূপভাবে দফতর বণ্টন করা হইয়াছেঃ
জনাব আতাউর রহমান খান-স্বরাষ্ট্র (জেল ছাড়া), পরিকল্পনা, অর্থ ,খাদ্য ও পাট।
জনাব আবুল মনসুর আহমদ-শিক্ষা, পাবলিক রিলেশন,চিকিৎসা, জনস্বাস্থ্য এবং স্বায়ত্তশাসন।
জনাব কফিলউদ্দীন চৌধুরী-যোগাযোগ,গৃহ নির্মাণ, সেচ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ,আইন, বিচার বিভাগ এবং বন।
শেখ মুজিবুর রহমান-বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প দফতর ছাড়াও সমাজ কল্যাণ। সমাজ-কল্যাণ দফতর সদ্য সৃষ্টি করা হইয়াছে এবং শহর ও পল্লী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াদি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে। জনাব রহমান সমবায় ও দুর্নীতি বিরোধী দফতরেরও ভার গ্রহণ করিবেন।
জনাব মাহমুদ আলী-রাজস্ব, রেজিস্ট্রেশন, সাহায্য ও পুনবার্সন,কৃষি, মৎস্য, কারাগার ও আবগারী।

Morning News
8th September 1956

E. Pak Ministers' Portfolios Announced

(By A Staff Reporter)

Distribution of portfolios to the Awami League Coalition Ministry has been made as follows, according to a announcement on Friday evening:
The Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan: Home excluding Jails, Planning, Finance, Jute and Food.
Mr. Abul Mansur Ahmed: Education, Public Relations, Medical, Public Health, Local Self-Government.
Mr. Kafiluddin Ahmed Chaudhury: Communications, Buildings and Irrigation, Flood Control, Legislation, Judicial and Forests.
Sheikh Mujibur Rahman, Commerce, Labour, Industries, Social Welfare including Urban Community Projects, Village Aid, Co-operation and Anti-Corruption.
Mr. Mahmud Ali: Estate acquisition, Agriculture, Jails, Excise, Registration, Rehabilitation, Relief and Fishery.

সংবাদ
৯ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

নয়া মন্ত্রিদের সংক্ষিপ্ত জীবনী

জনাব আতাউর রহমান খান
পূর্ব পাকিস্তানের নয়া প্রধানমন্ত্রী ৪১ বৎসর বয়স্ক জনাব আতাউর রহমান খান ১৯৫৪ সালে ফজলুল হক মন্ত্রিসভার বেসামরিক সরবরাহ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন। জনাব আবু হোসেন সরকার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর হইতেই তিনি বিরোধী দলের নেতৃত্ব করিতে ছিলেন।
১৯০৭ সালের ১লা জুলাই জনাব আতাউর রহমান ঢাকা হইতে ৩০ মাইল দূরবর্তী বালিয়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ছাত্রজীবনে তিনি অত্যন্ত মেধাবী ছিলেন। ১৯৩০ সালে অর্থনীতিতে অনার্সসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বি, এ পাশ করেন। ১৯৩০ সালে তিনি প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৩৭ সালে তিনি বারে যোগদান করেন। ১৯৩৯ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের সেক্রেটারী নির্বাচিত হন। ১৯৪২ সালে তিনি বিচার বিভাগে কার্য গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৯৪৪ সালে তিনি পদত্যাগ করিয়া পুনরায় আইন ব্যবসা শুরু করেন। অচিরেই জেলা বারের আইনজীবিদের মধ্যে খ্যাতনামা আইনজ্ঞ বলিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন। জনাব আতাউর রহমান খানের সক্রিয় রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় ১৯৩৪-৩৫ সালে ছাত্রাবস্থায়। ঐ বৎসর তিনি ঢাকা জেলা প্রজা সমিতির সেক্রেটারী নিযুক্ত হন। ১৯৪৪ সালে তিনি জেলা মুসলিম লীগের কার্যনির্ব্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। ঐ বৎসরই তিনি মহকুমা মুসলিম লীগের সহসভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৪২-৪৬ সালে ঢাকার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময় তিনি শান্তি কমিটির সদস্য তালিকাভূক্ত হন এবং স্থানীয় শান্তিরক্ষা কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হন।
তিনি পূর্ব পাকিস্তান পাট চাষী সমিতির এবং পাকিস্তান জুট ফেডারেশনের সভাপতি নির্বাচিত হইয়া কায়েদে আজমের নিকট প্রেরিত এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। তিনি কায়েদে আজমের নিকট পাট সমস্যা সমাধান সম্পর্কে একটি খসড়া প্রস্তাব প্রদান করেন।
১৯৪৯ সালে তিনি মুসলিম লীগ কর্ম্মীদের এক সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন। উক্ত সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী উক্ত প্রস্তাবিত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এবং নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্য্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন। মওলানা ভাসানী কারারুদ্ধ থাকাকালে তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অস্থায়ী সভাপতি নির্বাচিত হন।
গণতন্ত্রের অগ্রদূত জনাব আতাউর রহমান খান দেশের প্রত্যেকটি রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫০ সালে তিনি গঠনতন্ত্রের মূলনীতি কমিটির বিরুদ্ধে এক আন্দোলন পরিচালনা করেন এবং ঢাকায় অনুষ্ঠিত জাতীয় কনভেনশনে সভাপতিত্ব করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান ব্যক্তি স্বাধীনতা লীগ ও পূর্ব বঙ্গ শান্তি কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে তিনি সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কর্মপরিষদের আহ্বায়ক নির্ব্বাচিত হন। প্রাক্তন ছাত্র হিসাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি ব্যাপারে তিনি বিশেষ আগ্রহশীল। ১৯৫৪ সালে ঐ পদে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন।
১৯৫৪ সালে তিনি দক্ষিণ পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক শান্তি সম্মেলনে যোগদানকারী পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের সরকারী নেতা হিসেবে চীন সফর করেন। ১৯৫৪ সালে

মওলানা ভাসানী ও জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর সহিত সাক্ষাৎ করার জন্য তিনি যথাক্রমে ইংল্যান্ডে ও সুইজারল্যান্ডে গমন করেন।

বিগত ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে তিনি যুক্তফ্রন্টের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ঐ বৎসরই তিনি প্রথম যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার বেসামরিক সরবরাহ দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রির পদ গ্রহণ করেন। ১৯৫৫ সালে জুন মাসে পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন এবং নয়া শাসনতন্ত্র প্রণয়নে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান

জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ১৯২১ সালে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার টুঙ্গীপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে তিনি কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজ হইতে গ্রাজুয়েট ডিগ্রী লাভ করেন।

১৯৪০ সালে তাহার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। এই সময় তিনি নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশন এবং নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্রলীগের কাউন্সিলর ও গোপালগঞ্জ মহকুমা মুসলিম লীগের সম্পাদক নির্বাচিত হন। তিনি ১৯৪১ সালে কলিকাতার হলওয়েল মনুমেন্ট অপসারণ আন্দোলন এবং ১৯৪৩ সালে রশীদ আলী আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেন। তিনি নিখিল ভারত ও নিখিল বঙ্গ মুসলিম লীগের কাউন্সিলর ছিলেন।

জনাব মুজিবুর রহমান দেশ বিভাগের অব্যবহিত পরেই মুসলিম লীগের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগের প্রতিষ্ঠাতা। পূর্ব্ব বঙ্গে মুসলিম লীগ আমলে তাহাকে চারবার কারাবরণ করিতে হয়। ইহার মধ্যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জড়িত থাকিবার অপরাধে ১৯৪৮ সালের মার্চ্চ মাসে প্রথম বার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিম্নশ্রেণীর কর্ম্মচারিদের ধর্ম্মঘটের ব্যাপারে ১৯৪৯ সালে তাহাকে আইন ক্লাশ হইতে বহিষ্কৃত ও একই অপরাধে দ্বিতীয়বার গ্রেফতার করা হয়। ইহার পর ১৯৪৯ সালে তাহাকে পুনরায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করিবার অপরাধে কারাবরণ করিতে হয়। ১৯৪৯ সালের অক্টোবর মাসে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী জনাব লিয়াকত আলী খান সমীপে এক প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করিবার অপরাধে তাহাকে কারারুদ্ধ করা হয়।

গোপালগঞ্জ কারাগারে বন্দী অবস্থায় তিনি পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। জেল হইতে মুক্তিলাভের পর তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। ১৯৫৩ সালে পিকিং এ অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে তিনি যোগদান করিয়াছিলেন।

বিগত সাধারণ নির্বাচনে তিনি পূর্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হইবার কিছুদিন পরেই ফজলুল হক মন্ত্রিসভায় যোগদান করেন। গত জুন মাসে তিনি পাকিস্তান গণপরিষদের সদস্য নির্ব্বাচিত হন।

Morning News
11th September 1956

Announcement Hailed in Dacca

(By A Staff Reporter)

The announcement of President Iskander Mirza calling upon the Awami League Chief, Mr. H. S. Suhrawardy, to form the new Government at the Centre was generally hailed in the political circles in Dacca yesterday. The news was welcomed in the Awami League circles which said that in the present context of things it was obvious and inevitable.

The East Pakistan Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan said, "This was what the country was expecting since a long time."

He said, "This is the happiest day in the life of Pakistan, After 9 years of frustration, the country may see the dawn of prosperity and happiness."

Mr. Mujibur Rahman, the East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister said, "It is not the personal victory of Mr. Suhrawardy nor the Awami League. It is the victory of the democratic forces of Pakistan and the people of Pakistan". He added, "This is a first step of democracy. I believe Mr. Suhrawardy, our beloved leader will be able to establish democratic traditions in the country and Mr. Suhrawardy will be able to do something for the people of Pakistan. I hope the whole of Pakistan will stand behind Mr. Suhrawardy to establish democracy in Pakistan."

The East Pakistan Revenue Minister and leader of the 10-man Leftist Ganatantri Dal in the Provincial Assembly, Mr. Mahmud Ali, said in a statement that Mr. Suhrawardy would be in a position to form a stable Government and there would be a "substantial" change in the foreign policy of the country.

The leader of the United Front Party, Mr. A. H. Sarkar, declined to make any statement in this connection.

The Congress leader, Mr. Basanta Kumar Das, reserved his opinion "at the present moment." He, however, indicated satisfaction over the manner in which the President had upheld the Constitution by calling upon the leader of the Opposition to form the Government.

আজাদ
১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হইলে পদত্যাগ করিব
করাচীর জনসভায় শেখ মুজিবর রহমানের উক্তি

করাচী, ১১ই সেপ্টেম্বর।- পূর্ব্ব পাকিস্তানের নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্য শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, সুযোগ দেওয়া হইলে আওয়ামী লীগ খাদ্য সমস্যার সমাধান, দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ, মোহাজের পুনর্ব্বসতি এবং সকলের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করিবে।

আরামবাগে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি এই ঘোষণা করেন। কায়েদে আজমের অষ্টম মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে এই জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাশেষে এক মশাল শোভাযাত্রা কায়েদে আজমের মাজারে যায়।

জনাব মুজিবর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় ভাঙ্গা-ভাঙ্গা উরদুতে বলেন যে, তাঁহারা যদি তাঁহাদের আরদ্ধকার্য্য সমাধানে ব্যর্থ হন অথবা দেশবাসী যদি তাঁহাদের না চায়, তবে তিনি নিজে পদত্যাগ করিবেন এবং দলের নেতা জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দ্দী সহ তাঁহার সহকর্ম্মীগণকেও পদত্যাগ করার জন্য চাপ দিবেন। পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের এই তরুণ নেতার এই ঘোষণায় শ্রোতৃমণ্ডলী আনন্দধ্বনি করে ও তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়।

জনাব মুজিবর রহমান আরামবাগের সভায় পৌছার পূর্ব্বে কিছু সংখ্যক লোকের দ্বারা সভার কার্য্য দুইবার ব্যাহত হয়। সভাপতি জনাব শিরাজী ১০ মিনিট পর সভায় শান্তি স্থাপনে সমর্থ হন।

করাচী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের ভাইস-প্রেসিডেন্ট জনাব ইয়াকুব আজমলী সভায় বলেন যে, পাকিস্তানের জন্য যাহারা সংগ্রাম করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর স্থান দ্বিতীয়। কায়েদে আজমের পরেই তাঁহার স্থান। জনাব ইয়াকুব আজমলীর এই মন্তব্যে সভায় তুমুল প্রতিবাদ উত্থিত হয়। সকলে তাঁহাকে খোলাখুলিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে ও মরহুম লিয়াকত আলী খানের স্মৃতির প্রতি যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিতে বাধ্য করে।

কয়েক মিনিট পর সভার শামিয়ানার উপর হইতে আওয়ামী লীগ পতাকা অপসারণের দাবী জানাইয়া স্লোগান উত্থিত হয় এবং আওয়ামী লীগ পতাকা অপসারিত হওয়ার পর শ্রোতৃমণ্ডলী শান্ত হয়।

ভাবী উজিরে আজম জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দ্দী এই সভায় যোগদান করেন নাই।

জনাব মুজিবর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় দেশের সকল রাজনৈতিক দল ও সরকারগণকে দলাদলি ভুলিয়া যাওয়ার জন্য আবেদন জানান। তিনি বলেন, আজ আমাদের শুধু স্মরণ করিতে হইবে যে, আজ কায়েদে আজমের মৃত্যুবার্ষিকী। যে কায়েদে আজম সাধারণ লোকের কল্যাণের জন্য–শুধু একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর জন্য নয়–এই পাকিস্তান আনয়ন করিয়াছেন।

তিনি বলেন, দেশের সরকার কোন বড় কথা নয়। কারণ গণতান্ত্রিক দেশে সরকার প্রায়ই পরিবর্ত্তন হয়। দেশ ও দেশবাসীই হইল আসল, কারণ এই দুইটি চিরকাল থাকিবে। তিনি বলেন ঃ ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, যে সাধারণ লোক পাকিস্তানের জন্য সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে, তাহারাই চরম দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেছে এবং বিশিষ্ট লোকেরা ফল ভোগ করিতেছে।

জনসাধারণের শোচনীয় অবস্থা

দেশের উভয় অংশেই সাধারণ লোক আজ অনশন করিতেছে এবং উপযুক্ত আশ্রয় ও বস্ত্র পাইতেছে না। পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের অবস্থা আজ খুবই শোচনীয়। সেখানে বর্ত্তমানে চাউলের দর প্রতিমণ ৪০-৫০। গ্রামবাসীরা খাদ্যের জন্য সন্তান বিক্রয় করিতেছে।

তিনি বলেন, তিনি ও তাঁহার দল বরাবর ইহাই বলিয়া আসিতেছেন যে, সাধারণ লোকের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করাই হইল সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। ইহা ছাড়া দেশের অগ্রগতি কখনই সম্ভব নয়।

দুর্নীতি

অতঃপর দুর্নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, ইহাও দেশের অগ্রগতি এতদিন ব্যাহত করিয়াছে। তিনি বলেন যে, প্রত্যেকটি দুর্নীতিপরায়ণ লোককে অবিলম্বে জেলে বদ্ধ করিতে হইবে এবং সম্ভব হইলে বেত্রাঘাত করিতে হইবে। শেখ মুজিবর রহমান কায়েদে আজমের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন এবং দেশবাসীকে কায়েদে আজমের আদর্শ অনুসারে কাজ করিয়া যাওয়ার জন্য আবেদন জানান।

দৈনিক ইত্তেফাক

১২ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

শ্রমমন্ত্রীর আশ্বাসে খুলনা ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার
স্থানীয় জনসাধারণ কর্তৃক শেখ মুজিবরকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন

খুলনা, ৯ই সেপ্টেম্বর।- পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য সকালে সরকারি বিমানযোগে এখানে পৌছিলে এখানকার জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। সম্বর্ধনাকারী জনতার মধ্যে সরকারি অফিসার ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দও ছিলেন।

শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য কর্মব্যস্ত দিন যাপন করেন। তিনি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদিগকে সাক্ষাৎ দান করেন। অতঃপর তিনি স্থানীয় হাসপাতালে সম্প্রতি চালনায় শ্রমিক হাঙ্গামায় আহত ব্যক্তিদিগকে দর্শন করেন। এতদ্ব্যতীত শ্রমমন্ত্রী অদ্য খুলনা ম্যাচ ফ্যাক্টরীতে কতিপয় শ্রমিক অনশন ধর্মঘট শুরু করিয়াছে। শ্রম সচিব ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের প্রকৃত অভাব-অভিযোগ দূরীভূত করার জন্য যথাবিহীত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইবে বলিয়া আশ্বাস প্রদান করিলে অনশন ধর্মঘট প্রত্যাহার করা হয়। ইহার পর জনাব মুজিবুর রহমান চালনা বন্দরে গমন করিয়া শ্রমিকদের অভাব অভিযোগ শ্রবণ এবং সাম্প্রতিক গুলীবর্ষণের স্থান পরিদর্শন করেন।

তিনি এক সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় শ্রমিকদের প্রতি স্বাভাবিকভাবে কাজ চালাইয়া যাইবার আবেদন জানান এবং তাহাদের অভিযোগ সম্পর্কে সুবিচারের আশ্বাস প্রদান করেন। শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য সন্ধ্যায় গোপালগঞ্জ যাত্রা করেন।

গোপালগঞ্জে বিরাট জনসভায় বক্তৃতা

গোপালগঞ্জ, ৯ই সেপ্টেম্বর-অদ্য সন্ধ্যায় এখানে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, প্রদেশের তীব্র খাদ্য সমস্যার সমাধান করাই হইতেছে বর্তমান সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য।

খুলনা হইতে এখানে পৌছিলে জনসাধারণ তাঁহাকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন ও মাল্যভূষিত করে।

বক্তৃতা প্রদানকালে জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, প্রদেশের বিভিন্ন এলাকায় যথেষ্ট পরিমাণ চাউল বরাদ্দ করা হইবে এবং যে সকল স্থানে প্রয়োজন সেই সকল স্থানে লঙ্গরখানা খোলা হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, বর্তমান খাদ্য কমিটিসমূহ শীঘ্রই পুনর্গঠিত করা হইবে।

তিনি অফিসারদের প্রতি খাদ্য সমস্যা ও সাহায্যদানের ব্যাপারে অগ্রাধিকার দানের আবেদন জানান। সমাজবিরোধীদের সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, সমাজদেহ হইতে সর্বপ্রকার দুর্নীতির মূলোৎপাটন করার জন্য বর্তমান সরকার দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করিয়াছেন।

বক্তৃতার পূর্বে তিনি স্থানীয় অফিসারগণের সহিত খাদ্য সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। অতঃপর জনাব রহমান তাঁহার অসুস্থ পিতাকে দেখিবার জন্য তাঁহার স্বগ্রাম টুঙ্গীপাড়া যাত্রা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

আওয়ামী লীগ ও পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার তুলনামূলক কার্যপদ্ধতি
পল্টন ময়দানের জনসভায় দুর্নীতি দমন মন্ত্রী শেখ মুজিবের বক্তৃতা
মন্ত্রী ও জনগণের মধ্যে ব্যবধানের প্রাচীর তুলিয়া দেওয়ার তাৎপর্য ব্যাখ্যা

গত শনিবার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রী, মুখ্যমন্ত্রী ও মওলানা ভাসানীর পূর্বে বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক শিল্প-বাণিজ্য-শ্রম ও দুর্নীতি দমন-মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও কর্মপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিয়া তুমুল হর্ষধ্বনির মধ্যে ঘোষণা করেন ঃ "পার্টির কাজ ব্যাহত হইতে পারে এই মনে করিয়া মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণের ইচ্ছা আমার এতটুকুও ছিল না; কিন্তু আমার নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী ও মওলানা ভাসানীর নির্দেশেই আমাকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণে বাধ্য করিয়াছে। তবে, আমি আপনাদিগকে এই আশ্বাস দিতেছি যে, মন্ত্রিসভায় আসন গ্রহণ করায় আমার উপর যে কর্তব্যের তাগিদ নামিয়া আসিয়াছে তদ্দরুন আমি আমার সংগ্রাম সাধনায় দ্বিগুণ উৎসাহই পাইয়াছি। আর এই কারণেই আমি স্বেচ্ছায় গণ-জীবনের নিকৃষ্টতম দুষ্টক্ষত দুর্নীতি দমনের দায়িত্ব স্বহস্তে গ্রহণ করিয়াছি।"

দুর্নীতি দমন মন্ত্রী আরও বলেন, "বিভাগীয় মন্ত্রী হিসাবে আমি আপনাদের এই আশ্বাসও দিতেছি যে, শাসনযন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়ে যে উৎকট দুর্নীতি আমাদের গণ-জীবনকে গ্রাস করিয়াছে, তাহার মূলোৎপাটন করিয়া সম্পদের সত্যিকার সদ্ব্যবহার সম্ভব কিনা, তাহারই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার কঠিন ব্রত আমি বাছিয়া লইয়াছি। আপনাদের সাহায্য ও সহযোগিতা থাকিলে এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিব বলিয়া আমি বিশ্বাস করি।"

জনাব রহমান বলেন, "শাসনযন্ত্র হইতে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করিতে আমরা বদ্ধপরিকর। আমরা এ কথা জানি, মন্ত্রীরা যদি দুর্নীতি করেন, কর্মচারীরাও দুর্নীতি করিবে এবং আমরা দুর্নীতি না করিলে কেহ দুর্নীতির আশ্রয় নিতে সাহসী হইবে না। সকলের একথা স্মরণ রাখা দরকার, দুর্নীতিকে সমাজজীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে মুছিয়া ফেলিতে আমরা বদ্ধপরিকর।"

তিনি বলেন, "জনাব আবু হোসেনের মন্ত্রিত্বের আমলে খাদ্য বিভাগের কোন অস্তিত্ব ছিল বলিয়া মনে হয় না। আমরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পর খাদ্য বিভাগের কোন হিসাবপত্র পাই নাই। তিনি ঘোষণা করেন যে, আমরা মন্ত্রিসভা গঠন করার পর করাচী গিয়া দ্রুত খাদ্য আমদানীর সর্বপ্রকার ব্যবস্থা করিয়াছি। আপনাদের একান্ত প্রিয় নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন দেশ হইতে জরুরী অবস্থার ভিত্তিতে খাদ্য আমদানীর ব্যবস্থা করিয়াছেন। অবিলম্বেই দেশের খাদ্যাভাব দূরীভূত হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি।"

আওয়ামী লীগ সরকারের নীতি ও কর্মধারা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর বলেন ঃ 'জনসাধারণের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদা পালনই আমাদের লক্ষ্য-পূর্ববর্তী মন্ত্রীদের ন্যায় ভাঁওতা দিয়া আরাম ও আয়াসে দিন গুজরান করাকে আমরা অন্তর দিয়া ঘৃণা করি। এই কারণেই ক্ষমতা গ্রহণের পরদিনই আমরা আওয়ামী লীগের মন্ত্রীবৃন্দ বিনাবিচারে আটক সকল রাজবন্দীকে মুক্তি দিয়াছি এবং মুক্তিদানের দিনে সশরীরে জেলখানায় গিয়া রাজবন্দীদিগকে আমরা অভিনন্দন জানাইয়াছি।"

তিনি বলেন ঃ "পর্বত প্রমাণ খাদ্য সংকটের মুখে দাঁড়াইয়া আমাদের এই লক্ষ্য অর্জনের কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজন নিরবচ্ছিন্ন কর্ম সাধনার। তাই আমরা স্থির করিয়াছি, সকাল ১০টা হইতে বিকাল ৪টা পর্যন্ত আমরা যখন সরকারি দফতরে

থাকি, তখন পূর্ববর্তী মন্ত্রীদের ন্যায় আসহাব, মোসাহেব ও ট্যাঙলের দলে পরিবেষ্টিত হইয়া মন্ত্রীর কক্ষ গুলজার না, কর্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছি। এ প্রচেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হইবার নয়। বুদ্ধি দিয়া, শক্তি জোগাইয়া আপনারা আমাদের সাহায্য করুন। দেখি গণজীবনকে সমস্যা ও দুর্নীতিমুক্ত করিয়া দেশে স্বচ্ছ-সুন্দর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ গড়িয়া তোলা সম্ভব কি-না।"

উপসংহারে তিনি বলেন, শ্রদ্ধেয় নেতা ভাসানীর নির্দেশে ও আপনাদের সংগ্রাম সাধনার পরিণতি হিসাবে আমরা ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছি। কর্তব্য সাধনে ব্যর্থ হইলে তাহারই নির্দেশে ও আপনাদের অঙ্গুলি সংকেতে মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া জনতার কাতারে শামিল হইতে আমরা ক্ষণেকের তরেও ইতস্ততঃ করিব না।

বক্তৃতার প্রারম্ভে শেখ সাহেব তুমুল করতালির মধ্যে ঘোষণা করেন ঃ "মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করার পর আমাদের বন্ধু-বান্ধব ও হিতাকাঙ্ক্ষী জনসাধারণের নিকট হতে অসংখ্য অভিনন্দন-বাণী আমরা পাইয়াছি। কিন্তু সে অভিনন্দনের যোগ্যপাত্র এখনো আমরা নই বলিয়াই বিশ্বাস। তাই সে অভিনন্দন গ্রহণ করিব ও তার জবাব দিব আমরা কেবল সেই দিনই–যেদিন জনসাধারণের প্রদত্ত দায়িত্ব সার্থকভাবে পালন করিয়া অভিনন্দন প্রাপ্তির যোগ্য বলিয়া নিজেদেরকে আমরা দাবীও করিতে পারিব।"

আজাদ
১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

প্রাদেশিক মন্ত্রীদের মধ্যে দফতর বণ্টন

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ দফতর পুনর্ব্বণ্টন করা হইয়াছেঃ

উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান– স্বরাষ্ট্র (জেল ব্যতীত), খাদ্য, প্লানিং, শিক্ষা, রিলিফ ও পুনর্ব্বাসন, জুট।

জনাব কফিলউদ্দিন চৌধুরী– পূর্ত্ত, যোগযোগ, বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও বন।

জনাব শেখ মুজিবর রহমান– শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম, কৃষি শিল্পোন্নয়ন, সমাজ কল্যাণ, পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনা ও দুর্নীতি দমন।

জনাব মাহমুদ আলী– রাজস্ব, জমিদারী দখল ও জেল।

জনাব মছিউর রহমান– প্রচার ও স্বায়ত্তশাসন বিভাগ।

জনাব খয়রাত হোসেন–কৃষি, পশুপালন ও পশু চিকিৎসা।

জনাব আবদুর রহমান খান– সমবায়, কৃষিঋণ ও কৃষি মার্কেটিং।

জনাব মনছুর আলী– বিচার আইন ও রেজিষ্ট্রেশন।

মি. মনোরঞ্জন ধর– অর্থ ও সংখ্যালঘু বিষয়।

মি. ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত– মেডিক্যাল ও জনস্বাস্থ্য।

মি. শরৎচন্দ্র মজুমদার– আবগারী ও লবণ।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু সদস্য গ্রহণ করায় পূর্বতন শাসক মহলে উষ্মা জনৈক সদস্যের প্রতি কটাক্ষের ফলে মঙ্গলবারে পরিষদে তুমুল হৈ চৈ সরকার পক্ষ হইতে দ্বিতীয় দিবসে ৭টি বিল পেশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) বৈকালে পুনরায় প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং একঘণ্টাকাল স্থায়ী হয়। এই অধিবেশনে প্রাক্তন 'যুক্তফ্রন্ট' মন্ত্রিসভায় অন্যতম পার্লামেন্টারী সেক্রেটারী জনাব আবদুর রব (বিরোধীদল) আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভায় সংখ্যালঘু মন্ত্রী গ্রহণে আপত্তি এবং সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ 'পাকিস্তান-বিরোধী' ছিলেন বলিয়া অভিযোগ উত্থাপন করিলে পরিষদে তুমুল হট্টগোল ও হৈ চৈ আরম্ভ হয়। এই সময় সরকার ও বিরোধীদলের সদস্যদের মধ্যে কথা কাটাকাটি আরম্ভ হয়।

জনাব রব প্রাদেশিক মন্ত্রী শ্রী মনোরঞ্জন ধরের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত অভিযোগ উত্থাপন করিলে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ও শ্রী ধর উহার বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেন। জনাব শেখ মুজিবুর রহমান (সরকার পক্ষ) বলেন,'যুক্তফ্রন্ট' দল ক্ষমতাসীন থাকাকালীন 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারের একটি কার্যও ইসলামসম্মত হয় নাই। বরং তাহাদের প্রতিটি কার্যক্রম ইসলাম ও গণতন্ত্রবিরোধী ছিল। শ্রী ধর বলেন, বিরোধীদলের হতাশ সদস্যরা এখন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পিছনের বেঞ্চ হইতে তারস্বরে চীৎকার করাকেই একমাত্র সম্বল করিয়াছে ও ব্যক্তিগত কুৎসা প্রচারে লিপ্ত হইয়াছে। শ্রী ধর আরও বলেন, ইসলাম ও গণতন্ত্রের আদর্শের প্রতি তিনি পূর্ণ মাত্রায় শ্রদ্ধাশীল; কিন্তু বিরোধীদলের এই সকল সদস্যের ভূমিকা দৃষ্টে লজ্জায় মাথা হেট হইয়া যায়।

ইহার পর সরকার ও বিরোধী উভয় পক্ষ হইতে তুমুল চীৎকার ও টেবিল চাপড়ানি শুরু হয়। এই সময় মওলানা আতহার আলী (বিরোধীদল) কিছু বলিতে আরম্ভ করিলে সরকার পক্ষীয় সদস্যদের তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনির দরুন মওলানা সাহেবের কণ্ঠস্বর তলাইয়া যায়।

এই সময়ে মওলানা আতহার আলী চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠেন, 'ইহারা দোজখবাসী হইবে।' প্রেস গ্যালারী হইতে অতঃপর তাঁহার কণ্ঠস্বর আর শোনা সম্ভব হয় নাই।

গতকল্য পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হইলে সর্বপ্রথম একমাত্র বৌদ্ধ প্রতিনিধি লাহিড়ী গ্রুপের শ্রী সুধাংশু বিমল বড়ুয়া (বিরোধীদল) একটি মূলবতী প্রস্তাব উত্থাপন করার অনুমতি প্রার্থনা করেন। শ্রী বড়ুয়া তাঁহার মূলতবী প্রস্তাবে চট্টগ্রাম জেলার সংখ্যালঘুদের জানমাল রক্ষায় সরকারের অসমর্থ সম্পর্কে আলোচনার দাবী জানান। শ্রী বড়ুয়ার প্রস্তাব আইনগত কারণে বাতিল হইয়া যায়। অতঃপর জনাব আবদুর রব সংখ্যালঘু নেতৃবৃন্দ এবং মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত আক্রমণ করিলে পরিষদে হৈ চৈ আরম্ভ হয় এবং সরকার পক্ষ হইতে কতিপয় সদস্য ইহার তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং প্রাক্তন 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারের কার্যকলাপ ইসলাম বিরোধী ছিল বলিয়া বিরোধীদলের মারাত্মক সমালোচনা করেন।

জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী 'রিলিজিয়াস লীডার্স' পুস্তক সম্পর্কে আলোচনার জন্য অপর এক মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। তুমুল হৈ চৈ-এর পর মাননীয় স্পীকার এই মূলতবী প্রস্তাব সম্পর্কে আলোচনার জন্য ২১ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা সাত ঘটিকায় দিন ধার্য করেন।

ইহার পর পুনরায় জনাব আবদুর রব (বিরোধী পক্ষ) সংখ্যালঘু মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে তাহার অভিযোগের জওয়াব দাবী করিলে পুনরায় পরিষদে হট্টগোলের সৃষ্টি হয়।

এই সময় শ্রী মনোরঞ্জন ধর উঠিয়া বিরোধীদলের প্রতি লক্ষ্য করিয়া উচ্চস্বরে বলেন, কার্যকলাপের দিক হইতে তুলনামূলকভাবে তিনি বিরোধীদলীয় সদস্যদের অপেক্ষা অধিকতর ইসলামপন্থী। শ্রী ধর বলেন, যাঁহারা আজ বিরোধী দলে রহিয়াছেন, ইসলামের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা নাই বলিলেই হয়। কারণ ইহারা ক্ষমতায় থাকাকালীন ইসলামের পবিত্র নামে বহু ইসলাম-বিরোধী কার্য করিয়াছেন।

তিনি আরও বলেন, ইসলাম জনগণের কল্যাণ বিধানের নির্দেশ দিয়াছে। কিন্তু আজ যাঁহারা বিরোধীদলে রহিয়াছেন তাহারা ক্ষমতাসীন থাকা কালে জনগণের জন্য কি করিয়াছেন? শ্রী ধর বিরোধীদলীয় সদস্যদের কার্যকলাপের মারাত্মক সমালোচনা করিয়া পরিষদের কার্যবিবরণী হইতে'বিশ্বাসঘাতক' শব্দটি উঠাইয়া দেওয়ার দাবী জানান। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে ইতিপূর্বে বিরোধীদলীয় জনৈক সদস্য বক্তৃতাকালে শ্রী ধরকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করেন।

অতঃপর শেখ মুজিবর রহমান বিরোধীদলীয় সদস্যদের উদ্দেশ্য করিয়া বলেন,"এই সকল সদস্য আবার নিজেদেরকে মুসলিম বলিয়া দাবী করেন। অথচ ইহারাই যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন লক্ষ লক্ষ লোককে অনাহারে রাখিয়াছিলেন।"

তিনি আরো বলেন,যাহারা আজ সংখ্যালঘু মন্ত্রীদের বিশ্বাসঘাতক বলিয়া অভিহিত করিতেছেন, তাহারা নিজেরাই ইসলাম বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে দুষ্ট। এমনকি ভারতীয় ব্যাংকে ইহাদের অনেকেরই একাউন্ট রহিয়াছে, ইহা তিনি প্রমাণও করিয়া দিতে পারেন। অতঃপর আসরের নামাজের জন্য পরিষদের কার্যক্রম স্থগিত রাখা হয়। আসরের নামাজের পর পরিষদের অধিবেশন শুরু হইলে জনাব বোকাইনগরী স্পীকারকে জিজ্ঞাসা করেন, পূর্বদিন আসন গ্রহণের পূর্বে মাথা নিচু করিয়া তিনি (স্পীকার) সদস্যদের অভিবাদন করায় তিনি যে আপত্তি করিয়াছিলেন সে সম্বন্ধে তিনি (স্পীকার) কি ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে চাহেন। তাহার আপত্তির কারণ এই যে, উহা ইসলামী রীতি বিরোধী। ইহার উত্তরে স্পীকার বলেন, সদস্যগণ যদি চাহেন তবে তিনি তাঁহাদের " আসসালামো আলাইকুম" বলিয়াই অভিবাদন করিবেন।

সাতটি বিলের আলোচনা

অতঃপর পরিষদের বিধান সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়।

গতকল্য পরিষদের সাতটি বিল পেশ করা হয়। আসরের নামাজের পর ঐগুলির আলোচনা শুরু হয়। অধিকাংশ বিলে বর্ণিত বিধানসমূহ অর্ডিন্যান্সের আকারে পূর্ব হইতেই বলবৎ রহিয়াছে। এই অর্ডিন্যান্সগুলির ধারাসমূহ বিধিসঙ্গত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত বিলগুলি পেশ করা হয়।

মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান তিনটি বিল পেশ করেন। উহার একটি হইতেছে ১৯৫৬ সালের পূর্ব পাকিস্তান খাদ্য (বিশেষ আদালত) বিল। এই বিলে প্রাদেশিক খাদ্য (বিশেষ আদালত) অর্ডিন্যান্সের ধারাসমূহ বিধিবদ্ধ করা এবং খাদ্য সম্পর্কিত অপরাধের মামলার বিচারের দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য বিশেষ আদালত সমূহকে ক্ষমতা দানের কথা বলা হইয়াছে।

দ্বিতীয়টি হইতেছে পূর্ব পাকিস্তান খাদ্য চলাচল ও বণ্টন সম্পর্কিত বিল। সামরিক ম্যাজিস্ট্রেটগণ কর্তৃক প্রদত্ত দণ্ডাদেশসমূহ এই বিল অনুসারে সংশ্লিষ্ট অর্ডিন্যান্সের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরে বাতিল হইবে না।

তৃতীয়টি হইতেছে পূর্ব পাকিস্তান সংশোধিত পুলিশ বিল। এই বিলে ১৮৬১ সালের পুলিশ আইন সংশোধনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানে পুলিশ ইনস্পেক্টরদের গেজেটেড অফিসারের মর্যাদাদানের ব্যবস্থা হওয়ার ফলেই উক্ত আইন সংশোধন করার প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে। শিক্ষামন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী

পূর্ববঙ্গ মাধ্যমিক শিক্ষা (সংশোধিত) বিল এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় (সংশোধিত) বিল পেশ করেন। বাণিজ্যমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অত্যাবশ্যকীয় পণ্য নিয়ন্ত্রণ বিল পেশ করেন। এই বিলে যে সকল অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের সরবরাহ প্রয়োজন অপেক্ষা কম, সেগুলির সুষ্ঠু বণ্টনের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ঔষধপত্র ,বস্ত্র, যন্ত্রপাতির খুচরা অংশ, নিউজপ্রিন্ট প্রভৃতি ইহার আওতায় পড়িবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

ধর্মের নামে দুষ্কৃতিকারীদের প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারি
আওয়ামী লীগ কর্মীদের সভায় জনাব মুজিবুরের বক্তৃতা

পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম, শিল্প, বাণিজ্য ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (মঙ্গলবার) ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সাধারণ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে ঘোষণা করেন যে, সরকার দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ সরকার দেশে পূর্ণ ব্যক্তি-স্বাধীনতার নিশ্চয়তা বিধান এবং প্রদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবে। কিন্তু তাই বলিয়া ডাকাত,গুণ্ডা ও কালোবাজারীদের ধর্মের নামে দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টি করিতে দেওয়া হইবে না।

তিনি আরও বলেন যে, ব্যক্তি-স্বাধীনতার অর্থ উচ্ছৃংখলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া নহে।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ অফিসে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব ফজলুর রহমান।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের শ্রম সম্পাদক জনাব আবদুস সামাদ এম,পি, এ এবং ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফাও উক্ত সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁহারা কর্মীগণের প্রতি দেশে শান্তি ও শৃংখলা বজায় রাখা এবং কালোবাজারীদের হস্তক্ষেপ বন্ধ করিয়া খাদ্য সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার আবেদন জানান।

সভায় ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব নুরুদ্দীনের পিতা আলহাজ্জ মহীউদ্দীনের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিয়া একটি প্রস্তাব গ্রহণ এবং মরহুমের শোক-সন্তপ্ত পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

সভায় গৃহীত অপর এক প্রস্তাবে একদল রাজনৈতিক এতিম ও বিদেশী চর কর্তৃক প্রদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঘৃণা ও বিভেদ সৃষ্টির চক্রান্ত সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া বলা হয় যে, হাঙ্গামা সৃষ্টি করিয়া দেশকে বিশৃংখলার পথে পরিচালিত করাই ইহাদের দৃঢ় সঙ্কল্প।

সভায় কঠোর ভাষায় উক্ত চক্রান্তের নিন্দা করিয়া প্রদেশের শান্তিকামী জনসাধারণকে দুষ্কৃতিকারীদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ জানানো হয়।

Morning News
19th September 1956

7 New Ministers Sworn In
Re-Allocation of Portfolios

(By A Staff Reporter)

Seven more Ministers including three members of the minority community were sworn in at Government House yesterday.

The new Ministers are Mr. Masihur Rahman, Mr. Khairat Hussain, Mr. Abdur Rahman Khan and Mr. Mohammad Mansoor Ali from the Awami League, Mr. Dhirendra Nath Dutta of the United Progressive Party and Mr. Manoranjan Dhar and Mr. S. C. Majumdar of the Congress.

On the re-allocation of portfolios after the expansion of the East Pakistan Cabinet yesterday, the Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan, has assumed charge of seven protfolios.

They are:

Mr. Ataur Rahman Khan- Home (excluding Jails and Anti-Corruption), Food, Relief and Rehabilitation, Education, Jute, Planning and Chief Minister's Secretariat.

Mr. Manoranjan Dhar- Finance and Minority Affairs.

Sheikh Mujibur Rahman- Commerce, Labour and Industries, Village, Agricultural and Industrial Development, Social Welfare; Community Development Project and Anti-Corruption.

Mr. Kafiluddin Chowdhury- Communications, Buildings and Irrigation; Flood Control and Forest.

Mr. Mahmud Ali- Revenue, State Acquisition and Jails.

Mr. Khairat Hussain- Agriculture, Veterinary and Animal Husbandry.

Mr. Abdur Rahman Khan- Co-operation, Rural Indebtedness and Agricultural Marketing.

Mr. Masihur Rahman- Public Relations (Publicity) and Local Self-Government.

Mr. Mansur Ali- Legislative, Judiciary and Registration.

Mr. Dhirendra Nath Dutta- Medical and Public Health.

Mr. Sarat Chandra Majumdar- Excise, Salt and Fisheries.

সংবাদ
২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯৫৬

কেন্দ্রে সরকারের নিয়ন্ত্রণের ফলে শিল্পোন্নয়নে অসুবিধা
পরিষদে শেখ মুজিবের বক্তৃতা ঃ শিল্প খাতে অর্থ মঞ্জুরির প্রস্তাব উত্থাপন

গতকল্য (শুক্রবার) শিল্প সচিব শেখ মুজিবর রহমান বাজেটের শিল্প খাতে অর্থমঞ্জুরীর প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, বৈদেশিক মুদ্রা, শিল্পের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল, এমনকি প্রাদেশিক বাণিজ্যটিও কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্পোন্নয়ন একটি অসম্ভব ব্যাপার হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং পূর্ব্ব পাকিস্তানের এই অবস্থার জন্য একমাত্র প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ সরকার ও যুক্তফ্রন্টই দায়ী।

শেখ মুজিব কঠোর হস্তে দুর্নীতি দমনের সংকল্প জ্ঞাপন করিয়া এক সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প সচিব শেখ মুজিবর রহমান ছাঁটাই প্রস্তাবে উত্থাপিত বিতর্কের জবাবদান প্রসঙ্গে সদস্যগণ কর্তৃক প্রস্তাবিত সুপারিশের জন্য অভিনন্দন করেন। তিনি আশ্বাসদান করিয়া বলেন যে, সরকার যে সমস্ত কার্যোপযোগী বলিয়া মনে করেন, তাহা গ্রহণ করিবেন।

Morning News
29th September 1956

'I Can Also Organize Demonstrations' Mujibur Rahman's Challenge

A member from the Awami League benches got up in the East Pakistan Assembly yesterday to draw the attention of the Chair and said that a crowd was demonstrating outside the House in favour of separate electorate and some of them with caps and pugrees on their head had cast aspirations on the Chair, the leader of the House and the House itself, reports APP.

Before the member had finished, his voice was drowned in shouts of "withdraw" and strong protests against what the member had said. This raised shouts from the other side of the House and for sometime there was general uproar. Some members from the Opposition demanded that the leader of the House, who was not present at the time, should meet the demonstrators outside; others said that he should make a statement on the floor; yet others that he should explain the conduct of the member from the Government benches who had made the observations earlier.

Sheikh Mujibur Rahman rose to reply on behalf of the leader of the House when more shouts and counter shouts followed. Sheikh Mujibur Rahman at the top of his voice through the mike asked members of the Opposition why they would not allow him to speak on behalf of his party.

After the uproar had died down somewhat Sheikh Mujibur Rahman said that the leader of the House had agreed to meet five representatives of the crowd demonstrating outside but they refused to come to the leader of the House in his chamber and demanded that the latter should come out and meet them.

Sheikh Mujibur Rahman expressed regrets for the remarks made by a member from the Awami League benches if they had hurt the feelings of members opposite. But some one from the Opposition benches and challenged him to come out of the House and face the situation. Sheikh Mujibur Rahman said that he accepted the challenge and would show them how many thousands of people would assemble in support of joint electorate.

Sheikh Mujibur Rahman said that he did not want any breach of the peace but if it was a challenge thrown to him (by a member of the Muslim League) then he accepted the challenge. He know that meetings and processions had been organized in support of separate electorate, and if they wanted to see the strength of people who supported joint electorate he could also organize demonstrations and could show them how overwhelming would be the support in favour of joint electorate.

The Minister said that he did not like to interfere with the civil liberties of the people who had the right to hold meetings and

demonstrations in support of separate or joint electorate. But he warned against the danger of communal riots breaking out and also of clashes between Bengalis and non-Bengalis.

আজাদ
৪ঠা অক্টোবর ১৯৫৬

প্রদেশে কুটির শিল্পের উন্নতির জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের সভায় প্রাদেশিক শিল্প সচিবের ঘোষণা বেসরকারী মূলধন নিয়োগে উৎসাহ ও সাহায্যদানের সঙ্কল্প

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) সেক্রেটারিয়েট ক্যাবিনেট রুমে শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের এক সভায় প্রাদেশিক বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পসচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, প্রাদেশিক সরকার শীঘ্রই কুটির শিল্পের উন্নয়নকল্পে একটি ব্যাপক পরিকল্পনা প্রণয়ন করিতেছেন এবং সম্ভবতঃ একটি করপোরেশনও গঠন করিবেন।

তিনি বলেন যে, সরকার বেসরকারী মূলধন নিয়োগে উৎসাহ ও সাহায্যদান করিবেন। শিল্পোৎপাদনে মালিক-শ্রমিক সম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করিয়া জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, উস্কানিদাতা ও ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত ব্যক্তিগণ ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনকারী নয় এবং তাহারা বিভেদ সৃষ্টিকারী। কোনক্রমে তাহাদিগকে বরদাশত করা হইবে না।

প্রাদেশিক বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প সচিব শিল্পে অর্থ বিনিয়োগকারীদের এইরূপ আশ্বাস দেন যে, যাঁহারা প্রদেশে অর্থ বিনিয়োগ করিতেছেন বা ভবিষ্যতে করিবেন, তাঁহারা সরকারের নিকট হইতে সর্ব্বপ্রকার সাহায্য ও সমর্থন লাভ করিবেন।

প্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত বিভিন্ন শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিনিধিবৃন্দের এই সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন শিল্প সচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান। সম্মেলনে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে জনাব জি এম আদমজী, জনাব সদরী ইস্পাহানী, পূর্ব্ব পাকিস্তান কটন মিল মালিক সমিতির সভাপতি মিঃ ডি, এন, বসু, চট্টগ্রাম চেম্বার অব কমার্সের সভাপতি মিঃ কার্স, জয়েন্ট স্টীমার কোম্পানীর মিঃ মেকলে ও মিঃ হীল্ড, পিপলস জুট মিলের জনাব তীমানীর নাম উল্লেখযোগ্য। প্রাদেশিক বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প দফতরের সেক্রেটারী জনাব ডব্লিউ, বি, কাদরীও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সম্মেলনে আগত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রদেশের শিল্প সম্প্রসারণের পথে অসুবিধা ও সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। তাঁহারা আরো বলেন যে, প্রদেশের শিল্পোন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ সুবিধা রহিয়াছে এবং তাঁহারা সরকারের নিকট হইতে একই ধরনের শিল্পনীতি ঘোষণার দাবী জানান। তাঁহারা পাকিস্তানের উভয় অংশের শিল্পোন্নয়নের ক্ষেত্রে যে মারাত্মক বৈষম্য বিরাজ করিতেছে, তাহার উল্লেখ করেন। তাঁহারা শিল্পোন্নয়নের যন্ত্রপাতির আমদানী লাইসেন্স ইস্যু সম্পর্কে এইরূপ অভিযোগ করেন যে, ইহা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট নহে।

জনাব রহমান বলেন যে, এতকাল ধরিয়া প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প দফতর ডাক ঘরেরই শামিল ছিল। তিনি শাসনতন্ত্রের ধারা অনুসারে বাণিজ্য, ব্যবসায় ও শিল্প ক্ষেত্রে প্রদেশের ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের দাবী জানান এবং উপরোক্ত ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নতি সাধনের জন্য ইহা কার্য্যকরী করিতে বলেন। তিনি জানান যে, আমদানী লাইসেন্স ইস্যু, জাহাজের স্থান বরাদ্দ, অগ্রাধিকার দানের ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকারের মতামতই কার্যকরী হইবে।

জনাব রহমান অক্টোবরের তৃতীয় সপ্তাহে শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিনিধিদের লইয়া এইরূপ অপর একটি সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাব করেন। এই সম্মেলনে সম্ভবতঃ উজীরে আজম জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী ও উজীরে আলা জনাব আতাউর রহমান খানসহ কেন্দ্রীয় অর্থ ও শিল্প সচিবগণ যোগদান করিবেন।

শিল্পপতিগণ শিল্প সচিবের এই প্রস্তাবকে অভিনন্দিত করেন।

শিল্প সচিবের সম্মেলনে প্রদত্ত বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ-

আমি আপনাদের সহিত মিলিত হইতে পারিয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছি। প্রাক্তন সরকারের উন্নয়ন পরিকল্পনার অভাব এবং অন্যান্য আরও বহু কারণের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান বহু পশ্চাতে পড়িয়া আছে। পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে যে অর্থনৈতিক বৈষম্য রহিয়াছে, তাহা অত্যন্ত সুস্পষ্ট। কতিপয় ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান যখন পূর্ণমাত্রায় পৌঁছিয়াছে, তখন পূর্ব্ব পাকিস্তান শিল্পায়িতকরণের ত্রিসীমানায় পা দেয় নাই। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন করা যে কোন দায়িত্বশীল সরকারের প্রথম ও প্রধান কর্ত্তব্য। ইহা একটি বিরাট দায়িত্ব এবং সমন্বয় সাধন ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন ব্যতীত ইহা সম্ভব নয়। আর জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের ব্যাপারে দেশকে শিল্পায়িত করিয়া তোলা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

দেশের প্রাপ্তব্য সম্পদের পরিপূর্ণ ব্যবহার এবং ইহাকে জনগণের কাজে লাগানই হইতেছে দেশকে শিল্পায়িত করণের উদ্দেশ্য। কর্মসংস্থানের সুযোগ-সুবিধার সম্প্রসারণ ও ইহাকে সর্ব্বস্তরে বহুমুখীকরণই ইহার যুক্তিসঙ্গত ও অপরিহার্য্য পরিপূরক। এই লক্ষ্যে পৌঁছিতে হইলে বেশী করিয়া মূলধন বিনিয়োগই হইতেছে প্রথম ও প্রধান জিনিস। মূলধন ব্যতীত দেশকে শিল্পায়িত করা যায় না। যদি অবিলম্বে ও ব্যাপকভাবে মূলধন নিয়োগ করা না হয় তাহা হইলে দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা দুর্ব্বল হইয়া থাকিবে। তাহা ছাড়া দুর্ব্বল অর্থনৈতিক পরিস্থিতির জন্য মূলধনও যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। পূর্ব্ব পাকিস্তান সত্য সত্যই বেসরকারী মূলধন বিনিয়োগের উপযুক্ত ক্ষেত্র। দেশকে শিল্পায়িতকরণের সুপরিকল্পিত ও সুষম কর্ম্মসূচী আমাদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে শক্তিশালী করিয়া তুলিবে।

Morning News
4th October 1956

No Nationalization In Foreseeable Future
Mujibur Rahman's Assurance

(By A Staff Reporter)

The East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman, made a strong plea on Wednesday for rapid and extensive capital investment for the economic development of the country.

He said the object of industrialization was to make the fullest use of the country's available resources, and to produce more and more both for investment and consumption. A logical corollary of this process was the extension of employment opportunities and its diversification at all levels.

The Minister, who was giving his presidential address at a conference of representatives of various industries and trades from all over the Province, said that private capital both foreign investment and domestic capital formation, operating under a

planned and balanced programme of industrialization would constitute the strong base of the country's economy.

Mr. Mujibur Rahman said that the Province needed increased sterling and dollar investments, and the fruitful participation of such investors in the industrialization programme of the Province would be particularly welcome. He extended a categorical assurance to all investors that their capital would be secure.

He said, "We do not contemplate in the foreseeable future the nationalization of our industries, although, of course, nationalization as a right inheres in all independent countries."

Mr. Mujibur Rahman said that the Government was aware of the manifold bottlenecks that were created by the over-centralized mechanics of issue of license for capital goods, industrial raw material and commercial imports. The whole position, he added was under review and it was hoped that a simple, honest and a quick method in this regard would be adopted as a measure of incentive to the investors for putting up new or expanding the existing industries.

While stressing upon the harmonious relationship between the employers and the workers, the Minister said, "A proper, human and rational adjustment of employer employee relationship is, in my opinion, the cardinal point in the process of industrialization."

He said that trade unions must be trade unions and no more and the Government would not tolerate agitators and other subversive ...

Morning News
6th October 1956

Electorate Supporters 'Enemies of People'
ATA's Charge Against W. Pak Leaders
They Want to exploit Us, Mujib Alleges

(By A Staff Reporter)

East Pakistan Chief Minister Ataur Rahman Khan said in Dacca yesterday that those who supported and advocated separate electorates in Pakistan were the enemies of the country and the people.

Addressing a crowded public meeting at Paltan maidan he hoped the National Assembly will decide in favour of joint electorates. He accused 90 percent of these "so-called leaders" of West Pakistan who have come to Dacca to advocate separate electorates of being anti-Pakistanis.

He said the propaganda for separate electorates was "a conspiracy to reduce us to a political minority".

The Commerce and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman said the West Pakistan leaders who had come to Dacca to advocate separate electorates wanted to exploit the province.

The meeting, which was held under the presidentship of the East Pakistan Awami League President, Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, and which began with the slogans of "Hindu Muslim

Bhai Bhai, heard another speech by the Anti-Corruption Minister, Sheikh Mujibur Rahman, who said that whether the Awami League was in power or not, it would never tolerate "any activities perpetrated to encourage hooliganism and to undo Pakistan."
While strongly deprecating the campaign in favour of separate electorates the Minister warned those who had come to East Pakistan for propagating the principle of separate electorates. He said that the Government would spare no measure to see that good communal relation were maintained in the province.

PAKISTAN OBSERVER
7th October 1956

NEED FOR INDUSTRIAL DEVELOPMENT STRESSED

By A Staff Reporter

At a conference of Industrialists and business magnates from all over the province, the Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman, yesterday emphasized the need for industrial development in the province.
"The betterment of standards of living of the common man is obviously the first and primary task of any responsible government," he said. This could only be achieved through co-ordinated and planned economic development of which industrialisation would necessarily form one of the most significant aspects.
The Conference was attended among others by Mr. G. M. Adamjee; Mr. Sadri Ispahani; Mr. D. N. Bose, President of East Pakistan Cotton Mill-owners Association; Mr. Carse, President, Chittagong Chamber of Commerce; Mr. Bhimani of Peoples' Jute Mills and high officials, including Mr. W. B. Quadri, Secretary, Industries.
Mr. Mujibur Rahman said that industrialisation could not be possible without investments, both internal as well as foreign. Capital formation within the province was important for the purpose of furthering any programme of industrial development.
The scope and facilities of industrial development in the province were very considerable and there was ample opportunity for private industrialists to move into the field, he said.
Private capital operating under a planned and balanced programme of industrialisation would constitute the base of the province's industrial economy, the Minister said. By private capital he also meant foreign investments, he said, and added that the fruitful participation of such investments in the industrialisation programme of the province would be welcome, particularly because of the limited Foreign Exchange resources, essential for industrial expansion.
Holding out an assurance to all investors about the security of their capital, the industries Minister said, "We do not contemplate, in the foreseeable future, nationalisation of our industries, although, of course, nationalisation is a right inherent in all independent States.

There need be no fear, whatsoever, on this account in the minds of industrialists or other investors."
He complained that the flow of capital had so far not been comensurate with the needs of development. In this connection he also referred to the economic imbalance in the development of the two wings of Pakistan and said that while in some fields saturation point had been reached in the West, "we in East Pakistan have not yet even entered the threshold of industrialisation."
Mr. Rahman told the industrialists present at the Conference that everyone, without distinction, who had already invested or who might invest in the future would have the fullest co-operation, support and assistance from the Provincial government "in all matters and at all times."

BOTTLENECKS

Referring to the bottlenecks created by the present over-centralised mechanics of issue of licences for capital goods and industrial raw material, the Industries Minister said that a method would soon be evolved to overcome these. He hoped that would provide an incentive to the investors for putting up new or extending existing industries.
Emphasising the importance of the ordinary workers in the factories, Mr. Rahman said that industrialisation was a means to improve the standard of living of the common men. He appealed to the employers "to see that their workers are kept happy and contented."
He also stressed the need for maintenance of harmonious relationship between the workers and the employers. It was a mutual responsibility and genuine trade unions could be a help rather than a hinrance in the maintainance of this relationship. He however, said that "agitators and others subversive elements" were not trade unionists but disruptors and he would not tolerate them.
In course of the deliberation of the conference, the Industries Minister said that the Provincial Government would soon draw up a comprehensive plan for the development of cottage industries in East Pakistan for which a commission might be set up.
He said that cottage industries must be developed rapidly so as to provide adequate employment facilities to the bulk of the population. Laying particular stress on handloom industries, he said the common man's lot was vitally connected with the growth and development of cottage industries.

"SHOCKING DISPARITY"

The industrialists, who agreed with the Industries Minister about the scope of industrial development in the province, demanded the early announcement by Government of a uniform industrial policy. They disapproved of the "shocking disparity" in the industrial development of the two wings. They also placed their grievances about the inadequate issue of import licences for raw materials, spare parts etc for industries in the province.

The Minister remarked that the Provincial Commerce and Industries Department had so far been "working as a mere Post Office." He said that the Provincial Government should be immediately given powers in matters of commerce, trade and industries as provided in the Constitution so that the pace of progress in these fields might be accelerated. He added that in issuance of import licences, allocation of shipping space and fixing of priority etc., the opinion of the Provincial Government should previal.

Sheikh Mujibur Rahman said that government proposed the holding of another conference of representatives of industries and trades in the second or third week of October which was expected to be attended by the Prime Minister, Mr. H. S. Suhrawardy the Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan and the Central Finance and Industries Ministers. The representatives present in the conference welcomed the idea of holding such regular and periodical conference and thanked the Industries Minister for his initiative in the matter.

Morning News
7th October 1956

Jamaat Replies to Mujib
Mujibur Rahman's Assurance

Mr. Syed Hafizur Rahman, Ameer Jamaat-e-Islami, Dacca City, issued the following statement to the Press yesterday (Saturday):

> "Sheikh Mujibur Rahman, during the course of his speech at Paltan Maidan yesterday, stated that during the Anti-Qadiani Agitation of 1953 in the Punjab 10,000 Muslims were killed and the responsibility for this wholesale slaughter of Muslims lies on Maulana Maudoodi. He Quoted Munir Report as authority for this statement. I really wonder if the Hon'ble Minister has ever gone through this "holy book" which he was holding in his hands while making these sweeping remarks. For his information I would rather let the Hon'ble Minister know that the very 'holy book' (Munir Report) gives the total number killed as only eleven and the responsibility for all this has been laid on Abrar who are new the only supporters of Awami Leaguers in West Pakistan."

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ই অক্টোবর ১৯৫৬

লংগরখানায় শেখ মুজিবর
চাউল বরাদ্দের পরিমাণ বৃদ্ধির আশ্বাস দান

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শনিবার) মধ্যাহ্নে দুর্নীতি দমন বিভাগীয় মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা শহরের বিভিন্ন মহল্লার লংগরখানাগুলি পরিদর্শন করেন। জনাব রহমান লংগরখানাগুলির পরিচালন ব্যবস্থা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য গ্রহণ করেন এবং সরকারের পক্ষ হইতে প্রদত্ত চাউলের পরিমাণ বৃদ্ধির আশ্বাস প্রদান করেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, লংগরখানাগুলির প্রত্যেকটিতে সরকার এখন প্রত্যহ দুই মণ করিয়া চাউল প্রদান করিতেছেন। অপরপক্ষে মহল্লাবাসিগণ নিজেরাই চাঁদা তুলিয়া ডাল, মসল্লা প্রভৃতি ক্রয় করিয়া নিজেদের তত্ত্বাবধানে লংগরখানাগুলি চালাইতেছেন। এক একটি লংগরখানায় প্রত্যহ পাঁচশত হইতে এক সহস্র দু:স্থ ব্যক্তিকে খাওয়ানো হইতেছে। ইহাদের অধিকাংশই বুড়িগঙ্গা নদীর অপর পারের গ্রামাঞ্চলের অধিবাসী।

গতকল্য জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কাজী রিয়াজউদ্দীন রোড, বাবুবাজার, বংশাল রোড, নাজিরাবাজার, লুৎফর রহমান লেন, সূত্রাপুর ও ফকিরাপুলস্থ লংগরখানা পরিদর্শন করেন। মন্ত্রীমহোদয় লংগরখানায় কর্মরত স্বেচ্ছাসেবকদের সমাজ সেবার অক্লান্ত পরিশ্রমের ভূয়সী প্রশংসা করেন। ইতিমধ্যে ঢাকার বিভিন্ন মহল্লার কর্মীদের মধ্যে স্ব স্ব এলাকার লংগরখানা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ব্যাপারে প্রতিযোগিতা আরম্ভ হইয়াছে। ফলে, লংগরখানাগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হইতেছে।

লংগরখানাগুলিতে দুঃস্থ লোকদের ভিড় ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে।

PAKISTAN OBSERVER
20th October 1956

MUJIB LEAVING FOR MYMENSHING TOMORROW

Sheikh Mujibur Rahman, Commerce and Industries Minister, is due to leave here on Saturday for Mymensingh where he will address a public meeting the same afternoon.

Mr. Rahman will return to Dacca the next day.-APP

PAKISTAN OBSERVER
22nd October 1956

Sk. Mujib To Tour Ctg.

East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister, Mr. Sheikh Mujibur Rahman will leave Dacca for Chittagong on October 24. At Chittagong he will visit industrial area and address a public meeting on October 25. On the following day he will visit Chandraghona Paper Mills and Kaptai Project.

Mr. Rahman will return to Dacca on October 27.

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩শে অক্টোবর ১৯৫৬

শেখ মুজিবরের বরিশাল সফর

পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শিল্প এবং দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান আগামী ২৬ শে অক্টোবর বরিশাল সফরে যাইবেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মওলানা ভাসানীও একই দিন বরিশাল সফরে যাত্রা করিবেন।
নেতৃবৃন্দের সম্বর্ধনার জন্য বরিশালের জনসাধারণ বিপুল আয়োজন করিতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে। তাহাদের সম্বর্ধনার জন্য শক্তিশালী অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হইয়াছে।

PAKISTAN OBSERVER
29th October 1956

Sk. Mujib Visits Paper Mills At Chandraghona

CHITTAGONG, OCT. 26: The East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister Sk. Mujibur Rehman visited the Chandraghona Paper Mills and Kaptai Hydro-Electric Projects today accompanied by a number of local leaders and MPAs. The Minister inspected various departments of the mills.
He was shown different stages of development in manufacturing of papers from raw materials to finish.
He visited the Labour quarter of the mills and talked with labour representative there. He addressed a public meeting at Kaptai where he dealt with food and other problems.
The Industries Minister, who arrived here from Dacca Accompanied by the Chief Whip Mr. Abdul Jabber Khaddar, was accorded a reception by a big crowd.
He was taken round the main thoroughfare of the town on an open jeep while the cheering crowds on both sides of the road shouted slogans of welcome.-APP.

PAKISTAN OBSERVER
29th October 1956

Sheikh Mujib Leaves For Pirozpur

East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman will leave here on November 1 for Pirojpur by set plane.
From Pirozpur the Minister will go to Patuakhali on November 2 he will reach Barisal on November 3.
Spending a day in Matbaria on November 4 the Minister will return to Dacca on November 6.-APP.

দৈনিক ইত্তেফাক
২রা নভেম্বর ১৯৫৬

আওয়ামী লীগ ওয়াদা পূরণ করিয়াছে
শিল্প সম্মেলনের সুপারিশ সম্পর্কে শিল্পমন্ত্রীর মন্তব্য

(স্টাফ রিপোর্টার)
প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (সোমবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর কেন্দ্রীয় রাজধানীতে অনুষ্ঠিত উচ্চ পর্যায়ের শিল্প সম্মেলনের সুপারিশ সম্পর্কে সন্তোষ প্রকাশ করেন।
এই সম্মেলনে জনাব রহমান পূর্ব পাকিস্তানী প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। তিনি সাংবাদিকদের বলেন, শিল্পকে প্রাদেশিক সরকারের আওতায় আনার জন্য আওয়ামী লীগ যে ওয়াদা করিয়াছিল তাহা এখন বাস্তবে রূপান্তরিত হইয়াছে।
তিনি বলেন, সম্মেলনে গৃহীত সুপারিশসমূহ এই প্রদেশের জন্য বিপুল সুবিধার সৃষ্টি করিবে। জনাব রহমান আরও বলেন, ইতিপূর্বে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পায়িত করিতে সমর্থ না হওয়ায় গত নয় বৎসর যাবৎ দুর্ভোগজনিত কারণে পূর্ব পাকিস্তানীদের ক্রয়-ক্ষমতা পর্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছে। প্রাক্তন মুসলিম লীগ ও 'যুক্তফ্রন্ট' সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ কেন্দ্রের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবীসমূহ জ্বলাঞ্জলি দেওয়ায় প্রদেশবাসীর আজ এই দুর্গতি হইয়াছে। এমতাবস্থায়, শিল্প ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের সমকক্ষ হইতে পূর্ব পাকিস্তানের আরও ২৫ বৎসরের সময়ের প্রয়োজন রহিয়াছে।
বাণিজ্যমন্ত্রী আরও বলেন যে, পাকিস্তানের ইতিহাসে এই ধরনের উচ্চ পর্যায়ের শিল্প সম্মেলন ইহাই সর্বপ্রথম। এই সম্মেলন মারফত আমরা শিল্পকে প্রাদেশিক সরকারের আওতায় আনার ওয়াদাকে সফল করিয়াছি।
জনাব মুজিবর রহমান আরও বলেন, শীঘ্রই প্রদেশের জন্য ত্রিশ সহস্র টন সিমেন্ট আসিয়া পৌঁছিবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩রা নভেম্বর ১৯৫৬

পিরোজপুরে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের বিপুল সম্বর্ধনা

পিরোজপুর, ১লা নভেম্বর। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, ক্যাপ্টেন মনসুর প্রমুখ নেতা অদ্য পিরোজপুর আসিয়া পৌঁছিলে উল্লসিত জনতা তাঁহাদিগকে বিপুল অভ্যর্থনা জানায়।
মওলানা ভাসানী পথিমধ্যে হঠাৎ অসুস্থ হইয়া পড়ায় তিনি পিরোজপুর আসিতে পারেন নাই। মওলানা সাহেব আসিতে না পারায় জনতা বিশেষ ক্ষুণ্ণ হইলেও শেখ মুজিবুর রহমান ও অন্যান্য নেতাকে নিজেদের মধ্যে পাইয়া তাহারা বিশেষ উল্লসিত হয়।
অদ্য এখানে প্রবল বৃষ্টিপাত হওয়া সত্তেও গ্রামবাসিগণ তাহাদের প্রিয় নেতাকে দেখার জন্য দলে দলে আসিয়া জমায়েত হয়। প্রবল বর্ষণকে উপেক্ষা করিয়া হাঁটু পানিতে দাঁড়াইয়া তাহারা শেখ মুজিবুর ও অন্যান্য নেতার আগমণ প্রতীক্ষা করিতে থাকে। নেতৃবৃন্দ আসিয়া পৌঁছিলে জনতার মন আনন্দে উদ্বেল হইয়া উঠে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই নভেম্বর ১৯৫৬

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগের জঘন্য মিথ্যা প্রচারণা
মানজারে আলমের সাম্প্রতিক বিবৃতির প্রতিবাদে শেখ মুজিবুর রহমান

পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী জনাব মানজারে আলম আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে করাচীতে যে মিথ্যা প্রচার চালান তাহার প্রতিবাদে পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী এবং পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর এক বিবৃতি প্রদান করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন ঃ পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগণকে খাদ্য দানের জন্য স্থাপিত লঙ্গরখানাসমূহ আওয়ামী লীগ কর্তৃক রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ব্যবহৃত হইতেছে এবং যাহারা যুক্ত নির্বাচনের বিরোধী তাহাদিগকে এই সকল লঙ্গরখানা হইতে খাদ্য দেওয়া হইতেছে না বলিয়া পাকিস্তান মুসলিম লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী জনাব মানজারে আলম কয়েক দিন পূর্বে করাচী প্রত্যাবর্তন করিয়া এক বিজ্ঞপ্তি প্রচার করিয়াছেন বলিয়া এক শ্রেণীর সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে তৎপ্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। বিদ্বেষপ্রসূত এই জাজ্বল্যমান মিথ্যা বিবৃতির প্রতিবাদ করার প্রয়োজন পূর্ব পাকিস্তানে নাই। কারণ এখানকার জনসাধারণ প্রকৃত অবস্থা সম্পূর্ণ অবহিত রহিয়াছে। কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষতি সাধনের উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগ যে মিথ্যা গুজব রটাইয়াছেন, তাহাতে পশ্চিম পাকিস্তানের অসতর্ক ও অনবহিত জনসাধারণের ভুলপথে পরিচালিত হইবার আশঙ্কা থাকায় ইহার প্রতিবাদ করা দরকার।

এই গুজব রটনাকারী নিশ্চয়ই বুঝিয়াছেন যে, ঢাকা অপেক্ষা করাচীর অধিকতর অনুকূল পরিবেশেই কেবল তিনি এই ধরনের সাফল্যবান মিথ্যা ও ক্ষতিকর বিবৃতি দিতে পারেন। কারণ তিনি ভাল করিয়াই জানেন যে, তিনি যদি পূর্ব পাকিস্তানের কোথাও এই ধরনের বিবৃতি দিতেন তাহা হইলে জনসাধারণই ইহার এমন জবাব দিত যাহাতে তিনি হতভম্ব হইয়া যাইতেন। আমাদের দেশের যে সকল লোক লঙ্গরখানার প্রকৃত কার্য পদ্ধতি ও উহার গঠন প্রণালী সম্পর্কে অবহিত নহেন, তাঁহাদের সুবিধার্থে আমি নিম্নে বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিতেছি ঃ-

(১) বর্তমানে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে প্রায় এক সহস্র লঙ্গরখানা পরিচালিত হইতেছে। সকল মত ও পথের অনুসারীদের সমন্বয়ে বর্তমান সরকার কর্তৃক পুনর্গঠিত খাদ্য ও সাহায্যদান কমিটি প্রত্যেক ইউনিয়নে সরকারী কর্মচারীদের তত্ত্বাবধানে এই সকল লঙ্গরখানা পরিচালন করিতেছে।

(২) সরকার প্রত্যহ প্রত্যেকটি লঙ্গরখানায় বিনামূল্যে দুই মন হইতে তদূর্ধ্বে চাউল সরবরাহ করিতেছেন।

(৩) স্থানীয়ভাবে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা উঠাইয়া লঙ্গরখানা পরিচালনের ব্যাপারে আকস্মিক ব্যয় নির্বাহ করা হয়।

(৪) যে সকল স্থানে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত চাঁদা পাওয়া যায় না সেই সকল স্থানে সরকার এই সকল আকস্মিক ব্যয় নির্বাহ করিয়া থাকেন। এই উদ্দেশ্যে সরকার এ পর্যন্ত ৮০ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছেন।

সুতরাং ইহা হইতে প্রমাণিত হইবে যে সরকার যখন চাউল সরবরাহ করিতেছেন তখন জনসাধারণ দলীয় ও রাজনৈতিক স্বার্থের কথা চিন্তা না করিয়া মানবতার সেবায় অনুপ্রাণিত হইয়া স্বেচ্ছায় লঙ্গরখানাগুলি পরিচালনা করিতেছে। এই সকল লঙ্গরখানা অফিসারদের দ্বারা পরিচালনের ইচ্ছা করা হইলেও তাহা সম্ভব হইত না। কারণ এত

বেশী সরকারী অফিসার পাওয়া যায় না। লঙ্গরখানায় খাদ্য বিতরণের ভার স্থানীয় কর্মীদের উপর ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এই সকল কর্মী রাজনৈতিক স্বার্থের উর্ধ্বে উঠিয়া স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হইয়া মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছে। এই সকল কর্মী গ্রহণের সময় কোন প্রকার রাজনৈতিক বিস্তার বিবেচনা করা হয় নাই।

সরকার খাদ্য ও সাহায্য কমিটিগুলির দ্বার সকল শ্রেণীর রাজনৈতিক মতাবলম্বীদের জন্য মুক্ত করিয়া দেওয়া সত্ত্বেও মুসলিম লীগগণ তাহাদের ঐতিহ্যে অটল থাকিয়া লঙ্গরখানা পরিচালনের ব্যাপারে এ-পর্যন্ত হীন ভূমিকাই গ্রহণ করিয়াছেন। একথা শুনিয়া জনসাধারণ দুঃখিত হইবেন যে, কতিপয় স্থানে মুসলিম লীগারগণ লঙ্গরখানা খোলার ঘোর বিরোধিতা করিয়া গৃহীত প্রস্তাবে এইরূপ অশ্রুতপূর্ব যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন যে, লঙ্গরখানা খোলা হইলে জনসাধারণ স্থানীয় পরিচ্ছন্নতা বিনষ্ট করিবে। ইহা অপেক্ষা অদ্ভুত যুক্তি আর কিছু হইতে পারে? যেখানে জনগণের জীবনমৃত্যুর প্রশ্ন, সেখানে কিছু সংখ্যক মুসলিম লীগার নিজেদের এলাকার পরিচ্ছন্নতা লইয়া উদ্বিগ্ন।

এক্ষণে জনাব মানজারে আলম যদি নিঃস্বার্থ স্বেচ্ছাসেবকদের মধ্যে তাঁহার দলীয় কোন লোক দেখিতে না পান, তাহা হইলে তাঁহাদের নিজেদিগকে অথবা নিজেদের দলকে দায়ী করা উচিত। এদৃশ্য দেখিয়া করুণার উদ্রেক হয় যে, জনগণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত মুসলিম লীগারগণ নিজেদের রাজনৈতিক আশা-আকাংখা পূরণের জন্য দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্য পীড়িত জনগণকে ব্যবহারের চেষ্টা করিতেছে। লঙ্গরখানায় যে সকল স্বেচ্ছাসেবক মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছেন তাহাদের সম্পর্কে জনাব মানজারে আলমের এই হীন মন্তব্য ঘৃণার সহিত বর্জন করা উচিত।"

Morning News
18th November 1956

MPA's Rejoinder to Mujib

(By A Staff Reporter)

Mr. M. A. Matin MPA in a statement last night said that the food situation in East Pakistan had not yet been tackled effectively as claimed by the Commerce and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman in a press interview in Karachi some days ago.

Reviewing the food situation in rural areas of the Province, the MPA said that newly harvested paddy was being sold these days at the rate of Rs. 25/26 per maund and the rice, Rs. 40/45 per maund. Along with if he added, said is selling at Rs. 1/8 per seer and in some cases the commodity was not available.

The MPA also requested the Government not to suppress the news of starvation deaths to avoid legitimate demand of the people of East Pakistan.

He said, I draw the attention of Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani in this regard as I am confident of his sympathy for the starving millions of East Pakistan.

আজাদ
২০শে নভেম্বর ১৯৫৬

বিভিন্ন প্রয়োজনীয় শিল্প প্রদেশের হাতে আসিয়াছে বলিয়া শেখ মুজিবরের উক্তি

(স্টাফ রিপোর্টার)

করাচীতে ৫ দিবসব্যাপী উচ্চ পর্য্যায়ের শিল্প সম্মেলন সমাপ্তির পর পি,আই, এ, বিমানযোগে গতকল্য (সোমবার) তেজগাঁও বিমানবন্দরে পৌঁছার পর পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম সচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, দেশরক্ষা সংক্রান্ত শিল্পসমূহ ছাড়া পাট, তুলা ও বস্ত্র শিল্পসহ সমস্ত প্রয়োজনীয় শিল্প আমরা প্রদেশের হাতে লইয়া আসিয়াছি।

জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, এখন হইতে প্রাদেশিক সরকার প্রদেশের শিল্পোন্নয়নের জন্য সর্ব্বশক্তি নিয়োগ করিবেন। সরকার শিল্পপতিদের সবসময় সাহায্য করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। তিনি বলেন যে, শীঘ্রই প্রদেশে ৩০ হাজার টন সিমেন্ট আসিয়া পৌঁছিবে। এই সিমেন্ট শিল্পপতিদের জন্য বরাদ্দ করা হইবে।

তিনি বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে অচিরেই আমদানী রফতানীর চীফ কন্ট্রোলার অফিস স্থাপন করা হইবে। ফলে এখানকার ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের লাইসেন্সের জন্য অর্থ ও শ্রম ব্যয় করিয়া করাচীতে যাইতে হইবেনা। আমাদের পূর্ব্ব পাকিস্তানের ছোট-খাট ব্যবসায়ীদের পক্ষে এত অর্থ ব্যয় করিয়া করাচী যাওয়া-আসা করা সাধ্যাতীত ছিল। সেই জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাসিন্দারা ব্যবসা-বাণিজ্যে তাহাদের ন্যায্য অংশ হইতে বঞ্চিত হইয়াছে।

শিল্প সচিব বলেন যে, শিল্পোন্নয়নের দিক দিয়া আমাদের পশ্চিম পাকিস্তানের সমকক্ষ হইতে আরও অন্ততঃ ২৫ বৎসর লাগিবে। এইভাবে পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বার্থ উপেক্ষিত হইবার জন্য মোসলেম লীগ সরকার ও যুক্তফ্রন্টই দায়ী। তখন শিল্পের ব্যাপারে প্রদেশের হাতে কোন ক্ষমতাই ছিল না। প্রাদেশিক সরকার সোপারেশ করিলে তাহা কেন্দ্রীয় সরকার গ্রাহ্যই করিতেন না। এখন আমরা শাসনতন্ত্র অনুযায়ী শিল্প সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে লইয়া আসিয়াছি। এই দাবী আদায় করিয়া আওয়ামী লীগ সরকার তাহাদের ওয়াদা পূরণ করিয়াছেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন। পূর্ব্ব-পাকিস্তানের জন্য পৃথক সরবরাহ ও উন্নয়ন বিভাগে ডিরেক্টর জেনারেলের অফিস স্থাপন করা হইবে বলিয়াও তিনি জানান।

অদ্য (মঙ্গলবার) বৈকাল সাড়ে ৩টায় শিল্প-সচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান কেবিনেট রুমে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তৃতা দিবেন। উহাতে তিনি সাম্প্রতিক করাচী সিদ্ধান্তের সমস্ত বিষয় বিশদভাবে বিশ্লেষণ করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে নভেম্বর ১৯৫৬

আওয়ামী লীগ ভাঙ্গনের প্রশ্নই ওঠে না ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর শেখ মুজিবের মন্তব্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনের পর পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (সোমবার) এক প্রশ্নের উত্তরে জানান, আওয়ামী লীগ পার্টির মধ্যে কোনরূপ ভাঙ্গনের প্রশ্নই উঠে না। কারণ, আওয়ামী লীগ অত্যন্ত সুসংগঠিত প্রতিষ্ঠান।

Morning News
20th November 1956

Mujib Expresses Satisfaction

The East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman, who arrived in Dacca yesterday afternoon from Karachi, expressed satisfaction at the outcome of the high level Industries Conference held in the Federal capital, reports APP.

The Minister, who led the provincial team to the conference told newsmen that his Party's promises of bringing industries under the provincial administration had met with success.

He said many decisions, taken at the conference, would be of great advantage to this province.

Mr. Rahman added, "For long nine years the people of East Pakistan have suffered so much so that they lost purchasing power, because the Central Government had failed to industrialize East Pakistan. The representatives of the Muslim League and the United Front had surrendered the demands of East Pakistan for their own interests.

"It requires 25 years for East Pakistan to be at par with West Pakistan so far as commerce industries are concerned", he said.

"This is the first time in the history of Pakistan that such a conference was held and our Party promised that if they came to power industry will definitely come to the hands of the Provincial Government. We are successful. We have got back many important subjects under the provincial administration."

Thirty thousand tons of cement would arrive at an early date, he disclosed.

Replying to a question, Mr. Rahman said there was "no chance of a rift in the Awami League Party," which, he added, was a disciplined organization. He declined to comment on Mr. Suhrawardy's directive to Mr. Usmani, Awami League Secretary, to resign.

আজাদ
২১শে নভেম্বর ১৯৫৬

আগামী জানুয়ারী মাসে শিল্প ও বাণিজ্য দফতর বিকেন্দ্রীকরণ সাংবাদিক সম্মেলনে শেখ মুজিবর রহমানের ঘোষণা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্য সচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, নুতন শাসনতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি শিল্প ও বাণিজ্য নীতি নির্দ্ধারণের জন্য করাচীতে যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায় সৃষ্টি করিবে।

তিনি আরও বলেন যে, আগামী জানুয়ারী মাস হইতে শিল্প, বাণিজ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি বিকেন্দ্রীয় করিয়া প্রাদেশিক সরকারের অধীনে দেওয়া হইবে এবং খুব শীঘ্রই পূর্ব্ব পাকিস্তানে সর্ব্ব ক্ষমতাসম্পন্ন একজন আমদানী-রফতানীর চীফ কন্ট্রোলার নিযুক্ত করা হইবে।

জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, মোট বৈদেশিক মুদ্রার শতকরা ৫০ ভাগ পূর্ব্ব পাকিস্তানকে দেওয়া হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় সরকার রাজী হইয়াছেন। তিনি আরও বলেন যে, অতি শীঘ্রই পূর্ব্ব পাকিস্তানে ৩০ হাজার টন সিমেন্ট আমদানী করা হইবে এবং এই সিমেন্টের মূল্য বর্ত্তমান মূল্য অপেক্ষা কিছু কম হইবে। তিনি আরও বলেন যে, এ পর্য্যন্ত পাকিস্তান যে সমস্ত বৈদেশিক সাহায্য লাভ করিয়াছে, তাহার ১০ ভাগেরও কম পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য নির্দিষ্ট করা হইয়াছে।

বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ

সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত প্রাদেশিক শিল্প সচিব জনাব মুজিবর রহমানের বক্তৃতার পূর্ণ বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ-

সত্য কথা বলিতে কি, গত ৯ বৎসরে শিল্প সম্পর্কিত সমস্ত কর্তৃত্ব ক্রমে ক্রমে প্রাদেশিক সরকারের হাত হইতে গ্রহণ করা হয়। যে সমস্ত কাজ ও দায়িত্ব তাহাদের করা উচিত ছিল প্রাদেশিক সরকার একে একে তাহা কেন্দ্রীয় সরকারের হস্তে সমর্পণ করেন। সর্বাপেক্ষা দুর্ভাগ্যের বিষয় হইতেছে ফেডারেল কন্ট্রোল অব ইন্ডাস্ট্রিজ আইন প্রণয়ন। ইহাতে শিল্প সম্পর্কিত ২৭টি বিষয়ের সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে তুলিয়া দেওয়া হয়। এই ২৭টি তালিকায় সমস্ত বিষয় অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

এমনকি শাসনতন্ত্র গৃহীত হওয়ার পরেও শিল্প সম্পর্কিত বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারই নিয়ন্ত্রণ করিতে থাকেন এবং শাসনতন্ত্রের শিল্প সম্পর্কিত বিরোধ এখনও কার্য্যকরী করা হয় নাই। অনুরূপভাবে ব্যবসা এবং বাণিজ্য ক্ষেত্রেও প্রাদেশিক সরকারের কার্য্য গত ১ বৎসরে শূন্যে আসিয়া দাঁড়ায় এবং এই প্রদেশের বাণিজ্য বিভাগ সম্পূর্ণরূপে অর্থহীন হইয়া দাঁড়ায়।

সুতরাং আমি অনতিবিলম্বে প্রাদেশিক সরকারকে তাহার কর্ত্তব্য যথাযথভাবে পালন করা উচিত বলিয়া বিবেচনা করি। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প সচিব পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিদের লইয়া একটি উচ্চ পর্য্যায়ের সম্মেলন আহ্বান করেন। এই কার্য্যের জন্য আমরা তাঁহার নিকট অত্যন্ত কৃতজ্ঞ। নয়া শাসনতন্ত্র অনুযায়ী প্রদেশসমূহকে যে ক্ষমতা ও অধিকার দেওয়া হইয়াছে তাহার সংজ্ঞা নিরূপণের ও কার্য্য পরিচালনার জন্য দেশ ও প্রদেশের স্বার্থের খাতিরে এইরূপ সম্মেলনের প্রয়োজন ছিল।

উভয় অংশের মধ্যে অর্থনৈতিক অসাম্য

গত ১ বৎসরে যে সমস্ত দুর্ভাগ্যজনক ও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটিয়াছে, আমি বর্ত্তমানে তাহার আর পুনরাবৃত্তি করিতে চাহি না, তবে একথা আমি উল্লেখ না করিয়া পারি না যে, কেন্দ্রের পূর্ব্বতন সরকারের গৃহীত নীতির ফলে উভয় অংশের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে অর্থনৈতিক অসাম্য দেখা দিয়াছে। যে ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তান দ্রুত উন্নতি করিয়া চলিয়াছে এবং শিল্পভিত্তিক অর্থনীতির ক্ষেত্রে পৌঁছিয়াছে তখন পূর্ব্ব পাকিস্তান শিল্পায়িতকরণের প্রথম পর্য্যায়েও পৌঁছায় নাই। এই প্রদেশে মূলধন বিনিয়োগ এখনও দানা বাধিয়া ওঠে নাই। তাহার কারণ এই যে, আমাদের লোকদের সম্পর্কে সর্ব্বদাই এই সুযোগ অস্বীকার করা হইয়াছে এবং ব্যবসা ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে তাহাদের অংশগ্রহণও নগণ্য। এখন আমরা অবশ্যই অনাগত ভবিষ্যতের দিকে আশা ও সাহস লইয়া অগ্রসর হইব এবং প্রদেশকে দ্রুত শিল্পায়িতকরণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের দ্বারা জনগণের অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করিব।

প্রাদেশিক শিল্প বিভাগ

আমি আপনাদের পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, শিল্প সম্পর্কে প্রাদেশিক সরকারের কার্যতঃ কোনই ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু বর্ত্তমানে করাচী সম্মেলনে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছে যে, দেশরক্ষা সম্পর্কিত শিল্প যাহা কেন্দ্রের বিষয়–লৌহ ও ইস্পাত, জাহাজ, এন্টিবায়টিক, সালফা ড্রাগস, যক্ষ্মা নিবারণী টিকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকিবে। ইহা

ছাড়া অস্ত্র-শস্ত্র, গোলা-বারুদ, বিস্ফোরক, আঞ্চলিক সমুদ্র এলাকার বাহিরে মৎস্য শিকার এবং কোন ফেডারেশন কিংবা কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত অথবা আংশিক মালিকানা বিশিষ্ট কোন শিল্প প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য সমস্ত শিল্পের দায়িত্ব প্রাদেশিক সরকারের দায়িত্বে আসিবে।

কেন্দ্রের বিষয়–খনিজ তৈল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে থাকিবে কিন্তু প্রাকৃতিক গ্যাসের উপর ভিত্তি করিয়া প্রতিষ্ঠিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রাদেশিক সরকারের হাতে থাকিবে।

তেজস্ক্রিয় খনিজসমূহ, অপরিশুদ্ধ লৌহ (হলুদ ও রেড অক্সাইড ব্যতীত) ছাড়া অন্যান্য খনিজ প্রাদেশিক সরকারের অধীনে আসিবে। কয়লা খনি সহ অন্যান্য বিষয় প্রদেশের হাতে থাকিবে এবং এইরূপ খনিজ উন্নয়নের দায়িত্বও প্রাদেশিক সরকারের হস্তে ন্যস্ত থাকিবে। কার্যতঃ প্রাদেশিক সরকার শিল্প ও বাণিজ্য সম্পর্কে সমস্ত কিছুই নিয়ন্ত্রণ করিবে। এই প্রদেশের জন্য পৃথক ইম্পোর্টস এবং এক্সপোর্টস কন্ট্রোলার ও পৃথক ডিরেক্টর জেনারেল হইবে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২১শে নভেম্বর ১৯৫৬

নির্লজ্জ বঞ্চনার ইতিহাস
শেখ মুজিবুর কর্তৃক লীগ 'যুক্তফ্রন্টের' কুকীর্তি বর্ণনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প দফতরের মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সেক্রেটারীয়েটে অনুষ্ঠিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গত ৯ বৎসর যাবৎ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক শিল্প ও বাণিজ্য ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চনার ইতিহাস বর্ণনা করেন।

এই বঞ্চনার নজির উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, গত ছয় মাসের শিপিং পিরিয়ডে একটি ক্ষেত্রে বিদেশ হইতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আমদানীকৃত ২ কোটি টাকার দ্রব্যাদিপূর্ণ জাহাজ চট্টগ্রামে পৌঁছানোর পর উক্ত জাহাজগুলিকে করাচীতে প্রেরণ করা হয়।

বাণিজ্যমন্ত্রী জানান যে, সম্প্রতি তাঁহার করাচী সফরকালে তিনি এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত আলোচনা করেন এবং দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী জানান। কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রী অবিলম্বে এই ব্যাপারে তদন্ত করার আশ্বাস প্রদান করিয়াছেন।

জনাব রহমান বলেন, ভবিষ্যতে এইরূপ ব্যাপার আর হইবে না এবং প্রয়োজন মত আইন করিয়া ইহা বন্ধ করা হইবে।

তিনি বলেন, গত নয় বৎসর যাবৎ প্রদেশের প্রাক্তন 'যুক্তফ্রন্ট' ও মুসলিম লীগ সরকার কেন্দ্রের নিকট প্রতিটি ব্যাপারে একটির পর একটি করিয়া পূর্ব্বঙ্গের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়াছে। ফলে প্রদেশ মোটেই শিল্পায়িত হয় নাই এবং প্রদেশবাসী তাহাদের খাদ্যদাবী হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। তিনি বলেন, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়টি কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে থাকার জন্য প্রদেশে নতুন শিল্প মোটেই গড়িয়া উঠে নাই। উপরন্তু যে সকল শিল্প রহিয়াছে, তাহার কাঁচামাল ও সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে না দেওয়ায় প্রদেশে শ্রমিক অসন্তোষ বিরাজ করিতেছিল। প্রাদেশিক সরকারের বাণিজ্য দফতরটি কেবল নামেমাত্র রাখা হইয়াছে। পূর্ববঙ্গ বিদেশ হইতে প্রাপ্ত সাহায্যের শতকরা ১০ ভাগের বেশী লাভ করে নাই এবং

বৈদেশিক মুদ্রা বণ্টনের ব্যাপারে এই প্রদেশকে চরমভাবে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তিনি বলেন, এই সকল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়টি প্রদেশের আওতাধীনে আনার জন্য সাফল্যজনক প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারও বর্তমানে পূর্ববঙ্গের অবস্থা সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিয়া এইসব দাবী মানিয়া লইয়াছেন। জনাব রহমান আরও বলেন, অতঃপর বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয়ের জন্য একটি বাজেট প্রণয়ন করা হইবে এবং এই বাজেট মোতাবেক বৈদেশিক মুদ্রা প্রদেশের মধ্যে বণ্টন করা হইবে। সুতরাং প্রদেশকে ত্বরিতভাবে শিল্পায়িত করার সকল ব্যবস্থাই করা হইয়াছে।

PAKISTAN OBSERVER
21st November 1956

Karachi Industrial Confce Decisions 'Momentous' A Big Step Towards East Wing's Progress, Says Sk. Mujib

(BY A STAFF CORRESPONDENT)

Addressing a Press conference here yesterday, East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman described the decisions taken at the Karachi high-level Industries conference as "momentous" and a big step forward towards East Pakistan's progress and development.

The Minister, then, announced that the decisions reached at the conference in Karachi would come into force from January 1, 1957, after necessary legislations had been enacted.

It has been also decided, the Minister disclosed, that another conference would soon be held, at the ministerial level, of representatives of the two wings and the Centre to discuss the allocation of foreign exchange and foreign aid, between the two wings of the country.

It is on the subject of foreign exchange that a number of questions were put to the Minister who parried most of them, on the ground that the subject could not be fully dealt with until the proposed conference is held.

The Minister however disclosed that the East Pakistan Government would demand 50 percent share of Pakistan's total earning of foreign exchange, after necessary allocation has been made for defence. "We want foreign exchange. Without it, taken Industries in our hand is valueless," he added. The position was more or less the same with regard to foreign aid that comes into Pakistan. In the past, East Pakistan has not been getting more than 10 percent as her share of foreign aid the Minister told the Press conference.

THE LAST 9 YEARS

In the course of a prepared hand out which was read out at the Press conference, Sheikh Mujibur Rahman began by discussing at length the functions of the Provincial Government, under the Muslim League regime, with regard to trade and commerce "During the last nine years, the policy pursued by the previous government had

created a situation in which the Commerce Department had become a cipher and its existence a complete misnomer."

The Commerce Minster said, "The Provincial Government surrendered one by one the functions and responsibilities which should have appertained to them. The culminating point was the enactment of the Federal Control of Industies Act which invested the Central Government with all powers and functions in regard to 27 industries. This list of 27 industries included almost everything."

Even after the passage of the new constitution, the Minister said, the control of the Central Government continued and the provisions of the constitutions relating to industries had not yet been implemented.

It was with a view to enabling the Provincial Government to discharge their responsibilities and functions effectively that the Central Government convened this high level conference to define powers and functions as provided in the constitutions as provided in the constitutions, the Minister said.

The Commerce Minister, then, reviewed the results of the conference which was attended by a team from East Pakistan, led by himself.

Among other things, the conference decided that Industries connected with Defence shall be confined in the making of Iron and Steel, ships and anti-biotics, sulpha drugs and anti-T.B. vaccines.

Besides this and the manufacture of Arms and Ammunition and Explosive, fishing outside territorial waters and the Industrial units owned wholly or partially by the Federation or by a Corporation set up by the Federation, all other Industries shall be the responsibilities of the Provincial Governments, the Minister stated.

"In regard to minerals excluding radioactive minerals and iron ores other than yellow and red oxides they shall come within the purview of the provincial Governments Coal mining is included in the provincial sphere. The regulation of mines and the development of all such minerals will also be under the control of the Provincial Government and with regard to licensing the Provincial Governments' recommendations will be final within the bulk of ceilings allocated to the province. There will be a separate controller of Imports and Exports in this province. The Director General of Supply and Development, which will have a separate Director General for this wing, will now confine their activities to external procurement involving foreign exchange only. All the internal procurement shall be made by the provincial Government. A small industrial corporation will also be set up for which the Central Government have placed rupees ten lakhs at the disposal of the Provincial Government."

The Minister said the PIDC would have an effective projection in this wing and the extent and the scope of its undertakings in this province should be widened in the light of the development project.

The internal supply and distribution of coal, coke cement, iron and steel would under the new arrangement be entirely with the Provincial Government, he added.

The allocation of shipping space between East and West Pakistan should be made by a high-powered committee in which the provincial Governments should be represented into force from January 1, 1957, after the Minister said.
The Minister disclosed that a scheme would be introduced to register Pan dealers and only those registered with the Provincial Government would be allowed to export Pan.
Sheikh Mujibur Rahman ended his statement by paying compliments to the Central Commerce and Industries Minister and his colleague from West Pakistan for understanding and sympathy they showed in assessing the needs and requirements of East Pakistan.

Morning News
21st November 1956

Mujib's Rejoinder to Manzar

East Pakistan Commerce and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman, who is also the General Secretary of East Pakistan Awami League has issued the following statement on Monday:
"My attention has been drawn to a news item published by a section of the Press that Mr. Manazar-e-Alam. Joint Secretary of the Pakistan Muslim League on his return to Karachi, a few days ago had circulated a hand-out alleging that gruel kitchens set up to feed the famine-stricken people in East Pakistan were being utilized for securing political advantages by the Awami League and that those opposed to joint electorates are refused food served from these gruel kitchens.
"This is a palpably untrue statement, malaciously made hardly deserve any repudiation here the East Pakistan, because the people are ruby aware of the actual state on affairs. But it calls for a public refusal since there is a danger of the unwary and uninformed public in the western wing being misled into behaving this canard put forward by this Muslim League functionary calculated to create political mischief.
"The author himself must have realized that he should make such a fancy, down-right mischievous statement in a more remote and hospitable atmosphere in Karachi rather than in Dacca for he knows it very well that if he had made such a statement anywhere in East Pakistan people's wrath would have welled up so much that it would have overwhelmed him."
"For the benefit of those of our compatriots, who are not conversant with the constitution and actual working of the gruel kitchens. I am briefly giving the following details:
(i) There are about 1,000 gruel kitchens now being operated in various places in East Pakistan. In every union the local Food and Relief Committee which has been reconstituted by the present Government to make it broad-based reflecting all sections of opinion is operating the gruel kitchens under the overall supervision of Government officials.

(ii) Government is supplying free rice to every gruel kitchen from two maunds, upward daily.
(iii) Incidental expenses for running the gruel kitechens are met by raising voluntary subscriptions locally.
(iv) Government meet such contingencies where voluntary subscriptions are not forthcoming. So far Government have sanctioned Rs. 80,000 for this purpose.
It will, therefore, be seen that while these gruel kitchens are supplied by the Governments these are run purely on voluntary service given on social and humanitarian consideration without any party or political consideration. Even if it desired to run these gruel kitchens by officials it would have been impossible to do so because so many Government servants are not available. The distribution of food in the gruel kitchens is left with the local workers who volunteer their services on social and humanitarian considerations and not for grinding political axes. No political consideration is shown in accepting the services of these volunteers.

দৈনিক ইত্তেফাক
২৪শে নভেম্বর ১৯৫৬

আওয়ামী লীগ বিভেদ সম্পর্কে স্বার্থান্বেষী মহলের জঘন্য প্রচার প্রতিষ্ঠানের নিরঙ্কুশ অখণ্ডতা সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমানের দৃপ্ত ঘোষণা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন যে, কতিপয় স্বার্থন্বেষী মহল আওয়ামী লীগের মধ্যে পাকিস্তানের বর্তমান পররাষ্ট্র নীতি লইয়া বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া যে প্রচার কার্য্য চালাইয়াছে, তাহা সর্বৈব মিথ্যা এবং বিদ্বেষপ্রসূত। পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল, ওয়ার্কিং কমিটি ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত তিনি আওয়ামী লীগ সদস্যগণকে পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বিবৃতি দান না-করার অনুরোধ জানান।
বিবৃতিতে তিনি বলেন, "ইহা বড়ই দুঃখের বিষয় যে, আওয়ামী লীগের কতিপয় সদস্য পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি সম্পর্কে বিবৃতি ও পাল্টা বিবৃতি দিতেছেন। ইহাতে জনসাধারণ-বিশেষ করিয়া আওয়ামী লীগ মহলে বিভ্রান্তি ও ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হইয়াছে।"
"নিশ্চয় সকলে অবগত আছেন যে, শীঘ্রই পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিল ওয়ার্কিং কমিটি ও আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। এই বৈঠকে বিষয়টি সম্পর্কে গভীরভাবে আলোচনার পর সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। খাদ্য-সমস্যা সমাধান ও আসন্ন উপ-নির্বাচনের ব্যাপারে আমরা ব্যস্ত থাকায় বৈঠকটি পূর্বে অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই।"
"সুতরাং, আমি আমাদের প্রতিষ্ঠানের সদস্যগণকে এ ব্যাপারে আর বিবৃতি প্রচার না করার অনুরোধ জানাইতেছি।
"আমি পরিষ্কার করিয়া বলিতে চাই যে, বিভিন্ন পত্রিকায় এ-সম্পর্কে যে মত প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আমাদের প্রতিষ্ঠানের মত নহে।"
"পাকিস্তানের বর্তমান পররাষ্ট্র নীতি লইয়া আওয়ামী লীগের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া কতিপয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল যে বিদ্বেষপূর্ণ ও হীন প্রচারকার্য

চালাইতেছে তদৃষ্টে আমি বিস্মিত হইয়াছি। কিন্তু আমি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিতে চাই যে, এই প্রচারের ন্যায় অদ্ভুত ও কল্পনাপ্রসূত আর কিছুই নাই। একটি জঘন্য মিথ্যা।"
"আওয়ামী লীগের মধ্যে কোন বিভেদ ছিল না, এখনও নাই এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না। কারণ, আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা সুশৃঙ্খলাবদ্ধ প্রতিষ্ঠান।"
প্রাদেশিক শিল্প সচিব শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) রাত্রিতে সিলেট যাত্রা করেন। সেখান হইতে ২৫শে নভেম্বর তিনি কসবা যাত্রা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

জনাব জহিরউদ্দীন ও শেখ মুজিবরের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

পাকিস্তানের শিক্ষা মন্ত্রী জনাব জহীরউদ্দীন ও প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (সোমবার) নির্বাচনী সফরের পর ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। জনাব জহীরউদ্দীন আগামীকল্য (বুধবার) করাচী প্রত্যাবর্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৬

শেখ মুজিবরের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (সোমবার) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে সাম্প্রতিক উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়কে 'পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের বিজয়' বলিয়া অভিহিত করেন। তিনি আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার জন্য জনসাধারণকে ধন্যবাদ জানান এবং আওয়ামী লীগ কর্মীদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।
আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী বলেন, এক্ষণে পশ্চিম পাকিস্তানী জনগণ বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যুক্ত নির্বাচনের পক্ষপাতী। কারণ রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন জনসাধারণ এই রায় দিয়াছে।
তিনি বলেন, উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগের জয়লাভ জনসাধারণেরই জয়লাভ। প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিবর্গ অজস্র অর্থ ব্যয় এবং ধর্মের নামে সরলমনা জনসাধারণকে প্রতারিত করার কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও তাহাদের উপযুক্ত প্রাপ্য পাইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানীরা কে তাহাদের সত্যিকার বন্ধু, তাহারা তাহা ভালো করিয়াই জানে এবং সেই জন্য তাহারা তাহাদের ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার করিয়াছে।
আমি প্রতিষ্ঠানের এবং নিজের তরফ হইতে জনসাধারণকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। আদর্শের জন্য সংগ্রামী আওয়ামী লীগ কর্মীদেরও আমি অভিনন্দন জানাইতেছি।
জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, প্রতিক্রিয়াশীলরা আশা করি বুঝতে পারিবেন যে, তাঁহাদের শোষণের দিন শেষ হইয়াছে।
তিনি আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানী জনসাধারণ এক্ষণে বুঝিতে পারিবেন যে, পূর্ব পাকিস্তানী জনসাধারণ যুক্তনির্বাচনের সমর্থক। কারণ, এই উপনির্বাচনে রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন মানুষের সুস্পষ্ট রায় ঘোষিত হইয়াছে।
তিনি বলেন, পাকিস্তানের জনসাধারণ মুসলিম লীগের গত ৮ বৎসরে কীর্তিকলাপ ভুলিয়া যায় নাই। তাহারা জানে যে, কেন্দ্রে এবং প্রদেশে মুসলিম লীগ শাসন অর্থনীতি, সংস্কৃতি এবং সামাজিকতা সবদিক দিয়া জনসাধারণের সর্বনাশ সাধন

করিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তাহারা পাকিস্তানের মর্যাদা বিনষ্ট করিয়াছে।
জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, তথাকথিত যুক্তফ্রন্ট পার্টির কথা বলিয়া লাভ নাই। কারণ, এক্ষণে আর "যুক্তফ্রন্ট" বলিয়া কোন পার্টির অস্তিত্ব নাই।
উপসংহারে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী বলেন, আমি জনসাধারণকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারি যে, আওয়ামী লীগ পার্টি সম্পূর্ণ আন্তরিকতা এবং সততার সহিত জনসাধারণের সেবা করিয়া যাইবে।
আমরা আমাদের প্রতিশ্রুতি পালনে অসমর্থ হইলে এবং জনসাধারণের আস্থা হারাইতেছি বুঝিলে কোন প্রকার ইতস্ততঃ না করিয়া আমরা গদি ছাড়িয়া দিব। আন্তরিকতা এবং সততার সহিত কাজ করিলে আল্লাহ আমাদের সহায় হইবেন।

PAKISTAN OBSERVER
22nd December1956

MUJIB DENIES M.L. ALLEGATIONS

East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister Sheikh Mujibur Rahman, who is also the cretary of the Provincial Awami League, held out a challenge last night to Maulvi Tamizuddin Khan, East Pakistan Muslim League President, to contest personally any bye election on any issue.
In a rejoinder to the League President's recent statement on the results of the bye-elections alleging "unfairness" in the election Sheikh Mujib emphatically denied any kind of unfairness whatsoever. He added the bye-elections were held under strict orderliness and there was no evidence of any case of "corruption or intimidation" of Muslim League workers.-APP

Morning News
22nd December 1956

Mujib's Rejoinder to Tamizuddin

East Pakistan Commerce and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman, who is also the Secretary Provincial Awami League held out a challenge last night to Maulavi Tamizuddin Khan, East Pakistan Muslim League President to contest personally any by-election on any issue, reports APP.
In a rejoinder to the League President's recent statement on the results of the by-elections, alleging unfairness in the elections, Sheikh Mujibur emphatically denied any added the by-elections were held under strict orderliness and there was no evidence of any case of 'corruption or intimidation' of Muslim League workers.
The Awami League Secretary said that the Muslim League held the reigns of power for nine years and "ruined the country by their "misrule and nepotism" and added that Muslim Leaguers, were again out "to exploit the people for their own benefit and advantage."

He cautioned the people of the province to be on the alert about their "new maneuverings and intrigues" to mislead the masses struggling to maintain the democratic institutions and moral values. Mr. Mujibur Rahman recalled that during last general elections." the Muslim League Government arrested over 1 (200 workers of opposition parties and the use of the Safety Act was made to the maximum for political purposes." As against this, he said, the people enjoyed complete freedom of speech during the by-elections and there was no Safety Act hanging over their heads. Nor was a single worker of any political party arrested. In fact no fairer election would have been possible, he asserted.

He added, "It is to justify their second consecutive defeat at the hands of the people that these allegations have been concocted. In fact, taking undue advantage of our toleration and the freedom given by the present Government, the Muslim League resorted to every conceivable device to rouse the communal passions of the people and launched a highly mischievous campaign of personal attacks against the Awami League and its leaders."

"The people of East Pakistan are politically conscious and they will not allow Muslim Leaguers to come to forefront politically in the province" the General Secretary concluded.

PAKISTAN OBSERVER
25th December 1956

SK. MUJIB TAKEN ILL

Sheikh Mujibur Rahman, East Pakistan Minister for Commerce, was suddenly taken ill yesterday.

The doctors have advised him complete rest and also not to receive any visitor till he recovers.-APP.

১৯৫৭

দৈনিক ইত্তেফাক
২রা জানুয়ারি ১৯৫৭

আঃলীগ কাউন্সিল অধিবেশন
৭ই ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে অনুষ্ঠানের আয়োজন

আগামী ৭ই ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের দুই দিবস ব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হইবে।
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী কাউন্সিল অধিবেশন সভাপতিত্ব করিবেন।
প্রতিষ্ঠানের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ করেন এবং সদস্যদের অনুরোধ করেন যে, তাঁহাদের প্রস্তাবসমূহ যেন ৭ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে তাঁহার নিকট প্রেরণ করা হয়। -এ পি পি।

Morning News
4th January1957

3-Day Baby Show in Dacca From Today
Ata & Mujib's Messages

East Pakistan Chief Minister Mr. Ataur Rahman Khan in a message to the forthcoming Baby Show said, "The state of our children population is deplorable and no serious efforts have so far been taken to improve their lot", reports APP.
The three-day baby show will begin in Dacca from January 4.
The Chief Minister added: "The future prosperity of a country depends on its younger generation and I am very happy that mothers have come forward to do their duty by the children".
The Chief Minister said that the responsibility of moulding a child's mind depended with the mother and added it was highly encouraging that the Baby Show was being organised under the auspices of the Child Welfare Committee. He also welcomed the efforts of the mothers and wished the function all success.

দৈনিক ইত্তেফাক
১৩ই জানুয়ারি ১৯৫৭

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সন্দেহ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির দুষ্ট প্রয়াস
স্বার্থান্বেষী মহলের হীন প্রচারণার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবুরের হুঁশিয়ারী

(স্টাফ রিপোর্টার)
গতকল্য (শনিবার)–পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম সচিব শেখ মুজিবুর রহমান এক বিবৃতি দান প্রসঙ্গে বলেন যে, পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এক শ্রেণীর স্বার্থান্বেষী মহল ব্যাপক ও ক্ষতিকর প্রচারণা চালাইতেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মধ্যে অনৈক্যের বীজ উপ্ত করা ইহাদের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।
শেখ মুজিবুর রহমান মিথ্যার বেসাতিকারী এই মহলের মুখোশ উন্মোচন করিয়া বলেন যে, তাহাদের উদ্দেশ্য নিশ্চিত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইবে।

বিবৃতিতে তিনি বলেনঃ "পূর্ব পাকিস্তান এবং বিশেষ করিয়া বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে যে ধরনের প্রচার কার্য চালান হইতেছে, তদৃষ্টে আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছি।
কিন্তু যে পটভূমিকায় এই ধরনের প্রচার অভিযান চালান হয়, তাহাতে এবং এই প্রচার কার্যের ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা বিবেচনা করিলে উহার মত অদ্ভুত আর কিছুই নাই বলিতে হয়।
"বিগত নভেম্বর মাসে কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য দফতরের উদ্যোগে করাচীতে কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের মিলিত সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তাহাকে কেন্দ্র করিয়া একদফা প্রচারকার্য শুরু হয়। এই সিদ্ধান্তের গুরুত্ব হ্রাসের অসৎ উদ্দেশ্য লইয়া প্রচার করা হয় যে, উক্ত সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হইবে না। প্রত্যেক দেশপ্রেমিক পাকিস্তানীর চোখে স্বার্থান্বেষী দলগুলির এই প্রচার কার্যের উদ্দেশ্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একদিকে কেন্দ্রীয় সরকার ও পূর্ব পাকিস্তান সরকারের মধ্যে অনৈক্যের বীজ রোপণ এবং অপর দিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অবিশ্বাস সৃষ্টি করাই হইতেছে ইহার মূল উদ্দেশ্য। মিথ্যার বেসাতিকারী এই সকল প্রতিষ্ঠানের কর্ণধারগণ নয়া শাসনতন্ত্রের বিধানসমূহ এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে ন্যায়সঙ্গত সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়াছেন।
"প্রচার অভিযানের অপর দিক হইতেছে এই যে, পূর্ব পাকিস্তানে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্পের মত এক শ্রেণীর লোকের ধর্মীয় নেতা তাঁহার শিষ্য সাগরেদদিগকে পূর্ব পাকিস্তানে অর্থ বিনিয়োগ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। "জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া যে সকল লোক এখানে শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবসায়-বাণিজ্য ও শিল্প পরিচালনা করিতেছেন, তাঁহাদের মনে অনিশ্চয়তা সৃষ্টি করাই হইতেছে এই স্বার্থান্বেষী মহলের উস্কানিজাত প্রচারকার্যের উদ্দেশ্য।"
"এই প্রচার অভিযানের তৃতীয় পর্যায় ক্ষতিকর প্রচারণার পূর্ববর্তী রেকর্ড ভঙ্গ করিয়াছে। ইহাতে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে ক্রমবর্ধমান ব্যাপক শ্রমিক সঙ্কটের ফলে শিল্পপতিগণ এই প্রদেশে তাঁহাদের অর্থ বিনিয়োগ সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করিতেছেন।"
"অন্যান্য কাল্পনিক প্রচারণার সাথে সাথে ইহাও বলা হইয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তানে অফিস রহিয়াছে-এইরূপ বহু সংখ্যক কারখানার ম্যানেজারদিগকে তাঁহাদের মালিকগণ দেশের এই অংশে আপাততঃ নূতন করিয়া মূলধন নিয়োগ না করার নির্দেশ দিয়াছেন। আমি এই সুযোগে বলিতে চাই যে, পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের ব্যাপারে আজ যেরূপ পরিবেশ বিদ্যমান, তদপেক্ষা শান্তিপূর্ণ পরিবেশ আর কখনই ছিল না। কয়েকটি স্থানে শ্রমিক এবং মালিক পক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা দিয়াছিল একথা সত্য; কিন্তু শান্তিপূর্ণ উপায়ে সকল বিরোধের মীমাংসা করা হইয়াছে।"
"শিল্প সম্পর্কিত বিষয় এবং শ্রমিক সংক্রান্ত ব্যাপারে সরকার সর্বদাই সজাগ দৃষ্টি রাখিতেছেন। সুতরাং কোন শিল্প এলাকায় যদি সামান্যতম গোলযোগ দেখা দেয়, তাহা হইলে এত আতঙ্কিত হইবার কারণ কি! পাশ্চাত্যের সর্বাপেক্ষা বিত্তশালী দেশেও শ্রমিকগণ সময় সময় অধিক বেতন ও সুযোগ-সুবিধা দাবী করিয়া থাকে। আমাদের দেশে শ্রমিকগণ মালিকদের নিকট হইতে ন্যায্য পাওনা লাভ করুক, ইহাই আমরা কামনা করি এবং আমার বিশ্বাস, মালিকগণ শ্রমিকদিগকে সন্তুষ্ট রাখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন।"
"এই প্রসঙ্গে এ সত্য আমার স্বীকার করা উচিত যে, কয়েকদিন পূর্বে আমার করাচী সফরের সময় কতিপয় শিল্পপতি এই প্রদেশে শিল্পোন্নয়নের ব্যাপারে সহযোগিতার প্রস্তাব লইয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করেন। সম্ভবতঃ ইহাতে এবং পূর্ব পাকিস্তানের

অন্যান্য স্থানে শিল্পপতিগণ অধিক উৎসাহ প্রদর্শন করায় যাহারা পূর্ব পাকিস্তানকে অধিকতর সুখী ও সমৃদ্ধিশালী দেখিতে চাহেন না, তাহারা হতাশ হইয়া এই আক্রমণাত্মক প্রচারণার আশ্রয় লইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাহাদের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইবে।"

"বর্তমান সরকার পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতিত জনসাধারণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও খাদ্যের সংস্থান করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, আমাদের অধিকতর ভাগ্যবান ভ্রাতাগণ যেখানেই থাকুন না কেন তাহারা আমাদের দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের সংগ্রামকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য তাহাদের অর্থ ও কারিগরি অভিজ্ঞতা লইয়া সাহায্য করিতে অগ্রসর হইবেন।"

সংবাদ
১৩ই জানুয়ারি ১৯৫৭

প্রাদেশিক সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারে তীব্র নিন্দা
শেখ মুজিবরের বিবৃতি, প্রচারণার উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে বলিয়া ঘোষণা

সম্প্রতি পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিরুদ্ধে, বিশেষ করিয়া প্রদেশের বর্তমান সরকারের বিরুদ্ধে সম্প্রতি যে এক ধরনের অপপ্রচার শুরু হইয়াছে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শনিবার) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে উহার তীব্র নিন্দা করেন।

এ, পি, পির খবরে প্রকাশ, বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, এই প্রচারণার উদ্দেশ্য হইল একদিকে পাকিস্তান সরকার ও পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করা এবং অপর দিকে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে অবিশ্বাসের সৃষ্টি করা।

তিনি ইহাকে স্বার্থসংশ্লিষ্ট মহলের অসদুদ্দেশে প্রণোদিত প্রচারণা বলিয়া অভিহিত করেন এবং বলেন যে, জনসাধারণকে বিশেষ করিয়া ব্যবসা ও শিল্পে নিয়োজিত থাকিয়া যাহারা জীবিকা অর্জন করিতেছে তাহাদিগকে ধোঁকা দেওয়ার উদ্দেশ্যে এইরূপ প্রচারণা চালান হইতেছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন ঃ গত নবেম্বর মাসে করাচীতে কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প দফতরের উদ্যোগে কেন্দ্রীয় সরকার এবং প্রাদেশিক সরকারদ্বয়ের প্রতিনিধিগণের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তৎসম্পর্কে প্রচার করা হয় যে, কেন্দ্রীয় সরকার এই সম্মেলনের সিদ্ধান্তসমূহে অনুমোদন করিবেন না। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করা এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে বিদ্বেষের সৃষ্টি করাই যে এইরূপ প্রতারণার উদ্দেশ্য, তাহা সুস্পষ্ট। কিন্তু পাকিস্তানের নয়া শাসনতন্ত্রে শিল্প-বাণিজ্যের ব্যাপারে কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যে ক্ষমতার পূর্ণবণ্টন ও সমন্বয় সাধনের যে বিধান রহিয়াছে মিথ্যার বেসাতিকারীরা তাহা খেয়ালই করে নাই।

পূর্ব্ব পাকিস্তানে ব্যবসা-বাণিজ্যরত একটি সম্প্রদায়ের ধর্ম্মীয় গুরু তাহাদিগকে এই প্রদেশে পুঁজি বিনিয়োগ করিতে বারণ করা হইয়াছে বলিয়া প্রচার করা হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানে বর্তমান শ্রমিক অসন্তোষের ফলে এই প্রদেশে শিল্পপতিগণ পুঁজি বিনিয়োগে পুনর্বিবেচনা করিতেছেন বলিয়া আরেকটি খবর মিথ্যা প্রচার করা হয়।এমন কি কতগুলি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের পূর্ব্ব পাকিস্তানের অফিসের কনস্ট্রাকসন ব্যবসার মালিকগণের কাছ হইতে এখানে আর পুঁজি নিয়োগ না করার নির্দ্দেশ পাঠাইবেন বলিয়াও প্রচার করা হয়।

এই সকল মিথ্যা প্রচারের প্রতিবাদ করিয়া শেখ মজিবুর বলেন যে,বর্তমানে এই প্রদেশে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের মধ্যে শিল্পোন্নয়নের কাজ চলিতেছে অবশ্য কোন কোন স্থানে শ্রমিক ও মালিকদের সামান্য বিরোধ ঘটিয়াছে। তবে সেগুলির আপোষ নিষ্পত্তিও হইয়া গিয়াছে। শ্রমিক মালিকের মধ্যে সম্পর্কের ব্যাপারে সরকার সর্ব্বদাই সজাগ রহিয়াছেন। শ্রমিকরা মালিকদের নিকট ন্যায্য ব্যবহার পায় ইহাই সরকারের কাম্য। তাছাড়া মালিকরাও শ্রমিকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিতে আগ্রহশীল।

শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, কয়েকদিন পূর্ব্বে তিনি যখন করাচীতে গিয়াছিলেন তখন কিছু সংখ্যক শিল্পপতি পূর্ব্ব পাকিস্তানে পুঁজি নিয়োগের আগ্রহ প্রকাশ করেন। সুতরাং মিথ্যা প্রচারণার উদ্দেশ্য সফল হইবে না। বর্তমান সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানের মজলুম জনসাধারণের জন্য খাদ্য শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের সংস্থান করিতে ওয়াদাবদ্ধ। এই প্রদেশের আর্থিক উন্নয়নে পাকিস্তানের সকল অংশের বিত্তশালী ব্যক্তিরা আগাইয়া আসিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন।

Morning News
13th January1957

Labour Trouble
Climate Never More Peaceful- Mujib

(By A Staff Reporter)

Sheikh Mujibur Rahman, Minister for commerce, Labour and Industries, Government of East Pakistan, in a statement issued in Dacca yesterday said that the climate for peaceful development of this province had never been more peaceful than it was at present. He said that there had been "some industrial disputes between the labour and the management in some places but all these disputes have been amicably settled and Government is ever vigilant on the industrial secne and in matters of labour relations."

Sheikh Mujibur Rahman said, "Even in the richest of rich Western countries the labour periodically asks for higher wages and more amenities. In our case, we want the labour to get a fair deal from the employers and I dare say that the employers themselves feel the supreme need- for keeping a contented labour."

The Minister said that the report of widespread labour trouble in East Pakistan was "mischievous propaganda."

Sheikh Mujibur Rahman said that during his last visit to Karachi a few days ago a number of industrialists had offered their services for the industrial development of this wing "Perhaps discouraged by this trend and the great interest evinced by industrialists elsewhere in East Pakistan," the Minster said, "Those forces of darkness, doom and fear which do not like the prospect of a better and more prosperous East Pakistan have mounted this propaganda offensive. I am sure they will fail in their objective."

সংবাদ
১৪ই জানুয়ারি ১৯৫৭

শেখ মুজিবের নয়া দিল্লী যাত্রা

পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান বিমান যোগে অদ্য (সোমবার) কলিকাতার পথে দিল্লী রওয়ানা হইবেন। আগামী ১৬ই জানুয়ারি হইতে নয়াদিল্লীতে পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পর্কে আলোচনা শুরু হইবে। তিনি তাহাতে পাকিস্তান প্রতিনিধিদলের সদস্যরূপে যোগদান করিবেন।
তিনি সম্ভবতঃ আগামী ২৪শে জানুয়ারী ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই জানুয়ারি ১৯৫৭

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন সম্পর্কে শেখ মুজিবুর রহমান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন সম্পর্কে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন ঃ কতিপয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরি কার্য সম্পাদনের জন্য আগামী ৭ই এবং ৮ই ফেব্রুয়ারি কাগমারীতে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে যাইতেছে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবেন।
প্রধানমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দী প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থাকিবেন।
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সদস্যবর্গকে তাঁহাদের কোন প্রস্তাব পেশ করার থাকিলে ১৯৫৭ সালের ৩১শে জানুয়ারি কিংবা তৎপূর্বে জেনারেল সেক্রেটারীর নিকট উহা পেশ করিতে হইবে। ৩১শে জানুয়ারির পর কেন্দ্রীয় অফিস কাউন্সিল সদস্যদের কোন প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন না।
আওয়ামী লীগ যাহাতে কাগমারীতে কাউন্সিলারদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করিতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন জেলার আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট এবং সেক্রেটারীগণকে তাঁহাদের জেলা হইতে যেসব কাউন্সিল সদস্য আসন্ন কাগমারী সম্মেলনে যোগদান করিবেন, তাঁহাদের নাম কেন্দ্রীয় অফিসে জানাইতে অনুরোধ করা যাইতেছে। কাউন্সিলারগণকে তাহাদের স্ব স্ব বিছানাপত্র সঙ্গে লইয়া আসিতে হইবে।
অধিবেশনের কার্যসূচী
৭ই ফেব্রুয়ারি ঃ
মওলানা ভাসানী কর্তৃক প্রেসিডেন্টের ভাষণদান।
জেনারেল সেক্রেটারীর রিপোর্ট।
প্রধানমন্ত্রী জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা।
মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের বক্তৃতা।
জেলা আওয়ামী লীগ ইউনিট সেক্রেটারীদের রিপোর্ট পেশ।
৮ই ফেব্রুয়ারিঃ
গত কাউন্সিল অধিবেশনের কার্যবিবরণী অনুমোদন।
কর্মকর্তা উপনির্বাচন। (ক) তিনজন ভাইস প্রেসিডেন্ট। (খ) জেনারেল সেক্রেটারী।
প্রস্তাবাবলী।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই জানুয়ারি ১৯৫৭

বাণিজ্য সম্মেলনে যোগদানের জন্য শেখ মুজিবের ঢাকা ত্যাগ

(স্টাফ রিপোর্টার)
আসন্ন পাক-ভারত বাণিজ্য আলোচনায় যোগদানের জন্য প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (সোমবার) বিমানযোগে নয়াদিল্লী রওয়ানা হইয়াছেন। প্রাদেশিক বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প দফতরের সেক্রেটারী জনাব ডব্লিউ, বি, কাদ্‌রী ও ডেপুটি সেক্রেটারী জনাব আই, এ, ইমতেয়াজী শিল্পমন্ত্রীর সহিত গমন করিয়াছেন।

সংবাদ
১৫ই জানুয়ারি ১৯৫৭

পাক-ভারত বাণিজ্য সম্মেলন

যোগদানকল্পে বৃহস্পতিবার জনাব আতাউর রহমানের দিল্লী যাত্রা নয়াদিল্লীতে পাকিস্তান-ভারত বাণিজ্য সম্মেলনে যোগদানের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও চীফ সেক্রেটারী জনাব হামিদ আলী আগামী ১৭ই জানুয়ারি নয়াদিল্লী যাত্রা করিবেন। আগামীকল্য (বুধবার) এই সম্মেলন শুরু হইবে। প্রাদেশিক বাণিজ্য সচিব শেখ মুজিবর রহমান উক্ত সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে নয়াদিল্লীর পথে গতকল্য সোমবার কলিকাতা রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার দফতরের সেক্রেটারী জনাব ডব্লিউ বি কাদরী এবং ডেপুটী সেক্রেটারী জনাব আই, এ ইমতিয়াজী তাঁহার সঙ্গে গিয়াছেন।

Morning News
15th January1957

Mujib leaves for New Delhi

(By A Staff Reporter)
The East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman, left Dacca for Calcutta yesterday morning on route New Delhi, where he will join the Pakistan delegation to the Pak-Bharati trade talks opening there today (Tuesday). The Minister was accompanied by his departmental Secretary, Mr. Kadri and the Industries Director, Mr. Imtiazi.
The East Pakistan Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan, who is also a member of the delegation, will leave for New Delhi on Thursday. He will be accompanied by the Chief Secretary. Mr. H. Ali and a few other officials.
The New Delhi talks will aim at renewing the Pakistan-Bharat Trade Agreement which expires on January 31. The Pakistan team will be led by the Central Commerce and Industries Minister. Mr. Abul Mansur Ahmed.

DAILY DAWN
15th January 1957

More sacrifice needed to preserve freedom
-ATAUR RAHMAN

DACCA, Jun 14: The East Pakistan Chief Minister, Mr Ataur Rahman Khan, said at Narayanganj yesterday: "The freedom that we have achieved after long sufferings and sacrifices is dearer to us than our lives, and we are ready to make more sacrifices to safeguard it."

The Chief Minister's speech at the Anti-Air Raid Demonstration in observance of Civil Defence week, was read by the provincial Commerce and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman.

The Chief Minister said that the Civil Defence Organisation which as the fourth arm of defence played an important part for the safety and security of the civil population in times of war, could also do a good deal of social service during peace time.

Mr. Ataur Rahman Khan appealed to the Civil Defence workers to devote themselves to nation-building activities and held stamp out profiteering, smuggling and blackmarketing which had "paralysed the society."

Expressing his great satisfaction at the successful observance of the Civil Defence week, Mr. Khan thanked all those who had been selflessly working for strengthening the internal defence of the country and said that the Government would spare no pains for further development of the Civil Defence Organisations.

Fire Brigade, police and Ansars participated in the demonstration. –APP.

Morning News
19th January1957

Mansoor Ata, Mujib to Accompany Nehru Inauguration Of Swimming pool reactor

(Our New Delhi Correspondent)

Jan. 18: Mr. Abul Mansoor Ahmad, Pakistan's Minister for Commerce and leader of the trade delegation now in New Delhi, Mr. Ataur Rahman Khan, Chief Minister, East Pakistan, and Sheikh Mujibur Rahman, Minister for Commerce and Industry, East Pakistan, will accompany Mr. Nehru in his personal plane to Bombay on Sunday morning to witness the opening of the swimming pool reactor at Trombay outside Bombay which Mr. Nehru will formally open.

This morning Mr. Abul Mansoor Ahmad had a 40-minute interview with Mr. Nehru and thereafter other Ministers of Pakistan's trade

delegation joined Bharat's Premier and Mr. Abul Mansoor Ahmad for half an hour.

Nazir Ahmad to attend

A Karachi report says: Dr. Nazir Ahmad, Chairman of the Pakistan Atomic Energy Commission, is due to leave here next Sunday to participate in the inauguration of the opening of the first atomic reactor at the invitation of the Bharati Government.

Another senior official of the Commission, Dr. Alam, will also accompany Dr. Ahmad.

They are due to return here on Jan. 26 to 27.

সংবাদ
২৬শে জানুয়ারি ১৯৫৭

শান্তিপূর্ণভাবে কাশ্মীর দিবস পালনের জন্য শেখ মুজিবের আবেদন
অদ্য ঢাকায় পূর্ণ হরতাল পালনের উদ্যোগ

অদ্য (শনিবার) ঢাকায় বিভিন্ন ছাত্র প্রতিষ্ঠান এবং অন্যান্য সংস্থা কর্তৃক কাশ্মীর দিবস পালিত হইবে। এই দিবস উপলক্ষে পূর্ণ হরতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্ম্মঘট, শোভাযাত্রা ও সভানুষ্ঠানের আয়োজন করা হইয়াছে। সমস্ত প্রকার যানবাহনও বন্ধ থাকিবে বলিয়া জানা গিয়াছে।

গত সন্ধ্যায় আওয়ামী লীগ সম্পাদক শ্রমসচিব শেখ মুজিবর রহমান কর্মীদের সভায় "শান্তিভঙ্গের জন্য সুযোগ সন্ধানী দুষ্কৃতিকারীদের" সম্পর্কে সতর্ক থাকিতে বলিয়াছেন। তিনি কাশ্মীরকে পাইবার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া সভা শোভাযাত্রা করিতে বহির্বিশ্বে পাকিস্তানের যেন সুনাম অক্ষুণ্ন থাকে সেই দিকে সকলকে দৃষ্টি রাখিতে নির্দেশ দিয়েছেন।

আওয়ামী লীগ অফিসে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় মহল্লায় মহল্লায় শান্তিরক্ষার জন্য কর্মীদের সঙ্ঘবদ্ধভাবে কার্য করিতে বলা হইয়াছে। কর্মীগণ অদ্য সমস্ত দিন ভারতীয় হাইকমিশন ও উহার প্রচার অফিসের সম্মুখ প্রহরারত থাকিবেন। তাহারা কোন প্রকার গোলযোগ সৃষ্টির প্রচেষ্টাকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন।

পূর্ব্বে ঘোষিত কর্মসূচী অনুযায়ী ছাত্রগণ দুপুর সাড়ে বারটায় বিশ্ববিদ্যালয় ময়দানে জমায়েত হইয়া পরে শোভাযাত্রা করিয়া পল্টন ময়দানে সভা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হইবেন।

অপর দলে ইসলাম লীগ মোহাজের প্রতিষ্ঠান কাশ্মীর জেহাদ প্রতিষ্ঠান শোভাযাত্রা করিয়া অপরাহ্নে ময়দানে পৌঁছিবে এবং তথা হইতে তাহারা বিক্ষোভ প্রদর্শনের জন্য ভারতীয় দূতাবাস ও প্রচার অফিসের সম্মুখে যাইবেন।

যানবাহন অদ্য সম্পূর্ণ বন্ধ থাকিবে। সিনেমা বা হাট-বাজার খোলা হইবে না।

রিক্‌শা ধর্মঘট

ঢাকা রিকশা মজদুর ইউনিয়নের সম্পাদক এক বিবৃতিতে কাশ্মীর দিবস উপলক্ষে ঢাকা পৌর এলাকার রিকশা চালকদের প্রতি ধর্ম্মঘটের আহ্বান জানাইয়াছেন। -আরএসপি'র বিবৃতি

সংবাদ
২৬শে জানুয়ারি ১৯৫৭

ন্যায় সঙ্গত সুবিধাভোগে শ্রমিক শ্রেণীর জন্মগত অধিকার রহিয়াছেঃ
শিল্পপতি সমাবেশে শেখ মুজিবের বক্তৃতা, শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শনের আহ্বান

পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শিল্প ও শ্রমমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) ইউনাইটেড চেম্বার অব কমার্স এণ্ড ইণ্ডষ্ট্রীজ-এর বার্ষিক ভোজসভার প্রধান অতিথির ভাষণ দান প্রসঙ্গে ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের নিকট তাহাদের শ্রমিকদের প্রতি ন্যায়বিচার প্রদর্শনের আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, অর্থনৈতিক দিক হইতে বিবেচনা সাপেক্ষে সময়ে সময়ে পরিবর্তনের ভিত্তিতে ন্যায়সঙ্গত সুবিধা ও আরামভোগে শ্রমিক শ্রেণীর জন্মগত অধিকার রহিয়াছে।

এ, পি পি'র উক্ত খবরে প্রকাশ, তিনি আরও বলেন যে, বর্তমান দৃষ্টিভংগীতে একটি স্বস্তিবাচক মনোভাব সংক্রমণের সময় আসিয়াছে। পারস্পরিক স্বার্থের জন্যই একে অন্যের সহিত সহযোগিতার প্রয়োজন রহিয়াছে। যত শীঘ্র এর সত্যটি উপলব্ধি হইবে ততই মঙ্গল।

যে সকল কারণে এযাবত এই প্রদেশের শিল্প প্রগতি বিঘ্নিত হইয়াছে তা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এই অনগ্রসরতা রাতারাতি কাটাইয়া উঠা যাইবে না, পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকতর উন্নয়নের ফলে আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে যে ভারসাম্যহীনতা দেখা দিয়াছে প্রাপ্তব্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার পরিকল্পনার মাধ্যমেই তাহা বিদূরিত করা যাইতে পারে।

প্রদেশের শিল্পায়নের মাধ্যমে জনগণের ভাগ্যোন্নয়ন প্রচেষ্টায় সরকারের সহিত সহযোগিতা করিবার জন্য তিনি শিল্পপতিদের নিকট আবেদন জানান। দুর্নীতির মূলোৎপাটনের জন্যও তিনি তাঁহাদের নিকট আহ্বান জানান।

PAKISTAN OBSERVER
26th January 1957

MUJIB'S SYMPATHY FOR WORKERS

East Pakistan Commerce, Industries and Labour Minister Sheikh Mujibur Rahman urged upon the industrialists and employers here to give a "fair deal to their labourers. He added, "the working classes are entitled by right to reasonable amenities and comforts to be determined from time to time on economic considerations. It will not do if attention is only paid when things have gone wrong.

Sheikh Mujibur Rahman who was speaking as the Chief guest at the annual dinner of the United Chamber of Commerce and Industries at Hotel Shahbagh last night said it was time that a positive bias was given to the present attitude. "One has to co-operate with others for mutual benefits and the sooner this is realized, the better", he added. –APP.

Morning News
26th January1957

Serve Maximum Interest of Province

(By A Staff Reporter)

The East Pakistan Labour, Commerce and Industries Minister Sheikh Mujibur Rahman speaking at the annual dinner of the United Chamber of Commerce and Industries, Dacca, at Hotel Shahbagh yesterday said, "The western wing has marched ahead of us and this growing imbalance and lopsidedness in our national economy can only disappear if fullest use is made and quickly of the available resources.

He hoped that the industrialist here would make an all-out Endeavour to serve the maximum interest of the Province in all possible ways.

The Minister made an appeal to the industrialists and "other employers" to give a fair deal to their workmen. Labour welfare he said, was both a legal and moral responsibility of the employers.

The Minister told the industrialists, "I shall now look forward to your co-operation, advice and active role in the improvement of the economic conditions of East Pakistan."

Mr. Mujibur Rahman thanked the members and the officials for the assurance given to him to co-operate in the improvement of the economic conditions in the Province.

Earlier the President of the Chamber. Mr. H. M. Hasan, drew the attention of the Commerce Minister towards the problems facing the trade and the industrialists in East Pakistan.

He suggested that all industries should be exempted from income tax for a period of a 5 years and the limit of exemption of income tax as well as of sales tax should be reduced in order to encourage the investments.

He stressed upon the Government to set up the office of the Chief Controller of Imports and Exports and Director-General of Supply and Development in Dacca.

He urged upon the Government to take into confidence the Chambers of Commerce before entering into any trade pact or finalizing the commercial and industrial policies.

সংবাদ
২৭শে জানুয়ারি ১৯৫৭

৭ই ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন
পররাষ্ট্র ও আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে সুদূরপ্রসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের সম্ভাবনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী সন্তোষ-কাগমারীতে পূর্ব্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইবে। নানাবিধ কারণে এই কাউন্সিল

অধিবেশন পূর্ব্ব পাকিস্তান তথা সারা পাকিস্তানের পক্ষে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই সম্মেলনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে আলোচনা হইবে। উক্ত আলোচনার ফলাফল পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব বিস্তার করিবে। এতদ্ব্যতীত এশিয়া-আফ্রিকার মুক্তি সাধন, পূর্ব্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন এবং ২১-দফা দাবী আদায়ের জন্য ব্যাপক গণঐক্যের কর্মসূচী গৃহীত হইবে।

এই অধিবেশন সম্পর্কে চট্টগ্রাম হইতে প্রেরিত একটি ঘোষণায় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জানাইয়াছেন যে, আগামী ৬ই ফ্রেব্রুয়ারী তারিখে সন্তোষ-কাগমারীতে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার পর ৭ই এবং ৮ই ফেব্রুয়ারী আওয়ামী লীগ কাউন্সিলও ৯, ১০ এবং ১১ই ফেব্রুয়ারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। এতদুপলক্ষে প্রচারিত একটি আবেদন মওলানা সাহেব পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, ঐতিহাসিক ২১ দফা দাবী আদায় ব্যাপক জন-ঐক্য সাম্রাজ্যবাদের কবল হইতে দক্ষিণ আফ্রিকার মুক্তি এশিয়া আফ্রিকার মুক্তিসাধন এবং পূর্ব্ব বাংলার ৬০ হাজার গ্রামে আ্ওয়ামী লীগ সংগঠন গড়ার কর্মসূচী "দেশের ডাক " রূপে অভিহিত করেন ।

টাঙ্গাইল হইতে প্রচারিত অপর একটি আবেদনে মাওলানা সাহেব দেশের বহুবিধ সমস্যা সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য কাগমারী সম্মেলন আহূত হইয়াছে বলিয়া মন্তব্য করেন।

পাক-ভারতীয় উপমহাদেশের যে সমস্যাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক কর্ম্মীদের বিব্রত করিয়াছে পূর্ব্ব পকিস্তান আওয়ামী লীগকে বর্তমানে উহারই মোকাবেলা করিতে হইবে। শাসনভার গ্রহণের পর সরকার গঠনকারি রাজনৈতিক দলই সরকার পরিচালনা করিবে না কি সরকারি নেতৃত্বই তাহার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে পরিচালিত করতে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগকে বর্তমানে এই সমস্যার সুরাহা করিতে হইবে। আওয়ামী লীগ মহল মনে করেন যে, তাহারা এই সমস্যাটির সন্তোষজনকভাবে সমাধান করিতে সমর্থ হইবেন।

জানা গিয়াছে যে, কর্ম্মী সম্মেলনে সরকার ও আওয়ামী লীগের মধ্যে উচ্চতর পারস্পরিক সহযোগিতা ও গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক প্রশ্নাদি আলোচনা হইবে।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বৃহস্পতিবার) জনগণের জ্ঞাতার্থে কাগমারী সম্মেলনের কর্মসূচী প্রকাশ করেন।

কাউন্সিল অধিবেশনে উত্থাপনের জন্য ৩১শে জানুয়ারি পর্যন্ত প্রস্তাবাদি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ অফিসে দাখিল করা যাইবে বলিয়া জনাব রহমানের ঘোষণায় জানা যায়। প্রকাশ, ১লা ফেব্রুয়ারি হইতে কাগমারীতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ অফিস চালু করা হইবে।

আওয়ামী লীগের কাউন্সিল সভ্য এবং সম্মেলনে যোগদানকারী কর্ম্মীদের যাতায়াতের জন্য বিশেষ কনসেশনের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

সংবাদ

২৭শে জানুয়ারি ১৯৫৭

কাশ্মীরের ভারত ভুক্তির প্রতিবাদে ঢাকায় পূর্ণ দিবস হরতাল প্রতিপালিত শান্তিপূর্ণভাবে দিবস উদযাপিত
পল্টনের জনসভায় অবিলম্বে নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের দাবি

(স্টাফ রিপোর্টার)

রাজধানীর ছাত্র-জনতা গতকল্য (শনিবার) কাশ্মীরের ভারতভূক্তির বজ্রকঠোর কণ্ঠে তীব্র প্রতিবাদ এবং শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে। "কাশ্মীর দিবস"

উপলক্ষে ঢাকায় যানবাহন ও দোকানপাট সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্মপরিষদের আহ্বানে শহরের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রগণ ধর্মঘট পালন করে। এই দিবস উপলক্ষে সরকারী অফিস-আদালতের অধিকাংশ কর্মচারী কার্য্যে যোগদান করেন নাই।

অপরাহ্নে পলটন ময়দানে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় গৃহীত প্রস্তাবে "ভারতের সাম্রাজ্যবাদী নীতির" তীব্র নিন্দা করিয়া কাশ্মীরে অবিলম্বে অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের দাবি করা হইয়াছে । উক্ত সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে. পাকিস্তান কাশ্মীরকে গ্রাস করিতে চায় না । আমরা চাই কাশ্মীরের ভাগ্য নির্ধারণের উদ্দেশ্যে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ গণভোট ।

দুপুর বারটার সঙ্গে সঙ্গে কালো ব্যাজ ও কালো পতাকা সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীগণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে জমায়েত হয়। শোভাযাত্রা করিয়া ছাত্রগণ ইস্কাটন ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনের বাসভবনের সম্মুখে কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের কার্য্য..ভুক্তির বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। শোভাযাত্রীগণ 'কাশ্মীরে গণভোট চাই' নিরপেক্ষ,'ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হউক' ইত্যাদি স্লোগানে প্রতিবাদমুখর হইয়া উঠে। তাহাদের আটজন নেতা ভারতীয় ডেপুটি হাইকমিশনারের স্ত্রী মৈত্রেয়র সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া কাশ্মীরে ভারতীয় জুলুম বন্ধ এবং উক্ত রাজ্যের ভারত ভুক্তির ... প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়াছেন। ছাত্রদের এই প্রতিবাদ শ্রী মৈত্র ভারত সরকারকে জানাইবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। ছাত্রগণ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নেহেরুর একটি কুশপুত্তলিকা ভারতীয় হাইকমিশনারের বাসগৃহের সম্মুখে দাহ করিয়াছে। ছাত্রদের শোভাযাত্রাটি এবং কাশ্মীর আজাদ কমিটি ইসলাম লীগ ও মোজাহের .. প্রতিষ্ঠানসমূহ বেলা তিনটায় মিছিল করিয়া পল্টন ময়দানে জমায়েত হয়।পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগ, গণতন্ত্রীদল, কংগ্রেস, মুসলিমলীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি, কাশ্মীর সত্যাগ্রহ পার্টি, ছাত্রলীগ, ছাত্র ইউনিয়ন, বিভিন্ন হল ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ কাশ্মীরীদিগের আত্মনিন্ত্রণাদি এবং উক্ত দেশে অবাধ গণভোট দাবি করিয়া বক্তৃতা করেন। এই সভায় পুরোহিত্য করেন বিশ্ববিদ্যালয় কর্ম্মপরিষদের আহবায়ক জনাব আবদুল মমিন তালুকদার। সভা শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল টিকাটুলিস্থ ভারতীয় হাইকমিশনারের সম্মুখে সন্ধ্যার পর বিভিন্ন স্লোগান সহকারে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কোন প্রকার গোলযোগ সৃষ্টি হয় নাই। ভারতীয় হাই কমিশনারের সম্মুখে কড়া পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছিল। সভার পর মিছিলের অগ্রভাগে গাড়িতে অশোভনভাবে জনৈক এক ব্যক্তিকে শ্রী নেহেরু বানাইয়া পাদুকাঘাত করতে করতে সদরঘাট পর্যন্ত লইয়া যাওয়া হয়। নেহেরুর অপর একটি বিরাটকায় কাগজ পোড়ানো হইয়াছে।

বক্তৃতা

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাদেশিক সরকারের মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান জনসভায় ঘোষণা করেন কাশ্মীরে নিরপেক্ষ গণভোটই আমাদের ...

ভারত বলপূর্ব্বক কাশ্মীর দখল করিয়া এক প্রকার গণতন্ত্র ও ন্যায়নীতি অবমাননা করিয়াছে। তদুপরি জাতিসঙ্ঘে ..প্রথম গিয়াছিল। পাকিস্তানই কেবলমাত্র জাতিসঙ্ঘের প্রস্তাবকে মানিয়া লইতে স্বীকৃত হইয়াছিল।

কিন্তু দুঃখের বিষয় ভারত অদ্যাবধি জাতিসঙ্ঘের সিদ্ধান্ত কার্যকর... করিতে হয় নাই। এই জন্যই কৌশল করিয়া ভারত কাশ্মীরে গণভোট... করিয়া রাখিতেছে। শেখ মুজিব ভারতের শান্তিকামী জনগণের নিকট আবেদন করিয়া বলেন, আপনারা শ্রী নেহেরুকে কাশ্মীরে শান্তিরক্ষার জন্য নিরপেক্ষ গণভোট গ্রহণের উদ্দেশ্যে চাপ দিন। আমরা পাকিস্তানের জনসাধারণ ভারতের সঙ্গে সর্ব্বপ্রকার শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক রাখিয়া বাঁচিতে চাই। রাজ্য গ্রাস করার কোন প্রকার অভিলাষ পাকিস্তানের নাই।

তিনি বলেন, পৃথিবীর কোন অত্যাচারী শক্তিই গণতান্ত্রিক জনমতের বিরুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিতে পারে না। পণ্ডিতজির নিকট আমার আবেদন কাশ্মীরে স্বাধীন গণভোট করিতে দেওয়া হউক, এই দেশের নেতা আবদুল্লাহকে বিনাশর্তে মুক্তি দেওয়া হউক। কাশ্মীরের অত্মনিয়ন্ত্রাধিকার দাবি শুধু সাড়ে সাত কোটি পাকিস্তানীরই নয়, দুনিয়ার শান্তিকামী প্রত্যেকটি মানুষের ন্যায়নিষ্ঠ দাবি।

আওয়ামী লীগ নেতা বিক্ষোভকারীদের শান্তিপূর্ণভাবে সর্ব্বপ্রকার প্রতিবাদ জ্ঞাপনের অনুরোধ করেন এবং বলেন যে, বিক্ষোভের সময় সর্ব্বপ্রকার কূটনৈতিক সৌজন্য রক্ষা করিয়া চলিবেন। তিনি বলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বলিষ্ঠ নীতিই আজ আমাদের কাশ্মীর সমস্যার প্রশ্নে এতদূর অগ্রগামী করিয়াছে। পাকিস্তান গণতন্ত্রী দলের নেতা ও প্রাদেশিক মন্ত্রীসভার সদস্য জনাব মাহমুদ আলী কাশ্মীরে নিরপেক্ষ গণভোটের দাবি করেন। তিনি বলেন,ভারতের জনগণ ও নেতৃবৃন্দ একসময় স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছিলেন। কিন্তু কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীনতার অধিকার আজ ভারত স্বীকার করিতেছে না। দুনিয়া হইতে পরাধীনতার সর্ব্বশেষ চিহ্নটুকু নিশ্চিহ্ন করার সংগ্রামই পাকিস্তানের শপথ। ভারতের ন্যায় পাকিস্তান কাশ্মীরকে গ্রাস করার কোন প্রকার অভিলাষ রাখে না। কাশ্মীরের স্বাধীনতার সংগ্রামে পাকিস্তান আজ আগাইয়া না আসিলে হয়তো একদিন পাকিস্তানের উপরও জুলুম আসিতে পারে। তিনি বলেন, আমরা সর্ব্বপ্রকার ত্যাগ স্বীকারে বদ্ধপরিকর। কিন্তু সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন বিক্ষোভ প্রদর্শনে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা প্রকাশ না পায়- আমাদের প্রমাণ করিতে হইবে যেন আমরা শান্তিপ্রিয় জাতি।

মুসলিম লীগের প্রতিনিধি জনাব মাহমুদুল হক সভায় বলেন, কাশ্মীরের এই সংগ্রামে পাকিস্তানের বিষয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর প্রাপ্য। সোহরাওয়ার্দ্দীর কার্য্যের প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন, সোহরাওয়ার্দ্দী দুনিয়ার জনমতকে পাকিস্তানের পক্ষে আনিতে সমর্থ হইয়াছে। সেইজন্যই আজ প্রধানমন্ত্রীর হস্তকে এই ব্যাপারে সকলকে দৃঢ় করা উচিত।

প্রাদেশিক কৃষক শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক বলে,পাকিস্তানের জনগণ শান্তি ও গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। সেইজন্যই আমরা পাকিস্তানের জনগণের জন্য শান্তি কামনা করি।

সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সহ সভাপতি জনাব সামসুল হক বলেন, বকশী সরকারের দাবিকে জাতিসঙ্ঘ স্বীকার করে নাই। তবুও ভারত কাশ্মীর দখল করিবার সকল প্রকার চেষ্টা করিতেছে। দুনিয়ার মানুষ কাশ্মীরে ভারতীয় সাম্রাজ্যবাদ বরদাশত করিবে না! আমরা আমাদের শেষ রক্তবিন্দু দিয়া কাশ্মীরে সাম্রাজ্যবাদী হামলা প্রতিরোধ করিব। ইকবাল হলের সহ-সভাপতি জনাব দেওয়ান সাইফুল আলম বলেন যে; কাশ্মীরের আন্দোলনে সংখ্যালঘুদের উপর যেন কোন অন্যায় অত্যাচার না হয়। পাকিস্তানের হিন্দু ও মুসলমান একসঙ্গে কাশ্মীরের আত্মনিয়ন্ত্রণের জন্য সংগ্রাম করিব।

কাশ্মীর সত্যাগ্রহ পার্টির সদর জনাব ফজলুস সালাম বলেন, পূর্ব্ব পাকিস্তানের সাড়ে চার কোটি মানুষ কাশ্মীরকে পরাধীনতার কবল হইতে রক্ষা করিতে বদ্ধপরিকর।

সভার সভাপতি জনাব আব্দুল মমিন তালুকদার সকলকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া দাঁড়াইতে আাহবান জানাইয়াছেন।

সভায় ফজলুল হক হলের সহসভাপতি জনাব আবদুল মমিন, যুবলীগের সহ-সভাপতি শ্রী নিতাই গাঙ্গুলী, ছাত্র ইউনিয়নের সম্পাদক শাহ আজিজ, ছাত্রলীগের জনাব নুরুল ইসলাম, ল এসোসিয়েশনের সম্পাদক জনাব আব্দুল হক, ঢাকা হল সম্পাদক শ্রী নির্ম্মল কুমার সেন, ঢাকা কলেজের আব্দুল হামিদ প্রমুখ ছাত্রনেতা কাশ্মীরের স্বাধীন মতামত জ্ঞাপনের অধিকার দানের দাবিতে বক্তৃতা করেন।

DAILY DAWN
27th January 1957

Mujib demands fair deal for labourers

DACCA, Jan 26: The East Pakistan Commerce, Industries and Labour Minister, Sheikh Mujibur Rahman, urged upon the industrialists and employers here to give a fair deal to their labourers. He added: "The working classes are entitled by right to reasonable amenities and comforts to be determined from time to time on economic considerations. It will not do if attention is only paid when things have gone wrong."

Sheikh Mujibur Rahman, who was speaking as the chief guest at the annual dinner of the United Chamber of Commerce and Industries at Hotel Shahbagh last night, said it was time that a positive bias was given to the present attitude. "One has to co-operate with others for mutual benefits and the sooner that is realised, the better," he added.

Recalling the state of affairs, which retarded industrial progress in the province so long, Mr. Rahman said that the backlog "cannot be overcome overnight." He said that proper use of available resources here could remove the "ill-balance and lopsidedness in our national economy" which was due to more industrial progress of West Pakistan.

Mr. Rahman appealed to the industrialists to extend active co-operation with the Government in their efforts to improve the condition of the people by industrialising the province. He also urged them to help the Government to root out corruptions in all walks of life.

He assured the industrialists that his Government would do their utmost for the prosperity and development of the country and improvement of the condition of the masses.

The Minister said that East Pakistan had suffered for nine long years from "maladministration and corruptions" which dogged its progress. He said that the present Government thought that time had come when the demand of the people here should be fulfilled.

Immense injustice, he added, were done to them during this years. Appealing for the co-operation of the industrialists he said, "East Pakistan did not want from the centre more than what they deserved." They want justice for this wing of Pakistan, he added.
-APP.

সংবাদ
২৮শে জানুয়ারি ১৯৫৭

রংপুরে আওয়ামীলীগের সভা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

বৈরাতি হাট (রংপুর) ২৫ জানুয়ারী। সম্প্রতি এখানে আওয়ামীলীগের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন জনাব মজিবর রহমান। বর্তমান

রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে বক্তৃতাদান করেন সদর মহকুমা আওয়ামীলীগ অফিসের সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম এবং অন্যান্য বক্তা। সভায় জাতিসংঘের মাধ্যমে কাশ্মীরে নিরপেক্ষ গণভোট ও সকল প্রকার সামরিক চুক্তি বর্জ্জন করিয়া পাকিস্তানের স্বাধীন বৈদেশিক নীতি গ্রহণ করার দাবি জানানো হয়।

সংবাদ
৩১শে জানুয়ারি ১৯৫৭

কাগমারী সম্মেলনে শতাধিক বিদেশী পর্য্যবেক্ষকের যোগদান
সম্মেলনে ভারতের সাংস্কৃতিক মিশনের অংশগ্রহণের সম্ভাবনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

জানা গিয়াছে যে, কাগমারীতে আওয়ামী লীগের আগামী কাউন্সিল অধিবেশনে যুক্তরাষ্ট্র, চীন, যুক্তরাজ্য, ভারত ইত্যাদি দেশ হইতে শতাধিক প্রতিনিধি দর্শক যোগদান করিবেন। ভারত হইতে একটি সাংস্কৃতিকদল সম্ভবতঃ কাগমারীর সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে।

আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব সোহরাওয়ার্দী করাচী হইতে ঢাকাস্থ আওয়ামী কর্মকর্তাদের সঙ্গে সম্মেলনের অগ্রগতি সম্বন্ধে যোগাযোগ রক্ষা করিতেছেন। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বুধবার) অপরাহ্নে জীপযোগে কাগমারী গিয়াছেন। তিনি সম্মেলনের প্রতিনিধিদের বাসস্থান যোগাযোগ সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করিবেন।

শেখ মুজিবর গতকল্য বলেন যে, সম্মেলনের পূর্ব্বে ঢাকা ও টাঙ্গাইল-এর মধ্যে নিয়মিত বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হইবে। কর্মীদের কাগমারী যাতায়াতের এই শ্রেণীর ব্যবস্থা ছাড়াও সংবাদ পরিবেশনের উদ্দেশ্যে কাগমারীতে একটি পূর্ণাঙ্গ পোষ্ট অফিস সাময়িকভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ১লা ফেব্রুয়ারি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের অফিস কাগমারীতে স্থানান্তরিত হইয়া কার্য পরিচালনা করিবেন।

সংবাদ
১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

আওয়ামী কাউন্সিল অধিবেশন
সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি শেখ মুজিবরের উপদেশ

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের কার্য্যক্রম সম্পর্কে কাউন্সিলের সদস্যবৃন্দকে যে পত্র প্রেরণ করা হইয়াছে, সম্ভবতঃ তাহা সদস্যবৃন্দের হস্তগত হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি কাউন্সিল অধিবেশনে পাঠের জন্য আওয়ামী লীগের প্রত্যেক জেলা সম্পাদককে প্রতিষ্ঠানের সদর দফতরে তাহাদের রিপোর্ট প্রেরণের অনুরোধ জানান। আগামী ৫ই ফেব্রুয়ারি কিংবা তাহার পূর্ব্বেই পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সদর দফতর টাঙ্গাইলের কাগমারীতে স্থানান্তরিত করা হইবে।

সাপ্তাহিক সৈনিক
১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

সম্পাদক উপ-নির্বাচন উপলক্ষে আওয়ামী লীগে গোলযোগ?

আসন্ন কাউন্সিল অধিবেশনকে কেন্দ্র করিয়া প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের মধ্যে যে কোন্দল গজাইয়া উঠিতেছে তারই প্রমাণ মিলিবে আওয়ামী লীগের কোন্দলরত অন্যতম গ্রুপের সমর্থক "নতুন খবরের" নিম্নোক্ত বিবরণী হইতেঃ–

"পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারীর পদ লইয়া আওয়ামী লীগের দক্ষিণ ও বামপন্থী দলের মধ্যে চরম বিরোধের সৃষ্টি হইয়াছে এবং তাহার ফলে আওয়ামী লীগে বিপর্যয়ের আশঙ্কা দেখা গিয়াছে।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেল যে, জেনারেল সেক্রেটারীর পদের জন্য নির্বাচনে যতগুলি প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত করিয়াছেন তাহাদের মধ্যে প্রতিষ্ঠানের বর্তমান সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অলী আহাদও আছেন।

"জনাব অলি আহাদ বিগত কিছু দিন যাবত প্রদেশের অভ্যন্তরে ব্যাপকভাবে সফর করিয়া বহু কাউন্সিলারের সমর্থন লাভের ব্যবস্থা করায় আওয়ামী লীগের ঊর্ধ্বতন মহলে আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছে। আরও প্রকাশ জনাব অলি আহাদের বিরুদ্ধে জনৈক এম, পি, একে দাঁড় করানো হইতেছে এবং তাহাকেই ঊর্ধ্বতন মহল নানাভাবে সমর্থন করিতেছেন। প্রকাশ কাউন্সিলার মহলে এই শেষোক্ত প্রার্থী তেমন পরিচিত নহে।

"আরও প্রকাশ আওয়ামী লীগের বার্ষিক অধিবেশনটি ঢাকায় অনুষ্ঠানের জন্য কোন বিশেষ মহল হইতে জোর চেষ্টা করা হইয়াছিল, কিন্তু অপর এক মহল হইতে ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করা হয়। শেষোক্ত মহল তাহাদের আপত্তিতে প্রকাশ করেন যে, ঢাকায় কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইলে কাউন্সিলারগণের উপর নানাভাবে প্রভাব বিস্তারের সুযোগ আছে। যেহেতু এই অধিবেশনে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সমালোচনা হওয়ার সম্ভাবনা আছে, সেই হেতু এই অধিবেশন মুক্ত পরিবেশে অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। প্রকাশ মওলানা ভাসানী এই যুক্তির সারমর্ম উপলব্ধি করিয়া কাউন্সিল অধিবেশন আগামী ৭ই ও ৮ই ফেব্রুয়ারী কাগমারীতে অনুষ্ঠানের আদেশ দিয়াছেন এবং তদনুযায়ী বর্তমান জেনারেল সেক্রেটারী ও প্রাদেশিক শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমসচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান তাহা ঘোষণা করিয়াছেন।

প্রকাশ ইতিমধ্যে আবার জনাব অলি আহাদকে কতিপয় উচ্চ সরকারী চাকুরী গ্রহণের জন্যও আহ্বান করা হইয়াছিল এবং তাহা নাকি সসম্মানে প্রত্যাখ্যান করা হইয়াছে। এই দোটানার মধ্যে মওলানা ভাসানী কাহাকে সমর্থন করিবেন সে কথা লইয়াও যথেষ্ট জল্পনা-কল্পনা শুরু হইয়াছে। মওলানা সাহেব যদিও এই উপদলীয় কোন্দলে সরাসরি জড়াইয়া পড়েন নাই, তবে অনেকেরই ধারণা তিনি ব্যক্তিগতভাবে কাহাকেও সমর্থন করিবেন না, অধিকাংশ কাউন্সিলারদের বিচারবুদ্ধির উপরই তাঁহার সমর্থন জ্ঞাপন করিবেন। কেহ-কেহ বলিতেছেন যে জেনারেল সেক্রেটারী পদের নির্বাচনেও যাহাতে কোন প্রকার প্রভাব বিস্তারের সম্ভাবনা না থাকে তাহার জন্যই মওলানা ভাসানী কাউন্সিল অধিবেশন কাগমারীতে আহ্বান করিয়াছেন।

"প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র অনুসারে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিলে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তার পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিতে হয়।"

"নির্ভরযোগ্য সূত্রে আরও জানা গেল যে, আওয়ামী লীগের একটি বিশেষ শক্তিশালী মহল ইতিমধ্যেই জনাব অলি আহাদের বিরুদ্ধে জোর প্রচারণায় মাতিয়াছে এবং তাঁহাকে কম্যুনিষ্ট-প্রভাবিত বলিয়া চিত্রিত করার জন্য নানাপ্রকার কারসাজির আশ্রয়

গ্রহণ করিয়াছে। এই মহল বিশেষ বিশেষ সুযোগ-সুবিধার লোভ ও নানাপ্রকার শাস্তির হুমকি দেখাইয়া কাউন্সিলারগণকে অলি আহাদ ব্যতীত অপর পার্টিকে সমর্থন করাইবার জোর প্রচেষ্টা চালাইয়াছে।"

সংবাদ
৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনের সর্বপ্রকার প্রস্তুতি সম্পন্ন

(স্টাফ রিপোর্টার)

আওয়ামী লীগের কাগমারী সম্মেলনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা সমাপ্ত হইয়াছে বলিয়া জানা গিয়াছে। আশা করা যাইতেছে, পাকিস্তানের দুই অংশ হইতে প্রায় তিনলক্ষ সাধারণ লোক, কর্মী, রাজনৈতিক নেতা ও সংস্কৃতি সেবী অংশগ্রহণ করিবেন। তদুপরি বিশ্বের বিভিন্ন দেশ–যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, মিসর, ভারত ইত্যাদির দেশ হইতে শতাধিক প্রতিনিধি যোগদান করিবেন। সম্মেলন প্রধানতঃ চারি ভাগে বিভক্ত–এই কর্মী সম্মেলন, ৭ই ও ৮ই আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন ও ৮ই হইতে ১০ই ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চারি দিন সাংস্কৃতিক সম্মেলন। ৭ই হইতে ২২শে ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কৃষি, শিল্প ও স্বাস্থ্য প্রদর্শনী চালু থাকিবে। মওলানা ভাসানী মূল সম্মেলনের সভাপতিত্ব করবেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী এই রাত্রিতে সাংস্কৃতিক সম্মেলন এবং ড. কাজী মোতাহার হোসেন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানাদিতে সভাপতিত্ব করিবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। ঢাকা ও প্রদেশের অন্যান্য স্থান হইতে কাগমারীতে সম্মেলনে যোগদানকারিদের বহনের জন্য বাস সার্ভিসের ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

অদ্য (মঙ্গলবার) হইতে ঢাকা কাগমারীর সঙ্গে নিয়মিত বাস চলাচল শুরু হইবে। পল্টন ময়দানের নিকট হইতে কাগমারীর বাসে ৬৪ মাইল পথের জন্য তিন টাকা ভাড়া ধার্য করা হইয়াছে। এই হইতে ৭ই পর্যন্ত প্রত্যহ সকাল ৮টা, ১০টা, ১২টা ও ২টায় এবং ৮ই হইতে ১০ই পর্যন্ত সকাল ৬টা, ৮টা, ১০টা, ১২টা ও ২টার বাস ছাড়িবে। সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে যাহারা কাগমারী যাইবেন, তাঁহাদের জন্য ঢাকায়ও যাওয়ার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। কিন্তু সকলেই বিছানা ও মশারী লইয়া যাইতে হইবে। ইতিমধ্যে রাজধানী হইতে কতিপয় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং কয়েকশত কর্মী ও কাউন্সিলর কাগমারীতে পৌঁছিয়াছেন। শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান এবং ঢাকা আর্ট কলেজের ছাত্র শিল্পীদের একটি বৃহৎ গ্রুপ অদ্য সকালে কাগমারী যাত্রা করিতেছেন। ৬ই ফেব্রুয়ারির মধ্যে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী ও প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী ও প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমানসহ বিদেশী অতিথিগণ কাগমারীতে পৌঁছিতেছেন।

কাগমারীতে সমাগত বিদেশী অতিথি ও সাংবাদিকদের থাকার জন্য সন্তোষ রাজবাড়ী নির্দিষ্ট করা হইয়াছে। উহা ছাড়া বহু তাবু ও নয়া গৃহ নির্মিত হইতেছে। সাংস্কৃতিক সম্মেলনের অভিনয়াদির জন্য চারটি উন্মুক্ত মঞ্চ তৈরী হইয়াছে। উহাতে বিভিন্ন বিষয় যথাঃ শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, ভাষা, লোকনৃত্য ও লোকগীতির উপর প্রবন্ধ পাঠ ও আলোচনা হইবে। পশ্চিম পাকিস্তানের পশ্চিমি ম্যাডাম আজুরীর পরিচালনায় ১৫ সদস্যের একটি নৃত্যশিল্পীর দল সম্ভবত ৭ই কাগমারী পৌঁছবে। এই দলটির পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক জীবন প্রতিফলিত হইবে। সম্মেলনে পূর্ব্ব বাংলার কবি জারি সারি, তরজা বিচার ভাটিয়ালী পরিবেশিত হইবে। বিখ্যাত কবিয়াল শ্রী রমেশ শীল সম্প্রদায় কবিগান এবং তসর আলী সম্প্রদায় জারিগানে অংশ গ্রহণ করিবেন। ঢাকা হইতে কয়েকটি প্রতিষ্ঠান ও যুবলীগ নৃত্যগীত

পরিবেশনের জন্য শিল্পী প্রেরণ করিতেছে। সম্মেলনে প্রধানত লোকনৃত্য ও লোকনাট্যের উপর অনুষ্ঠান করা হইবে।

সম্মেলনে প্রবন্ধ পাঠ নিম্নরূপ হইবে শিক্ষাঃ ডাঃ কুদরতই খুদা, ডাঃ ওসমান গনি,ডাঃ হেদায়েতউল্লাহ, ডাঃ শামসুদ্দীন। অর্থনীতি ডাঃ এম এন হুদা ও ডাঃ আবদুর রেজ্জাক। সাহিত্য ভাষা ও সংস্কৃতি ফয়েজ আহমেদ সাহেব (উর্দ্দু কবি), ডাঃ শহীদুল্লাহ, ডাঃ এনামুল হক, বেগম জেবুন্নেসা হামিদুল্লাহ, ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন প্রমুখ। শিল্পঃ করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডাঃ এ বি এ হালিম এবং কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষা উপদেষ্টা ডাঃ এম আহমেদ। নৃত্যঃ ম্যাডাম আজুরী (সামাজিক জীবনে নৃত্যের প্রভাব)

মিসরের ডাঃ হাসান হাবিসি তাহার দেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন যুক্তরাজ্য চীন ও জাপানের প্রতিনিধিগণ স্ব স্ব দেশের সাংস্কৃতিক জীবনের উপর আলোচনামূলক প্রবন্ধ পাঠ করিবেন। কুষ্টিয়ার লালনশাহর দলটিও কাগমারীর পথে রহিয়াছে। তাছাড়া ময়মনসিংহ ও কুমিল্লার গায়ক সম্প্রদায় স্ব স্ব দল লইয়া যোগদান করিবেন।

সংবাদ
৭ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

দুর্নীতির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান
মাদারীপুরে জনসভায় প্রদেশিক মন্ত্রী শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

মাদারীপুর, ২রা ফেব্রুয়ারিঃ- গতকল্য পুলিশ ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক শিল্প বাণিজ্য ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সকলকে আহ্বান জানান। অপরাহ্নে বিমানযোগে মন্ত্রী মহোদয় মাদারীপুরে আগমন করিলে এক বিরাট জনতা তাঁহাকে অভ্যর্থনা ও মাল্যভূষিত করে। অতঃপর তিনি লতিফ ভূঁয়ার কবর জেয়ারত ও আওয়ামী লীগ অফিস ,মিউনিসিপ্যাল অফিস পরিদর্শন করেন। বিকালে পুলিশ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ মিউনিসিপ্যালিটি রিক্সা মজদুর ইউনিয়ন, ধাঙ্গর ইউনিয়ন প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান হইতে তাহাকে মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্রে মাদারীপুরে যাতায়াত, বেকার সমস্যা, নদীনালা শুকাইয়া যাওয়ার চরমুগরিয়া বন্দরের দুরবস্থার কথা টাকা পয়সা ও পাকা বাড়ীর অভাবে স্থানীয় নাজিমুদ্দিন কলেজের বালিকা বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। মানপত্রের জবাবে মন্ত্রিসাহেব গত কয়েক বৎসরের সরকারগুলির শোষণ নীতির এক ফিরিস্তি দাখিল করিয়া বলেন, বর্তমান সরকারের হাত শূন্য, তবে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সরকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন, "আজ হইতে আপনারা হাত তুলিয়া এই প্রতিজ্ঞা করেন, কেহ ঘুষ নিবেন না এবং দিবেন না। সভায় অগণিত জনতা হাত তুলিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। সন্ধ্যার পরে মন্ত্রি মহোদয় নাজিমুদ্দিন কলেজে আগমন করেন এবং কলেজের অভাব অভিযোগের কথা শ্রবণ করেন। ছাত্রদের পক্ষ হইতে তাহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করা হয়। তিনি যথাসাধ্য কলেজকে সাহায্য করিবে বলিয়া জানান। মন্ত্রী সাহেবের আগমনে মাদারিপুরে এক অভূতপূর্ব্ব কর্ম্মচাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। সমস্ত শহর সুসজ্জিত করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে কয়েকটি তোরণ নির্মাণ করা হয়। রাত ১১টায় তিনি গোপালগঞ্জের পথে লঞ্চে আরোহণ করেন।

সংবাদ
৯ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

শেখ মুজিবর কর্তৃক কাউন্সিল সমক্ষে আওয়ামী লীগের দীর্ঘ ঐতিহ্যের রিপোর্ট পেশ

গতকল্য (শুক্রবার) কাগমারীতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে রিপোর্ট দান প্রসঙ্গে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও জনসেবার কাছে আওয়ামী লীগ দলের ঐতিহাসিক ভূমিকা বর্ণনা করেন।

তিনি বলেন: আওয়ামী লীগের বিগত সাধারণ নির্বাচনের পর এটা কাউন্সিলের দ্বিতীয় অধিবেশন। এর পূর্বে আমরা বিগত ১৯শে ও ২০শে মে (১৯৫৬) তারিখে ঢাকার মুকুল সিনেমা হলে সমবেত হই। সে আজ নয় মাসের কথা, ইতিমধ্যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বহু সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন হয়েছে। দীর্ঘ নয় বৎসর ধরে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের রাজনৈতিক জীবনে এককভাবে বিরোধী দলের কাজ করে আসছিল। বিরোধিতার জন্যই যে বিরোধিতা করে আসছিল, তা নয়। দেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনকে অনাচার, অত্যাচার, দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি প্রভৃতির কলুষ-কালিমা মুক্ত করে তদস্থলে ন্যায়নীতি, সত্য এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করে আসছিল আওয়ামী লীগ। এ সংগ্রামের নেতৃত্ব করেছেন পরম শ্রদ্ধেয় মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও জনাব সোহরাওয়ার্দী।

ভাইসব, আমাদের এ সংগ্রাম সহজ সংগ্রাম ছিল না, আমাদের অগ্রগতিকে বাধা দেওয়ার জন্য তৎকালীন মুসলিম লীগ দল, এমন কোন উপায় নেই যা অবলম্বন করেনি, এমন কোন অপবাদ নেই যা আমাদের উপর আরোপ করেনি।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর শ্রদ্ধেয় মওলানা ভাসানী কিছুদিন পূর্ব পাকিস্তান পরিষদের সভ্য ছিলেন। তিনি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, মরহুম খাজা নাসেরুল্লাহ, জনাব তোফাজ্জল আলী, ডাঃ মালেক, জনাব ফজলুল হক প্রভৃতিকে দিয়ে মুসলিম লীগকে জনসাধারণের প্রতিনিধি স্থানীয় করবাব চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু তদানীন্তন নাজেম মন্ত্রিসভায় তা সহ্য হলো না। তারা জনাব খুররম খান পন্নী দ্বারা শ্রদ্ধেয় মওলানা সাহেবের নির্বাচনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করালেন। মাওলানা সাহেব মামলায় আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকার করেন; ফলে নাজেম মন্ত্রিসভা জিতলেন। এসেম্বলিতে মওলানা ভাসানীর সমালোচনা থেকে তারা মুক্তি পেলেন। অন্য যাদের নাম করেছি তাঁরা একে একে বিদেশ রাষ্ট্রদূত এবং বড় বড় পদ পেয়ে সন্তুষ্টচিত্তে বিদায় নিলেন। তাঁরা বিরোধিতা করছিলেন সুবিধার জন্য, সুবিধা পেতেই তাঁরা নিরস্ত হলেন। এতে পরিষ্কার প্রমাণিত হলো, ১৯৪৮ সালের রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রতি বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, জনাব ফজলুল হক, তোফাজ্জল আলী, প্রভৃতি যে দরদ দেখিয়েছিলেন, তা শুধুমাত্র নিজেদের স্বার্থ-সিদ্ধির জন্য, দেশের দশের কোন হিতের জন্য নয়। পশ্চিম বাংলা তথা সমগ্র ভারতের মুসলমানদের জন্য চরম দুর্দিন। জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর পক্ষে যতদূর সম্ভব, ভারতীয় মুসলমানদের খেদমত ও সহায়তার জন্য তখনও কলকাতায়। তাদেরই রক্ষার্থ ১৯৪৯ সালে জনাব সোহরাওয়ার্দী শান্তি মিশন নিয়ে ঢাকায় আসলে, নাজেম মন্ত্রিসভা জনাব সোহরাওয়ার্দীর পূর্ববঙ্গ সফরের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। তাঁর এলাসিন যাত্রাকালে, বাদামতলী স্টীমার ঘাটে তার উপর নাজেম মন্ত্রিসভার নিষেধাজ্ঞা জারী হয়।

জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী, মিয়া ইফতিখারদ্দীন, মওলানা ভাসানী প্রভৃতি নেতার এক বৈঠক হয় ঢাকায়। একটি বিরোধীদল গঠন সম্বন্ধে আলোচনা হয়। সে আলোচনায় স্থির হয় যে মুসলিম লীগকে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানরূপে গঠন করার একটি শেষ চেষ্টা করা হউক। আমি অতি কষ্টে গ্রেফতার এড়িয়ে মওলানা সাহেবের নির্দ্দেশে লাহোরে

গমন করি।সেখানে আমি জনাব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং এক সাংবাদিক বৈঠকে মিলিত হয়ে পূর্ব্ব পাকিস্তানে তখন যে চণ্ডনীতি অনুসৃত হচ্ছিল, তা জানাই। পশ্চিম পাকিস্তানের সমস্ত সংবাদপত্রে আমার সেই সাংবাদিক বৈঠকের বিবরণ ভালভাবে ছাপা হয়। সেখানে মুসলীম লীগের নীতি বিরোধী নেতাদের এক বৈঠক হয় এবং নিখিল পাকিস্তান আওয়ামীলীগ গঠিত হয়। প্রায় একমাস পশ্চিম পাকিস্তানে অতিবাহিত করে পূর্ব্ব পাকিস্তানে ফিরে আসার পরে সঙ্গে সঙ্গে আমি গ্রেফতার হই। কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক লীগ সরকার প্রবল দমন নীতি পরিচালনা করে আরও শত শত কর্ম্মীকে গ্রেফতার করে।

জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী লীগ শাহী কর্তৃক অনুসৃত এই গণতন্ত্র বিরোধী কার্য্যকলাপের খবর পেয়ে পূর্ব্ব পাকিস্তানে আগমন করেন এবং মওলানা ভাসানী এবং আমাদের মুক্তির জন্য প্রবল আন্দোলন আরম্ভ করেন। আমাদের সকলের গ্রেফতারের ফলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে তখন বিশেষ ত্রাসের সঞ্চার হয়েছিল। তাদের মধ্যে হতাশার লক্ষণও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে । সকলেরই মনে এরূপ ধারণা জন্মে যে লীগ শাহীর বিরুদ্ধে বুঝিবা কিছু করা সম্ভব নয়। ঠিক এসময়ে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর পূর্ব্ববঙ্গে আগমন এবং রাজবন্দীদের মুক্তির জন্য আন্দোলন জনসাধারণের মনে সাহস সঞ্চার করে । জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী ব্যাপকভাবে পূর্ব্ববঙ্গ সফর করতে থাকেন। সর্বত্র তাঁর এ আন্দোলনের প্রতি বিপুল সাড়া পরিলক্ষিত হয়।

(অসমাপ্ত)

সংবাদ
১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

শেখ মুজিবের বক্তৃতা

পূর্ব্ব বাংলায় ফিরে আমি ও পূর্ব্ব পাকিস্তানের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ব্যাপক সফরে বের হই। প্রায় চার মাস কাল ব্যাপক সফরের ফলে প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমার আওয়ামী লীগের ইউনিট গড়ে উঠে। এ সময় জেলের অভ্যন্তরে শ্রদ্ধেয় নেতা মওলানা ভাসানী ও জনাব শামসুল হক অসুস্থ হয়ে পড়েন। খবর পেয়ে জনাব সোহরাওয়ার্দী পূর্ব্ব বঙ্গে আসেন এবং জেলখানায় মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। অতঃপর এক ব্যাপক সফরে তিনি প্রদেশে একাধিকক্রমে ৩৪টি সভায় বক্তৃতা করেন। তাঁর এই সফরের ফলে রাজবন্দীদের মুক্তির আন্দোলন দুর্বার হয়ে উঠে। তাঁর সভায় হাজার হাজার লোক জমায়েত হয়। রাজবন্দীদের মুক্তি ও গণতান্ত্রিক শাসন দাবী করে সর্বত্র প্রস্তাবাদি গৃহীত হয়।

প্রচণ্ড গতিতে আমাদের সংগঠনী কার্য চলতে থাকে। মওলানা ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের কর্মিগণ দেশের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়লো। ইউনিয়নে ইউনিয়নে থানায় থানায় শহরে বন্দরে সর্ব্বত্র আওয়ামী লীগ গড়ে উঠলো নির্বাচিত জনগণের আপন প্রতিষ্ঠান হিসেবে।

দীর্ঘ সাত বৎসরাধিককাল ফ্যসিস্ট শাসন পরিচালনা করার পর জনমতের চাপে বাধ্য হয়ে লীগ সরকার ১৯৫৪ সালে সাধারন নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করলেন। সেমসয়ে জনাব ফজলুল হক সাহেব পূর্ব্ব বাংলার এডভোকেট জেনারেল। তিনি ঢাকা জেলে মওলানা সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নির্ব্বাচনকালে আওয়ামীলীগে যোগদান করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। পরে চাঁদপুরে এক বিরাট জনসভায় তিনি একথা জনসমক্ষেও ঘোষণা করেন। বলাবাহুল্য তিনি তার স্বভাবসুলভ নীতি অনুযায়ী তিনি তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেননি।

দীর্ঘ ২৩ মাস কাল বিনা বিচারে আটক থাকার পর মওলানা সাহেবকে ১৯৫৩ সালে মুক্তি দেওয়া হয়। ১৯৫৩ সালেরই অক্টোবর মাসে নব সংগঠিত জনাব সোহরাওয়ার্দী কাউন্সিলের যে প্রথম প্রতিনিধিত্বমূলক সভা হয় তাতে আমি সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত হই। এ সভায় আমি আওয়ামীলীগকে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান করার প্রস্তাব করি। এ ব্যাপারে আমি আমার নিজ মত ব্যক্ত করা প্রসঙ্গে বলি যে, দেশ থেকে সাম্প্রদায়িকতা দূর ও সত্যিকার পাকিস্তান জাতি গঠনের জন্য আওয়ামীলীগকে অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান করা প্রয়োজন। আমাদের কিছু সংখ্যক সহকর্মী ও পুর্ব্ব বাংলার জনসাধারণ যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্য প্রস্তুত তা সেদিন বুঝতে পারেনি বলে এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। জনাব মওলানা ভাসানী আমাদের এ প্রস্তাব অকুণ্ঠচিত্তে সমর্থন করেন। বহু আলোচনার পর এ ব্যাপারে জনমত যাচাই করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার মওলানা সাহেবের উপর ন্যস্ত করা হয়।

নির্ব্বাচনের সময় ঘনিয়ে আসতে থাকে। দেশের যুবশ্রেণীর সম্মিলিতভাবে নির্ব্বাচন যুদ্ধে লীগ শাহীর মোকাবেলা করার দাবি জ্ঞাপন করেন। ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত ১৭ ও ১৮ই নবেম্বর তারিখে আওয়ামীলীগ কাউন্সিল সভায় সাধারণ নির্ব্বাচনে ঐক্যবদ্ধভাবে মুসলিম লীগ সরকারের মোকাবেলা করার দাবি উত্থিত হয়। প্রয়োজনবোধে দেশের সকল রাজনৈতিক দল নিয়ে লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট গঠনের ক্ষমতা জনাব মওলানা ভাসানী ও জনাব সোহরাওয়ার্দীর উপর ...।

সংবাদ
১১ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে শেখ মুজিবের বক্তৃতার বিবরণ

... আমরা আওয়ামী লীগ থেকে মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রস্তাব পেশ করি।

এ-সময় খাদ্য সঙ্কট চরমে উঠে এবং দেশব্যাপী গণ-বিক্ষোভ দেখা দেয়। প্রায় প্রত্যেক জেলা সদরে গ্রামাঞ্চল থেকে ভূখ মিছিল আসতে আরম্ভ করে। রাজধানীর বুকেও ভূখ মিছিল আসতে আরম্ভ করে। দিশেহারা আবু হোসেন মন্ত্রিসভা নিজেদের আত্মরক্ষার আর কোন উপায় নেই বলে পদত্যাগ করে। বুড়ীগঙ্গা নদীর অপর পার জিঞ্জিরা এলাকা থেকে আগত এক ভূখ মিছিলের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। চক বাজারের এই গুলিতে খাদ্যের কাংগাল কঙ্কালসার কয়েক ব্যক্তি-নিহত হয়। এ খবর মুহূর্তে সমগ্র ঢাকায় ছড়িয়ে পড়ে এবং ব্যাপক বিক্ষোভ দেখা দেয় এবং বিপুল জনতা গুলিতে নিহত এক ব্যাক্তির মৃতদেহ নিয়ে বিরাট মিছিল সহকারে চকবাজার হইতে কাচারীর দিকে অগ্রসর হইতে থাকে। জনসাধারণের এই বিপদের দিনে আওয়ামীলীগ তাদের কাতারে শামিল হয়। গুলিবর্ষণের খবর প্রাপ্তির অল্পক্ষণ মধ্যেই জনাব আতাউর রহমান খান, আমি, ইয়ার মুহাম্মদ খান, দবির উদ্দিন, আবুল মনসুর সাহেব ঘটনাস্থলে উপস্থিত হই। জনতার মিছিল যাতে শান্তিপূর্ণভাবে শহর প্রদক্ষিণ করে সেজন্য আমি ও ইয়ার মুহাম্মদ খান মিছিলের সঙ্গে অগ্রসর হই।

জনাব আতাউর রহমান খান ও আবুল মনসুর আহমেদ আহত ব্যক্তিদের শুশ্রূষার ব্যাবস্থার জন্য মিটফোর্ড হাসপাতালে গমন করেন। মিছিল সদরঘাটে পৌঁছলে পুলিশ আবার গুলিবর্ষণ করে।ওখানেও কয়েক ব্যক্তি গুরুতররূপে আহত হয়। এ সংবাদ অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। প্রতিবাদে ঢাকা শহরে সর্ব্বাত্মক হরতাল প্রতিপালিত হয়। মফঃস্বলেও তার অনুসরণ হতে থাকে।

পূর্ব্ব বাংলার শাসন ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে পড়ার উপক্রম হয়। বাধ্য হয়ে সরকার জনাব আতাউর রহমান খানকে একটি নতুন মন্ত্রিসভা গঠন করার আহবান করেন। দেশের নিয়মতান্ত্রিক বিরোধীদল হিসেবে শত বিপদও প্রায় অপ্রতিরোধ্য দুর্ভিক্ষ এবং

তজ্জন্য শত শত লোকের মৃত্যুর সম্ভাবনা সামনে দেখেও আওয়ামীলীগের ওয়ার্কিং কমিটি গভর্ণরের আমন্ত্রণ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সিদ্ধান্তের ফলে ৮ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৬ সালে দীর্ঘ ৯ বৎসর বিরোধীদল হিসেবে অবস্থান করার পর সত্যিকার আওয়ামীলীগ হিসেবে প্রদেশের শাসনকার্য্য চালাইবার দায়িত্ব গ্রহণ করে। যদিও আওয়ামীলীগের কাছে মন্ত্রীত্ব কিছুই নয় দেশের নিঃস্বার্থ সেবাই আদর্শ।

... কাজেই মন্ত্রিসভার অন্যতম সভ্য হিসাবে, আমার মুখে আমরা যতটুকু করতে পেরেছি তার বিবরণ নিশ্চয়ই ভাল লাগবে না। তাছাড়া এরূপ বিবরণ কতকটা শালীনতা বিরুদ্ধও বটে। মাত্র পাঁচ মাস সময় আমরা পেয়েছি। এর মধ্যে চার মাস ব্যয় হয়েছে দুর্ভিক্ষাবস্থা থেকে দেশের জনসাধারণকে বাঁচাবার জন্য সুষ্ঠু পরিকল্পনা প্রণয়ন, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে খাদ্যশস্য এনে তার সুষ্ঠু ও দ্রুত বিলিব্যবস্থার কাজে। সকলেই স্বীকার করবেন সকল কাজের উর্ধ্বে ছিল এ-কাজ। আল্লাহর মেহেরবানীতে এবং জন–সাধারণের সমর্থন এবং সহকর্মীদের সহযোগিতায় আমাদের মন্ত্রিসভা তাদের এ-গুরুদায়িত্ব প্রতিপালন করিতে সমর্থ হয়েছে। ত্রুটি বিচ্যুতি হয়ত কিছু কিছু হয়েছে; কিন্তু তা সদিচ্ছার অভাবে নয়, দূরতিক্রম্য বাধা বিপত্তির জন্য। তাছাড়া একথাও আপনারা স্মরণ রাখবেন যে শাসনভার পরিচালনার জন্য আমাদের কারও কোন অভিজ্ঞতা ছিল না। সমস্ত ব্যাপারটা বুঝে নিতেও কিছুটা সময় লেগেছে।

প্রসঙ্গত আর একটি কথার এখানে উল্লেখ করতে হয়। পূর্ব্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করার অব্যবহিত পরেই কেন্দ্রে মুসলিম লীগ কৃষক শ্রমিক কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করে বিরোধীদলের নেতা হিসেবে তখন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে কেন্দ্র মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য প্রেসিডেন্ট আমন্ত্রণ করেন। সোহরাওয়ার্দী এ আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। কেন্দ্রে ৯ সেপ্টেম্বর তারিখে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামীলীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। সোহরাওয়ার্দীর মন্ত্রিসভা পূর্ব্ব বঙ্গের খাদ্য সংকট সমাধানের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানের সরকারকে অর্থ সাহায্য ছাড়াও তাদের সঙ্গে মনে প্রাণে সর্ব্ব প্রকার সহযোগিতা করেছেন। এজন্য সাহরাওয়ার্দী ও তার মন্ত্রীসভার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ এবং তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ব্যাক্তিগতভাবে আমি মনে করি এ সময়ের মধ্যে খাদ্য সমস্যার সমাধান ছাড়াও আওয়ামীলীগ মন্ত্রীসভা সর্ব্বাপেক্ষা বেশি উল্লেখযোগ্য যে কাজ করেছে তা হলো, বিপূল ভোটাধিক্যে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে পূর্ব্ব পাকিস্তানের এসেম্বলিতে প্রস্তাব গ্রহণ। কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টেও এ প্রস্তাব গৃহীত হয়। ফলে আগামী নির্ব্বাচন যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে হচ্ছে এবং সত্যিকার পাকিস্তানী জাতি সৃষ্টি হওয়ার সূত্রপাত হচ্ছে।

ভাইসব এখন ভবিষ্যত সম্পর্কে দুচারটি কথা আমাকে বলতে হচ্ছে। আগামী মার্চ-এপ্রিল মাসে সাধারণ নির্ব্বাচন হবে বলে আশা করা যায়। একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট ও প্রাদেশিক পরিষদের নির্ব্বাচন হবে। এই পরিষদের জন্য ৪৬৫ জন প্রতিনিধিকে আমাদের মনোনয়ন প্রদান করতে হবে। তাদের বাছাই ছাড়াও দেশের সর্ব্বপ্রথম এই গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচনে পার্টিকে সাফল্যমণ্ডিত করা যে কি বিরাট দায়িত্বপূর্ণ কাজ তা আশা করি আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে হবে না। এখন হতে সেজন্য বিপুল উদ্যম নিয়ে কাজে নামতে হবে। মনে রাখবেন, এখন পর্য্যন্ত আওয়ামীলীগ কোথাও নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করেনি। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভের পূর্ব্বে পার্টির নির্দ্দেশিত সমস্ত কাজ করা যেসব সময়ে সম্ভবপর হয়ে উঠে না তা আপনারা জ্ঞাত আছেন। কাজেই আওয়ামীলীগকে সাংগঠনিক দিক থেকে আরো শক্তিশালী ও দুর্জ্জয় করে তুলতে হবে। জনগণকে আওয়ামীলীগের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার জন্য দিবারাত্রি চালাতে হবে প্রচার। তাদের দৈনন্দিন দুঃখ দুর্দশার সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের

সহানুভূতি ও সমর্থন আনতে হবে পার্টির জন্য। তাদের অভাব-অভিযোগ মন্ত্রিসভার কাছে পেশ করতে হবে আওয়ামীলীগকেই। এক কথায় জনসাধারণের সকল আন্দোলনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকেই গ্রহণ করতে হবে। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা হয়েছে বলে আওয়ামী লীগের বৈপ্লবিক রূপ বদলানো চলবে না। মন্ত্রিত্ব গ্রহণের পূর্বে আওয়ামী লীগ যেমন জনসাধারণের সকল আন্দোলনের পুরোধায় রয়েছে এখনও তেমনি পুরোধায় থাকতে হবে তাকে। একমাত্র এই পন্থায় আওয়ামী লীগ দেশের রাজনৈতিক জীবনে জীবিত থাকবে।

ইউনিয়ন, থানা ও মহকুমা আওয়ামীলীগ গুলোকে বর্তমানাপেক্ষাও বেশি সক্রিয় করে তুলতে হবে। যে সব স্থানে আওয়ামীলীগের কমিটি এখন পর্যন্ত গঠিত হয়নি কর্ম্মীগণকে যেসব জায়গায় কমিটি গঠনের কার্য্যে করতে হবে আত্মনিয়োগ। আওয়ামীলীগ গড়তে হবে দেশের সর্ব্বত্র। আমাদের রয়েছে মহান ঐতিহ্য আমাদের রয়েছে জনহিতকর মহান কর্মসূচী। সে কর্মসূচী জনসাধারণ গ্রহণ করেছে। আমাদের প্রোগ্রামের ডাকে তারা সাড়া দিয়েছেন। আমাদের সাফল্য অনিবার্য্য।

শেষ করার পূর্ব্বে যে কথাটির উল্লেখ করতে চাই, তা হলো আওয়ামীলীগ এখন অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান। কাজেই প্রতিষ্ঠানে সকল সম্প্রদায়ের লোক যোগদান করতে পারে সেদিকেও কর্ম্মীদের লক্ষ্য রাখতে হবে ।

উপসংহারে আমি আর সামান্য দুচারটি কথা বলতে চাইঃ আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি ও সীমাবদ্ধ ক্ষমতা নিয়ে আমি আপনাদের সাধারণ সম্পাদকের কাজ করে এসেছি। একাজ অতীব গুরুত্বপূর্ণ কাজ। অনেক ঝড় ঝাপটা বয়ে গেছে প্রতিষ্ঠানের ওপর দিয়ে। আপনাদের সহায়তায় যথাসাধ্য মোকাবেলা করেছি। কিন্তু শত চেষ্টা ও শত সদিচ্ছা থাকলেও অনেক ত্রুটি বিচ্যুতি হয়েছে হয়তো অনেক ব্যাপারে। অনেকক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ গতিকেই আপনারা আমার কাছ থেকে আশা করেছেন ততটুকু পাননি। আপনারা নিজগুণে তা ক্ষমা করে নিয়েছেন। আজ বিদায় নেবার প্রাক্কালে, আমার কার্য্যকালে আমি আপনাদের সকলের যে অগাধ স্নেহ, ভালবাসা পেয়েছি। তজ্জন্য কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আজ থেকে আবার আমি কোন রকম পদমর্যাদা ব্যাতিরেকে সাধারণ একজন কর্ম্মী হিসেবে আওয়ামীলীগের কাজে আত্মনিয়োগ করতে পারবো সে আমার আনন্দ।

শেষ করার পূর্ব্বে আওয়ামীলীগের ভূতপূর্ব্ব সাধারণ সম্পাদক জনাব সামসুল হক সম্পর্কে দুচারটি কথা বলতে চাই। পূর্ব্ব বাংলার সবচাইতে বিপদের দিনে তিনি মওলানা ভাসানীর সহকর্ম্মী হিসেবে লীগ সরকারের চণ্ডনীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। দীর্ঘকাল কারাবরণের ফলে তিনি আজ গুরুতর অসুস্থ। বর্তমানে তিনি লাহোর হাসপাতালে চিকিৎস্যাধীন আছেন। প্রয়োজনবোধে তাকে চিকিৎসার জন্য ইউরোপে পাঠাবার জন্য আমরা জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীকে অনুরোধ করেছি।

আসুন আমরা সকলে মিলে তার রোগমুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি।

আমাদের অফিস সম্পাদক জনাব আহমদুল্লাহ সাহেব ছয়মাস পূর্ব্বে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। দীর্ঘদিন তিনি নিজের শরীরের প্রতি দৃকপাত না করে আওয়ামীলীগের অফিস সম্পাদকের ...যথেষ্ট দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে করিয়াছেন। (অসমাপ্ত)

সংবাদ
১২ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

আতাউর রহমানের করাচী উপস্থিতি

করাচী, ১১ই ফেব্রুয়ারি [এ, পি, পি)– পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান অদ্য সকালে ঢাকা হইতে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।

প্রধানমন্ত্রী ১২ দিন ফেডারেল রাজধানীতে অবস্থান করিবেন এবং এই সময়ে তিনি জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনে যোগদান ছাড়াও জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল এবং পাকিস্তান ফাইন্যান্স কাউন্সিলের সভায় যোগদান করিবেন।

জনাব আতাউর রহমান স্বল্পকালের জন্য লাহোর সফর করিবেন।

জনাব রহমানের সঙ্গে তাঁহার পলিটিক্যাল সেক্রেটারী জনাব জমিরুদ্দিন এবং স্বরাষ্ট্র দফতরের ডেপুটি সেক্রেটারী জনাব শামসুর রহমান করাচীতে আগমন করিয়াছেন।

পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্প সচিব শেখ মুজিবর রহমান অদ্য রাত্রে এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন।

সংবাদ
১৪ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

মওলানা ভাসানীর সহিত কোন মতবিরোধ নাই

করাচী, ১৩ই ফেব্রুয়ারি [এ, পি, পি]। পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্য জনাব শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, তাঁহার ও মওলানা ভাসানীর মধ্যে কোনরূপ মতবিরোধ ঘটে নাই। তিনি বলেনঃ "মওলানা ভাসানী পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় সভাপতি এবং আমি তাঁহার অনুগত সেক্রেটারী।"

জনাব রহমান মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে প্রচারকার্য্য শুরু করার পরিকল্পনা করিতেছেন বলিয়া সম্প্রতি যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে তিনি উহার সত্যতা সরাসরি অস্বীকার করেন। তিনি বলেন যে, সুসংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ আওয়ামী লীগ পার্টির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির হীন উদ্দেশ্যেই এইরূপ সংবাদ প্রচার করা হইতেছে। জনাব মুজিবর রহমান দৃঢ়তার সহিত বলেন, এই সংবাদগুলির মূলে কোন সত্য নাই। এইগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন ও আজগুবী।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন যে, মওলানা ভাসানীর সহিত তাঁহার সম্পর্ক পূর্ব্বের মতই সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ রহিয়াছে এবং ইহাতে কোন ছেদ পড়ে নাই। তিনি বলেনঃ গত আট বৎসর ধরিয়া আমরা একই সঙ্গে একই প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করিয়া আসিতেছি এবং আমরা কারাগারে একই সঙ্গে নির্যাতন ভোগ করিয়াছি। আমাদের মধ্যে কোন বিরোধ নাই।

Morning News
14th February1957

Mujib Denies Press Reports Says No Differences with Bhashani

Karachi, Feb. 13 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, the East Pakistan Minister and General Secretary of the Provincial Awami League,

today denied that he was planning to launch a campaign against Maulana Bhashani.
Sheikh Mujib said that there were no differences between him and Maulana Bhashani who was the accepted head of the Awami League organization in East Pakistan and 'I am his loyal secretary.' He added that such reports being circulated to create differences in the Awami League Party which at present was a united and cohesive party. "There is no truth in these reports. They are absolutely false."
He said his relations with Maulana Bhashani were good, old and unimpaired. They had worked together and for the same organization over the last eight years. 'We share common memories of hardships endured in jail. We have no differences.
London, Feb. 13: The Popular Peterborough column, London Day by Day, in the Daily Telegraph London, of Feb. 8, carries the following report:–
In its anger at the United Nation over Kashmir, India News lets itself go. This threepenny weekly news sheet emanates from India House and its editor. Mr. Rajendranath Gupta, works in the Press Department there.

সাপ্তাহিক সৈনিক
১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

আওয়ামী লীগের মুখপত্রের দৃষ্টিতে ভাসানীর 'সাংস্কৃতিক' লীলা

কাগমারীতে জনাব ভাসানীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'ঐতিহাসিক' সাংস্কৃতিক সম্মেলন সম্পর্কে অনেকেই অনেক কথা বলিয়াছেন। এই সকল উক্তিকে 'দুষ্ট লোক' ও বিভেদ সৃষ্টিকারীদের প্রচারণা বলিয়া 'উড়াইয়া' দেওয়া যাইতে পারে কিন্তু শেষ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের সরকারী মুখপত্র 'ইত্তেফাকে' ও রাজনৈতিক মঞ্চে মুখ খুলিয়া ফেলিয়াছেন। গত ১১ই ফেব্রুয়ারীর সংখ্যায় 'মোসাফির' যাহা লিখিয়াছেন তাহার উপর মন্তব্য করা নিষ্প্রয়োজন।
"আওয়ামী লীগ সম্মেলনের কতকগুলি কাজ আমাদের কাছে ভাল লাগে নাই। অবশ্য এজন্য কে দায়ী, তাহা আমরা জানি না। প্রথমতঃ তোরণ নির্মাণের প্রশ্নে ভারতীয় অতগুলি নেতার নামে তোরণ নির্মাণ, আমাদের কাছে বিষদৃশ্য ঠেকিয়াছে– বিশেষ করিয়া যখন আজ পর্যন্ত ভারতে পাকিস্তানের কোন জাতীয় নেতা, সাহিত্যিক, কবি বা সমাজকর্মীকে কোনরূপ সম্মান প্রদর্শন করা হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ ভারত হইতে জনাব হুমায়ূন কবিরের নেতৃত্বে ডেলিগেশন প্রেরণের মধ্যে যে দুষ্ট মনোভাব নিহিত রহিয়াছে, তাহাও আমরা উপেক্ষা করিতে পারি না। হুমায়ূন কবির সাহেব ফরিদপুরের অধিবাসী এবং পাকিস্তান বিরোধীতায় তাহার ভূমিকা সর্বজনবিদিত। কায়েদে আজম কংগ্রেসের সহিত আপোষ আলোচনায় সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস প্রতিনিধি হিসাবে মওলানা আজাদের সহিত তিনি কখনও আলোচনা করিতে রাজী হন নাই। ভারতে আজ হুমায়ূন কবির অপেক্ষা বহু উচ্চ ধরনের শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিসেবী রহিয়াছেন; সে ক্ষেত্রে অন্য কোন যোগ্যতর ব্যক্তির নেতৃত্বাধীন ভারত কালচারাল মিশন প্রেরণ না করায় আমাদের মনে পাকিস্তান আন্দোলনের কালে ভারতীয় কংগ্রেসী নেতাদের 'শো-বয়' খাড়া করিবার যে প্রবণতা লক্ষ্য করা

গিয়াছিল, সেই কথাই স্মরণ হইতেছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির খাতিরে আজ পাকিস্তানে সেই সব সংখ্যালঘু প্রতিনিধিদের মন্ত্রীত্বে পর্যন্ত অংশীদার করা হইয়াছে, যাঁরা একদিন পাকিস্তানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতের যেসব মুসলমান অখণ্ড ভারতের সমর্থন না দিয়া পাকিস্তান দাবীর সমর্থন করিয়াছিলেন, তাঁদের একজনকে কি ভারতীয় কংগ্রেস সরকার কোন রাজনৈতিক মর্যাদা দিয়াছেন? দেন নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বিরোধিতা করিবার জন্য মেসার্স হুমায়ূন কবিরদের মত লোকদেরে কংগ্রেস সরকার যত খুশী পুরস্কৃত করিতে পারেন, কিন্তু সেই সকল লোকের নেতৃত্বে পাকিস্তানে কোন মিশন গ্রহণ করা ভারতীয় মুসলমানদের কাটা ঘায়ে নুনের ছিঁটা দিবার মত। পাকিস্তান সংখ্যালঘুদের যে মর্যাদা দিয়াছে, ভারত তার সংখ্যালঘুদেরকে সে মর্যাদা দেয় নাই। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর বিশেষ করিয়া লিয়াকত-নেহরু চুক্তির পরও ভারতের উগ্রপন্থীদের কৃপায় ৩৬৫টি সাম্প্রদায়িক দাংগা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। কাশ্মীরকে সামরিক শক্তি বলে করায়ত্ত করিয়া রাখিয়াও ভারত আজ লজ্জার মাথা খাইয়া দুনিয়ায় প্রচার করিয়া বেড়াইতেছে যে ভারতের অসাম্প্রদায়িকতা নীতির (Secularism) জন্যই তারা কাশ্মীরে সাম্প্রদায়িকতার জিগীর তুলিয়া গণভোট অনুষ্ঠান করিতে দিতে রাজী নহে। ভারতের এই মনোবৃত্তির পরিপ্রেক্ষিতে হুমায়ূন কবির সাহেবের নেতৃত্বে কালচারাল মিশন গ্রহণ করিয়া কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলনের উদ্যোক্তারা ভারতীয় ঐ প্রচারের সুযোগ করিয়া দিলেন কিনা, আজ নিবিষ্ট মনে তাঁরা যেন তাহা ভাবিয়া দেখেন। আজ বিশ্বস্বীকৃত নীতি হইল যে দুইটি রাষ্ট্রের মধ্যে আদর্শগত বা রাজনৈতিক বিরোধ থাকিলেও অর্থনীতি ক্ষেত্রে পরস্পর স্বার্থের ব্যবসায় বাণিজ্য পরিচালনা করা যায়। এই ভিত্তিতেই সেদিন পাক-ভারত বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদিত হইয়াছে। কিন্তু এই চুক্তিকেও ভারত জাতিসংঘের কাশ্মীর ইস্যুতে ব্যবহার করিতে চাহিয়াছে। ভারতীয় প্রতিনিধি মিঃ কৃষ্ণ মেনন কাশ্মীর প্রশ্নকে শিকায় তুলিবার জন্য সেদিন জাতিসংঘে এই বাণিজ্য চুক্তির উল্লেখ করিয়াছিলেন। মিঃ হুমায়ূন কবিরের নেতৃত্বে প্রেরিত সাংস্কৃতিক মিশনকে ভারতের অসাম্প্রদায়িকতা প্রমাণ করিতে ব্যবহার করা কিছুই অসম্ভব নয়। তারপর ভারতীয় পত্রিকাগুলিতে মওলানা ভাসানী সাহেবকে আওয়ামী লীগের সর্বেসর্বা প্রমাণ করিবার জন্য যে ধরনের কোশেশ করা হইয়াছে, তদ্বারা আওয়ামী লীগের গণতান্ত্রিক রূপকে শুধু যে অস্বীকার করা হইয়াছে তাহাই নহে, মওলানা সাহেবকেও গণতান্ত্রিক দুনিয়ার কাছে হেয়প্রতিপন্ন করা হইয়াছে। কলিকাতাস্থ পত্রিকাসমূহে বলা হইয়াছে যে, কোন মন্ত্রীপরিষদ সদস্য বা কাউন্সিলার পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের পূর্বতন পররাষ্ট্রনীতির বিরোধিতা করিলে তাঁহাকে প্রতিষ্ঠান হইতে বহিষ্কার করিবার ক্ষমতা মওলানা ভাসানী সাহেবকে প্রদান করা হইয়াছে। খবরে আরও বলা হইয়াছে যে, স্বয়ং মওলানা সাহেব এই প্রস্তাব উত্থাপন করিয়াছিলেন। কোন গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানের কোন গণতান্ত্রিক নেতা সম্পর্কে এইরূপ খবর প্রকাশ করা হইলে তার যে কতখানি সর্বনাশ করা হয়, অতি-উৎসাহী ভারতীয় সংবাদপত্রগুলি সেদিকেও নজর দিতে পারে নাই। ভারতীয় সংবাদপত্রের খবর বিশ্বাস করিতে হইলে ইহায় বিশ্বাস করিতে হয় যে, মওলানা সাহেব স্বয়ং গণতন্ত্রের পথ ছাড়িয়া ডিক্টেটরী ক্ষমতা লাভ করিতে চাহেন। আফসোস, ভারতের একশ্রেণীর নেতা ও সংবাদপত্র আজাদী আন্দোলন কালের ভ্রান্ত নীতি আজও পরিহার করিতে পারেন নাই। এখনও তারা মনে করেন যে, পাকিস্তানে কোন্দল সৃষ্টি করিয়া বা কাহাকেও শিখণ্ডী দাঁড় করাইয়া তারা পাকিস্তানকে বানচাল করিতে পারেন। ... ব্যক্তি কোন্ ছাই, কোন প্রতিষ্ঠানও যদি আজ জাতীয় স্বার্থের ব্যতিক্রম কোন কিছু করে তাহা হইলে পাকিস্তানের জনসাধারণ একবাক্যে তার বিরোধিতা করিতে জানে। ব্যক্তি

অপেক্ষা প্রতিষ্ঠান বড়; প্রতিষ্ঠান অপেক্ষা দেশ বড়। পাকিস্তানের প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিক সেটুকু বিচার করিতে জানে। পাকিস্তানের স্বার্থের পরিপন্থী ও জনমতের বিরোধী যে কোন কাজ শহীদ সোহরাওয়ার্দীই করুন, ভাসানীই করুন, ফজলুল হকই করুন, আওয়ামী লীগই করুক বা মুসলিম লীগই করুক, যে কেহ করুক– পাকিস্তানের নাগরিকরা তাহা এক মুহূর্তে ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। কোন মন্ত্রিসভাই মাথা বাঁধাইয়া আসে নাই। মন্ত্রিসভা আসে, আর যায়। আওয়ামী লীগ দেশের মঙ্গল বিধানে সমর্থ হইলে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকুক, নতুবা সরিয়া দাঁড়াউক; শুধু মন্ত্রিসভা প্রতিষ্ঠাই দলের বা জাতির লক্ষ্য নয়। আজাদী সংরক্ষণই জাতির নিকট প্রাণাপেক্ষা প্রিয় প্রশ্ন।

আকাশচারী, পাকিস্তান বিদ্বেষীরা মনে করে যে, যেহেতু পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে অর্থনৈতিক অসামঞ্জস্য নিয়া দ্বন্দ্ব চলিয়াছে সেইহেতু পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইবে এবং একদিন টপ করিয়া রসগোল্লার মত ভারতের গ্রাসের মধ্যে পড়িবে। ভাই ভাই বিরোধ থাকে, পরস্পরের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে, কিন্তু ধ্বংস হইবার দুর্বুদ্ধি না থাকিলে কেহ কাহারও নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হয় না। পাকিস্তানে আজ ভেদ-বৈষম্য রহিয়াছে একদল লোক পাকিস্তানকে শোষণ করিতেছে, এই শোষকদের মধ্যে সংখ্যার তারতম্য থাকিতে পারে, কিন্তু এই (অসমাপ্ত)

সংবাদ
২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

প্রাদেশিক আওয়ামীলীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা
শেখ মুজিব কর্তৃক ২রা মার্চ ঢাকায় আহূত

করাচী, ১৯শে ফেব্রুয়ারি [এ,পি,পি]।- অদ্য এখানে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান ঘোষণা করেন যে আগামী ২রা মার্চ ঢাকায় পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে। বৈঠকে নোয়াখালী ও সিলেট কেন্দ্রে প্রাদেশিক পরিষদের শূন্য আসনের উপনির্ব্বাচনে প্রার্থী মনোনীত করা হইবে।

তিনি উক্ত আসনদ্বয়ের জন্য নোয়াখালী ও সিলেট জেলা ওয়ার্কিং কমিটিকে তাহাদের সোপারেশ ফেব্রুয়ারি মাস শেষ হইবার পূর্ব্বে প্রেরণ করিতে বলিয়াছেন।

শেখ মুজিবর রহমান আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

আজাদ
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

শিল্প মেলার গুরুত্ব ব্যাখ্যা
প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের বক্তৃতা

ঢাকা, ২৫শে ফেব্রুয়ারী।- পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য অপরাহ্নে শিল্পপতিদের প্রতি দেশের পর্য্যাপ্ত কাঁচামালের সদ্ব্যবহার করিয়া শিল্পোন্নয়নের আহ্বান জানান।

পাকিস্তান শিল্প মেলায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, শিল্পোন্নয়ন ব্যতীত কোন দেশেরই সমৃদ্ধি সম্ভব নহে।

তিনি আরও বলেন যে, দেশীয় পণ্য ব্যবহারে জনসাধারণকে উৎসাহ করার জন্য প্রতি

বৎসরই এইরূপ শিল্প মেলা অনুষ্ঠিত হওয়া উচিত। জনাব মুজিবর রহমান প্রদর্শনীর বিভিন্ন স্টল পরিদর্শন করেন।

মেলা কর্তৃপক্ষ যে লাকী টিকেটের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অদ্য পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর ও অন্যান্য অফিসারদের উপস্থিতিতে তাহা উঠান হয়। –এপিপি

আজাদ
২৬শে ফেব্রুয়ারী ১৯৫৭

শিল্প মেলায় জনাব মুজিবর রহমান
বেঙ্গল ফ্রেন্ডস কোম্পানীর স্টল দর্শনে আনন্দ প্রকাশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য সোমবার রাতে শিল্প মেলা পরিদর্শন করেন। তিনি বিভিন্ন ষ্টল ঘুরিয়া দেখেন। প্রদর্শনীর যে কয়েকটি ষ্টল দেখিয়া শিল্প সচিব আনন্দ প্রকাশ করেন তন্মধ্যে বেঙ্গল ফ্রেন্ডস এন্ড কোম্পানীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই কোম্পানীর ষ্টলে প্রত্যহ মডেল দ্বারা আলকাতরার বিভিন্ন ব্যবহার প্রদর্শন করা হইতেছে।

সংবাদ
২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৭

মুজিবর রহমানের ফরিদপুর সফর

পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান দুই-দিবসব্যাপী ফরিদপুর সফরের উদ্দেশ্যে আগামীকল্য (বুধবার) ঢাকা ত্যাগ করিবেন। তিনি ২৭শে ফেব্রুয়ারি ফরিদপুরে একটি শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন এবং একটি জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন। পরবর্তী দিবসে তিনি স্থানীয় সরকারী কর্মচারী ও বেসরকারী ব্যক্তিদের সাক্ষাত দান করিবেন এবং কৃষ্ণপুরে একটি জনসভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

জনাব মুজিবর রহমান ১লা মার্চ ফরিদপুর হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

PAKISTAN OBSERVER
26th February 1957

MUJIB VISITS P.I.F

East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister, Mr. Sheikh Mujibbur Rahman yesterday evening appealed to the industrialists to develop the industries of the Province by utilizing its huge stock of raw materials. Mr. Rahman who was speaking from the announcement room of the Pakistan Industrial Fair in Dacca said that no country could prosper unless it developed her own industries.

The Minister said that every year such exhibition should be organized to encourage the indigenous products.

Earlier, Mr. Rahman went round talking to the stall-holders about the exhibition visiting stalls and their goods.

P.I.F. announced the lucky Ticket numbers which was drawn yesterday in presence if the Director of Industries, Government of East Pakistan and other officials.
The holder of ticket number 8 got the first prize of medium wave five bulb Radio set; ticket number 425 got one table clock in the second prize and the third prize silk blouse piece to ticket holder no. 250.-APP.

সংবাদ
২রা মার্চ ১৯৫৭

সর্ব্ব প্রকার দুর্নীতি উচ্ছেদের সংকল্প শেখ মুজিবের ঘোষণা

ফরিদপুর, ১লা মার্চ্চ (এ, পি, পি)।- পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্প বাণিজ্য ও দুর্নীতি দমন সচিব জাতীয় জীবনের সর্ব্বক্ষেত্র হইতে দুর্নীতি উচ্ছেদের সংকল্প ঘোষণা করিয়া বলেন যে দুর্নীতি উচ্ছেদ করিতে না পারিলে জাতীয় উন্নতি অসম্ভব। কৃষপুরহাটে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি উপরোক্ত মন্তব্য করেন।
দেশের জনগণের দুর্দ্দশা মোচনে পূর্ব্ববর্তী সরকারের ঔদাসীন্যের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, তাহারা জনগণের অবস্থার উন্নয়ন অপেক্ষা আন্দোলন দমনের দিকেই অধিক মনোযোগী ছিলেন।
জনসাধারণের অবস্থার উন্নয়নের জন্য তিনি তাহাদের ধৈর্য্যধারণের আবেদন করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার দুর্য্যোগের উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন যে, সরকারের চেষ্টার জন্যই খাদ্য সংকটকালে অগনিত জনসাধারণের জীবনরক্ষা সম্ভব হইয়াছে।
কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে তিনি সরকারের নীতি বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে অবাধ নিরপেক্ষ গণভোটের মাধ্যমে কাশ্মীরীদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার স্বীকার করিয়া লইতে হইবে।
শেখ মুজিবুর রহমান প্রাতে স্থানীয় সরকারী বালিকা বিদ্যালয়, সদর জেলা ও হাসপাতাল পরিদর্শন করেন ও পুলিশ কর্ম্মচারীদের এক সম্মেলনে ভাষণ দান করেন।

PAKISTAN OBSERVER
3rd March 1957

Sk. Mujib To Tour Districts

East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister Sheikh Mujibur Rahman is leaving Dacca on March 3 on a two-day tour of Tippera and Noakhali Districts. In course of his tour Mr. Rahman will address public meetings at Daulatganj on March 3 and at Choumuhani on March 4.
Returning to Dacca on March 5.

Morning News
3rd March 1957

Mujib Criticises Past Govts.

Faridpur, Mar. 2 (APP): Sheikh Mujibur Rahman, East Pakistan Commerce and Industries Minister, emphasizing the prime need of

weeding out corruption that had vitally affected the present society said unless we get rid of corruption, it is absolutely impossible on our part to force ahead.
Addressing a public meeting on Thursday at Krishnapurhat, 10 miles off here, the Minister referred to the present "condition of the province and bitterly criticized the past Governments for their apathy towards the causes of the common people. He also related the repressive measure of the past regimes taken to suppress the movements of the masses.
Mr. Rahman referred to the critical time when the present regime tools office and said that the food problem was then raging in the country and it was through untiring efforts of the Government that the people were saved from impending calamity.
About the local grievances he assured his help in redressing them.
Referring to Kashmir, he reiterated the Government's stand for free and impartial plebiscite for the Kashmiris to decide the issue.
Later addressing a conference of the primary school teachers, he assured all possible help in meeting their grievances. He however asked them not to be impatient if all their grievances resulting from long neglect could not be met immediately.

সংবাদ
৪ঠা মার্চ ১৯৫৭

শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে প্রচারণা
ভারতীয় পত্রিকার ভূমিকায় নিন্দা

এ, পি, পি'র এক খবরে প্রকাশ, ভারতে পাকিস্তান সরকার এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে যে দুষ্ট প্রচারণা চালানো হইতেছে, প্রাদেশিক শিল্পসচিব জনাব মুজিবর রহমান গতকল্য (রবিবার) তীব্রভাবে তাহার নিন্দা করেন।
দিল্লী হইতে প্রকাশিত 'হিন্দুস্তান টাইমস" পত্রিকার পরিবেশিত একটি সংবাদের সমালোচনা প্রসঙ্গে প্রদত্ত একটি বিবৃতিতে শিল্পসচিব বলেন, পত্রিকাটিতে জনাব মওলানা ভাসানী, জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী, জনাব আতাউর রহমান এবং আমার নিজের বিরুদ্ধে যে হীনভাবে আক্রমণ করা হইয়াছে তাহা একান্তই নিন্দনীয়। ভারতের বিশেষ বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট মানে বর্তমানে নিজেদের স্বার্থ উদ্ধারে তৎপর হইয়া উঠিয়াই আমাদের নেতাদের মধ্যে ভাঙ্গন ধরাইবার চেষ্টা করলেন।
জনাব মুজিবর রহমান বলেন আমার বিরুদ্ধে আরও রটানো হইয়াছে যে কতিপয় ভদ্রলোক নাকি আমাকে একটি ছাপাখানা উপঢৌকন দিয়াছেন। কিন্তু প্রত্যুৎপন্ন মস্তিষ্ক হইতে উদ্ভাবিত এই সমস্ত গুজবের মূল্যে সত্য নাই। প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা ও আমার মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির অসৎ উদ্দেশ্য লইয়াই এই গুজব রটানো হইয়াছে।

সংবাদ
৬ই মার্চ ১৯৫৭

রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনের ব্যাপক প্রস্তুতি

রংপুর, ৪ঠা মার্চ্চ।- বর্তমান মাসের শেষ সপ্তাহে রংপুর জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য সমগ্র জেলাব্যাপী ব্যাপক আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। এই

উপলক্ষে প্রস্তুতি গ্রহণের জন্য অভ্যর্থনা কমিটির সম্পাদক জনাব মতিউর রহমান রংপুর টাউন হলে আগামী ৯ই মার্চ্চ জেলার সমস্ত কমিটির একটি বৈঠক আহ্বান করিয়াছেন।
জেলা আওয়ামী লীগ সম্মেলনে জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী ও মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শেখ মজিবর রহমান, জনাব খয়রাত হোসেন প্রভৃতি উপস্থিত থাকবেন।

Morning News
7th March1957

Private & Foreign Capital Will be Welcome Mujib Plan to Regulate Forward Trading in Food grains

Chittagong, Mar. 6 (APP): The East Pakistan Commerce, Labour and Industries Minister, Sheikh Mujibur Rahman, today emphasized the importance of increasing the acreage of tea by rehabilitation derelict gardens and bringing under cultivation new acreage in under to achieve the higher production targets.
The Minister, who was addressing the Ninth Annual General Meeting of the Pakistan Tea association here, reiterated that the Government shall welcome and continue to encourage private and foreign capital for investment in the province. "Let there be no worry and no anxiety on this account in the mind of any one." he added.
He declared that Government had fixed the tea production target at a million pounds per annum to be achieved within the next few years. He promised that Government would give all possible assistance to the industry in improving the quality and increasing the quantity of its annual production.
Mr. Rahman expressed satisfaction at the constant increase in external and internal demand. Which he added "Justifies the target in view."
He told the Association that Pakistan Tea Board was taking suitable steps to step up consumption, both at home and abroad and said, "They need your co-operation in the matter of prices, which must be kept at economic levels.
Turning to the specific points raised in the address by the Chairman of the Association, the Minister assured the Association that government determined to keep down the prices of foodgrains at reasonable level and none would be allowed to make capital of human misery by creating or exploiting artificial scarcity.
Mr. Rahman said that Government had taken up various measures for tackling the food problem. He disclosed that Government was proposing to regulate forward trading in foodgrains, in order to curb the speculative tendency.

Packing Material
Referring to the shortage of packing material, the Minister informed that there should not be any apprehension as the two

tea-chests manufacturing units in the country would definitely be in a position to meet the current annual requirements of the tea industry in respect of tea chests. He further told them that the Forest Department had informed that with the existing forest resources and existing plywood manufacturing capacity, there was no question of supply falling short of demand "Shortfall". If any Mr. Rahman added, would be met by imports either of raw material or of finished products.

He said that their request for the supply of 600 water-tight railway wagons per month had been passed on to the railway authorities, who had promosed to do their very best within their limitations. Mr. Rahman also told them that a telephone exchange was being opened at Srimangal and said that the Posts and Telegraphs authorities had also informed that their request for a telephone connection at Shamshernagar would receive favourable consideration.

He expressed gratification at the 'Pakistanisation' of the covenanted posts in the Tea Estates during the last one year. Mr. Rahman said that he was sure ail commercial concerns would follow sun in this regard.

Mr. Rahman said that the civil aviation authorities were currently exploring the possibilities of linking up Sylhet with Dacca by regular air service and considered the prospects of the protect going through to be fairly bright. He said that there were certain technical hitches like the procurement of necessary equipment, apart from financial implications, "Your offer of subsidizing the service will be immensely useful and make the introduction of the projected service easier," he said.

As regards the supply of requirements such as building material, the Minister promised that the Government would treat the matter on a special footing. He said that if the Association furnished to his department a consolidated statement of its requirements, estate-wise duty supported by relevant facts and figures, steps to meet these requirements by making adhoc imports through Director General of Supply and Development might be taken.

He noted with satisfaction that the Association shared Governments anxiety in raising the standard of living of the Tea Estate Workers. He suggested the Association to take up various measures such as improving the housing conditions, removal of 'unsustainable; distinction between the male and female workers, stopping of employing children in tea gardens or factories, and extension of medical, education and leave facilities.

সংবাদ
১৫ই মার্চ ১৯৫৭

পূর্ব্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদে বৃহস্পতিবারে সর্বমোট ১৯টি সরকারী বিল পাশ
শাসন বিভাগ হইতে বিচার বিভাগকে পৃথককরণ
ডিভিশন চাহিয়া বিপুল ভোটাধিক্যে বিরোধীদল পরাজিত
স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানে গণতান্ত্রিক নির্ব্বাচন পদ্ধতি গৃহিত

পূর্ব্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদে গতকল্য (বৃহস্পতিবার) পাঁচ ঘণ্টা সময়ের মধ্যে উনিশটি বিল গৃহীত হইয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তান ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প বিলের তফসিলের উপর ডিভিশন দাবী করিয়া বিরোধীদল চরমভাবে পরাজিত হইয়াছেন। বর্ত্তমান অধিবেশনের এই প্রথম ডিভিশনে সরকার পক্ষ ১৪১ এবং বিরোধীদল ৮৩ ভোট পাইয়াছেন।

গুরুত্বপূর্ণ বিলগুলির মধ্যে স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত পাঁচটি বিল ফৌজদারী কার্য্যবিধি (পূর্ব্ব পাক সংশোধনী) এবং ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প বিল অন্যতম। শেষোক্ত বিলটির উপর সর্ব্বাধিক সময় আলোচনা হয়।

স্বায়ত্তশাসন সংক্রান্ত পাঁচটি বিল অনুযায়ী জেলাবোর্ড, মিউনিসিপ্যালিটি ও ইউনিয়ন বোর্ডের নির্ব্বাচন প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে অনুষ্ঠিত হইবে। কোন প্রকার মানোন্নয়ন প্রথা থাকিবে না। প্রেসিডেন্টদের সরাসরি নির্ব্বাচিত হইতে হইবে।

ফৌজদারী কার্য্যবিধি (সংশোধনী) বিলের ফলে বিচার বিভাগ শাসন বিভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে। একটি সংশোধনীর ফলে পশু হত্যা নিবারণী বিল অনুযায়ী সাত বৎসর বয়সের কম হইলে কোন গবাদিপশু হত্যা করা চলিবে না। মূল বিলে বয়ঃসীমা দশ করা হইয়াছিল।

গতকল্য বিরোধী দলীয় অধিকাংশ সদস্য রাত্রি সাড়ে নয়টার পর বিলের আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন। অধিবেশনের শেষের দিকে মাত্র তিন চারিজন বিরোধী সদস্য আসনে বসিয়া ছিলেন। বাকী সমস্ত সদস্য পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। তাঁহাদের মাত্র রাত্রি সাড়ে নয়টার পর অধিবেশন করার দাবীকে অনেকে "কর্ত্তব্যের প্রতি উদাসিন্য" বলিয়া অভিহিত করেন।

অপরাহ্নে সাড়ে পাঁচ ঘটিকায় স্পীকার জনাব আবদুল হাকিমের সভাপতিত্বে অধিবেশন বসে।

জনাব স্পীকার কতিপয় বিরোধী দলীয় সদস্যদের দাবী ও অনুরোধে বেসরকারী কার্য্যের জন্য বর্ত্তমান অধিবেশনে একটি দিন ধার্য্যকরার আশ্বাস দান করেন।

পরিষদের কার্য্যের মধ্যে উপ-বিষ্ট অবস্থায় অবস্থানের বিরুদ্ধে যুক্তফ্রন্টের জনাব আবদুল হামীদ প্রথমে আপত্তি উত্থাপন করেন। আরো কয়েকজন সদস্যের সঙ্গে পরিষদের নেতা জনাব আতাউর রহমান খানও সমর্থন করেন। কিন্তু স্পীকার উহা নিয়ম মাফিক নয় বলিয়া অগ্রাহ্য বলিয়া ঘোষণা করেন।

ক্ষুদ্রায়তন ও কুটির শিল্প বিল নিয়ে অধিবেশনে সর্ব্বাধিক আলোচনা হয়। উক্ত সংশোধনীতে কর্পোরেশনের শেয়ার ইউনিট একশত টাকার স্থলে দশ টাকা এবং শেয়ার ক্রেতাদের অবাধে শেয়ার ক্রয়ের সুবিধা না দিয়া উহার সীমা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেওয়ার দাবী করা হইয়াছিল। উক্ত বিল অনুযায়ী সরকার প্রদেশের ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প প্রসার ও উন্নয়নের উদ্দেশ্যে একটি কর্পোরেশন গঠন করিবেন। এই কর্পোরেশন কুটির শিল্পীদের সাহায্য করিবে।

বিলটির তফসিল পাশ করার সময় বিরোধীদল হইতে ডিভিশন দাবী করা হয়। এই ডিভিশনে ৫৯ ভোটের ব্যবধানে বিরোধীদল চরমভাবে পরাজিত হয়। বিল পাশের

পর শ্রী পি সি লাহিড়ী বিলটির জন্য সরকারকে অভিনন্দন জানান। কিন্তু অনুরোধ করেন যে ভবিষ্যতে সরকার যেন গরীব জনসাধারণের সুবিধার জন্য অন্ততপক্ষে অধিকাংশ শেয়ার দশ টাকা মূল্যেও করার চেষ্টা করেন।

শিল্প মন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান বলেন সরকার প্রয়োজন মনে করিলে বিলটি ভবিষ্যতে জনস্বার্থের জন্য নতুন করিয়া ঢালাই করিবেন। কারণ এই বিল জনকল্যাণের জন্যই প্রণীত।

PAKISTAN OBSERVER
21st March 1957

SK. MUJIB REFUTES SARKAR'S STATEMENT

The Commerce, Industries and Anti-Corruption Minister, Sheikh Mujibur Rahman told the House yesterday that up till now not a single Anti-Corruption case was withdrawn. All the cases were under investigation, he added.

Mr. Rahman refuting the charges by Mr. Abu Hussain Sarkar, Leader of the Opposition, levelled against the present Government, said that Mr. Sarkar himself, ordered withdrawal of anti-Corruption case instituted against the Chairman, Vice-Chairman and others of the East Pakistan Provincial Co-operative Bank. He said that the case was withdrawn in spite of the opposition by the Legal Rememberancer at the East Pakistan Government.

He was replying to discussion on the cut motions moved on the demand relating to industries.-APP.

Morning News
28th March 1957

PIDC Director Meets Mujib

Mr. S. Zaman, Director, PIDC, yesterday (Wednesday) called on Sk. Mujibur Rahman, Provincial Industries and Labour Minister, and discussed the labour situation of the Province with reference to the recent incidents in Khulna industrial area.

On Tuesday Mr. Zaman met the Prime Minister of Pakistan, Mr. H. S. Suhrawardy, and officials of the Government of East Pakistan.

Mr. Zaman is now on tour of PIDC projects in East Pakistan.

দৈনিক ইত্তেহাদ
২রা এপ্রিল ১৯৫৭

ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট ও ইনভেষ্টমেন্ট কোঃ শেয়ার ক্রয়ের আবেদন
প্রাদেশিক শিল্প সচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (সোমবার) এক বিবৃতিতে জনসাধারণের নিকট "ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ক্রেডিট" ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানীর শেয়ার ক্রয় করিবার আবেদন জানান।

তিনি বলেন, দেশে একটি ইণ্ডাষ্ট্রিয়েল ক্রেডিট এ্যান্ড ইনভেষ্টমেন্ট কোম্পানী স্থাপন করার আবশ্যকতা সম্বন্ধে বলাই বাহুল্য। ইহার উদ্দেশ্য ও লক্ষ হইতে পরিষ্কার বুঝা

যাইবে যে, দেশের অর্থনীতি পুনর্গঠনের কার্য্যে উহা কতটুকু ফলপ্রদ হইবে। গতকল্য (রবিবার) পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য শ্রম ও শিল্প সচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান ঢাকায় এক বিবৃতি প্রসঙ্গে উক্ত মন্তব্য করেন।

তিনি বলেন, এই প্রকার একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের প্রস্তাব বহুদিন যাবৎ সরকারের বিবেচনাধীন রহিয়াছে। ১৯৫৬ সালের এপ্রিল মাসে পাকিস্তান সফররত উক্ত মিশন অনুরূপ একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপনের বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়া উহাকে 'কোম্পানীজ' অ্যাক্ট-এর আওতায় একটি সম্পূর্ণভাবে প্রাইভেট কোম্পানী হিসাবে রাখিবার অভিমত প্রকাশ করেন। সরকার তখন "উচ্চ মিসনের" উক্ত অভিজ্ঞ সমর্থন করিয়া প্রস্তাবিত কোম্পানীর মেমোরেণ্ডাম এবং আট কল অব এসোসিয়েশন তৈরী করিবার নিমিত্ত একটি ষ্টিয়ারিং কমিটিও গঠন করেন। উক্ত কমিটি তাহাদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন।

উক্ত প্রতিষ্ঠানের প্রধান লক্ষ্যগুলি হইতেছে– (১) প্রাইভেট শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিকে দীর্ঘমেয়াদী মধ্য মেয়াদী ঋণদান করত; এই গুলিকে বিস্তার ও আধুনিকীকরণের কার্য্যে সাহায্য করা, (২) অন্য কোন কোম্পানী কর্তৃক প্রদত্ত শেয়ার ষ্টক, ডিবেনচার ষ্টক, বোণ্ড অবলিগেশন এবং সিকিউরিটি ইত্যাদি ক্রয় করা হয়। বা এইগুলিতে মূলধন খাটান। (৩) মূলধন নিয়োগ করার একটি সুনিশ্চিত পন্থা উদ্ভাবন করা, (৪) যে কোন কোম্পানীর গঠন ম্যানেজমেন্ট, সুপারভিশন এবং নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি ব্যাপারে অংশগ্রহণ করা, (৫) যে কোন জাতীয় প্রতিষ্ঠানের কিংবা জাতীয় উন্নতি সাধনকল্পে স্থাপিত যে কোন শাখার প্রতিষ্ঠানে আবশ্যকরণ অর্থদান করা এবং (৬) উক্ত প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মচারী বা প্রাক্তন কর্ম্মচারীদের পারিবারিক মঙ্গল সাধন করা ইত্যাদি।

শিল্প সচিব বলেন, "১ কোটি ৫০ লক্ষ ১০ টাকা মূল্যের শেয়ারে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্যাপিটাল পনর কোটি টাকা হইবে এবং ইকুইটি কেপিট্যাল প্রায় ২ কোটি টাকার মত হইবে। উক্ত ইকুইটি কেপিট্যালের শতকরা ৪০ ভাগ যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলি হইতে উঠান হইবে। পাকিস্তান সরকার প্রতিষ্ঠানকে ১৫ বৎসরের মেয়াদে ৩ কোটি টাকা সুদ ব্যতিরিকে ঋণদান করিবেন। পাকিস্তানের ষ্টেট ব্যাঙ্ক দিবেন ২ কোটি টাকা (সঙ্গসুদে) এবং বিশ্ব ব্যাঙ্ক দিবেন ৪২ লক্ষ টাকা (স্বাভাবিক সুদে)। ২৫ হাজার টাকা মূল্যের শেয়ার ক্রেতা প্রতিষ্ঠানের ডাইরেক্টার হইতে পারিবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রথম ডাইরেকটরদের প্রত্যেককে নিজ হইতে কিংবা নিজের বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে ৫ লক্ষ টাকা প্রতিষ্ঠানকে দান করিতে হইবে। ঢাকায় একটি রিজিওন্যাল অফিস স্থাপিত হইবে।"

অতঃপর শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশের জনসাধারণকে এবং বিশেষ করিয়া শিল্পপতিগণকে উক্ত প্রতিষ্ঠানের শেয়ার ক্রয় করিয়া প্রদেশের শিল্প স্বার্থ সংক্রান্ত নির্বাচনীতে সমুচিত অধিকার লাভ করিবার জন্য বিশেষ আবেদন জানান।

দৈনিক ইত্তেহাদ
২রা এপ্রিল ১৯৫৭

পরিস্থিতি আলোচনাকল্পে ৫ই এপ্রিল আঃ লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক সোহরাওয়ার্দ্দী সহ আওয়ামী লীগ দলীয় মন্ত্রিদের যোগদানের সম্ভাবনা

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ বর্ত্তমানে যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছে সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য আগামী ৫ই এপ্রিল ঢাকায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে বলিয়া বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে।

আওয়ামী লীগ দলীয় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রীগণ বিশেষ আমন্ত্রণ ক্রমে সভায় যোগদান করিবেন বলিয়া আশা করা যাইতেছে। আরও জানা গিয়াছে যে, প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীকে এই সভায় উপস্থিত থাকার জন্য আহ্বান জানান হইবে।

প্রকাশ, মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ইচ্ছানুযায়ী এই সভার আয়োজন করা হইয়াছে। এই সভায় মওলানা সাহেব ওয়ার্কিং কমিটি কর্তৃক সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অলি আহাদকে সাময়িকভাবে বরখাস্তকরণ এবং ইহার প্রতিবাদে নয়জন প্রভাবশালী সদস্যের পদত্যাগের ফলে যে পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে সে সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। তিনি তাঁহার নিজস্ব পদত্যাগ সম্পর্কেও তাঁহার মতামত ব্যক্ত করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

আরও জানা গিয়াছে যে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য শেষ রাত্রে বুড়িগঙ্গা নদীতে মওলানা ভাসানীর সহিত প্রায় দুই ঘণ্টাকাল আলাপ করেন। এবং সেখানেই ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বানের সিদ্ধান্ত করা হয়। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত শনিবার ওয়ার্কিং কমিটির শেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

PAKISTAN OBSERVER
3rd April 1957

Adjourned Meeting of A.L.W.C. To Be Held On April 5

Mr. Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of East Pakistan Awami League announced here yesterday that the adjourned meeting of the Provincial Awami League working Committee will be held on April 5 at 9 a. m. at 56 Simson Road, the Awami League headquarter.

Moulana Abdul Hamid Khan Bhasani, East Pakistan Awami League Chief will be present in the meeting.-APP.

দৈনিক ইত্তেহাদ
৩রা এপ্রিল ১৯৫৭

দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে সরকারের সহিত সহযোগিতা করুন রংপুরের জনসভায় শেখ মুজিবরের ভাষণ

রংপুর, ২রা এপ্রিল (এ,পি,পি)।- এখানে অনুষ্ঠিত এক সভায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান প্রদেশে দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে সরকারের সহিত সহযোগিতা করার জন্য জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক কৃষিমন্ত্রী জনাব খয়রাত হোসেন।

পূর্বাহ্নে মন্ত্রিরা এখানে আসিয়া পৌঁছিলে তাঁহাদিগকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ও এক বিরাট মিছিল সহকারে সভাস্থলে লইয়া যাওয়া হয়।

দুর্নীতি দমনের ব্যাপারে জনসাধারণের সহযোগিতার উপর জোর দিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, জনসাধারণের সহযোগিতা ব্যতীত এককভাবে সরকারের পক্ষে দুর্নীতি দমন করা সম্ভবপর নহে।

তিনি জনসাধারণকে স্মরণ করাইয়া দেন যে, সরকার অতিসত্বরই পৃথকভাবে একটি দুর্নীতি দমন বিভাগ স্থাপন করিবেন ও সরকারি ও বেসরকারি ব্যক্তিদের লইয়া প্রতি

জেলায় একটি করিয়া দুর্নীতি দমন বোর্ড স্থাপনের কথা বিবেচনা করিতেছেন।
বর্তমান সরকারের কার্যাবলী সম্পর্কে বলিতে যাইয়া শিল্প সচিব বলেন যে যখন বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করে তখন প্রদেশে ভয়াবহ খাদ্যাভাব বিরাজমান ছিল। তিনি বলেন যে, বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াই জননিরাপত্তা আইন বাতিল করে। ইহা ছাড়া সরকার প্রদেশে দ্রুত শিল্পায়িত করণের কাজ শুরু করিয়াছে।
শিল্প সচিব আরও বলেন যে, প্রাদেশিক সরকারের প্রতিটি বিভাগ বিশেষ করিয়া শিক্ষা বিভাগ আগামী বৎসরের আগেই বর্দ্ধিত করিয়াছে এবং প্রদেশের শিক্ষা প্রণালী পূনর্গঠন করার জন্য একটি শিক্ষা কমিশন স্থাপন করিয়াছে।
কৃষিমন্ত্রী জনাব খয়রাত হোসেন সভাপতির ভাষণদান প্রসঙ্গে বলেন যে, অধিক খাদ্য ফলাও অভিযানে জনসাধারণ ব্যাপকভাবে সরকারের সহিত সহযোগিতা করা উচিত। তিনি আরও বলেন যে, বর্তমান সরকার জনসাধারণের মঙ্গলের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিতেছে।

দৈনিক ইত্তেহাদ
৫ই এপ্রিল ১৯৫৭

চট্টগ্রামে শ্রমিকদের উপর গুলীবর্ষণ সম্পর্কে বিচারবিভাগীয় তদন্তের ব্যবস্থা প্রাদেশিক শিল্প সচিব জনাব শেখ মুজিবরের ঘোষণা

কালুরঘাট, (চট্টগ্রাম) ৪ঠা এপ্রিল (এ,পি,পি)।-পূর্ব্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান অদ্য চট্টগ্রামে ঘোষণা করেন, গতকল্য ইস্পাহ-ানী জুটমিল শ্রমিকদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণের ব্যাপারে, বিচার বিভাগীয় তদন্ত অনুষ্ঠিত হইবে।
পুলিশের গুলীবর্ষণের দরুন যে পরিস্তিতির উদ্ভব হইয়াছে তাহা সরেজমিনে তদন্ত করার জন্য বিমানযোগে এখানে আসিয়া পৌছিয়াছে। শ্রমিকদের জীবনাবসানের জন্য জনাব রহমান গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।
বলাবাহুল্য ইতিমধ্যেই পুলিশি তদন্ত শুরু করিয়াছে। চট্টগ্রামে পৌছিবা মাত্রই তিনি হাসপাতালে গমন করেন এবং আহত পুলিশ ও শ্রমিকদের অবস্থা প্রত্যক্ষ করেন। মন্ত্রী মহোদয় আহতদের প্রত্যেকের সহিত আলাপ করেন। অতঃপর তিনি চট্টগ্রাম শহর হইতে ৮ মাইল দূরে কালুর ঘাট মিল এলাকা গমন করেন এবং শ্রমিকদের বিক্ষোভ ইটপাটকেল ছোড়া এবং গুলীবর্ষণ স্থল পরিদর্শন করেন। তিনি পরপর শ্রমিকদের আবাসস্থল এবং শ্রমিকদের সহিত আলাপ-আলোচনা করিয়া বিশৃংখলার কারণ ও গুলী করিবার অবস্থা প্রকৃতি সম্পর্কে সম্যক অবহিত হন।
মিল এলাকা সফর সমাপনান্তে শিল্পমন্ত্রী সার্কিট হাউজে প্রত্যাবর্তন করেন। তথায় তিনি জেলা ও শহর আওয়ামী নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিক নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি তাহাদিগকে শিল্প এলাকায় শান্তিপূর্ণ পরিস্থিতি বজায় রাখার জন্য আবেদন জানান। শ্রমিকদিগকে শান্তিপূর্ণভাবে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে দাবী দাওয়া আদায়কল্পে আগাইয়া আসার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। চট্টগ্রামে যে মর্ম্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়াছে তজ্জন্য শিল্পমন্ত্রী গভীর দুঃখ প্রকাশ করেন।
বিমানবন্দর হইতে শহরে আগমনের কালে চট্টগ্রাম ন্যাশন্যাল কটন মিলের শ্রমিকগণ বিপুলভাবে তাহাকে অভিনন্দিত করে। তাহারা মিল কর্তৃপক্ষের কতিপয় অব্যবস্থার প্রতি মন্ত্রী মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। জনাব মুজিবুর রহমান চট্টগ্রামের কমিশনারকে এ ব্যাপারে তদন্ত করিয়া তাহাদের দাবী দাওয়া আপোষ মীমাংসা করার নির্দেশ দেন। তদুপরি সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকদের সকল দাবী দাওয়ার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও নির্দ্দেশ দেন।

দৈনিক ইত্তেহাদ
৯ই এপ্রিল ১৯৫৭

বিকেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েম করাই স্বায়ত্তশাসনের মূল অর্থ করাচীতে প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্য সচিব জনাব মুজিবর রহমানের বিবৃতি

করাচী, ৮ই এপ্রিল (এ,পি,পি)। –"বিকেন্দ্রিক রাজনৈতিক পরিবেশ ও শাসনব্যবস্থা কায়েম করা এবং পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের তহবিল পুনর্বণ্টনের মাধ্যমে স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনৈতিক বুনিয়াদ গড়িয়া তোলাই হইতেছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃত অর্থ স্বায়ত্তশাসন বলিতে রাজনৈতিক চাল বা নির্ব্বাচনী ধোঁকাবাজী বুঝায় না।"
এখানে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান উপরোক্ত উক্তি করেন।
তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীতে গৃহীত প্রস্তাবটি মূলতঃ সুপারিশমূলক। উহার পশ্চাতে কোন ধ্বংসাত্মক উদ্দেশ্য নাই। অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে উহাকে পাকিস্তানের সংহতির পরিপন্থী পদক্ষেপ বলিয়া আখ্যায়িত করা হইয়াছে। ইহাতে একথাই প্রতিপন্ন হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সম্পর্কে পাকিস্তানের শাসকগণ একেবারেই অজ্ঞ। সম্ভবত এই জন্যই প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রকৃত তাৎপর্য্য তাহারা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছেন না।
আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি যে, প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীও স্বায়ত্তশাসনের দাবীকে রাজনৈতিক ধোঁকাবাজী বলিয়া আখ্যায়িত করিয়াছে। স্বায়ত্তশাসনের জন্য জনসাধারণ মোটেই ভাবিত নয় এবং তাহারা জনকল্যাণকামী সরকারকে লইয়াই তুষ্ট আছেন। সরকারের প্রতি এহেন অনুগত্যের পরিবর্তে জনসাধারণ জীবনধারণের নিত্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা, বেকারত্ব, অশিক্ষার অভিশাপ হইতে মুক্তি প্রত্যাশা করে। এই সমস্ত শর্ত মিটাইতে হইলে আর্থিক ভারসাম্য বিদ্যমান থাকা প্রয়োজন। আর্থিক ভারসাম্য রক্ষার প্রশ্নও আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সহিত জড়িত রহিয়াছে।

সাপ্তাহিক সৈনিক
১২ই এপ্রিল ১৯৫৭

স্বায়ত্বশাসন ও আওয়ামী লীগ

সম্প্রতি পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে গৃহীত আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন সম্পর্কিত একটি প্রস্তাব লইয়া পাকিস্তানের উভয় অংশে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হইয়াছে। প্রস্তাবটিতে পূর্ব পাকিস্তান পরিষদ এই মর্মে সুপারিশ করিয়াছে যে, প্রাদেশিক সরকার যেন কেন্দ্রীয় পাকিস্তান সরকারকে দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা এই তিনটি বিষয় ব্যতীত সমুদয় ক্ষমতা পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হস্তে সমর্পণ করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। পাকিস্তানের উভয় অংশে, বিশেষ করিয়া পশ্চিম-পাকিস্তানে ইহার বিরাট প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়াছে। এই প্রস্তাব উত্থাপনের যখন মাত্র তোড়জোড় চলিতেছিল প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দর মীর্জা এ ধরনের দাবী উত্থাপকদিগকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়াছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র উজির মীর গোলাম আলী খান তালপুর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার অনতিকাল পরেই এক বিবৃতিতে ইহাকে বিভেদসৃষ্টিকারী ও বিচ্ছিন্নতামনোভাব প্রসূত বলিয়া অভিহিত করেন এবং এইসব প্রবণতার বিরুদ্ধে কঠোর সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। এমন কি আওয়ামী উজিরে আজম স্বয়ং জনাব সোহরাওয়ার্দীও এই প্রস্তাবকে 'রাজনৈতিক

ভাঁওতা' বলিয়া অভিহিত করেন এবং জনসাধারণকে ইহার প্রতি অধিক গুরুত্ব না দিতে অনুরোধ করেন। জনাব তালপুরের বিবৃতির কড়া জবাব দেন কেন্দ্রীয় শ্রম উজির জনাব আবদুল খালেক ও প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প উজির শেখ মুজিবর রহমান। প্রবীণ নেতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান তালপুর সাহেবের উগ্রতার সমালোচনা করিয়াও প্রস্তাব উত্থাপকদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। এদিকে জনাব সোহরাওয়ার্দী সাহেবের বিবৃতির প্রতিবাদ জানাইয়াছেন তাঁহারই দলের নেতৃবৃন্দ– জনাব ভাসানী, জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবর রহমান। জনাব ভাসানী তো পরিস্কার বলিয়াছেন ঃ পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন আওয়ামী লীগের অন্যতম মৌলিক দাবী, ইহার বিরোধিতা যিনিই করিবেন তাহাকেই প্রতিষ্ঠান হইতে বাহির হইয়া যাইতে হইবে। জনাব সোহরাওয়ার্দী তাঁর বিবৃতি দিয়াছেন ব্যক্তিগত দায়িত্বে ভাসানী সাহেব সেই সুযোগে জনাব সোহরাওয়ার্দীর আইন সচিব থাকাকালীন এমন একখানি পত্র সংবাদপত্রে প্রকাশ করিয়াছেন যাহাতে তিনি ২১ দফা ও যুক্তনির্বাচনের জন্য এক লিখিত প্রতিজ্ঞা দিয়াছিলেন এবং বর্তমান পরিপ্রেক্ষিতে কোন কোন মহল যাহা দ্বারা সোহরাওয়ার্দীকে সহজেই বিশ্বাসভঙ্গকারী প্রমাণ করিতে হইবে।

জনাব আতাউর রহমান খান অবশ্য অতখানি যান নাই। তিনি শুধু সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতির সাথে তাঁহার দ্বিমতের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন যে, স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব তাহারা "বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিয়াছেন, নিছক তামাশার জন্য নহে।"

শেখ মুজিবর রহমান করাচী পৌঁছিয়াই এক বিবৃতিতে স্বায়ত্তশাসন দাবীর বিরুদ্ধে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার তীব্র সমালোচনা করেন। অতঃপর আওয়ামী রিপাবলিকান কোয়ালিশন পার্টির সভায় যেদিন তিনি ও জনাব আবুল মনসুর আহমদ জনাব সোহরাওয়ার্দীকে স্বপক্ষে আনয়ন করিতে যাইয়া ব্যর্থ হন সেদিনও শেখ সাহেব এক দীর্ঘ বিবৃতিতে তাঁহাদের তিনদফা স্বায়ত্তশাসন দাবীর যৌক্তিকতা প্রদানের চেষ্টা করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী বলিয়াছিলেন– জনসাধারণ আজ চায় সৎ সরকার–স্বায়ত্তশাসন নয়। তাহার প্রতিবাদে জনাব মুজিবর রহমান বলিয়াছেন– পাকিস্তানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ব্যতীত সৎ সরকার সম্ভব নয়।

স্বায়ত্তশাসন প্রশ্নে আজ আওয়ামী লীগের বিভিন্ন নেতার মধ্যে, আওয়ামী রিপাবলিকান কোয়ালিশনের অন্তর্গত বিভিন্ন দলের মধ্যে, উভয় প্রদেশের বিভিন্ন সংবাদপত্রে, এক কথায় সারাদেশেই আলোচনা-সমালোচনা চলিতেছে। পাকিস্তানে ফেডারেল ধরনের শাসন-কাঠামো ও দুইটি প্রদেশের মধ্যে বিরাট ভৌগলিক ব্যবধান বিধায় স্বায়ত্তশাসনের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে দেশের অধিকাংশ লোক একমত। বিশেষতঃ কেন্দ্রীয় রাজধানী হইতে বহু দূরে অবস্থিত ঘনবসতিপূর্ণ এই পূর্ব পাকিস্তান অতীতে জাতীয় অর্থনীতিতে তার ন্যায্য হিস্যা হইতে যে বৎসরের পর বৎসর বঞ্চিত হইয়াছে ইহাও কেহই অস্বীকার করিবেন না। এই বাস্তব পরিস্থিতির পটভূমিকায় পূর্ব পাকিস্তানের পক্ষ হইতে প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী উঠা একান্ত স্বাভাবিক এবং সংগত। এই দাবীকে অতীতে বা বর্তমানে যাহারা বিচ্ছিন্নতামনোভাব প্রসূত ও অনৈক্যসৃষ্টিকারী বলিয়া উড়াইয়া দিতে চান তাহারাও কোনক্রমেই পাকিস্তানের বন্ধু ন'ন। কারণ পাকিস্তানের অধিকাংশ জনতাকে পংগু রাখিয়া পাকিস্তানের প্রকৃত অগ্রগতি কিছুতেই সম্ভব নয়। কিন্তু ইহার অর্থ এই নয় যে, স্বায়ত্তশাসনের নামে এমন সমস্ত শ্লোগান তোলা হইবে যাহার সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক থাকিবে না, যাহা প্রদেশের স্বার্থের নামে গোটা দেশে আনয়ন করিবে চরম বিশৃংখলা– যাহাতে শুধু দেশের দুশমনরাই খুশী হইতে পারিবে। স্বায়ত্তশাসনের নামে জনগণ অবশ্যই কেন্দ্রকে অচল করিয়া দেওয়ার কথা কোনদিন কল্পনা করেন না। অথচ আমাদের লাগাম ছাড়া শ্লোগান বিশারদদের কল্যাণে সেরূপ দাবীও মাঝে-

মাঝে উত্থিত হইতে দেখা যায়। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, শুধু কারেন্সী, দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র সম্পর্কিত বিষয়কে কেন্দ্রের হাতে রাখিয়া বাকী সব বিষয় প্রদেশের হাতে আনয়নের তথাকথিত একুশ দফা-মার্কা একটি শ্লোগান আমাদের দেশে সম্প্রতি চালু আছে। এই শ্লোগান রচয়িতাদেরকে অনায়াসেই প্রশ্ন করা যায়– "আন্তঃআঞ্চলিক যোগাযোগ ব্যবস্থা" যদি কেন্দ্রের হাতে না দেয়া যায় তবে উভয় প্রদেশের মধ্যেকার বিভিন্ন প্রকারের যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব কাহার হাতে থাকিবে। শুধু তাই নয়– সম্প্রতি এই তিন দফাওয়ালা স্বায়ত্তশাসনেরও আবার এক 'উর্বর' ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে। তাহা হইল ঃ "বৈদেশিক" অর্থ শুধু রাজনৈতিক বিষয়, বৈদেশিক বাণিজ্য নয়; কারেন্সী অর্থ শুধু টাকশাল, অর্থাৎ শুধু নোট ছাপিবার অধিকার, অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণ নয় ইত্যাদি। এ ক্ষেত্রে সহজেই প্রশ্ন ওঠে ঃ কূটনৈতিক কার্যাদি চালনা, নোট ছাপানো আর দেশরক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থার অর্থের নিশ্চয়তা কেন্দ্র পাইবে কোথা হইতে? কারণ এইসব আজব ব্যাখ্যাদাতাগণ তো বৈদেশিক বাণিজ্য সহ অর্থাগমের সমস্ত বিষয় প্রদেশের হাতে লইয়া আসিবেন। দেশরক্ষার মত একটি সুবিপুল খরচের বিষয় কেন্দ্রকে দেওয়া হইবে আর তাহার অর্থের ব্যয় সংকুলানের জন্য কেন্দ্রকে স্বাভাবিক এবং জরুরী প্রতি মুহূর্তে প্রদেশের "চাঁদার" উপর নির্ভর করিতে হইবে। এমতাবস্থায় কখনো কোন বহিঃরাষ্ট্র যদি পাকিস্তানকে আক্রমণ করে আর কেন্দ্র প্রদেশের "চাঁদার" বিলম্বে বহিরাক্রমণ প্রতিরোধে স্বীয় সৈন্য পরিচালনা বন্ধ রাখিতে বাধ্য হয় তখন যে অবস্থা সৃষ্টি হইবে তাহাতে স্বায়ত্তশাসনের এই পরিণতিতে খুশী হইবে আক্রমণকারী দেশ, পাকিস্তানী জনসাধারণ নয়। স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্ন আজ তাই খুব ধীরভাবে স্থির মস্তিস্কে চিন্তা করিয়া দেশ ও প্রদেশের স্বার্থের একটি সমন্বয় খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। বাচালের মত শুধু আবোল-তাবোল বকিলেই চলিবে না। পশ্চিম পাকিস্তানের এক শ্রেণীর লোক যেমন পূর্ব পাকিস্তানের কোন দাবী উঠিলেই দেশপ্রেমের সোল এজেন্সী লইয়া তাহা প্রতিরোধের জন্য মরিয়া হইয়া ওঠেন, পূর্ব পাকিস্তানের এক শ্রেণীর প্রদেশ প্রেমের সোল এজেন্ট যেন সেইরূপ আবার প্রদেশপ্রেমের জোয়ারে দেশকেই ডুবাইয়া না ফেলেন। কারণ প্রদেশপ্রেমের এইসব সোল এজেন্টগণ পশ্চিম পাকিস্তানের কতিপয় শোষক পুঁজিপতির অপকর্মকে সেখানকার জনগণের ঘাড়ে চাপাইয়া গোটা পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যখন তখন যে বিদ্বেষাগ্নি ছড়াইয়া চলিয়েছেন তাহা অচিরে নির্বাপিত না হইলে একদিন গোটা পাকিস্তানকে জ্বালাইয়া পুড়াইয়া ছারখার করিয়া দিতে পারে। আরও আশ্চর্য লাগে যখন দেখি এইসব প্রদেশপ্রেমিকগণ পুঁজিপতি বলিতেই বোঝেন শুধু আদমজী ইস্পাহানী ইত্যাদি। কিন্তু যে অসংখ্য ভারতীয় ও মাড়োয়ারী ব্যবসায়ী, পুঁজিপতি ও মিলমালিক আমাদের প্রদেশের পাট ও অন্যান্য ব্যবসা শিল্পের সিংহের ভাগ লুট করিয়া প্রতি বৎসর কোটি কোটি টাকা ভারতে চালান দিতেছেন, যাহাদের প্রতিটি কোম্পানী ও কারবারের হেড কোয়ার্টার ভারতে অবস্থিত তাদের সম্বন্ধে এই অতি বিপ্লবী প্রদেশপ্রেমিকগণ আগাগোড়া নীরব থাকেন কেন, এ প্রশ্ন পূর্ব পাকিস্তানী জনগণ অবশ্যই করিতে পারেন। যাই হোক আমরা চাই ঃ শ্লোগানের মোহ ত্যাগ করিয়া দেশের বাস্তব অবস্থাকে সামনে রাখিয়া সকলে এ ব্যাপারে একটা স্থির সিদ্ধান্তে আসুন।

দৈনিক ইত্তেহাদ
১৪ই এপ্রিল ১৯৫৭

মওলানা ভাসানীকে করাচী গমনের অনুরোধ জ্ঞাপন
জনাব আতাউর রহমান ও শেখ মুজিবরের জরুরী তারবার্ত্তা প্রেরণ
প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর সঙ্গে বৈঠক অনুষ্ঠানের সম্ভাবনা

(স্টাফ রিপোর্টার)

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান ও প্রাদেশিক শিল্পমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান করাচী হইতে আওয়ামী লীগ অফিসে প্রেরিত এক জরুরী তারবার্ত্তায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে আগামী ১৬ই এপ্রিলের মধ্যে করাচী উপস্থিত হওয়ার অনুরোধ জানাইয়াছেন।

গতকল্য (শনিবার) রাত্রে জনাব তাজউদ্দিন আহমদ এম,পি,এ, মওলনা সাহেবকে ঢাকায় আনয়নের উদ্দেশ্যে কাগমারী রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। স্থানীয় রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, মওলানা সাহেবের সহিত জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বৈঠকের জন্যই তাঁহাকে করাচী যাত্রার আমন্ত্রণ জানানো হইয়াছে। এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হইলে পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সহ ২১ দফা ওয়াদা কার্য্যকরী করণ সম্পর্কে নেতৃদ্বয়ের বিস্তারিত আলোচনা হইবে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির গত ৫ই এপ্রিলের অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে বলা হয় যে, জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর সহিত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা সন্তোষজনক হইলে মওলানা সাহেব তাঁহার পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহার করা সম্পর্কে বিবেচনা করিবেন।

উপরোক্ত প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে এই আমন্ত্রণের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হইতেছে।

Morning News
17th April 1957

Labour Advisory Board Meets

(By A Staff Reporter)

The East Pakistan Minister for Commerce, Labour and Industries, Sheikh Mujibur Rahman, addressing a meeting of the East Pakistan Labour Advisory Board in Dacca yesterday, said that the main objective of the Government's labour policy had been "justice for all".

The Minister, who was presiding over the meeting held in the Cabinet Secretariat, claimed that the Government tried to create conditions in which the investors should feel secure and assured of fair return of their investment and the workers were happy and assured of fair wages for their labour. These were the conditions in which, he thought industry should prosper and labour should flourish.

The agenda of yesterday's meeting included, among other things, the general labour situation in the province, measures necessary to maintain industrial peace and to improve employer-employee relationship, fixation of minimum wages and speedier conciliation

of industrial disputes. Yesterday's deliberations were confined to general discussion in which Mr. Aftab Ali, Mr. M. A. Jalil, Mr. Fazlul Quader Choudhury, Mr. Zahur Ahmed Choudhury, Mr. P. K. Sen Gupta, Mr. M. R. Khadem and Mr. A. K. Khan participated.

A sub-committee was formed with Mr. Zahur Ahmed Choudhury, Mr. Mominuddin Ahmed, Mr. Md. Sulaiman, Mr. P. K. Sen-Gupta, Mr. Deben Das, MPA, Mr. Faiz Ahmed and Mr. Mazlur Rahman, representing the workers, and Mr. M. A. Jalil, Mr. Ravenseroft, Mr. H. P. Carse, Brigadier M. A. Latif Khan, Mr. A. F. Khan and M.R. K. C. Chakrabarty representing the industrialists to discuss threadbare the subjects included in the agenda and submitted body. The sub-committee will meet today.

Morning News
17th April 1957

Mujib has no knowledge
UF Members' Overtures

Karachi, April. 16 (APP): Sk. Mujibur Rahman East Pakistan's Minister for Industries and the General Secretary of the Awami League, said here today he was not aware of any overtures on the part of some United Front members to join his Party.

Replying to Pressmen's queries here today, Sk. Mujibur Rahman stated that United Front members were welcome to join the Awami League if they were prepared to come in unconditionally.

He said, he had finally decided to resign as the Provincial Minister for Industries and Commerce. He would resign his Cabinet post before the end of May next and devote himself exclusively to organising and strengthening the Awami League.

He said he was hopeful that Maulana Bhashani would visit West Pakistan shortly. The Maulana, according to his information, was at present in the mofussil areas and it was difficult to communicate with him directly.

However, he added, the Maulana had received the message sent to him by Mr. Ataur Rahman Khan, East Pakistan's Chief Minister, and himself, requesting him to visit West Pakistan. He was hopeful that the Maulana would undertake the trip.

Morning News
8th May 1957

Maintain Patience
Mujib's Appeal To Labourers

(By A Staff Reporter)

The East Pakistan Minister for Commerce, Labour and Industries, Sheikh Mujibur Rahman, addressing a public meeting at Kaslipur, Narayanganj, yesterday, appealed to the workers and labourers to

maintain discipline and exercise patience without which no industry could be developed in the country.
The Minister, who inaugurated the rationing system in the area yesterday, dwelt at length in his speech on the economic, agricultural and industrial position in the Province and appealed to the people to give the present ministry at least three years time to cope with the problems.
He said that when the present ministry name into power the overall economic condition of the province was very bad. The total revenue of East Pakistan, he said, was about Rs. 34 crores whereas the expenditure amounted to about Rs. 54 crores. As a result of this deficit and the adverse economic condition help was sought from friendly countries.
The meeting, which was presided over by Mr. Qurban Ali, MPA, was also addressed by Mr. Zahur Ahmed Chowdhury, MPA, Mr. Bazlur Rahman, Secretary, Sub-Divisional Awami League, Mr. Hatem Ali Talukdar and Mr. Dabiruddin Ahmed.

Morning News
9th May 1957

Labour Advisory Board to Meet On May 23

The Labour Minister, Sk. Mujibur Rahman, has convened a meeting of the East Pakistan Labour Advisory Board on May 23 to consider the general labour situation now prevailing in the province and to take measures necessary to maintain industrial peace by improving the relationship between the employers and the employees, reports APP.
The agenda of the meeting, which will be held in the Committee Room of the Provincial Assembly, will include the following:–
Fixation of minimum wages Industry-wise or unit-wise; introduction of compulsory provident fund; payment of annual bonus including Eid and Puja bonus; facilities of leave and holidays with pay; compensation for involuntary unemployment; inclusion of dearness allowance, in wages for payment of overtime, leave, holidays and bonus; payment of overtime for work on closed holidays; provision of residential accommodation or house rent allowances in lieu thereof, for workers; provision of minimum medical facilities; conditions for recognising trade unions; provision of security of service by employers to wokers; compulsory formation of Works Committees and security of service of the members thereof; measures to check the growing tendency towards illegal and lighting strikes and lockouts; stay-in strikes, other forms of indiscipline and misconduct, go slow lacties, irregular attendance, unauthorised and overstay of leaves; measures necessary to ensure speedier conciliation of disputes by providing additional essential facilities; measures necessary to eliminate inter-union rivalries, and any other item with the permission of the Chairman.

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ই মে ১৯৫৭

একটি চ্যালেঞ্জ

বিভিন্ন অঞ্চল হইতে আমাদের নিকট খবর আসিতেছে যে, একটি বিশেষ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট মহল হইতে প্রাদেশিক শিল্প, বাণিজ্য ও দুর্নীতি দমন বিভাগীয় মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে প্রদেশব্যাপী প্রচার চালানো হইতেছে যে, তিনি মন্ত্রী হওয়ার পর ঢাকায় তিন লাখ টাকা মূল্যে একটি প্রেস ও একটি প্রাসাদোপম অট্টালিকা ক্রয় করিয়াছেন। আমরা অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম যে, এই অভিযোগ শুধু মিথ্যা ও অমূলকই নহে, উদ্দেশ্যপ্রসূতও বটে। তথাপি, আমরা জনস্বার্থের খাতিরে ঐ গুজব রটনাকারীদের চ্যালেঞ্জ প্রদান করিতেছি যে, তাহারা রেজিষ্ট্রি ডাকে আমাদের নিকট শেখ মুজিবুরের ক্রীত বলিয়া কথিত প্রেস ও বাড়ীর ঠিকানাটি সরবরাহ করুন। আমরা ওয়াদা দিতেছি যে, সেই পরিবেশিত তথ্য সত্য হইলে আমরা কোন কিছুর পরোয়া না করিয়া উহা সংবাদপত্রে প্রকাশ করিব এবং তাহার বিরুদ্ধে অভিযান চালাইব। গুজব রচনাকারীদের প্রতি আমাদের এই চ্যালেঞ্জ রহিল।

Morning News
19th May 1957

Bharat Forcing Labourers To Migrate to Pakistan Will result in Repercussion : Mujib's Waring

The East Pakistan Industries and Commerce Minister, Sheikh Mujibur Rahman, said in Dacca yesterday that the Bharati Government by refusing "F" category visas to Pakistani citizens working in West Bengal and Assam had been "indirectly forcing the day labourers to migrate to Pakistan" reports APP.
In a statement issued in Dacca last night, Sheikh Mujibur Rahman said, "It is unfortunate that the Government of Bharat is forcing the citizens of Pakistan numbering about 1,40,000 labourers working in different parts of West Bengal and Assam to leave that country. These people have been working there as day labourers generation after generation and earning their livelihood."
He added, "In the last Delhi Trade Pact I raised this question to the Labour Minister assured me that he would look into the matter sympathetically."
"But unfortunately, no step was so far taken by the Bharati authorities in this regard and on the other hand, ruthless repression is being perpetrated on the labourers, by the industrialists." he added.
Citing an example, Mr. Rahman said, "a few days ago, about 800 Pakistani labourers working in a firm were retrenched." The Minister warned and said that the Bharati authorities should not forget that thousands of Bharati nationals were also working in Pakistan in different industrial concerns. He said, "We have not yet taken any action against any Bharati labourers working here. We want to live together peacefully. But if the Bharati Government does not change its hostile attitude, there will be very bad repercussion in East Pakistan."

Appealing to the Central Government, the Minister said that the attention of the Bharati Government should be drawn to problems being faced by the Pakistani citizens working in Bharat as day labourers. He asked the authorities for immediate arrangements of "F" category visas to those workers.

সাপ্তাহিক সৈনিক
২৪শে মে ১৯৫৭

আওয়ামী লীগে অন্তর্দ্বন্দ্ব
ময়দানের মারামারীতে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের উৎকট বিস্ফোরণ
বগুড়ায় ভাসানী সমর্থক ও বিরোধী দলের মধ্যে সংঘর্ষে ৯ জন আহত
ইত্তেফাক কর্তৃক ভাসানীর নূতন দল গঠনের সংবাদ পরিবেশন
রণক্ষেত্রে অবতরণের জন্য শেখ মুজিবর রহমানের পাঁয়তারা

সম্প্রতি বগুড়ার একটি জনসভায় আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলের মধ্যে সংঘর্ষের ফলে ৯ জন আহত হইয়াছে। ভাসানী সমর্থক এবং ভাসানী বিরোধী বলিয়া কথিত আওয়ামী লীগের দুইটি উপদলের মধ্যে এই সংঘর্ষ সংঘটিত হয়। উত্তর বঙ্গ কৃষক সম্মেলন উপলক্ষে বগুড়ায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব আবদুল হামিদ খান ভাসানী সভাপতির ভাষণদানকালে এই সংঘর্ষ অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া খবর পাওয়া গিয়াছে। জনাব ভাসানী বক্তৃতা দিতে শুরু করিলে আওয়ামী লীগের ভাসানী বিরোধী উপদল কাগমারী সম্মেলন সম্পর্কে ভাসানীকে কতকগুলি প্রশ্ন করেন। ইহাতে চটিয়া যাইয়া ভাসানী সমর্থক দল তাহাদের বসাইয়া দিতে চেষ্টা করার ফলেই সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ সভাপতির সভাপতিত্বে উত্তরবঙ্গ কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইলেও পূর্বাহ্নে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান কৃষক সম্মেলনের সহিত আওয়ামী লীগের কোন যোগাযোগ নাই বলিয়া ঘোষণা করেন। ফলে কৃষক সম্মেলনের প্রাক্কালে আওয়ামী লীগের ভাসানী বিরোধী উপদল কর্তৃক বগুড়ায় কৃষক সম্মেলনের বিরুদ্ধে ইশতেহার পোষ্টার ও মাইকযোগে প্রচার করিতে থাকে। আওয়ামী লীগের ভাসানী বিরোধী দল এবং আওয়ামী লীগের ছাত্রফ্রন্ট ছাত্রলীগ আওয়ামী লীগ অফিসের নির্দেশ অনুসারে কৃষক সম্মেলনের জোর বিরোধীতা শুরু করে। পক্ষান্তরে গণতন্ত্রীদল, যুবলীগ এবং ছাত্র ইউনিয়ন কৃষক সম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য এবং ভাসানী নেতৃত্বকে জনপ্রিয় ও জোরদার করিবার অভিপ্রায়ে কাজ করিতে থাকে।

অফিসিয়াল আওয়ামী লীগের প্রচারের প্রধান বাহন দৈনিক ইত্তেফাক খবর দিয়াছেন যে, জনাব ভাসানী কৃষক সমিতি নামে একটি নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন করিবেন। পর্যবেক্ষক মহলের মতে ভাসানী সমর্থক কম্যুনিষ্ট প্রভাবিত ধর্মনিরপেক্ষবাদী উপদলটি আওয়ামী লীগ দখল করিতে সমর্থ না হইলে জনাব ভাসানীর নেতৃত্বে নতুন দল গঠন করিবেন বা ধর্মনিরপেক্ষবাদী অন্য কোন দলে সদলবলে যোগদান করিবেন। কৃষক সমিতি গঠন ইহারই প্রাথমিক পদক্ষেপ বলিয়া মনে হয়। শ্রেণী সংগঠনের ভাঁওতা দিয়া বর্তমানে ভাসানী দল ব্যাপক আকারে কৃষক সমিতি গঠনে তৎপর হইবেন এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে সুবিধা করিয়া উঠিতে না পারিলে কৃষক সমিতিকে আওয়ামী লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী দল রূপে খাড়া করিবেন। এই ব্যাপারে ভাসানী সমর্থক উপদলের সহিত জোট পাকাইয়াছেন গণতন্ত্রী দল, যুবলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বগুড়া কৃষক সম্মেলনে আওয়ামী লীগের

কোন নেতা যোগদান না করিলেও গণতন্ত্রীদলের সভাপতি এবং অনুরূপ অন্যান্য নেতা উপনেতারা কৃষক সম্মেলনে যোগদান করেন।

কাগমারী সম্মেলনের পর আওয়ামী লীগের অন্তর্দ্বন্দ্ব যেভাবে চরম আকারে আত্মপ্রকাশ করে তাহাতে বগুড়ার ঘটনাকে সুবিধাবাদী রাজনীতির স্বাভাবিক পরিণতি বলিয়া পর্যবেক্ষক মহল অভিমত প্রকাশ করিতেছেন।

পৃথক নির্বাচন আন্দোলনের সময় আওয়ামী লীগের উভয় উপদল এবং অন্যান্য ধর্ম নিরপেক্ষবাদী চক্রের সমন্বয়ে গঠিত তথাকথিত গণতন্ত্রী শিবির পৃথক নির্বাচনের দাবীদারদের উপর যে জঘন্য হামলা চালাইয়াছিল, আজ সময়ের পরিবর্তনে সুবিধাবাদী রাজনীতির স্বাভাবিক পরিণতিতে তারাই তথাকথিত গণতন্ত্রী শিবিরের মধ্যে মারামারিতে পর্যবসিত হইয়াছে। যে গুণ্ডামী একদা তাহারা অন্যের উপর করিত আজ তাহারা নিজেরাই নিজেদের সেই গুণ্ডা ঐতিহ্যের শৃঙ্খলে আটকা পড়িয়াছে। ইহা শুধু অদৃষ্টের নির্মম পরিশোধ নয়, বাস্তবতার অমোঘ বিধান।

জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলিয়াছেন যে, তিনি শীঘ্রই মন্ত্রীত্ব ছাড়িতেছেন। তাঁহার এই মন্ত্রীত্ব ত্যাগ দল রক্ষার খাতিরেই। প্রকাশ মন্ত্রীত্ব ত্যাগে তাঁহাকে রাজী করাইতে অফিসিয়াল আওয়ামী লীগের যথেষ্ট বেগ পাইতে হইয়াছে এবং মন্ত্রীত্ব চলিয়া গেলেও তাঁহারা শেখজীকে বিকল্প অনেক সুবিধা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। জনাব মুজিবরও দল রক্ষার এবং ভবিষ্যতে নিশ্চয়তার অন্য কোন উপায় না দেখিয়া অবশেষে মন্ত্রীত্ব ত্যাগে রাজী হইয়াছেন।

জনাব মুজিবর মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া পূর্ণোদ্যমে সেক্রেটারীর কাজ শুরু করিলে আওয়ামী লীগের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী দুই উপদলের মধ্যে চরম সংঘর্ষ শুরু হইবে বলিয়া ওয়াকেবহাল মহলের অভিমত। প্রকাশ ভাসানী সমর্থক দল সম্পর্কে অফিসিয়াল আওয়ামী লীগ কঠোর মনোভাব গ্রহণ করিবে। মন্ত্রীত্ব ত্যাগের পর জনাব মুজিবরের দায়িত্ব হইবে আওয়ামী লীগ হইতে ভাসানী সমর্থকদের প্রভাব দূর করা এবং এই দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়া অফিসিয়াল আওয়ামী লীগ প্রধানের আশীর্বাদ লইয়া জনাব শেখ মুজিবর রহমান রণক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়ার পাঁয়তারা করিতেছেন। রণদামামা ইতিমধ্যেই বাজিয়া উঠিয়াছে, কাগমারী বগুড়ায় ইতিমধ্যে ছোটখাট সংঘর্ষও সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু লড়াইয়ের চূড়ান্ত ফলাফল দেখিবার জন্যই আজ জনসাধারণ আগ্রহ সহকারে অপেক্ষা করিতেছে।

Morning News
25th May 1957

Mujib Sent Oli Ahad Registered Letter

East Pakistan Awami League, General Secretary Sheikh Mujibur Rahman said in Dacca on Thursday night that he had sent a notice to Mr. Oli Ahad, suspended Organising Secretary of the Awami League, asking him to show cause why he should not be expelled from the Party, reports APP.

Mr. Rahman was commenting on the statement of Mr. Oli Ahad who in a statement denied receipt of any formal notice "asking me to explain certain alleged charges against me."Mr. Rahman said that he had sent a letter by Registered Post with acknowledgment receipt. "I do not know why he (Mr. Ahad) has not yet received the letter", Mr. Rahman said.

Morning News
28th May 1957

Mujib Refutes Sarkar's Charges

East Pakistan Commerce, Industries and Labour Minister, Sheikh Mujibur Rahman refuted the Allegations reportedly made by Mr. Abu Hossain Sarkar, ex-Chief Minister and published in a section of the local press that the present Awami League Coalition Government was collecting funds from the traders and business community for running the next general elections in the country, reports APP.

Sheikh Mujibur Rahman who is also the Provincial Awami League General Secretary in a statement issued in Dacca on Sunday night said: "Mr. Abu Hossain Sarkar, being a responsible Leader of the opposition should not utter a thing about which he has no knowledge. The allegations that he is stated to have made that the Awami League Government have been collecting funds from the traders and the business community do not bear an iota of truth in it."

Mr. Rahman threw a challenge to Mr. Sarkar and his party and said "if a single allegation which was made against the Awami League Coalition Government can be proved, the Government will then and there resign."

Referring to the causes of high prices of commodities, the Minister said the difficulty in getting shipping space from Karachi to Chittagong and also from Chalna Port and the transport facilities from the port areas to Dacca were among some of the important factors that caused higher prices of commodities. He further added that there was only one railway line to Chittagong with a limited carrying capacity. The total number of wagnos which could move on this line per day were 318 whereas at least 1000 wagons carrying consumer goods and foodgrains should move to Dacca from the port areas to meet the needs of the province. He further added that only 60 wagons could be ferried at Bahadurabad Ghat to despatch consumer goods to meet the necessities of the people of northern districts of the province. This was much too small a quantity of goods for the vast population there.

Regretting Mr. Rahman said these were the most important things which the Muslim League and the United Front Government willfully neglected any improvement.

He said, "we have however given the top-most priority to all these problems and we are determined to improve the situation within a short time. Meanwhile, we have completed construction work on the Feni and Chittagong Road which will ultimately link Chittagong and Daudkandi. This will facilitate road communications at the least possible time."

'No Right'

The Awami League General Secretary said: "Mr. Abu Hossain Sarkar and his party had got no right to question the honesty and sincerity of the Awami League Workers who have suffered and sacrificed much under the tyranny of the United Front and the Muslim League Governments. East Pakistan people have not yet forgotten the history of the past, when Mr. Sarkar had to resign from his office of Chief Ministership by the pressure of the people, when rice was selling at Rs. 70 per maund."

Continuing Mr. Rahman said, "another lie was reported to have been uttered by Mr. Sarkar at his recent public meeting at the Paltan Maidan. It is said that Mr. Sarkar made allegations saying Maulana Bhashani had sent telegram to the Indian Prime Minster seeking his approval whether Awami League should join the Convention."

"Such irresponsible utterances on the part of a man like Mr. Abu Hossain Sarkar is quite unthinkable" he said, and added "it may so happen Mr. Sarkar shall have to prove these things in a court of law."

He said that the Awami League Coalition Government had "tolerated many false allegations against them because they believed in the civil liberts of the people. But he added they would not tolerate such things which "go to impair the prestige and interest of Pakistan."

Morning News
31st May 1957

Mujibur Rahman Resigns

(By A Staff Reporter)

The East Pakistan Minister for Commerce, Labour and Industries, Sheikh Mujibur Rahman, tendered resignation of his office yesterday.

The resignation letter was handed over to the Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan, following a discussion between them. The Chief Minister is reported to have asked Mr. Mujibur Rahman to continue to be in office till June 15.

Mr. Mujibur Rahman, who is the General Secretary of the East Pakistan Awami League, it might be recalled, had agreed to resign his post at the last Council session at Kagmari to devote himself to the organisational work of his party.

The Awami League circles, when contacted, said that the resignation of Mr. Mujibur Rahman was "very timely" as the Awami League Council session which is going to be held within a fortnight, was "fraught with danger" for the Ministry. Mr. Mujibur Rahman, it was said, would now make all-out efforts to bring about a rapprochement between the two groups in the Awami League which had fallen apart after the resignation of nine Awami League Working Committee members sometime ago.

The resignation of Mr. Mujibur Rahman is understood to have been approved by Prime Minister Suhrawardy, who wanted him to pay more attention towards reorganizing the party.

দৈনিক ইত্তেফাক
১লা জুন ১৯৫৭

পূর্ব প্রতিশ্রুতিমত শিল্পমন্ত্রীপদে শেখ মুজিবের ইস্তফা দান
আওয়ামী লীগের সংগঠনী ও সরকারের শক্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগের ইচ্ছা প্রকাশ
আপাততঃ কাজ চালাইয়া যাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর অনুরোধ

বিশ্বস্তসূত্রে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (বৃহস্পতিবার) প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রীর নিকট তাঁহার পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

জনাব রহমান তাঁহার পদত্যাগপত্রে জানাইয়াছেন যে, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের সংগঠনমূলক কাজ করার উদ্দেশ্যে এবং সরকারের হস্ত শক্তিশালী করার জন্যই তিনি মন্ত্রিত্বপদে ইস্তফা দান করিতেছেন।

আরও জানা গিয়াছে যে, মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান উল্লিখিত পদত্যাগপত্রের জওয়াবে জানাইয়াছেন 'মানুষ যেখানে সহজে মন্ত্রিত্ব পদের প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারে না, যেখানে আপনি দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগ সংগঠনকে জোরদার ও সরকারের হস্ত শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে পদত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করিয়া এক প্রশংসনীয় নজীর স্থাপন করিয়াছেন।' মুখ্যমন্ত্রী উক্ত পত্রে জনাব রহমানকে আরও জানান, 'আপনার পদত্যাগপত্র দাখিলের ফলে আপনার আওতাভুক্ত দফতরগুলির পরিচালনার ব্যাপারে নয়া পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছে এবং ইহার সমাধান সময় সাপেক্ষ।'

জনাব আতাউর রহমান খান তাঁহার পত্রে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁহার কার্যভার আপাততঃ চালাইয়া যাওয়ার অনুরোধ করিয়াছেন। মুখ্যমন্ত্রী আরও জানাইয়াছেন যে, এই পদত্যাগের ফলে উদ্ভূত পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সহিত আলোচনা করা প্রয়োজন এবং প্রধানমন্ত্রী আগামী ১২ই জুন ঢাকায় আগমন করিলে উল্লিখিত পরিবর্তিত পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করা হইবে।

সাপ্তাহিক সৈনিক
৭ই জুন ১৯৫৭

আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে
অলি আহাদ বহিস্কৃত ঃ ওয়ার্কিং কমিটিতে নয়া সদস্য গ্রহণ
মুজিবরের পদত্যাগপত্র গৃহিত না হওয়ার সম্ভাবনা

বিগত ৩রা জুন রাত্রে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটি পার্টির সংগঠনী সম্পাদক জনাব অলি আহাদকে তিন বৎসরের জন্য পার্টি হইতে বহিস্কার করিয়াছেন। পূর্বে জনাব অলি আহাদকে শৃঙ্খলা ভঙ্গের অপরাধে এবং সাধারণ সম্পাদক জনাব মুজিবরের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার অভিযোগে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করা হইয়াছিল।

ওয়ার্কিং কমিটি জনাব অলি আহাদের শূন্যপদে জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী এম, পি, এ কে সংগঠনী সম্পাদকরূপে কো-অপ্ট করিয়াছে। সভায় উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান সভাপতিত্ব করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় উপস্থিত চারিজন মন্ত্রীসহ ষোলজন সদস্যই সর্বসম্মতিক্রমে বহিস্কারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

জনাব অলি আহাদকে সাময়িকভাবে পদচ্যুৎ করার প্রতিবাদে বিগত ৩১শে মার্চ্চ

ওয়ার্কিং কমিটির যে নয়জন সদস্য পদত্যাগ করিয়াছিল তাহাদের স্থলে ওয়ার্কিং কমিটির এই সভায় নতুন সদস্য কো-অপ্ট করা হয়।

সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান সাংবাদিকদের জানান যে, অলি আহাদের নিকট চার্জসীট প্রেরণ করা হইয়াছিল এবং দীর্ঘকাল উহার কৈফিয়তের জন্য অপেক্ষা করা হইয়াছিল।

একটি রেজিষ্ট্রার্ড কভারে পিওনের হাতে চারিবার চার্জসীট প্রেরণ করা হইয়াছে এবং চারিবারই পার্টি অফিসে তাহা ফেরত পাঠানো হইয়াছে।

আওয়ামী লীগের দুইদিনব্যাপী কাউন্সিল অধিবেশন ১৩ই জুন স্থানীয় নিউ পিকচার্স হাউসে শুরু হইবে। কাউন্সিলে অন্যান্য বিষয়ের সহিত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট জনাব আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পদত্যাগপত্র সম্পর্কে বিবেচনা করা হইবে।

মনে হয় এই কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী লীগের সোহরাওয়ার্দী এবং ভাসানী উপদলের মধ্যে শেষ শক্তি পরীক্ষা হইয়া যাইবে। এই শক্তি পরীক্ষার উপরই আওয়ামী লীগের ভবিষ্যৎ ভূমিকা নির্ভরশীল।

ওয়াকেবহাল মহলের এক খবরে জানা গিয়াছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রমমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমানের পদত্যাগপত্র গৃহীত না হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। আওয়ামী লীগের বিগত কাগমারী অধিবেশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জনাব মুজিবর গত ৩১শে মে মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করেন। অতঃপর উজিরে আলা তাঁহাকে ১৫ই জুন পর্যন্ত কাজ চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করেন।

প্রকাশ, উজিরে আলা দুইটি কারণে শেখ মুজিবরের পদত্যাগের বিরোধী। প্রথমতঃ শেখ মুজিবর মন্ত্রিসভা ত্যাগ করিলে মন্ত্রিসভা অপেক্ষাকৃত দুর্বল হইয়া পড়িবে। দ্বিতীয়তঃ প্রদেশের উন্নয়নের জন্য ক্ষুদ্র শিল্প কর্পোরেশন, ফিল্ম ডেভলপমেন্ট করপোরেশন ও দুর্নীতি দমন বিভাগ প্রতি শিল্প মালিক বিরোধে সমঝোতা আনয়ন প্রভৃতি কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য শেখ মুজিবরের আরও কিছুকাল মন্ত্রী পদে সমাসীন থাকা বাঞ্ছনীয়।

শেখ মুজিবর মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করিয়া জনাব ভাসানীর মত যদি সরকারী কার্যাবলীর তীব্র সমালোচনা করিতে থাকেন তবে সে ক্ষেত্রে এই সমালোচনার চাপ সহ্য করিয়া মন্ত্রিসভা টিকাইয়া রাখা জনাব আতাউর রহমানের পক্ষে কষ্টসাধ্য হইয়া পড়িবে। কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে জনাব সোহরাওয়ার্দী ঢাকা আগমন করিলে জনাব আতাউর রহমান শেখ মুজিবরের পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের জন্য চাপ দিবেন।

শেখ মুজিবরের পদত্যাগপত্র যদিও প্রত্যাহার করা না হয় তাহা হইলে হয়ত জনাব আতাউর রহমানও পদত্যাগ করিয়া আগামী নির্বাচন পর্যন্ত সাংগঠনিক কাজে মনোনিবেশ করিবেন। সে ক্ষেত্রে জনাব আবুল মনসুর আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের উজিরে আলা হইবেন বলিয়া পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা।

পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিলে জনাব মুজিবর জাতির বিরাট প্রয়োজনের খাতিরেই মন্ত্রী রহিয়া গেলেন বলিয়া হয়ত বিবৃতি ঝাড়িবেন। সেই বিরাট প্রয়োজনের খাতিরেই হয়তো আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রও সংশোধিত হইয়া যাইতে পারে, যদি জনাব সোহরাওয়ার্দীর দল সংখ্যায় ভারী থাকেন এবং সে ক্ষেত্রে জনাব মুজিবর মন্ত্রী এবং সেক্রেটারী উভয় পদ অলংকৃত করিয়া থাকিবার সুযোগ পাইবেন।

সাপ্তাহিক সৈনিক
১৪ই জুন ১৯৫৭

মুজিবরের নয়াপদ

কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম সচিব এবং পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমানকে চেয়ারম্যান করিয়া চা বোর্ড পুনর্গঠন করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেহাদ
১৫ই জুন ১৯৫৭

আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের অনুকূলে শাসনতন্ত্র সংশোধনের আবেদন
আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের সমাপ্তি বৈঠকে প্রস্তাব গৃহীত
মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর প্রতি পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ
পার্লামেন্টারী বোর্ড গঠন
প্রাদেশিক জেলা ও মহকুমা আওয়ামী লীগ সমূহের নির্ব্বাচন স্থগিত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের শেষ দিনের অধিবেশনে সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে ২১ দফার ভিত্তিতে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবীর পুনরুল্লেখ এবং এতদুদ্দেশ্যে শাসনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধনের জন্য জাতীয় পরিষদের সদস্যদের প্রতি আবেদন জানান হয়।

স্থানীয় গুলিস্তান সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত এই অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন জনাব আতাউর রহমান খান। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী শারীরিক অসুস্থতার জন্য গতকল্যকার অধিবেশনে যোগদান করেন নাই। প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। প্রায় আটশত কাউন্সিলর এই দিনের অধিবেশনে যোগদান করেন বলিয়া সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান জানান।

অধিবেশনে গৃহীত এক প্রস্তাবে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ করা হয়। শেখ মুজিবর রহমান এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন।

প্রকাশ, উক্ত প্রস্তাব গ্রহণের পূর্বে ওয়ার্কিং কমিটির তরফ হইতে জনাব আবদুল হামিদ খান ভাসানীর পদত্যাগ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ওয়ার্কিং কমিটির উপর অর্পিত হউক। ইহাতে কাউন্সিলের পক্ষ হইতে জোর আপত্তি উত্থাপিত হইলে জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী তাঁহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করিতে বাধ্য হন।

অতঃপর শেখ মুজিবর রহমান এই মর্ম্মে এক প্রস্তাব উত্থাপন করেন যে, মওলানা ভাসানীকে পদত্যাগ পত্র প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান হউক এবং যদি তাহাতে মওলানা সাহেব পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার না করেন তবে তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার ওয়ার্কিং কমিটিকে দেওয়া হউক এই প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি উঠে। ও ফলে শেখ মুজিবুর রহমানও তাহার প্রস্তাব প্রত্যাহার করেন এবং এই মর্ম্মে আনয়ত করেন যে, মওলানা ভাসানীকে তাঁহার পদত্যাগ প্রত্যাহার করার জন্য অনুরোধ করা হউক এবং মওলানা সাহেব পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার না করিলে তৎসম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ভার কাউন্সিলের উপর অর্পিত হউক। এই শেষোক্ত প্রস্তাবই অধিবেশনে গৃহীত হয়।

প্রতিষ্ঠানের সভাপতির ক্ষমতা খর্ব করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্র সংশোধনের জন্য যে সকল প্রস্তাব উত্থাপনের কথা ছিল শেখ মুজিবর রহমানের প্রস্তাব ক্রমে সেইগুলি স্থগিত রাখা হইয়াছে।

অপর প্রস্তাবে কাউন্সিল জাতিসঙ্ঘের উদ্যোগে জম্মু এবং কাশ্মীরের জনগণের স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ন্যায্য দাবীর প্রতি দৃঢ় সমর্থনের পুনরুল্লেখ করেন এবং নিরাপত্তা পরিষদকে সত্বর দাবীর প্রস্তাবসমূহ কার্য্যকরী করার অনুমোদন জানাইয়া এই উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বিশ্ব জনমত গঠনের উপরে যে বিরাট সাফল্য অর্জ্জন করিয়াছেন তজ্জন্য উপরোক্ত প্রস্তাবে তাহাকে অভিনন্দন জানানো হয়। কাশ্মীরের জনসাধারণ বিভিন্ন প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে তাহাদের দেশকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে যে সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছে সেইজন্য তাহাদিগকে অভিনন্দন এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই সকল প্রকার সাহায্য ও সমর্থনের আশ্বাস দেওয়া হয়।

অপর প্রস্তাবে কাউন্সিলে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতির অনুমোদন ও সমর্থন এবং পররাষ্ট্রনীতিতে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর সাফল্যের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ জানায়। এই প্রস্তাবটির বিপক্ষে ৪৬ জন সদস্য ভোট প্রদান করেন।

সংবাদ
১৬ই জুন ১৯৫৭

শেখ মুজিবের মন্ত্রীর পদ
চীন সফরের পর ত্যাগ
করার পক্ষে কাউন্সিলের রায়

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও প্রাদেশিক মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানকে কাউন্সিল আগামী চীন দেশ সফর সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত উভয় পদেই কার্য্য চালাইয়া যাইতে বলিয়াছে।

তবে তাহার মন্ত্রিত্বের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করার কথা সিদ্ধান্ত হইয়াছে। চীন দেশ হইতে দেশে ফিরিবার পরই তিনি প্রাদেশিক মন্ত্রিত্ব ত্যাগ করবেন বলিয়া স্থির হইয়াছে। তিনি ১৯শে জুন পার্লামেন্টারী ডেলিগেশনের নেতা হিসাবে চীন সফরে যাইতেছেন।

দৈনিক ইত্তেহাদ
১৮ই জুন ১৯৫৭

কেন্দ্রীয় সরকারের সাহায্যে পূর্ব্ব পাকিস্তানের খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে
করাচীতে শেখ মুজিবরের মন্তব্য

করাচী, ১৭ই জুন (এ,পি,পি)।– পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান এই মর্ম্মে আশা প্রকাশ করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ণ সহযোগিতায় পূর্ব পাকিস্তানের বর্ত্তমান খাদ্য সমস্যার সমাধান হইবে।

নয়া চীনের পথে অদ্য বৈকালে জনাব মুজিবর রহমান ঢাকা হইতে এখানে আগমন করেন। তিনি সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, কেন্দ্রীয় সরকারের সহায়তায় পূর্ব পাকিস্তান পর্য্যাপ্ত পরিমাণে খাদ্য শস্য সংগ্রহ করিবে। কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রী তাঁহার সাম্প্রতিক ঢাকা সফরের সময় প্রাদেশিক সরকারকে সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্যের আশ্বাস দিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সম্মুখে খাদ্যই হইতেছে এক নম্বর সমস্যা। সরকার উহার সমাধানের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইতেছেন এবং সরকার অনাহারে কাহাকেও মরিতে দিবে না। প্রয়োজন হইলে বিদেশ হইতে খাদ্য আনয়নের জন্য জাহাজ ভাড়া লওয়া হইবে। আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে গৃহীত 'আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হইলে প্রাদেশিক মন্ত্রী ও পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের দাবী।

তিনি বলেন যে, জাতীয় পরিষদের পূর্ব পাকিস্তানী সদস্যগণ এই দাবী মানিয়া লওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানী সদস্যদের নিকট আবেদন জানাইবে।

ন্যাশনাল পার্টির সহায়তায় মওলানা ভাসানী একটি পৃথক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গঠন করিতেছেন– এ সম্পর্কে তাঁহার অভিমত জিজ্ঞাসা করা হইলে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে এখন নূতন কোন রাজনৈতিক দল গঠন করার উপযোগী ক্ষেত্র প্রস্তুত হয় নাই।

কাউন্সিল অধিবেশনে মওলানা ভাসানীকে পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে অনুরোধ জানানোর ফলে তিনি উহা প্রত্যাহার করিবেন কিনা ইহার উত্তরে জনাব মুজিবর বলেন, "আমি বলিতে পারিনা।"

দৈনিক ইত্তেহাদ
১৯শে জুন ১৯৫৭

পাক পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন
শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে অদ্য চীন যাত্রা

করাচী, ১৮ই জুন (এ,পি,পি)।–পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প সচিব শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে দশজন সদস্য বিশিষ্ট পার্লামেন্টারী ডেলিগেশন শুভেচ্ছা মিশনে আগামীকল্য অপরাহ্ন ১টা ২০ মিঃ সময়ে বি,ও,এ,সি বিমানযোগে চীন যাত্রা করিবেন।

ডেলিগেশনের সদস্যগণ হইতেছেন, –জনাব লুৎফর রহমান, সুফী আবদুল হামিদ, সৈয়দ আলমগীর হোসেন, শাহ জিলানী, জনাব মুজাফ্ফর আহমদ, মিয়া আবদুস সালাম, মিয়া গুল আওরাঙ্গজেব, বেগম সালমা তাসাদ্দক হোসেন, জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী এবং মেহেরুন্নিসা বেগম।

PAKISTAN OBSERVER
12th July 1957

Sk. Mujib Hopeful of Closer Sino-Pak Ties

PEKING, July 10: Co-operation between China and Pakistan would grow steadily closer, said Sheikh Mujibur Rahman, leader of the Pakistan Parliamentary delegation, at a banquet given by him this evening.

According to a New China news agency despatch, Liu Shao Chi, Chairman of the National People's Congress, was among the guests present.

Remarking to the delegation's stay in China Mr. Rahman said, "We carry back with us the impression of a people resolute and industrious working hard under wise leadership."

He continued, "though our social systems and form of Government may be different, the peoples of our countries work for a common objective. our people's welfare in the social economic and political fields, and we trust that there will be still greater means for contact between our two peoples to promote their happiness and well-being.

"We believe in peace and its indivisibility and as such we feel that the problems of the weak nations are as important as the problems of the great ones.

"We believe in truth, justice, and only by co-operation amongst nations on these solid foundations can be world be a much better place for mankind.

"I express the hope that all nations of the world, particularly those in Asia, will subscribe to the letter and spirit enshrined in the United Nations Charter and the Bandung decisions in the interests of mutual benefit and human progress."

Liu Shao Chi said that the delegation's visit" has further strengthened the friendship between the peoples of China and Pakistan.

He added that the Chinese people treasured this friendship, "because it is not only in keeping with the interests of the peoples of our two countries, but is also beneficial to the cause peace in Asia and the world.

"We wish the people of Pakistan great new achievements in safe-guarding their national independence and in their work of national construction, Liu Shao Chi said. -APP.

PAKISTAN OBSERVER
19th July 1957

MUJIB RETURNS TODAY
URGENT SUMMONS FROM CHIEF MINISTER

(BY A STAFF CORRESPONDENT)

Sheikh Mujibuir Rahman who returns today (Thursday) from his interrupted tour of the Far East will find himself and his party in a none-too-happy position.

He had left Dacca on June 14 after his group's spectacular victory over Maulana Bhashani and the left-wingers in the Awami League Council session-to lead a 10-man Parliamentary delegation to China. Since then the victory has turned out to be more of a headache for them than a matter to gloat over.

Chief Minister Mr. Ataur Rahman Khan had sent an urgent summons to him to cut short his tour which otherwise would have taken Sheikh Mujibur Rahman to Japan and the Philippines on his return journey to home. Sheikh Mujib will now be returning from Hong Kong where he had reached on June 15.

The Chief Minister's urgent 'come back' message was sent, it is understood, in view of the daily widening dissensions within the Awami League.

SIGNIFICANT

Political circles here thought it significant because Mr. Mujibur Rahman is considered the only person in the organization who can to some extent cope with the fast-deteriorating unpopularity of the official Awami League and its leaders who are in power.

Besides, who presence of Sheikh Mujib, who is also General-Secretary of the Awami League, is considered necessary in view of the coming Democratic Convention called by the Awami League President Maulana Bhashani and the ensuing Council session of the Ganatantri Dal-a component of the coalition in the Province.

The Ganatantri Dal in its Council session-scheduled to begin at Barisal on July 21-will take decisions which are likely to jeopardize the position of the coalition government.

Moreover, the Democratic Con-vention and the new political party which is likely to be formed at the convention is viewed by political circles here as portending a bleak future for the Awami League. Already the intra-party feuds and factions in the Awami League have heightened the crisis within the party to a great extent, the number of resignations of party workers from various districts including those of a Vice-President and an ex-Vice-President have reached well over 300. Some more resignations are expected within the coming week-just before the Convention.

Whether or not Sheikh Mujibur Rahman succeeds in checking the rot that has set in his party, his return home is being eagerly awaited by his co-workers here. Before he meets the Chief Minister who is now in Chittagong, he will probably have a first report of the situation today from his colleagues and from the acting General Secretary. The Chief Minister is expected to return here on Sunday.

দৈনিক ইত্তেহাদ

১৯শে জুলাই ১৯৫৭

চীন সফররত শেখ মুজিবর
গতকল্য ঢাকায় প্রত্যাবর্তন

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) সকাল বেলা পূর্ব পাকিস্তানের শ্রম ও শিল্প মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমান দশজন বিশিষ্ট পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদল নয়াচীন ভ্রমণ সমাপ্ত করিয়া ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

বিমানবন্দরে তিনি বলেন ঃ প্রতিনিধিদলের চীন ভ্রমণের ফল শুভ হইয়াছে এবং চীন ও পাকিস্তানের জনসাধারণের পারস্পরিক সৌহার্দ্দ্যপূর্ণ ও বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হইবে। চীনের জনসাধারণ পাকিস্তানের জনসাধারণের ন্যায় শান্তি প্রতিষ্ঠায় উদগ্রীব বলিয়া শ্রম মন্ত্রী মন্তব্য করেন।

প্রতিনিধিদল নয়া চীনের প্রায় ১২ হাজার মাইল সফর করিয়াছেন। তাহারা মুকডেন আনসান সাংহাই পিকিগংচাও সিনফিয়ান প্রভৃতি স্থানে অবস্থিত শিল্প এলাকা পরিদর্শন করেন।

প্রাদেশিক খাদ্য মন্ত্রী সহ সরকারী অফিসার ও কর্মী তেজগাঁও বিমানবন্দরে প্রতিনিধিদলকে অভ্যর্থনা জানান। প্রতিনিধিদল পাক চীন সীমান্তে অবস্থিত চীনের

সিংকিয়ান প্রদেশের কাশগর পরিদর্শন করেন বলিয়া জনাব শেখ মুজিবুর রহমান মন্তব্য করেন। পাক চীন পারস্পরিক বাণিজ্য সম্পর্ক বিদ্যমান এবং উভয় দেশের জনসাধারণ মনে প্রাণে তাহাদের উন্নতি কামনা করে।

শেখ মজিবুর রহমান চীন গণপরিষদ অধিবেশনে বক্তৃতা করেন এবং চীনের পার্লামেন্টারী প্রতিনিধিদলকে পাকিস্তান সফরের আমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিলে তাহারা উহা গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া শিল্প মন্ত্রী প্রকাশ করেন।

উভয় দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা চীনের প্রেসিডেন্ট মাও সেতুংয়ের সহিত আলাপ-আলোচনা হয় বলিয়া শিল্পমন্ত্রী মন্তব্য করেন।

PAKISTAN OBSERVER

20th July 1957

BHASHANI-MUJIB TALKS

(BY A STAFF CORRESPONDENT)

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League, yesterday met Maulana Bhashani, his president who has resigned but whose resignation has not yet been accepted by the party.

It is gathered the meeting was arranged by a prominent Awami Leaguer who feels that the Maulana should not desert the party at this critical period.

Though Maulana Bhashani would not disclose what subjects were discussed by them. Knowledgeable sources said that Mr. Mujibur Rahman requested the Maulana to withdraw his resignation letter as requested by the Awami League Council at its last session at Dacca.

They said Sheikh Mujib even assured that some personal adjustments could be made to enable the Maulana to stay on as the President of the organization.

Political circles here interpreted this meeting as indication of anxiety of the ruling party to retain Moulana Bhashani as leader of the organization.

সংবাদ

২১শে জুলাই ১৯৫৭

প্রাদেশিক সরকারের কার্যের প্রশংসা
তেজগাঁ-এ শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা

এ, পি, পির সংবাদে প্রকাশ প্রাদেশিক শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য তেজগাঁও থানা আওয়ামী লীগের দফতর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন বর্তমান সরকার কর্তৃক গৃহীত শিল্প ও কৃষি উন্নয়নের ব্যাপক কর্মসূচি কার্যকরি করার উপরই পূর্ব পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ উন্নতি নির্ভর করে। তিনি স্বাধীনতা লাভের পর বিগত দশ বৎসর পর্যন্ত প্রদেশের অনগ্রসরতার জন্য দুঃখ করিয়া বলেন পূর্ববর্তী সরকারের অবহেলার দরুনই দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কটের সৃষ্টি হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন ইহা অত্যন্ত দুঃখের ব্যাপার যে অশেষ শক্তি ও সনদ থাকা সত্ত্বেও প্রদেশের কোনও প্রকার অগ্রগতি সম্ভব হয় নাই। বর্তমান সরকার দেশের দৃঢ়

অর্থনৈতিক ভিত্তি গড়িয়া তোলার উদ্দেশ্যে প্রদেশের সকল প্রকার শক্তি ও সম্পদকেই উন্নয়নের কাজে লাগাইবার জন্য বদ্ধপরিকর।

প্রদেশের শিল্প উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বর্তমান বৎসরের মধ্যেই সরকার প্রদেশের প্রায় ৫০টি নতুন ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প স্থাপন করিবেন। বর্তমান সরকারের বিভিন্ন কার্য্যাবলী বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, খাদ্য আমদানি, টেস্ট রিলিফ, অধিক খাদ্য উৎপাদন পরিকল্পনা প্রণয়ন, সার্টিফিকেট প্রথা রহিত করা এবং বন্দী মুক্তি প্রভৃতি কার্য সরকার ইতিমধ্যে সম্পন্ন করিয়াছেন। নিম্ন বেতনভোগী কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি ও সরকারি দফতরসমূহ হইতে দুর্নীতি দূর করিয়া প্রভৃতি কার্য সম্পাদন করিয়া বর্ত্তমান সরকার ওয়াদা রক্ষার কাজে অগ্রসর হইয়াছেন বলিয়া তিনি জানান।

সংবাদ
২২শে জুলাই ১৯৫৭

শেখ মুজিবের বিবৃতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে প্রতিদিন শত শত আওয়ামী লীগ কর্ম্মী উক্ত প্রতিষ্ঠান হইতে পদত্যাগের সংবাদ প্রত্যহ সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাদেশিক শিল্প সচিব জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকাল (শনিবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে দাবী করেন যে আওয়ামী লীগ পূর্বাপেক্ষা দিন দিন আরও শক্তিশালী হইতেছে।

উক্ত বিবৃতিতে জনাব শেখ মুজিবুর বলিয়াছেন যে, তিনি বা তাঁহারা বর্তমানে কোন প্রকার "অস্বস্তিকর পরিবেশে" কালাতিপাত করিতেছেন না। মওলানা ভাসানীর সহিত সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে, উহা তাঁহার একান্ত সৌজন্যমূলক সাক্ষাৎকার।

Morning News
24th July 1957

AL to Hold All-Pakistan Convention IN Dacca Counteracting Bhashani's Move

(By A Staff Reporter)

The East Pakistan Awami League high command is understood to have decided to hold an All-Pakistan convention in Dacca within a month with the obvious intention of counteracting the move launched by its rebel President. Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani to unite the "democratic forces" in the country.

The decision was taken at the concluding session of the two-day joint conference of the East Pakistan Awami League Working Committee and the presidents and secretaries of the district and subdivisional Awami League organizations held in Dacca last night.

The recent activities of the Maulana came under heavy criticism in the meeting and the Working Committee was authorised to take any decision with regard to the "expulsion of the Maulana" from the Awami League. The suggestion was made by some influential members and accepted by the meeting, it is reported.

The working Committee will meet again on July 27 to adopt measures "in the interest of the organization and the country" the Awami League General Secretary, Sheikh Mujibur Rahman, said in a statement on the conclusion of the meeting.

The meeting was presided over by the Vice-President, Maulana Abdur Rashid Tarkabagish, and was attended by, among others, the acting Prime Minister of Pakistan, Mr. Abdul Mansoor Ahmed, who arrived in Dacca earlier in the afternoon from Karachi, Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan, and a number of his Cabinet colleagues.

The meeting, which deliberated for about seven hours with a break for about half an hour for the evening prayers, covered wide range of subjects with particular reference to the present split in the organisation and the move to form a new political party under the leadership of Maulana Bhashani.

The representatives of the districts apprised the Working Committee of the political and food situation of their respective areas and suggested ways and means to overcome the situation arising out of the "frustration of the rank and file workers of the Awami League."

It transpired at the meeting that in certain areas such as Mymensingh and Sylhet the Awami League had lost ground.

The meeting also discussed food situation which was reported to have improved as a result of good harvest.

The meeting, which was attended by over 100 Awami Leaguers including the Working Committee members, heard their General Secretary, Mr. Mujibur Rahman speak for about an hour. He was stated to have dwelt mainly on the organizational matters with particular reference to the resignations submitted ....

আজাদ
২৫শে জুলাই ১৯৫৭

পূর্ব্ব পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মঞ্জুরীদান সরকার কর্তৃক শীঘ্র কার্য্য আরম্ভের সিদ্ধান্ত : শেখ মুজিবরের বিবৃতি

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্প ও বাণিজ্য সচিব জনাব শেখ মুজিবর রহমান করাচী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া গতকল্য (রবিবার) তেজগাঁও বিমানঘাঁটিতে সাংবাদিকদের বলেন যে, শিল্পকে প্রাদেশিক সরকারের এখতিয়ারে আনয়নের জন্য ইতিপূর্ব্বে করাচীতে উচ্চ পর্য্যায়ের সম্মেলনে যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হইয়াছিল, পাকিস্তান সরকার তাহা পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

তিনি বলেন যে, এখন হইতে শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারই মঞ্জুরী দিতে পারিবেন এবং শীঘ্রই তাঁহারা মঞ্জুরী দেওয়ার কাজ আরম্ভ করিবেন। এজন্য আইন প্রণয়ন করিয়া সরকারের ক্ষমতা গ্রহণের প্রয়োজন হইবে না।

শিল্প সচিব বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে ক্ষুদ্র শিল্পোন্নয়ন কর্পোরেশন স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এক কোটি টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন। একমাত্র এই কর্পোরেশনই ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদেশ হইতে কাঁচামাল ও যন্ত্রপাতি আমদানী করিতে পারিবে। কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠান সমূহের শিল্পজাত দ্রব্যাদি বিক্রয়ের প্রসার বৃদ্ধির ভার গ্রহণ করিবে। তাঁতীদের সুবিধার জন্য কর্পোরেশন প্রদেশের বিভিন্ন স্থানে ড্রইং, ব্লিচিং ও ক্যালেণ্ডারিং কারখানা প্রতিষ্ঠা করিবে। জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য শীঘ্রই স্বতন্ত্র আমদানী রফতানী কনট্রোলারের অফিস স্থাপন করা হইবে। খুলনার বর্তমান জেলা ম্যাজিস্ট্রেট জনাব শফিউল আজম কনট্রোলার নিযুক্ত হইয়াছেন।

প্রাদেশিক শিল্প সচিব বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় সরকারের সরবরাহ ও উন্নয়ন বিভাগের স্বতন্ত্র ডিরেক্টর জেনারেলের অফিস স্থাপনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে। ডিরেক্টর জেনারেলের অফিস চট্রগ্রামে না হইয়া ঢাকায় হওয়া উচিত বলিয়া জনৈক সাংবাদিক মন্তব্য করিলে শিল্প সচিব বলেন যে, বিষয়টি বিতর্কমুলক বলিয়া তিনি এখন কিছু বলিবেন না। জনাব মুজিবর রহমান ২৭শে ফেব্রুয়ারী ফরিদপুর গমন করিয়া তথায় সেইদিনই শিল্প ও কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন করিবেন। ২৮শে ফেব্রুয়ারী তথায় এক জনসভায় বক্তৃতা করিয়া ১লা মার্চ্চ ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

PAKISTAN OBSERVER
29th July 1957

Mujib meeting presses today

Sheikh Mujibur Rahman, Pakistan Commerce, laboure Industries Minister will have press conference today in his office room in the Secretariat. -APP.

দৈনিক ইত্তেহাদ
৩০শে জুলাই ১৯৫৭

মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে শেখ মুজিবরের বিষোদ্‌গার সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে পরস্পর বিরোধী উক্তি

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্য সচিব শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (সোমবার) সেক্রেটারীয়েট ভবনে এক সাংবাদিক সম্মেলনে মজলুম জননেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর কার্য্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন যে, মওলানা সাহেব অনেক দিন হইতেই আওয়ামী লীগ পরিত্যাগের বিষয়ে বিবেচনা করিতে ছিলেন। এবং ইহার ভিতরে থাকিয়া আওয়ামী লীগের ক্ষতিসাধন করিতে ছিলেন।

এ সম্পর্কে জনৈক সাংবাদিক তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, মাওলানা সাহেবের এইরূপ কার্য্যকলাপ সত্ত্বেও তাঁহার বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ কেন ব্যবস্থা গ্রহণ করে নাই এবং গত কাউন্সিল অধিবেশনেও তাহাকে কি করিয়া পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করার জন্য বলা হইল। ইহার উত্তরে জনাব রহমান বলেন, মওলানা ভাসানী ব্যক্তিগতভাবে একজন সৎ লোক; কিন্তু তিনি মুষ্টিমেয় কয়েকটি লোকের কবলে পড়িয়াছেন এবং তাহাদের কবল হইতে তাহাকে উদ্ধার করাই ছিল গত কাউন্সিল অধিবেশনের উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের কারণ। এই সকল লোক ১৯৫৪ সনের সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে অর্থাৎ ৯২ ধারার সময় আওয়ামী লীগে যোগদান করিয়াছিলেন।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে জনাব সম্পাদক ও পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান এবং জনাব সোবহান এম, পি, এ, এক যুক্ত বিবৃতিতে বলেন যে, ক্ষমতা অধিকারের জন্য কৃষক শ্রমিক পার্টি অন্য কোন দলের সহিত কোয়ালিশন করিবে না। নেতৃদ্বয় স্থানীয় কোন কোন পত্রিকায় প্রকাশিত কৃষক শ্রমিক পার্টি আওয়ামী লীগ সরকারকে সমর্থন করিতে শেখ মুজিবর রহমানকে প্রশ্নবাণে জর্জ্জরিত করা হয়। তিনি পূর্ব হইতে প্রস্তুত একটি লিখিত বিবৃতিতে আওয়ামী লীগের সাম্প্রতিক ঘটনাবলী উল্লেখ করেন।

তিনি বলেন যে, কিছু সংখ্যক লোকের আওয়ামী লীগ পরিত্যাগের ফলে প্রকৃত প্রস্তাবে আওয়ামী লীগ "শক্তিশালী" হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, যুবলীগ সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ করিয়া তাহারা এই সকল লোককে আওয়ামী লীগ হইতে অপসারণ করিতে চাহিয়াছিলেন। প্রকৃত আওয়ামী লীগ গণ প্রতিষ্ঠান ছাড়িয়া যান নাই। তবে তিনি এক প্রশ্নের জওয়াবে বলেন যে, আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের জন্মের সহিত যাহারা ইহার সাথে জড়িত ছিলেন তাঁহাদের মধ্যে মাত্র কয়েকজন লোক আওয়ামী লীগ হইতে পদত্যাগ করিয়াছেন।

আওয়ামী লীগ ২১ দফা কার্যসূচী এবং অন্যান্য প্রতিশ্রুতি পালন করে নাই বলিয়া মওলানা ভাসানী যে অভিযোগ করিয়াছেন শেখ মুজিবর রহমান তাহাকে বাজে ঈর্ষামূলক ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়া মন্তব্য করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, মাওলানা ভাসানী জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বর্তমান পররাষ্ট্রনীতি সমালোচনা করিয়া থাকেন। শেখ মুজিবর রহমান আরও বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী সকল দেশের সহিত বন্ধুত্বহানি করিতে ইচ্ছুক এবং এই উদ্দেশ্যে চীনও সফর করিয়াছিলেন। মওলানা সাহেব বর্তমান পররাষ্ট্রনীতিকে জাতীয় পরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত করিয়া লইতে বলিয়াছিলেন এবং জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীও তাঁহার কথামত জাতীয় পরিষদের অনুমোদন লইয়াছিলেন। ইহার পর কাগমারী আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে মওলানা সাহেবের বৈদেশিক নীতি গৃহীত না হওয়ায় তিনি দল ত্যাগ করেন বলিয়া জনাব রহমান মন্তব্য করেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, মন্ত্রী হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত শেখ মুজিবর রহমান বিভিন্ন সামরিক চুক্তির তীব্র বিরোধিতা করিয়া থাকিতেন।

জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ হইতে মাওলানা সাহেবের পদত্যাগ নিয়মতন্ত্র বহির্ভুত হইয়াছে। এই সময় জনৈক সাংবাদিক লণ্ডনে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর মন্তব্যের প্রতি তাহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী ব্যক্তিগতভাবে এই মত পোষণ করিতে পারে, কিন্তু তিনি (শেখ মুজিবর রহমান) পার্টির সাধারণ সম্পাদক হিসাবেই উপরোক্ত মন্তব্য করিয়াছেন। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বলিয়াছিলেন যে, মওলানা সাহেব পদত্যাগ যুক্তিযুক্ত হইয়াছে, কারণ তিনি কাউন্সিলে তাহার প্রস্তাব অনুমোদন করাইতে পারেন নাই।

আর একটি বিষয়ে শেখ মুজিবর রহমান তাহার নেতা প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর মন্তব্যের সহিত অনেক ধরা পড়ে। তিনি বলেন যে, দেশে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা নাই। ইহার জন্য তিনি পূর্ববর্তী সরকারসমূহকে দায়ী করেন। এই সময় একজন সাংবাদিক উল্লেখ করেন যে, নিউইয়র্কে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী স্পষ্টভাবে ঘোষণা করিয়াছেন যে, পাকিস্তানী রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিরাজমান রহিয়াছে। উহার সোজা জওয়াব দিয়া শেখ সাহেব বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী আগামী সনের মার্চ্চ মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ এবং তিনি সকল প্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন।

সাম্প্রতিক গণতান্ত্রিক কনভেনশন এবং ইহার উদ্যোগে আয়োজিত পল্টন ময়দান জনসভার উপর হামলা সম্পর্কে জনাব মুজিবর রহমানকে বহু প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। তাঁহার লিখিত বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, পল্টন ময়দানের জনসভায় যে ঘটনা সংঘটিত হইয়া গিয়াছে তজ্জন্য মওলানা সাহেব এবং তাঁহার সমর্থকগণ আওয়ামী লীগকে দোষারোপ করিতেছে।

তিনি বলেন, "আমরা কখনই গুন্ডামী সমর্থন করিনা।" আওয়ামী লীগের ইহার সহিত কোন সম্পর্ক নাই বলিয়াও তিনি ঘোষণা করেন। তিনি আরও বলেন যে, প্রত্যেকেরই জনসভা করার অধিকার রহিয়াছে। সরকার সকলকেই পূর্ণ নাগরিক অধিকার দিয়াছেন। তিনি গুণ্ডামির নিন্দা করিবেন কিনা সাংবাদিকগণ ইহা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি শেষ পর্য্যন্ত ইহা এড়াইয়া যান।

উপরোক্ত গুণ্ডামীর জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্ত দাবী করা হইলে তিনি উহার সমর্থন করিবেন কিনা, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন যে, ইহা একটি সাধারণ ঘটনা মাত্র। এবং এ সম্পর্কে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রীর সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করেন। এক প্রশ্নের জওয়াবে তিনি বলেন যে, ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারী করার ব্যাপারে কোন মন্ত্রীর হাত ছিল না।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি এবং সাধারণ সম্পাদকের সহিত পরামর্শ না করিয়া মওলানা সাহেব কাগমারীতে বহু সংখ্যক বিদেশী এবং আওয়ামী লীগের সদস্য নহেন, এইরূপ বহু ব্যক্তিকে আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন।

এই সম্পর্কে তাঁহার বক্তব্যের আরও বিশ্লেষণ করিতে বলা হইলে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, যদিও কাগমারী সাংস্কৃতিক সম্মেলন আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অন্তর্ভূক্ত ছিল বা এবং মওলানা সাহেব ব্যক্তিগতভাবে ইহার আয়োজন করিয়াছিলেন তবুও এই ব্যাপারে তাহাদের সহিত আলাপ করিলে ভাল হইত।

তিনি তাহার বিবৃতিতে সরকারের বিভিন্ন কার্যাবলীর উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগের সম্পাদক কর্তৃক আহূত এবং সেক্রেটারীয়েটের একটি কক্ষে অনুষ্ঠিত এই সাংবাদিক সম্মেলনে প্রচার বিভাগের ডিরেক্টর উপস্থিত ছিলেন। এবং প্রচার দফতরের ফটোগ্রাফার সম্মেলনের ছবি তোলেন।

দৈনিক ইত্তেহাদ
৩১শে জুলাই ১৯৫৭

মওলানা ভাসানী সম্পর্কে শেখ মুজিবরের মন্তব্য
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির জেনাঃ সেক্রেটারীর কঠোর সমালোচনা

এ,পি,পি-র খবরে প্রকাশ, জননেতা মওলানা ভাসানী সম্পর্কে জনাব মুজিবর রহমান গত সোমবার যে সকল মন্তব্য করিয়াছেন তৎসমুদয় সম্পর্কে জনাব মাহমুদ আলী এক বিবৃতিতে বলেন যে, এতদিন মওলানা সাহেব সমস্ত কাজ আওয়ামী লীগ কর্তৃক প্রদত্ত ক্ষমতা বলেই করিয়াছেন।

নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্ম্মী সম্মেলনে যোগদানকারী প্রতিনিধিদের সম্পর্কে তিনি বলেন যে, গণতন্ত্রীদলের ৩৫০ জন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগদেন এবং ১০০০ জনের মত আওয়ামী লীগ, মুসলীম লীগ, কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং ইউনাইটেড প্রগ্রেসিভ পার্টি হইতে পদত্যাগী সদস্য ও বেশ কিছু সংখ্যক কর্ম্মী উক্ত সম্মেলনে যোগ দেন। অতএব রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য এই সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের "কম্যুনিষ্ট" "ধ্বংসাত্মক কার্য্যে লিপ্ত" বা "ভারতের চর" আখ্যা দেওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক।

তিনি বলেন যে, জনাব রহমান নিখিল পাকিস্তান গণতান্ত্রিক কর্ম্মী সম্মেলনের উপর গুণ্ডাদলের আক্রমণের প্রতিবাদ করিতে অস্বীকার করিয়া নিজের দুর্বলতাই প্রকাশ করিয়াছেন। অধিকন্ত ক্ষমতায় আসীন থাকিয়াও তিনি ১৪৪ ধারা জারি সম্পর্কে তিনি যে যুক্তি দিয়াছেন তাহা ছেলেমানুষী ছাড়া আর কিছুই নহে।

তিনি বলেন যে, অতীতে শেখ সাহেব বা অন্য কোন দলকে পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠান করিতে গিয়া যে অবস্থার সম্মুখীন হইতে হইয়াছে ইহা তাহারই অনুরূপ। অতএব ইহা মুসলীম লীগ রাজত্বের পুনরাবৃত্তি ছাড়া আর কিছুই নহে। অপরদিকে আই, জি, মিঃ আবদুল্যাহ সাহেব যখন গুণ্ডাদলকে বিতাড়িত করিয়া অবস্থা আয়ত্বে আনিলেন তখন সভা আরম্ভ হইবার পূর্ব মূহুর্তেই জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অত্যন্ত অপ্রত্যাশিতভাবে পকেট হইতে ১৪৪ ধারা জারীর হুকুমনামা বাহির করিলেন। বেলা ৪ ঘটিকায় উক্ত আদেশ শহরের জন্য কোন স্থানে প্রচারণা করিয়া কেন ৫:৩০ মিনিটে একমাত্র সভাস্থলেই প্রচার করা হইল তাহা বুঝিতে সুখী সমাজের কোনই বেগ পাইতে হইবে না। হাজার হাজার লোকের সমাবেশের পণ্ড করার জন্যই এই হীন ষড়যন্ত্র তথাকথিত শান্তি রক্ষার জন্য নহে। এখন জিজ্ঞাসা ইহার পরেও কি জনাব রহমান জনসাধারণকে বিশ্বাস করাইতে চেষ্টা করিবেন যে, তিনি এবং তাহার দল ব্যক্তি স্বাধীনতার আদর্শকে পূর্ণ মর্য্যাদা দিয়া থাকেন।

PAKISTAN OBSERVER
31st July 1957

Bhashani Stabbed A.L. In The Back
SHEIKH MUJIB'S CHARGES

(By A STAFF CORREPONDENT)

The Awami League General Secretary Sheikh Mujibur Rahman, yesterday (Monday) made a virulent attack on Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, the erstwhile President of the Awami League. Speaking at a press conference, which he termed in his handout to be of "great significance", held at Mr. Rahman's ministerial room in the Secretariat, the Awami League General Secretary said that Maulana Bhashani had stabbed the organisation in the back by resigning from the presidentship when the party was contesting two by-elections in Sylhet and Barisal.

Mr. Rahman said it was evident from the recent activities of the Maulana that he was acting in a pre-planned manner to sabotage the organization and to form a new party "with the support of some people", when asked to identify those "people", he said, that he did not want to mention them by name: "you have seen them at the recent convention".

He referred to the July 16 statement of Maulana Bhashani wherein he had slated the awami league coalition government for their failure to implement the pledges they had given to the people at the time of the last general elections. The statement was "a propaganda and not only far from truth, but silly, malicious and motivated," he said.

Sheikh Mujib said the main plank of Maulana Bhashani's criticism was the foreign policy pursued by Mr.Suhrawardy's government.

Maulana Bhashani's opposition to the foreign policy was based on three points: policy of friendship with all countries of the world ratification of foreign policy by the parliament and the failure of the present government's Kashmir policy.
Mr. Rahman said that Mr. Suhrawardy himself had declared time and again that Pakistan had goodwill for all and malice towards none. Mr. Suhrawardy's recent visit to China was cited as an example.
As regards the second point of criticism, he said the foreign policy had also all the members of the United Nations security council except one supported Pakistan. All these falsified the charges of Maulana Bhashani in so far as the foreign policy was concerned.

সংবাদ
২রা আগস্ট ১৯৫৭

সরকারের সাথে প্লেনযোগে শেখ মুজিবের দলীয় প্রচারকার্য ফরিদপুর সফর প্রস্তুতি

এ,পি,পির সংবাদে প্রকাশ, আওয়ামী লীগের প্রচারকার্য চালাইবার উদ্দেশ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৫ই ও ৬ই আগস্টের জন্য একটি সরকারী সী-প্লেন রিজার্ভ করিয়াছেন। প্রাদেশিক সরকারের এই সী - প্লেনটি দলীয় প্রচার কার্যে উক্ত দুই দিবস ব্যবহারের জন্য সরকার শেখ মুজিবরকে দিতে রাজী হইয়াছে। ইহার ব্যয়ভার জনগণের অর্থে সরকারই করিবেন। শেখ মুজিব ৫ই গোপালগঞ্জ এবং ৬ই আগস্ট মাদারীপুর উক্ত সী-প্লেনে করিয়া জনসভায় দলীয় প্রচারকার্য্য চালাইতে যাইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

সংবাদ
২রা আগস্ট ১৯৫৭

মওলানা ভাসানীর বিরুদ্ধে মুজিবের অশোভন উক্তি প্রসঙ্গে

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

রংপুর, ৩১শে জুলাই।- ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক সংগঠনী কমিটির সদস্য জনাব ইয়াকুব মাহফুজ আলী এবং রংপুর সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের পদত্যাগী দফতর সম্পাদক কাজী আবুল হালীম এক বিবৃতিতে "মন্ত্রী-লীগের সম্পাদক শেখ মজিবর রহমান সরকারী দফতর খানায় অনুষ্ঠিত সাংবাদিক সম্মেলনে মওলানা ভাসানীর সম্পর্কে যে বিষোদগার করিয়াছেন, তাহার তীব্র সমালোচনা করেন।

বিবৃতিতে বলা হয় যে, জনাব মুজিবর রহমান তাহার সাংবাদিক সম্মেলনে মজলুম জননায়ক মওলানা ভাসানী সম্পর্কে যে সমস্ত অভিযোগ ও অশোভন উক্তি করিয়াছেন, তাহা বড়ই দুঃখজনক। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি পূর্ব পাকিস্তান তথা পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধা মওলানা সাহেব সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের ভিতরে থাকিয়া প্রতিষ্ঠানকে ছুরিকাঘাত করার এক ষড়যন্ত্রও তিনি আবিষ্কার করিয়াছেন, এ সম্বন্ধে আমরা শুধু তাহাকে এইটুকুই বলিতে চাই যে, এই শেখ মুজিবর সাহেবই মাত্র কিছুদিন পূর্বেও 'হুজুরের' কৃপা ভিক্ষা প্রার্থী ছিলেন। এই

সেদিনও ষড়যন্ত্রকারী (?) মওলানা সাহেবকে রাখার জন্য ঢাকার তথাকথিত কাউন্সিল অধিবেশন সর্বসম্মতিক্রমে প্রস্তাব পাশ করে। মুজিবর সাহেব বিবৃতি দেওয়ার সময় বোধ হয় উহা ভুলিয়া গিয়াছিলেন।

মওলানা সাহেব খাদ্যসমস্যা, ২১ দফা রূপায়ণ, ঘোড়দৌড় বন্ধ, জুয়া ও বেশ্যাবৃত্তি নিষিদ্ধকরণে ব্যর্থ হওয়াই যে সমস্ত অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন, শেখ সাহেব সুকৌশলে সেগুলি এড়াইয়া যাইয়া অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করিয়া জনসাধারণকে ধোঁকা দেওয়ার চেষ্টা করিয়াছেন।

২১ দফা ওয়াদা সম্পর্কে তাহারা সস্তায় বাজীমাত করার জন্য কয়েকদফা পূরণ করিয়া বাকিগুলি পূরণ করিতে ৫ বৎসর সময় লাগিবে বলিয়া আগামী নির্বাচনে জনসাধারণের নিকট হইতে ভোট আদায় করার সুচতুর জনাব মুজিবর গং উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। দুর্নীতি দমন মন্ত্রী দুর্নীতি দমনে তাহার ব্যর্থতা ঢাকিতে গিয়া পদত্যাগী রাজস্বমন্ত্রী জনাব মাহমুদ আলী সম্পর্কেও উদ্দেশ্যমূলক ইঙ্গিত করিয়াছেন অথচ ২১ দফার যে কয়দফা করা হইয়াছে বলিয়া তিনি বাহবা নিতে চাহিয়াছেন তাহার গুরুত্বপূর্ণ কয়েক দফা যেমন সার্টিফিকেট রহিত, পাট্টা কালিয়তের কর রহিত, সুদমাফ ইত্যাদি তো প্রাক্তন রাজস্বমন্ত্রী মাহমুদ আলীর সময়ই করা হইয়াছে। কাগমারী অধিবেশনটি ছিল প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশন। কাজেই ইহার ভাল-মন্দর জন্য দায়ী গোটা প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটি। কাগমারী সম্পর্কে নিজেদের দায়িত্ব এড়াইয়া সম্পূর্ণ দায়ী করা হইয়াছে মওলানা সাহেবকে। বলা হইয়াছে, কোন আলোচনা নাকি তাহাদের সঙ্গে করা হয় নাই। ইহা কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহা দেশবাসী বিচার করিবেন, কেননা প্রাদেশিক ওয়ার্কিং কমিটি বা কাউন্সিল অধিবেশনেও এই শেখ সাহেব গং এ-কথা তোলেন নাই। হঠাৎ আজ এ-কথা তুলিয়া নিজেদের অক্ষমতা ও ব্যর্থতা ঢাকা এবং জনসাধারণের কাছে মওলানা সাহেবকে হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কার্পণ্য করেননি। গোয়েবলের নীতি মত একটি মিথ্যাকে একশতবার সত্য বলিয়া প্রচার করার নীতি তাহার এবং তাহাদের ঢাকটি গ্রহণ করিয়াছে। কাগমারী প্রসঙ্গ টানিয়া আনিয়া তিনি ইহাই প্রমাণ করিলেন যে সংগঠনের সভাপতির বিরুদ্ধে তথা সংগঠনের বিরুদ্ধে আত্মঘাতী প্রচারণার ষড়যন্ত্রের আড়ালে কে বা কাহারা ছিলেন। এবং সেই জন্যই সংগঠনের সেক্রেটারী হইয়াও সভাপতির নামে মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে তিনি একটি রাও করেননি। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর পররাষ্ট্রনীতির প্রসঙ্গ শেখ সাহেব ভুলিয়াছেন তিনি বলিয়াছেন মওলানা সাহেব নাকি জাতীয় পরিষদ কর্তৃক গৃহীত হইলেই উহা গ্রহণ করিবেন। আমাদের জিজ্ঞাসা পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সামরিক চুক্তিগুলিকে তীব্র বিরোধিতা করার সুস্পষ্ট ঘোষণা সত্বেও আওয়ামী লীগ গঠনতন্ত্রের রক্ষকরা জনাব শেখ সাহেবের কি সে নির্দ্দেশ নিজেরা পালন করিয়া সমস্যা সম্পর্কে কোন উক্তি পর্যন্ত করেন নাই, সাহায্যে আগাইয়া আসাতো দূরের কথা।

শেখ মুজিবর রহমান মওলানা সম্পর্কে গঠনতন্ত্র খেলাপের অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। দেশবাসী অবগত আছেন গঠনতন্ত্রের প্রতি গণতন্ত্রের প্রতি মওলানা সাহেবের পরাকাষ্ঠা কাহারও চাইতে কম নহে। অথচ আওয়ামী লীগের সহিত আলোচনা না করিয়া জনাব শহীদ সাহেবের ৯২ (ক) ধারার আমলে আইন মন্ত্রীর পদ গ্রহণ, আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্তকে পদাঘাত করিয়া দেশের বাহিরে বসিয়া বাগদাদ চুক্তির মহিমা কীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন; কিন্তু এই শেখ সাহেবরা তখন নীরব ছিলেন। বরঞ্চ সংগঠনের সিদ্ধান্ত বিরোধী এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া সংগঠনের এবং জনতার একনিষ্ঠ কর্মীরা যখন আগাইয়া আসিলেন, এই শেখ সাহেবের উক্তির সমালোচনা দূরে থাকুক, বরঞ্চ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদকে অংকুরে বিনাশ করার জন্য জনসাধারণকে প্রকৃত ঘটনা হইতে দূরে রাখার জন্য এক ফরমান

জারী করিয়া বিবৃতি প্রভৃতি মারফত প্রতিবাদ করাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করিলেন। এই কি প্রতিষ্ঠানের নীতি ও আদর্শের প্রতি নিষ্ঠার নিদর্শন?

কিছুদিন পূর্বেও ভয়াবহ খাদ্যসংকটকে উপেক্ষা করিয়া কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক খাদ্য মন্ত্রী পূর্বতন সরকারের মতই দেশে খাদ্যাভাব নাই বলিয়া উক্তি করিয়াছিলেন। তরুণ বিপ্লবী শেখ মুজিবর কিন্তু সেদিনও মুখ খুলেন নাই। আসলে দেশবাসীকে বিভ্রান্ত করার জন্যই বর্তমান নীতি বিচ্যুত মন্ত্রীদলের নেতৃত্ব বিবৃতি প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন। তাহাদের মুখের গালভরা কথায় জনসাধারণের স্বপক্ষে রাখা যাইতেছে না দেখিয়া তাহারাও সেই পুরাতন চার কথা বলা শুরু করিয়া দিয়াছেন। আজ খাদ্যের দাবি, বিড়ির পাতার ব্যবস্থা, তোঘলোকি নীতি প্রভৃতি সম্পর্কে বলিলেই তাহাদের মুখে পুরাতন বুলি কম্যুনিষ্ট, ভারতের দালাল, ধ্বংসাত্মক কার্য্যাবলী ইত্যাদি শোনা যাইতেছে। দেশবাসী এই সমস্ত গালী সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। কেননা এর আগেও জনসাধারণের দাবি দাওয়ার আন্দোলন , রাষ্ট্রভাষার আন্দোলন, প্রভৃতি নিয়া এদেশের অগণিত নিঃস্বার্থ কর্ম্মী নেতা বহুবারই কম্যুনিষ্ট, ভারতের দালাল প্রভৃতি গালিগালাজ শুনিয়াছেন। কাজেই সচেতন পাকিস্তান কর্ম্মীকে বিশেষ করিয়া পূর্ব বাংলার কোটি কোটি মেহনতি কৃষক শ্রমিক ব্যবসায়ী ছাত্র যুবককে বিভক্ত করা যাইবে না। মিথ্যা প্রচারণা, বিভ্রান্তি , গুণ্ডামী, নিপীড়ন প্রভৃতি দ্বারা দেশবাসীর গণতান্ত্রীক আন্দোলনকে কিছুতেই থামাইয়া রাখা যাইবে না । পরিশেষে আমরা দেশের অগণিত বুভুক্ষু জনসাধারণকে তাহাদের মুক্তিসনদ ২১ দফা রূপায়ণে স্বায়ত্বশাসন আদায়ে আগাইয়া আসিতে আবেদন জানাইতেছি এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করতঃ ঐক্যবদ্ধ গণআন্দোলন সৃষ্টির জন্য আগাইয়া আসিতে আবেদন করিতেছি।

সংবাদ

৪ঠা আগস্ট ১৯৫৭

প্রতিশ্রুতি পূরণে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ব্যর্থতা

শ্রমমন্ত্রীর সাফাইয়ের উত্তরে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও সদস্যের পাল্টা অভিযোগ

সম্প্রতি শ্রম বিভাগের মন্ত্রী জনাব মুজিবুর রহমান এক সাংবাদিক সম্মেলনে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি পূরণ সম্পর্কে যে মন্তব্য করেন তাহার প্রতিবাদে পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংগঠনী কমিটির সদস্য জনাব মফিজুর ইসলাম নিম্নলিখিত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তাহার সাম্প্রতিক সাংবাদিক সম্মেলনে অনেকগুলি বেসামাল উক্তি করিয়াছেন। মানুষের স্মৃতিশক্তি নাকি খুব দুর্বল। সম্ভবতঃ এই কারণেই জনাব মজিবুর রহমান পুর্বাপর ঠিক রাখিয়া এবং সমস্ত ব্যাপার নিজের দায়িত্ব নির্ণয় করিয়া কথা বলিতে পারেন নাই।

জনাব রহমান বলিয়াছেন, ২১ দফার মাত্র কয়েকটি ওয়াদা পূরণই বাকি আছে। এবং সেগুলি শাসনতন্ত্রের সংশোধন ব্যতীত পূরণ করা সম্ভব নয়। শাসনতন্ত্রের সংশোধন সম্বলিত তাঁহার যুক্তি মানিয়া লইলেও বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্ত্তন সরকারি ও বেসরকারি স্কুলের পার্থক্য বিলোপ করিয়া শিক্ষা ব্যবস্থার আশু সংস্কার সাধন ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়দ্বয়কে সরকারি কর্তৃত্বের আওতামুক্ত করিয়া পূর্ণ স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানরূপে পরিণত করিতে শাসন সংস্কারের প্রয়োজন হইত না। মাথাভারী শাসন ব্যবস্থার অবসান করিয়া উচ্চপদস্থ ও নিম্নপদস্থ সরকারি কর্মচারিদের বেতনের হারের সামঞ্জস্য বিধান ও শাসন বিভাগ হইতে বিচার

বিভাগকে স্বতন্ত্রকরণ এবং অনুরূপ আরও কতিপয় শাসনতন্ত্রের সংস্কার সাধন একান্ত অপরিহার্য হইয়া পড়িয়াছে।

জনাব রহমানের নিশ্চয়ই স্মরণ আছে যে, প্রায় ৬ মাস পূর্বে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের কার্যকরী সমিতির সভায় অবিলম্বে ঢাকায় ঘোড়দৌড় খেলা বন্ধের জন্য এক নির্দ্দেশ জারি করা হয়। কিন্তু সেই তথাকথিত খেলা আজও বহাল তবিয়তে চলিতেছে। এক্ষণে জনাব রহমানকে জিজ্ঞাস্য তাহাও কি শাসনতান্ত্রিক সংকটের জন্য?

আওয়ামী লীগের পদত্যাগকারী সদস্যদের সম্পর্কে জনাব রহমান-এর মন্তব্য সত্যই বেদনাদায়ক। আমি নিজেও ৯২-ক ধারা শাসনের অব্যবহিত পরে আওয়ামী লীগে যোগদান করি। যদি "অসৎ উদ্দেশ্য লইয়া যোগদান করিয়াছিলামই তবে আমার বিবৃতি পত্রিকায় প্রকাশের পর জনাব রহমান উচ্ছসিত ভাষায় আমাকে অভিনন্দন জানাইয়া যে তারবার্ত্তা ও পত্র প্রেরণ করিয়াছিলেন তাহার সবটাই কি শঠতাপূর্ণ? আমাদের দেশের নির্যাতিত খাঁটি দেশপ্রেমিকগণ" আওয়ামী লীগে যোগদানে "গণতন্ত্র ও সুষ্ঠুরাজনীতির" পক্ষে যে কতটুকু সহায়ক হইবে তাহা কি তখন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় স্বীকার করেন নাই? আসল কথা হইল তদানীন্তন ক্ষমতার দ্বন্দ্বে জনাব ফজলুল হক পরিচালিত যুক্তফ্রন্টের সাঁড়াশী আক্রমণের মুখে আওয়ামী লীগের অস্তিত্ব টিকাইয়া রাখিবার জন্য নির্যাতিত খাঁটি কর্মীদের প্রয়োজন ছিল এবং তাহাদের প্রচেষ্টাতেই আওয়ামী লীগ ১৯৫৫ সালে সর্বপ্রথম জনগণের প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিণত হয় ও প্রতি ইউনিয়নে তাহার শাখা গড়িয়া ওঠে। কিন্তু ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর জনাব রহমান অতীতের সব প্রতিশ্রুতিই ভুলিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৪ঠা আগস্ট ১৯৫৭

শেখ মুজিবের প্রতিবাদ

বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎকারের সংবাদ 'ভিত্তিহীন' বলিয়া উল্লেখ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান জনাব আবু হোসেন সরকার, মওলানা আতহার আলী ও মওলবী তমিজুদ্দিন খানের সমর্থন আদায়ের জন্য তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, ভাগ্যকুল হইতে প্রেরিত এক তারবার্তায় জনাব রহমান উহাকে 'ভিত্তিহীন' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

তারবার্তায় শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগের শক্তি সম্পর্কে জনসাধারণের মনে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই এই প্রচারণা চালান হইয়াছে এবং উহাতে আদৌ সত্যতা নাই।

হামিদুল হকের প্রতিবাদ

পাকিস্তান কৃষক শ্রমিক পার্টির সভাপতি জনাব হামিদুল হক চৌধুরী গতকল্য (শনিবার) সাংবাদিকদের বলেন যে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির নেতৃবৃন্দের সহিত তাহার আলোচনা হইয়াছে বলিয়া কোন কোন সংবাদপত্রে যে খবর প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আদৌ সত্য নহে।

তিনি জানান যে, অপর কোন দলের সহায়তায় কোন মন্ত্রিসভা গঠন বা কোন মন্ত্রিসভাকে ক্ষমতাচ্যুত করার ইচ্ছা কৃষক শ্রমিক পার্টির নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই আগস্ট ১৯৫৭

শেখ মুজিবুর রহমানের পদত্যাগপত্র গৃহীত
আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কার্যে আত্মনিয়োগের সঙ্কল্প

প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের পরামর্শক্রমে গভর্ণর জনাব ফজলুল হক গতকল্য (বৃহস্পতিবার) প্রাদেশিক বাণিজ্য ও শিল্প দফতরের মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন। জনাব রহমান গত ৩০শে মে তারিখে মন্ত্রীপদে ইস্তফা দিয়া আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী হিসাবে পার্টির সাংগঠনিক কাজে আত্মনিয়োগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন; কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী তখন তাঁহাকে আপাততঃ কাজ চালাইয়া যাইতে অনুরোধ করেন।

জনাব রহমান এক্ষণে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করিবেন। তিনি বিগত পাঁচ বৎসর যাবৎ প্রতিষ্ঠানের সম্পাদকের পদে অধিষ্ঠিত আছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান কাগমারীতে অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশনে মন্ত্রীপদে ইস্তফা দানের সঙ্কল্প ঘোষণা করেন এবং এতদনুযায়ী বিগত মে মাসে মুখ্যমন্ত্রীর নিকট পদত্যাগপত্র দাখিল করেন। অতঃপর আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির দুইটি বৈঠকে তাঁহাকে মন্ত্রীপদ হইতে অব্যাহতি দানের জন্য মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ জানান হয়। মুখ্যমন্ত্রী জনাব রহমানের পদত্যাগপত্র ৭ই আগস্ট গভর্ণরের নিকট প্রেরণ করেন এবং ৮ই আগস্ট হইতে উহা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানান।

সংবাদ
৯ই আগস্ট ১৯৫৭

শেখ মুজিবের প্রতিবাদ

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান জানাইয়াছেন যে, তিনি পাকিস্তান টী-বোর্ডের চেয়ারম্যান পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালীন কোন বেতন গ্রহণ করিবেন না। ইতিপূর্বে "সংবাদে" প্রকাশিত খবরের প্রতিবাদ করিয়া শেখ মুজিবর বলিয়াছেন যে, টী বোর্ডের চেয়ারম্যান রূপে মাসিক চারি হাজার টাকা বেতন গ্রহণের খবরের মূলে কোন সত্য নাই।

দৈনিক ইত্তেহাদ
৯ই আগস্ট ১৯৫৭

মুজিবর রহমানের পদত্যাগপত্র গৃহীত

(ষ্টাফ রিপোর্টার)

প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের অনুরোধ ক্রমে পূর্ব পাকিস্তানের গবর্ণর জনাব ফজলুল হক, গতকল্য (বৃহস্পতিবার) শিল্প বাণিজ্য শ্রম সচিব শেখ মুজিবর রহমানের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করিয়াছেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী শেখ মুজিবর রহমান গত পহেলা জুন পদত্যাগ করিয়াছিলেন।

সংবাদ
১১ই আগস্ট ১৯৫৭

প্রকৃত আওয়ামী লীগের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে

দিনাজপুর, ৫ই আগষ্ট।- আওয়ামী লীগের বিশিষ্ট কর্ম্মী ও প্রভাবশালী সদস্য জনাব মইনুদ্দীন আহমদ বিশ্বাস আওয়ামী লীগের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া নবগঠিত পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টিতে যোগদান করিয়াছেন। সংবাদপত্রে প্রকাশ, এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, আমি আওয়ামী লীগের একজন কর্মী। আওয়ামী লীগের বিগত ঢাকা কাউন্সিল অধিবেশনে আমি যোগদান করিয়াছিলাম। ঐ কাউন্সিল অধিবেশনে সকল অগণতান্ত্রিক কার্য্যকলাপ আমি সচক্ষে দেখিয়াছি। ঐ কাউন্সিলে গৃহীত দেশ এবং জাতীয় স্বার্থবিরোধী সিদ্ধান্তসমূহের প্রতিবাদে সমগ্র প্রদেশের সৎ এবং প্রকৃত গণতান্ত্রিক আওয়ামী লীগ কর্ম্মীগণ দলে দলে যখন আওয়ামী লীগ হইতে পদত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইতেছিলেন সেই সময়ে আমি আওয়ামী লীগ হইতে আমার সমর্থন প্রত্যাহার করি নাই। কারণ ভাবিয়াছিলাম যে-আওয়ামী লীগের নেতৃবর্গ-বিশেষ করিয়া সোহরাওয়ার্দ্দী-মুজিবর-আতাউর রহমান-তাহাদের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপসমূহ এবং তাহাদের নেতৃত্বে যে আওয়ামী লীগের আদর্শচ্যুতি ঘটিতেছে তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন এবং আওয়ামী লীগকে পুনরায় সাম্রাজ্যবাদ সামন্তবাদ বিরোধী সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা সম্ভব হইবে। কিন্তু আমার এই ধারণা যে কতদূর ভ্রান্তিপূর্ণ ছিল তাহা আমি বুঝিতে পারিলাম পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত গুণ্ডামী হইতে। পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত গুণ্ডামী আমি সচক্ষে দেখিয়াছি। দেখিলাম আওয়ামী লীগ কর্তৃক সংগৃহীত কতিপয় ভাড়াটিয়া গুণ্ডা ও সোহরাওয়ার্দ্দীর সমর্থক আউয়াল উপচক্রটি ফ্যাসিষ্ট কায়দায় ডাণ্ডাবাজী শুরু করিয়া জনগণের প্রতিরোধের নিকট টিকিতে পারিল না-সেই সময় সরকার কর্তৃক ঘোষিত হইল ১৪৪ ধারা। পাকিস্তানী শাসকবর্গের ঐতিহ্য রহিয়াছে জনগণের বাক স্বাধীনতাকে পিষিয়া মারিবার। কিন্তু গণতন্ত্রের বক্তৃতায় সমৃদ্ধ শেখ মুজিবর রহমান সাহেবের দলেরও যে এই অল্পদিনে বিগত সরকারী দলগুলি তথা মুসলিম লীগ সরকারের ঐতিহ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইবেন তাহা ভাবিতে পারি নাই। যে আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া আওয়ামী লীগের জন্য স্বার্থত্যাগ করিয়াছিলাম। আজ এ কথা পরিষ্কার যে, আওয়ামী লীগের সে আদর্শকে কতিপয় ক্ষমতা লোভী স্বার্থসর্বস্ব নেতা হত্যা করিয়াছেন। যে আওয়ামী লীগের প্রতি দেশের সর্বশ্রেণীর জনসাধারণ বিগত কয়েক বৎসর ধরিয়া সমর্থন জোগাইয়া আসিয়াছিলেন সেই প্রকৃত আওয়ামী লীগের অপমৃত্যু ঘটিয়াছে। তাই আজ এই ভুয়া আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের সদস্য বা সমর্থক হিসাবে আত্ম পরিচয় দিয়া জনগণের ধিক্কার কুড়াইতে চাই না। কিন্তু বিশেষ কোন ব্যক্তি, উপদল বা রাজনৈতিক দলের মৃত্যু ঘটিলে বা কোন রাজনৈতিক দল জনগণের প্রতি প্রদত্ত ওয়াদাসমূহের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিলেও–দেশ ও জাতীয় গণতান্ত্রিক আন্দোলনের দুর্বার স্রোতকে ঠেকাইয়া রাখা যায় না। তাই পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের অবিসম্বাদিত নেতা মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে নূতন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে পাকিস্তানের উভয় অংশের মজলুম জনগণের সাচ্চা গণতান্ত্রিক কর্মীদের নিয়া "পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি।" আমি বিশ্বাস করি এই নবগঠিত দল পাকিস্তানকে গড়িয়া তুলিবে একটি সমৃদ্ধিশালী দেশ হিসাবে। তাই আমি আওয়ামী লীগের সহিত সকল সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া এই নবগঠিত পার্টিতে যোগদান করিলাম। ক্ষমতায় থাকার পর হইতে আওয়ামী লীগ দল যা কিছু অন্যায় বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে সেই সবকিছুর জবাব হইতেছে নবগঠিত পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী

পার্টিতে আমার এই যোগদান। আমার বিশ্বাস আজও যেসব সৎকর্মী ভ্রান্ত বিশ্বাসে আওয়ামী লীগে রহিয়া গিয়াছেন তাহারাও অচিরে আওয়ামী লীগের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পল্টনের ময়দানে অনুষ্ঠিত বর্বর গুণ্ডামীর বলিষ্ঠ জবাব দিবেন এবং পাকিস্তানের জনগণের আশা বাস্তবে রূপ দিবার জন্য নবগঠিত পার্টিতে যোগদান করিবেন। পরিশেষে পূর্ব পাকিস্তানের সংগ্রামী ছাত্র সমাজের নিকট আমার আবেদন, ছাত্রসমাজ যেন অচিরে আউয়াল মোমিন তালুকদারের সকল অপকীর্ত্তির জবাবস্বরূপ বলিষ্ঠ ছাত্র ঐক্য গড়িয়া তুলিয়া ব্যক্তিস্বাধীনতা তথা গণতন্ত্রের পতাকাকে উর্দ্ধে তুলিয়া ধরুন।

সংবাদ

১২ই আগস্ট ১৯৫৭

কেএসপিকে লইয়া ক্ষয়িষ্ণু আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধির সকল চেষ্টা শেষ পর্যন্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত

একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বলিয়া কৃষক শ্রমিক পালামেন্টারী পার্টির দাবি

অবিলম্বে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহবানের প্রস্তাবঃ মন্ত্রী লীগ মহলে নৈরাশ্যের কালোছায়া

(স্টাফ রিপোর্টার)

কৃষক শ্রমিক পার্টিকে কোয়ালিশনে সংযুক্ত করিয়া আওয়ামী লীগের শক্তি বৃদ্ধির প্রচেষ্টা গতকল্য (রবিবার) ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। কে, এস, পি গতকল্যকার সভায় কোয়ালিশনের প্রস্তাবকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন। উক্ত পার্টির সভায় গৃহীত সর্বসম্মত প্রস্তাবে বলা হইয়াছে যে, কে, এস, পি পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল বিধায় প্রদেশে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কোয়ালিশনের প্রশ্নই উঠতে পারে না। কে, এস, পির সঙ্গে কোয়ালিশন গঠনের চরম ব্যর্থতায় আওয়ামী লীগ মহলে নৈরাশ্যের কালোছায়া নামিয়া আসিতেছে। ইহার ফলে আওয়ামী লীগ শক্তি বৃদ্ধির পরিবর্ত্তে কোয়ালিশন সরকারের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সন্দিহান হইয়া পড়িয়াছে। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠিত হইবার ফলে আওয়ামী লীগের যে শক্তি হ্রাস পাইয়াছে তাহা পুনরুদ্ধারের জন্য কিছুদিন যাবত কে, এস, পিকে কোয়ালিশনে গ্রহণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করিতেছিল। জনাব আতাউর রহমান সম্প্রতি চট্টগ্রামে কে, এস, পির সঙ্গে আওয়ামী লীগের কোয়ালিশনের সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেন। নিজের ক্ষয়িষ্ণু পার্টির ম্রিয়মাণ সদস্যদের মনে শক্তি সঞ্চয়ের জন্য আওয়ামী নেতৃবৃন্দ স্বল্পকাল যাবত কোয়ালিশনের নিয়মিত প্রচারকার্য চালাইয়া আসিতেছিলেন শুধু তাহাই নহে। প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর ঢাকা আগমনও কোয়ালিশন গঠনের প্রস্তাবের মূলে। কারণ কেন্দ্রে ক্ষুদ্রতম দলের নেতা হিসাবে তাহার প্রধানমন্ত্রিত্বের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে রহিয়াছে।

কে, এস, পি-র গতকল্যকার পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় অপর এক প্রস্তাবে অবিলম্বে প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের দাবী জানান হইয়াছে। গত সন্ধ্যায় জনাব আবু হোসেন সরকারের সভাপতিত্বে পার্টির সভা বসে। ৪৪ মিনিট সভার কার্য চলার পর উপরোক্ত দুইটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়।

প্রকাশ ডাঃ খান সাহেবের মারফত কে এস পি কোয়ালিশনে যোগদানের জন্য যে সময় শর্ত আরোপ করিয়াছেন, তাহা আওয়ামী লীগ পার্টি গ্রহণযোগ্য মনে করে নাই। কিন্তু আওয়ামী লীগ কোয়ালিশনে কে, এস, পি-কে যোগদানের গতকল্য পাঁচটার সময় আওয়ামী লীগের মতামত কে, এস, পি-কে জানান।

কিন্তু কে, এস, পি বর্তমান অবস্থায় অধিকাংশ সদস্যের মতামতের মূল্য দিয়া আওয়ামী লীগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। তাহারা কে, এস, পি-কে পরিষদে "একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল" দল বলিয়া দাবী করেন। সেই জন্যই প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রিত্বের পদ কে, এস, পি'র হওয়া উচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করেন। আগামী পরিষদ অধিবেশনেই দলগুলির প্রকৃত শক্তির পরিচয় পাওয়া যাইবে।

মুজিবরের প্রতিক্রিয়া

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান কে-এস পি কর্তৃক কোয়ালিশনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান হইবার পর বলেন যে, আওয়ামী লীগ কখনো কে, এস, পির নিকট কোয়ালিশনের প্রস্তাব করেন নাই। কে এস পির সদস্যগণই কোয়ালিশনের কথা পাড়িয়া ছিলেন।

তিনি আরও বলেন যে, কে, এস, পির অধিকাংশ সদস্যই দায়স্বরূপ-তাহারা সমপদ নহেন। তাঁহাদের কোন কোন নেতা বিনাশর্তে কোয়ালিশনের উদ্দেশ্যে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর নিকট করাচী পর্যন্ত গিয়াছিলেন।

তাহার মতে আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র বা তোষামোদ করিয়া কাজ বাগানোতে বিশ্বাস করে না।

আলোচনা অগ্রসর হইতেছে

গতকল্য (রবিবার) পরিষদ কমিটি রুমে প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন পার্লামেন্টারী পার্টির এক সভা অনুষ্ঠিত হইয়াছে। চারি ঘণ্টাকালব্যাপী স্থানীয় উক্ত সভায় দলীয় নেতা আতাউর রহমানের প্রতি আস্থা জ্ঞাপন করা হয়। এবং কোয়ালিশন পার্লামেন্টারী পার্টির সভা অদ্য সকাল পর্যন্ত স্থগিত রাখা হয়। অদ্যকার সভায়ও সোহরাওয়ার্দ্দী যোগদান করিবেন বলিয়া জানা গিয়াছে। গতকল্য আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় প্রধানমন্ত্রী জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী প্রায় দুই ঘণ্টা ধরিয়া তাহার বিদেশ ভ্রমণ এবং কেন্দ্র ও প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর বক্তৃতা করেন।

সভাশেষে সাংবাদিকগণ আওয়ামী লীগ কে, এস, পি কোয়ালিশন সম্পর্কে প্রশ্ন করিলে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী কোন জওয়াব দিতে অস্বীকার করেন। সাংবাদিকগণ এই সম্পর্কে তাঁহাকে চাপ দিলে তিনি বলেন যে, আলোচনা অগ্রসর হইতেছে।

সভাপতির নেতৃত্বে কতিপয় ভাড়াটিয়া ছাত্র ও গুণ্ডা হৈ চৈ করিতে করিতে মঞ্চের দিকে অগ্রসর হয়। যে কয়জন লোক মঞ্চের দিকে হাঙ্গামার জন্য অগ্রসর হয়, পুলিশের সংখ্যা ছিল তাহাদের অনেক বেশী। কিন্তু পুলিশ বাধাদানের পরিবর্তে গুণ্ডাদলকে আগলাইয়া রাখে যাহাতে শ্রোতাবৃন্দ ও সভার উদ্যোক্তাদের হাত হইতে তাহারা রক্ষা পায়। কিন্তু পুলিশের সাহায্য সত্বেও গুণ্ডাদলের হামলা প্রতিরুদ্ধ হওয়া অবশেষে ময়দানের এক কোনায় দাঁড়াইয়া মঞ্চের দিকে তাহারা প্রস্তর নিক্ষেপ করিতে থাকে। জনাব অলি আহাদ এই সময়ে বক্তৃতা করিতেছিলেন।

গুণ্ডাদের হামলা বারবার প্রতিরুদ্ধ হইতে দেখিয়া এস ডি ও রাস্তার উপর মোটর গাড়ীতে দাঁড়াইয়া মাইকযোগে কি যে ঘোষণা করিতে থাকেন। এমন সময় তিনি আসিয়া বলেন যে ১৪৪ ধারা জারী হইয়াছে, আপনারা সভার কাজ বন্ধ রাখুন। গুণ্ডামীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে আস্থা প্রকাশক কয়েকটি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে পাশ করিবার পর সভার কাজ সমাপ্ত ঘোষণা করা হয়।

কিন্তু তখনও গুণ্ডার দল প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া চলে। আর অন্য দিকে পুলিশ নীরব দর্শকের ন্যায় দাঁড়াইয়া থাকে। পুলিশের হাবভাব দেখিয়া সকলের মনে হইতেছিল তাহারা যেন গুণ্ডার দলকে পাল্টা আক্রমণের হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য তথায় রহিয়াছেন। প্রায় ঘণ্টাখানেক সময় ধরিয়া এইরূপ চলিতে থাকে। ইতিমধ্যে আমি, মিসেস সেলিনা বানু এবং আরো কয়েকজন প্রস্তরের আঘাতে আহত হই।

এমন সময় পাবনার এক কুখ্যাত গুণ্ডা ও দুষ্কৃতকারী, যাহার বিরুদ্ধে এখনও অনেকগুলি ফৌজদারী মামলা ঝুলিয়া রহিয়াছে এবং পাবনা জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতির ভৃত্য বলিয়া কথিত জনৈক ব্যক্তিকে মাতালবস্থায় মঞ্চের দিকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়। অবস্থাদৃষ্টে মনে হইতেছিল নেশার ঝোঁকে তাহাদের মাথায় খুন চাপিয়াছে। মঞ্চের উপর উঠিয়া অতিথিবর্গ ও সভার উদ্যোক্তাগণকে আক্রমণ করাই ছিল তাহাদের উদ্দেশ্য। পরে জানা গেল তাহাদের কোমরে ছোরা লুকানো ছিল। মাতাল দুইজনকে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ এবং পুলিশ খুব ভাল করিয়া চেনেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাহারা তাহাদিগকে গ্রেফতার তো করেনই নাই উপরন্তু বারবার তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া চলিতেছিলেন।

জনাব মাহমুদ আলী উপসংহারে বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী সরকার দেশের গণতান্ত্রিক শক্তি ধ্বংস করিবার প্রয়াস পাইতেছেন। তাঁহারা পাকিস্তানে ফ্যাসিজম চালু করিবার অপচেষ্টায় মাতিয়াছেন। কিন্তু জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বলিয়া দিতে চাই যে, দেশে ফ্যাসিজমের উৎপত্তির দিন শেষ হইয়া গিয়াছে। দেশের জাগ্রত জনস্রোতের যুপকাষ্ঠে পাকিস্তানের ফ্যাসিস্ট শক্তির মৃত্যু আজ অবধারিত।

দৈনিক ইত্তেফাক
১২ই আগস্ট ১৯৫৭

প্রাদেশিক পরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সরকার পূর্ণ আস্থাশীল
সাংবাদিকদের নিকট শেখ মুজিবুর রহমানের মন্তব্য

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (রবিবার) রাত্রিতে বলেন যে, বর্তমান কোয়ালিশন সরকার প্রাদেশিক পরিষদে উহার সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে সম্পূর্ণ আস্থাশীল।

কৃষক-শ্রমিক পার্লামেন্টারী পার্টির সিদ্ধান্ত সম্পর্কে মন্তব্য জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ পার্টি 'ছল-চাতুরিতে' বিশ্বাস করে না।

শেখ মুজিবুর রহমান স্পষ্ট করিয়া বলেন যে, আওয়ামী লীগের তরফ হইতে কৃষক-শ্রমিক পার্টির নিকট কখনও কোয়ালিশনের জন্য আবেদন করা হয় নাই। সদস্যগণই কোয়ালিশনের জন্য আবেদন করিয়া ছিলেন বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন যে, কেহই সরকারকে বিনাশর্তে সমর্থন করিবেন, তাহাকেই সাদরে গ্রহণ করা হইবে। তিনি বলেন, এমনকি কতিপয় কে, এস,পি, সদস্য কোয়ালিশনের জন্য জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে করাচী গমন করেন। ঐ সময় তাঁহারাই বিনাশর্তে কোয়ালিশন গঠনের জন্য আমাদের নিকট আবেদন করেন। কিন্তু যেহেতু আমরা আমাদের পার্টি ও কোয়ালিশন সরকারের অন্যান্য অঙ্গ দলের সহিত আলোচনা করিতে ইচ্ছুক ছিলাম, কাজেই আমরা ঐ সময় তাহাদের প্রস্তাব গ্রহণ করি নাই।

জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, "আমরা জানি কৃষক–শ্রমিক পার্টির অধিকাংশ সদস্যই কোনারূপ সম্পদ নহে–তাঁহারা দায় স্বরূপ।"

তিনি বলেন যে, আদর্শের ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের কাজ করার ও ত্যাগ স্বীকারের ঐতিহ্য রহিয়াছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার জন্য আওয়ামী লীগ ষড়যন্ত্র, কোন্দল ও ছল-চাতুরিতে বিশ্বাস করে না। আমরা পাকিস্তানে স্বচ্ছ রাজনীতির প্রতিষ্ঠা করিতে চাই। শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন যে, প্রাদেশিক পরিষদে আমরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, এই সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ আস্থাশীল।

সংবাদ
১৩ই আগস্ট ১৯৫৭

দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য আহ্বানঃ
মাদারীপুরের জনসভায় প্রাদেশিক মন্ত্রী শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদদাতা প্রেরিত)

মাদারীপুর, ২রা ফেব্রুয়ারি। গতকল্য পুলিশ ময়দানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক শিল্প বাণিজ্য ও দুর্নীতি দমন বিভাগের মন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান দুর্নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সকলকে আহবান জানান।

অপরাহ্নে বিমানযোগে মন্ত্রী মহোদয় মাদারীপুরে আগমন করিলে এক বিরাট জনতা তাঁহাদের সকলকে আহ্বান জানান অভ্যর্থনা ও মাল্যভূষিত করে। অতঃপর তিনি লতিফ ভূয়ার কবর জেয়ারত ও আওয়ামী লীগ অফিস মিউনিসিপ্যাল অফিস পরিদর্শন করেন। বিকালে পুলিশ ময়দানে এক বিরাট জনসভায় তিনি বক্তৃতা করেন। স্থানীয় আওয়ামী লীগ, মিউনিসিপ্যালিটি রিক্সা মজদুর ইউনিয়ন, ধাঙ্গর ইউনিয়ন প্রভৃতি বহু প্রতিষ্ঠান হইতে তাঁহাকে মানপত্র প্রদান করা হয়। মানপত্রে মাদারীপুরে যাতায়াত, বেকার সমস্যা, নদীনালা শুকাইয়া যাওয়ায় চরমুগরিয়া বন্দরের দুরবস্থার কথা, টাকা পয়সা ও পাকা বাড়ীর অভাবে স্থানীয় নাজিমুদ্দিন কলেজের বালিকা বিদ্যালয়ের ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দূরবস্থার কথা উল্লেখ করা হয়। মানপত্রের জবাবে মন্ত্রিসাহেব গত কয়েক বৎসরের সরকারগুলির শোষণ নীতির এক ফিরিস্তি দাখিল করিয়া বলেন, বর্তমান সরকারের হাত শূন্য, তবে জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি করার জন্য সরকার দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। ঘুষ ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়া তিনি বলেন, "আজ হইতে আপনারা হাত তুলিয়া এই প্রতিজ্ঞা করুন, কেহ ঘুষ নিবেন না এবং দিবেন না। সভার অগনিত জনতা হাত তুলিয়া প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করে। সন্ধ্যার পরে মন্ত্রী মহোদয় নাজিমুদ্দিন কলেজে আগমন করেন এবং কলেজের অভাব-অভিযোগের কথা শ্রবণ করেন। ছাত্রদের পক্ষ হইতে তাহাকে একখানি মানপত্র প্রদান করা হয়। তিনি যথাসাধ্য কলেজকে সাহায্য করিবে বলিয়া জানান। ছাত্রদেরকে তিনি শৃঙ্খলার সহিত লেখাপড়া শিখিবার জন্য উপদেশ দেন এবং তাহা দ্বারা কোন স্বজনপ্রীতি দুর্নীতির কাজ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া তিনি জানান।

মন্ত্রী সাহেবের আগমনে মাদারীপুরে এক অভূতপূর্ব্ব কর্মচাঞ্চল্যের সাড়া পড়িয়া যায়। সমস্ত শহরকে সুসজ্জিত করা হয় এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের তরফ হইতে কয়েকটি তোরণ নির্মাণ করা হয়।

রাত ১১টায় তিনি গোপালগঞ্জের পথে লঞ্চে আরোহন করেন।

সংবাদ
১৩ই আগস্ট ১৯৫৭

শেখ মুজিবের অসত্যের আশ্রয় গ্রহণ
জনাব সোলেমান কর্তৃক প্রাক্তন মন্ত্রীর স্বরূপ উদঘাটন

গত কয়েকদিন যাবৎ আওয়ামী লীগ কে এস পি কোয়ালিশন সরকার যে আলাপ-আলোচনা চলিয়াছিল, সুনিশ্চিতভাবে তাহা ব্যর্থ হওয়ার পর আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে এই ধারণা জন্মাইবার প্রয়াস চলিতেছে যে তাহারা এতই শক্তিশালী যে, কোয়ালিশন পার্টি গঠনে তাহাদের তেমন কোন আগ্রহ ছিল না।

কে এস পির আগ্রহাতিশয্যে আওয়ামী লীগ উক্ত পার্টির সহিত কোয়ালিশন গঠন সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছে শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক এই মর্ম্মে প্রদত্ত এক বিবৃতির প্রতিবাদে কে এস পির জেনারেল সেক্রেটারী বলেন যে, কে-এস-পি পূর্বাহ্নে কোয়ালিশন পার্টি সম্পর্কে আওয়ামী লীগের সহিত আলাপ-আলোচনায় প্রবৃত্ত হয় নাই। তিনি জনাব শেখ মুজিবরের বিবৃতিকে নিছক মিথ্যা ও দুরভিসন্ধি প্রণোদিত বলিয়া অভিহিত করেন।

কোয়ালিশন পার্টি গঠন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনার ইতিহাস বর্ণনা প্রসঙ্গে জনাব সোলায়মান বলেন যে, প্রদেশে স্থায়ী সরকার গঠন তথা দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আওয়ামী লীগের সহিত কে এস পি-র কোয়ালিশন হওয়া প্রয়োজন বলিয়া আওয়ামী লীগের কতিপয় সদস্য কে এস পি-র কিছু সদস্যের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হন। ইহার পর প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধক্রমে কতিপয় কে এস পি নেতা করাচী গমন করেন। ইহার পর প্রধানমন্ত্রী জাপান সফরে যান। ঐ সময় পুনরায় আওয়ামী লীগের তরফ হইতে আলাপ-আলোচনা শুরু করা হয়। প্রধানমন্ত্রী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর শেষ করিয়া দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া কোয়ালিশন পার্টি গঠন সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা চূড়ান্ত করার জন্য ঢাকা আগমন করেন।

বিবৃতির অপর এক স্থানে তিনি বলেন যে, গত ১২ই আগস্ট পার্লামেন্টারী পার্টির সভায় জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, কে এস পি নাকি কোয়ালিশনের শর্ত হিসাবে নিরাপত্তা আইন পুনঃপ্রবর্তন, মন্ত্রিসভা হইতে সংখ্যালঘুদের অপসারণ এবং ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপে লিপ্ত ব্যক্তিদের দেশ হইতে বহিষ্কার দাবী করিয়াছিল। কিন্তু ইহা সঠিক নহে। পরন্তু সংখ্যালঘুদের মন্ত্রিসভা হইতে অপসারিত করার রটনার পশ্চাতে সংখ্যালঘু সদস্যদের সমর্থন লাভের জন্য আওয়ামী লীগের কারসাজি রহিয়াছে। কারণ সংখ্যালঘু সদস্যরা আওয়ামী লীগ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল। জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিবৃতির কঠোর সমালোচনা করিয়া তিনি বলেন যে, একজন প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একটি পার্টির বিরুদ্ধে এইরূপ মিথ্যা প্রচারণা দুঃখজনক। বিশেষভাবে তাহারা জানেন যে, প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদে আওয়ামী লীগ আর সংখ্যাগরিষ্ঠ দল নহে।

বিবৃতির উপসংহারে জনাব সোলায়মান বলেন যে, যদি আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী ব্যবস্থা পরিষদে তাহার দলের সমর্থনকারীদের নাম প্রকাশ করিয়া নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করিতে পারেন তবে তিনি খুবই সুখী হইবেন।

Pakistan Observer
14th August 1957

Dr. Khan Did Not Mean It
Sk. Mujib's Comment On Peshawar Statement

General Secretary of East Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman, said here on Monday that all democratic elements in the country would resist any move such as the establishment of a revolutionary council.

Commenting on the reported statement of Dr. Khan Sahib for the setting up of such a Council for a period of five years, he said the people cannot accept it.

He, however, felt that Dr. Khan Sahib did not mean what he said.-APP.

PAKISTAN OBSERVER
14th August 1957

Mujib A Liability to Awami League

- SULAIMAN

The General Secretary of the East Pakistan Krishak Sramik Party Mr. Mohammed Sulaiman in a statement issued last Monday challenged Mr. Sheikh Mujibur Rahman's Claim that the Awami League Coalition Party commanded a majority in the Assembly.

The Awami League, he said, had no chance even of swimming the first onslaught against it in the next Assembly session.

Mr. Sulaiman further claimed that it was the Prime Minister himself that induced "some KSP members" through "his friends" into negotiations for a coalition.

Replying to a remark by Mr. Rahman that the KSP in coalition would be a liability of the Awami League Mr. Sulaiman said that Mr. Mujibur Rahman, who had recently come out of the Provincial Cabinet, in fact, proved himself a liability of the Awami League.

Morning News
21st August 1957

East Pak Ministry Faces No Crisis
-ATA

Karachi, Aug. 20 (APP): The East Pakistan Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan, on his arrival here tonight from Dacca told newsmen at the airport that his Ministry faced no crisis despite recent defections from the Coalition party.

He said that only 16 members of East Pakistan Assembly left the Coalition party but lots of members have joined and are joining the ruling party.

His Ministry was as stable as ever he added.

Sk. Mujibur Rahman, General Secretary, East Pakistan Awami League, also arrived by the same plane and made similar claim.

In reply to a question, the Chief Minister said the East Pakistan Government has nominated the Provincial Communications Minister, Mr. Kafiluddin Choudhry, to replace Sk. Mujibur Rahman who has recently resigned from the Cabinet, in the National Economic Council.

In reply to another question the Chief Minister said the Provincial Assembly was expected to meet sometime in the third week of September.

The Chief Minister besides, attending the National Assembly session opening on August 22 will also participate in the National Economic Council session beginning from Sept. 2.

Morning News
31st August 1957

Adjournment Motion Disallowed
East Pakistan Minister's Activities

The Finance Minister, Mr. Amjad Ali, announced in the National Assembly today that passengers from West Pakistan to East Pakistan would no longer be required to submit baggage declaration form to the Customs authorities. The baggage also would not be subjected to any search by the Customs.

The Finance Minister, however, said that normal restrictions on the movement of gold– also applicable within West Pakistan– would continue to operate and that police, acting on reliable information, would be entitled to search any person proceeding from West to East Pakistan.

These decisions were announced during the course of a debate on a non-official resolution moved by Maulana Tarkabagish (A.L.) which sought to do away with the restrictions on the movement of gold resulting in disparity in the prices of gold in the two wings of Pakistan. The motion was withdrawn following Mr. amjad Ali's assurances.

A non-official bill, moved by Mr. Mujibur Rahman (AL), which seeks to change the financial year to run from July to June instead of the present April to March period, was referred to a Select Committee. The Select Committee will report back to House by Dec. 15 next.

Ch. Azizuddin's bill to amend the Constitution was also introduced in the House today.

The bill, admitted after a stormy passage at arms between the Treasury and the Opposition benches, is designed to prevent the loss of permanent status and qualifying service of permanent Civil Servants without cause, and to safeguard their claims for pension.

E. P. Minister's Activities

Our Karachi: Office Adds: Today's Morning News report that the Pakistan Foreign Office has started vigorous investigation against a Minister of the East Pakistan Government for activities prejudicial to the interests of Pakistan indulged in during the MInster's frequent visits to Calcutta, formed the subject matter of an adjournment motion sought to be moved by M. Farid Ahmad (NI).

Mr. Farid Ahmad moved that the House be adjourned to discuss the activities of a Minister of East Pakistan Government which were prejudicial to the interests of Pakistan. The Minister, the motion said, frequently visited Calcutta and indulged in activities which were prejudicial to the interests of Pakistan.

Mr. Farid said that the activities of the Minister referred to in the motion were such that if they were allowed to continue and remained un-noticed its repercussions would be bad. Therefore, they should be controlled.

Mr. Farid Ahmad supplied a copy of Morning News to the Speaker.

Rising on a point of order, Mr. Mujibur Rahman (AL) said that the member was delivering a speech on a motion which had not yet been admitted.

Mr. Farid: "I concede you have a better right to deliver speeches."

The Speaker ruled that motion out of order with Mr. Farid Ahmad pretesting that it was a serious matter and that a Minister should not be allowed to indulge in such activities.

You might as well liquidate the State," he said.

Karachi, Aug. 30 (APP): Pakistan Minister for Food and Agriculture, Mr. Deldar Ahmad, will leave here for Moscow via Kabul on Sept. 1 at the invitation of the Soviet Ministry of Agriculture.

দৈনিক ইত্তেফাক
২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

শেখ মুজিবুরের রাশিয়া সফর

জানা গিয়াছে যে, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সম্ভবতঃ অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে এক শুভেচ্ছা সফরে মস্কো গমন করিবেন। প্রায় এক পক্ষকাল সোভিয়েট রাশিয়ায় অবস্থানকালে জনাব রহমান প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীর 'ব্যক্তিগত দূতের' কাজ করিবেন।

বিশ্বের সকল দেশের সহিত বন্ধুত্ব বজায় রাখা সম্পর্কে জনাব সোহরাওয়ার্দীর ঘোষিত নীতির পরিপ্রেক্ষিতে জনাব মুজিবুর রহমান এই সফরে যাইতেছেন। ইতিপূর্বে তিনি নয়াচীনে পাক পার্লামেন্টারী প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন।

জনাব রহমান রাশিয়া সফরের পর পশ্চিম জার্মানী ও বৃটেন সফর করিবেন। তাঁহার যুক্তরাষ্ট্র সফরের সম্ভাবনা রহিয়াছে।

PAKISTAN OBSERVER
2nd September 1957

Safety Act To Die Natural Death: C.M.

The Chief Minister Mr. Ataur Rahman Khan said yesterday that he thought the Pakistan Safety Act would die its natural death. The Ordinance which was promulgated recently extending the life of the Act till April 30, 1958, was to have been placed before the National Assembly in pursuance of a Constitutional provision. But it was not done till yesterday when the Assembly was adjourned since die.

Mr. Ataur Rahman Khan denied that Provincial Government was thinking of re-introducing the Safety Act.

When questioned about the Press report on alleged objectionable conduct of a senior member of the East Pakistan Cabinet during the Visits to Calcutta, the Chief Minister said "I do not know anything about it".

The Chief Minister returned here yesterday from Karachi after attending meetings of the National Assembly and the National Economic Council.

He said to the Pressmen at the airport that the Provincial Assembly was expected to meet on September 21. He also said that there was no possibility of any expansion of the Provincial Cabinet "at the moment" But he indicated that there might be a redistribution of portfolios in view of the vacancies caused by the exit of Mr. Mahmud Ali and Mr. Sheikh Mujibur Rahman.

When asked to comment on Mr. Gurmani's 'forced' resignation, the Chief Minister said that the decision was taken by the Central Cabinet and as such he had no comment to make. The matter was not discussed in the Central Coalition Party, he added. He also did not know if any other Republican Minister would resign in protest against the removal of Mr. Gurmani.

On the political situation in the Province, the Chief Minister repeated his earlier assertion that only 16 or 17 MPAs had left the Awami League Coalition Party.

COALITION TALKS

When asked if there was any possibility of reviving the coalition talks with the K.S.P., the chief minister posed a counter- question to the pressmen: "were the talks closed?" but he immediately amended the statement by adding that the talks were neither opened nor closed.

The chief Minister also said that the Prime Minister might come to Dacca on sept.10 on a 10 day tour of the province during which he would visit some of the districts and address public meeting there.

Mr. Sheikh Mujibur Rahman the Awami league General Secretary, and Mr. Peter Gemes also returned yesterday after attending the National assembly session.

সংবাদ

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

খুলনায় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির ২৪ জন নেতা ও কর্ম্মী গ্রেফতার আওয়ামী লীগের গুন্ডামিতে শহরে ত্রাসের রাজত্ব : ১৪৪ ধারা জারি

(নিজস্ব সংবাদদাতা কর্ত্তৃক টেলিফোনে প্রেরিত)

খুলনা, ৪ঠা সেপ্টেম্বর।–গণতন্ত্রের ধ্বজ্জাধারী আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানের উপস্থিতিতে অদ্য খুলনায় বাবু ধীরেন দাস এম, পি, এ এবং ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কর্মী জনাব ফেরদৌস ও জনাব গফুরসহ ২৪ জন কর্ম্মীকে গ্রেফতার করা হইয়াছে। জেলা কর্তৃপক্ষ শহরে ১৪৪ ধারা জারী করিয়া ন্যাশনাল পার্টি কর্তৃক আয়োজিত একটি সভা বন্ধ করিয়া দিয়াছেন। গ্রেফতার, ১৪৪ ধারা এবং গুণ্ডার আক্রমণের ফলে শহরে ত্রাসের রাজত্ব বিরাজ করিতেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, গতকল্য জনাব মুজিবুর রহমান যখন গুটিকয়েক সমর্থক সমভিব্যাহারে এখানে সভা করিতে আসেন তখন আওয়ামী লীগ কর্তৃক ২১-দফা ওয়াদা খেলাফে বিক্ষুব্ধ এক জনতা সমবেত হইয়া তাঁহাকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করিয়া

তোলে এবং স্থানীয় শ্রমিকদল কর্তৃক শেখ মুজিবরের সমীপে লিখিত একটি খোলা চিঠি সভায় বিলি করা হয়।

জনাব মুজিবুর রহমানের ক্রমাগত হুংকারে যখন জনতা তাহাদের রুটি ও রুজির সহিত জড়িত নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসায় বিরত হইতে অস্বীকার করে তখন পূর্ব্ব হইতে আমদানীকৃত একদল গুণ্ডা লাঠি ও নানারূপ অস্ত্রশস্ত্র লইয়া নিরস্ত্র জনতার উপর ঝাঁপাইয়া পড়ে।

কিন্তু জনতার প্রতিরোধে গুণ্ডাদল শেষ পর্যন্ত সরিয়া পড়িতে বাধ্য হয়। গুণ্ডাদলের ব্যুহ রচনা করিয়া তিনি যখন সভা করা সম্ভব হইল না তখন শেখ মুজিব সভাস্থল ত্যাগ করেন। চারিদিকে পাহারার প্রাচীর রচনা করিয়া যখন তিনি সভাস্থল ত্যাগ করিতেছিলেন তখন জনতা মুহুর্মুহু" বিশ্বাসঘাতক আওয়ামী লীগ ধ্বংস হোক" "কুচক্রি দল ফিরিয়া যাও" "গণতান্ত্রিক শক্তি জিন্দাবাদ" ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে।

জনসভায় নিরস্ত্র জনতার উপর গুণ্ডা লেলাইয়া দেওয়ার প্রতিবাদে অদ্য সকালের দিকে একটি শোভাযাত্রা বাহির করা হয় কিন্তু শোভাযাত্রা যখন বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে শহর প্রদক্ষিণ করিতে থাকে, তখন পুনরায় আওয়ামী গুণ্ডাদল শোভাযাত্রার উপর চড়াও হইয়া শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী জনতার উপর ইষ্টক ও সোডার বোতল নিক্ষেপ করিতে থাকে।

গুণ্ডামির প্রতিবাদে ন্যাশনাল পার্টি এক জনসভার আয়োজন করিলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পুর্বাহ্নে ১৪৪ ধারা জারি করিয়া সভা বন্ধ করিয়া দেন। জেলা কর্তৃপক্ষ অতঃপর ন্যাশনাল পার্টির ২৪ জন নেতা ও কর্ম্মীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত নেতা ও কর্ম্মীবৃন্দের মধ্যে বাবু ধীরেন দাস এমপিএ, জনাব ফেরদৌস ও জনাব গফুরের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গতকল্য অধিক রাত্র পর্যন্ত ধৃত কর্ম্মী ও নেতৃবৃন্দকে জামিন দেওয়া হয় নাই বলিয়া প্রকাশ।

আওয়ামী গুণ্ডাদল অদ্য স্থানীয় ন্যাশনাল পার্টির জনৈক কর্মীর পুস্তকের দোকান 'মডার্ন' লাইব্রেরীতে'ও হামলা করে। আওয়ামী লীগের এই গুণ্ডামিতে খুলনার ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী এবং রাজনৈতিক মহলে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে এবং তাহারা ইহাকে চরম ব্যভিচার বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

তারযোগে অপর এক খবরে প্রকাশ, অদ্য দশ হাজার ছাত্র শ্রমিক ও জনসাধারণ শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রা সহকারে খুলনা শহর প্রদক্ষিণ করিয়া শেখ মুজিবরের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গতকল্য জনাব মুজিবর এখানে আওয়ামী লীগের এক জনসভায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির বিরুদ্ধে বিষোদগার ও উত্তেজনামূলক বক্তৃতা দেন।

সাপ্তাহিক সৈনিক

৫ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

মুজিবরের নয়াপদ

উজিরে আজম জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিশেষ দূতরূপে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান আগামী অক্টোবর মাসের প্রথম সপ্তাহে বিশ্ব ভ্রমণে বাহির হইবেন। তিনি প্রথমে রাশিয়া সফর করিবেন। তৎপর সুইডেন, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লাভিয়া এবং অন্যান্য কয়েকটি ইউরোপীয় দেশ ঘুরিয়া সরাসরি আমেরিকায় যাইবেন।

তাঁহার সফর প্রায় মাসাধিককাল স্থায়ী হইবে। এই সময় পাকিস্তান সরকার জনাব মুজিবর রহমানকে বিশেষ রাষ্ট্রদূতের মর্যাদা ও সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ

করিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানে সমস্যাসমূহের সমাধানকল্পে অন্যান্য রাষ্ট্রের সমর্থন লাভের কাজে সুবিধার জন্য উক্ত মর্যাদার প্রয়োজনীয়তা রহিয়াছে।
জনাব রহমান দুই মাস পূর্বে শুভেচ্ছা সফরে কম্যুনিষ্ট চীনে গিয়াছিলেন। প্রকাশ, রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের আমন্ত্রণক্রমেই উজিরে আজমের বিশেষ দূত প্রেরণ করা হইতেছে।

Morning News
6th September 1957

Mujib Refutes 'Allegation'

Shiekh Mujibur Rahman, General Secretary East Pakistan Awami League, last night, refuted a local newspaper report that a meeting of the Awami League, addressed by him and the Civil Supplies Minister. Mr. Mansoor Ali, on Tuesday at Khulna was foiled due to disturbance, reports APP.
Describing the report as "false and without any foundation," he said, the meeting "with a record audience" continued till late in the evening in a peaceful atmosphere, "No one even rose up to ask a question much less to disturb the meeting," he said.
Referring to Wednesday's incidents, he alleged that the procession composed of the NAP and the Muslim League workers had attacked the student' function and the authorities were compelled to clamp Sec. 144.

Morning News
7th September 1957

Mujib Ourlines 'Achievements'

(From Our Chittagong Office)
Sept. 6 : Giving a resume of the one-year progress of the Awami League Government, the former Provincial Industries Minister, Sk. Mujibur Rahman told a vast concourse of humanity at the Laldighi Maidan here today that in a remarkably short span of time the Awami League Government has tried to weed corruption, develop East Pakistan industrially and have imported foodgrains worth Rs. 56 crores so far.
Mr. Mujibur Rahman, in his "progress report" laid much emphasis on the oft-levelled charge of corruption of Ministers and Government servants. He said the corrupt practices indulged by the Muslim League regime could not be washed away in a year's time. He however challenged that his former Cabinet colleagues were corrupt.
He disclosed that so far 34 gazetted officers were suspended by the Anti-Corruption department.

He gave a detailed review of the work he did as Industries Minister and added "I have done my best to help Bengali industrialists and so far licenses worth Rs. 5 crores have been issued to the sons of the soil."

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

কুমিল্লার বৃহত্তম জনসভায় 'মওলানা' ভাসানীর ভূমিকার নিন্দা
পররাষ্ট্র নীতির প্রতি সমর্থন ও শহীদ নেতৃত্বে আস্থা জ্ঞাপন করিয়া প্রস্তাব গ্রহণ

(টেলিফোন যোগে প্রাপ্ত)
কুমিল্লা, ৯ই সেপ্টেম্বর–অদ্য বৈকালে এখানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, দেশের সর্বাঙ্গীন উন্নতি সাধনের ব্রত লইয়াই বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছেন এবং কেবলমাত্র এই উদ্দেশ্যকে বাস্তবে রূপায়িত করার জন্যই তাঁহারা অবিরাম সংগ্রাম চালাইয়া যাইতেছেন ও যাইবেন। কুমিল্লা মিউনিসিপ্যালিটির প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রী যতীন্দ্র মোহন রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সভায় বিপুল জনসমাবেশ হয়। প্রত্যক্ষদর্শীর মতে সাম্প্রতিক কালের মধ্যে এইরূপ বিরাট জনসভা আর হয় নাই।
সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, প্রাদেশিক পাট দফতরের মন্ত্রী জনাব আবদুর রহমান খান, এম,পি, এ, আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান জনাব জিল্লুর রহমান ও আরও অনেকে বক্তৃতা করেন। সভায় গৃহীত প্রস্তাবে কেন্দ্রীয় সরকারের বর্তমান পররাষ্ট্র নীতির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয় এবং জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের প্রতি পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করা হয়।
জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় 'মওলানা' ভাসানীর সাম্প্রতিক কার্যকলাপের তীব্র সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, মওলানা সাহেবের কথায় ও কাজে কোন সামঞ্জস্য নাই।
জনাব রহমান মুসলিম লীগ আমলের কুশাসনের ফিরিস্তি প্রদান করিয়া বলেন, মুসলিম লীগ পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া গিয়াছে, তাহার অভিশাপ হইতে প্রদেশের মুক্তি সাধনের ব্যাপারটি সময় সাপেক্ষ।
তিনি আরও বলেন, পূর্ব পাকিস্তান দেশের শতকরা ৬০ ভাগ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে। অথচ মুসলিম লীগ শাসনের আমলে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করিয়া ইহার প্রায় সম্পূর্ণ অংশই পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যয় করা হইয়াছে।
তিনি বলেন, সাত বৎসরের লীগ শাসনের পর প্রদেশের অর্থনৈতিক কাঠামো প্রায় ধসিয়া পড়িয়াছিল। এই পরিস্থিতিতে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা লাভের পর প্রদেশের বিপুল উন্নতি করিতে সমর্থ হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ কার্যকরী করার ব্যাপারে বর্তমান সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।
পল্টন ময়দানে 'ন্যাপের' প্রথম সভায় গোলযোগ সম্পর্কে মন্তব্য প্রকাশ করিয়া জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, স্বার্থান্বেষী মহল হইতে উক্ত গোলযোগকে 'গুণ্ডামি' বলিয়া আখ্যায়িত করার অপচেষ্টা করা হইয়াছে। অথচ আসলে ইহা ছিল রাষ্ট্রের সংহতি বিনষ্টকারীদের বিরুদ্ধে জনতার স্বতঃস্ফূর্ত বিক্ষোভেরই অভিব্যক্তি।
দেশের উন্নয়নমূলক পরিকল্পনা সমূহের বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করার জন্য জনাব রহমান দেশে একদলীয় সরকারের প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করেন।
আওয়ামী লীগ সম্পাদক তাঁহার বিরুদ্ধে মন্ত্রী থাকাকালীন দুর্নীতির অভিযোগ রটনাকারীদের বিরুদ্ধে উহা প্রমাণের জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন।

তিনি জনসাধারণকে স্ব স্ব এলাকার দুর্নীতি দমন বোর্ড ও উন্নয়ন কমিটির সহিত পূর্ণ সহযোগিতা প্রদানের আহ্বান জানান।
প্রাদেশিক পাট বিভাগের মন্ত্রী জনাব আবদুর রহমান খান সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে সরকারের পাটনীতি ও জুট মার্কেটিং কর্পোরেশন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করেন।
এই দিন পূর্বাহ্নে জনাব আবদুল হামিদ মজুমদারের (এম,পি,এ) সভাপতিত্বে স্থানীয় টাউন হলে কর্মী ও কাউন্সিলারদের এক বিরাট সম্মেলন হয়। সম্মেলনে প্রায় এক সহস্রাধিক কর্মী ও কাউন্সিলার উপস্থিত ছিলেন।
এই সম্মেলনে জনাব আউয়াল, জনাব ওয়ালিউল্লাহ এম,পি,এ, হাজী রমিজ উদ্দীন, জনাব জিল্লুর রহমান প্রমুখ বক্তৃতা প্রদান করেন।
আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান জনাব জিল্লুর রহমান বক্তৃতা প্রসঙ্গে বর্ণ-ধর্ম নির্বিশেষে সকলকে আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদানের আহ্বান জানান।

Morning News
10th September 1957

Mujib's Charge Against ML Refuted

(By A Staff Reporter)

Mr. A. Sabur, President, District Muslim League, Khulna, in a statment issued yesterday refuted the charge made by Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary, East Pakistan Awami League, that the Muslim League in collaboration with the National Awami Party created the disturbance which took place in Khulna on Aug. 4.
Mr. Sabur said the Muslim League has always been a silent spectator to "this undemocratic action anywhere in the Province, "The Muslim League, he added, had nothing to do with "the province-wide gangsterism which is being indulged in by the party in power."
Mr. Sabur said that Mr. Mujibur Rahman's speech at Khulna gave enough provocation to bring out processions and demonstration. "What has amazed us all is the conduct of the police and the use of government vehicles by armed goondas supporting the party in power," he added.

সংবাদ
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

জনাব সোহরাওয়ার্দী জয়দেবপুর উপস্থিতি

জয়দেবপুর (ঢাকা), ১২ই সেপ্টেম্বর (এ,পি,পি)। প্রধানমন্ত্রী জনাব এইচ, এ, সোহরাওয়ার্দী প্রদেশে তাহার ঝটিকা সফরের দ্বিতীয় দিবসে ময়মনসিংহ হইতে অদ্য সকালে এখানে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন।
প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান এবং কতিপয় আওয়ামী লীগ কর্ম্মী রহিয়াছেন।
প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান জয়দেবপুর রেলওয়ে স্টেশনে প্রধানমন্ত্রীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। রেল স্টেশনে উপস্থিত অন্যান্যদের মধ্যে

আওয়ামী লীগের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের নামও উল্লেখযোগ্য।
অতঃপর প্রধানমন্ত্রীকে তাহার দলবল সহ জেলা ও মহকুমা আওয়ামী লীগ কাউন্সীলার ও কর্ম্মী সম্মেলনের উদ্দেশ্যে গমন করেন।অপরাহ্নে তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।রাত্রেই তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

সংবাদ
১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক আওয়ামী সরকারের গুণকীর্ত্তন
জয়দেবপুরের জনসভায় খাদ্য সমস্যা সমাধানে 'সরকারী সাফল্যে' অত্মপ্রসাদ

জয়দেবপুর (ঢাকা), ১২ই সেপ্টেম্বর (এ,পি,পি)। অদ্য ঢাকা হইতে প্রায় ২৫ মাইল দূরবর্তী জয়দেবপুরে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, কেন্দ্রে ও প্রদেশে ক্ষমতায় আসীন বর্তমান সরকারদ্বয়ের যুক্ত প্রচেষ্টায় দেশকে গুরুতর খাদ্য সঙ্কট হইতে রক্ষা করা হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, জনগণের প্রকৃত স্বার্থরক্ষার খাতিরেই বর্তমান সরকার শিল্পোন্নয়ন অপেক্ষা কৃষি উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপে ... অবলম্বন করিয়াছেন। ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী ময়মনসিংহ হইতে ট্রেনযোগে অদ্য সকালে জয়দেবপুর উপস্থিত হন। কাউন্সিল অধিবেশন সমাপ্ত হওয়ার কিছুক্ষণ পর স্থানীয় ভাওয়াল রাজ প্রাসাদের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে এক জনসভায় তিনি ১৫ মিনিট কাল কক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব সোহরওয়ার্দী বলেন, সরকার শিল্পোন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কৃষি উন্নয়নের উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপের দুর্নীতি অবলম্বন করিয়াছেন। শিল্পোন্নয়নকেও অবহেলা করা হইবে না।তবে সরকার কৃষি এবং কৃষির সহায়ক শিল্পগুলির উন্নয়নকে প্রাধান্য দিবেন। তিনি বলেন যে, এদেশের অধিকাংশ অধিবাসীই কৃষক। সুতরাং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা এবং তাহাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করাই সরকারের বর্তমান নীতির লক্ষ্য।
কেন্দ্রে ও প্রদেশের বর্তমান সরকার ক্ষমতালাভের প্রাক্কালে প্রদেশে যে চরম খাদ্য সঙ্কট ও দুর্ভিক্ষের অবস্থা সৃষ্টি হইয়াছিল উভয় সরকারের যুক্ত প্রচেষ্টায় তাহার হাত হইতে প্রদেশকে সেভাবে রক্ষা করিয়াছেন, প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতায় সেগুলির উল্লেখ করেন।
তিনি বলেন যে, জনসাধারণের সবচেয়ে বড় সমস্যা হইল যে দুই বেলা পেট ভরিয়া খাইতে পাওয়া। এই সমস্যার সমাধান না হইলে অন্য কোন ক্ষেত্রেই দেশের অগ্রগতি সম্ভব নয় ।
কৃষকদের ভাগ্য উন্নয়নের জন্য সরকার সেচ ব্যবস্থার উন্নয়ন, সেচ, খাল খনন, বন্যা ও লোনা পানির প্লাবন প্রতিরোধ ইত্যাদির যেসকল ব্যবস্থা করিয়াছেন প্রধানমন্ত্রী বক্তৃতায় সেগুলির উল্লেখ করিয়াছেন।
প্রধানমন্ত্রী আরও বলেন যে, লঙ্গর খানা খুলিয়া সরকার লক্ষ লক্ষ মানুষকে অনাহারের হাত হইতে রক্ষা করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সরকারী চেষ্টায় বিদেশ হইতে বিপূল পরিমাণে খাদ্য আমদানী করা সম্ভব হইয়াছে। কিন্তু বন্দরে গুদামের অভাব এবং মাল চলাচলের অন্যান্য অসুবিধার দরূন যথাসম্ভব ত্বরিৎ গতিতে আমদানীকৃত খাদ্য প্রদেশের আভ্যন্তরভাগে প্রেরণ করা সম্ভব হয় নাই। জনসাধারণের স্বার্থ রক্ষায় বর্তমান সরকারের সাফল্যের জন্য তিনি আল্লাহকে ধন্যবাদ দেন এবং বলেন যে, সরকার ভবিষ্যতেও এই চেষ্টা চালাইয়া যাবেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন যে, তাহার সরকারের অনুসৃত পররাষ্ট্রনীতি বিদেশে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়াছে। জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা পূর্ব প্রাদেশিক পরিষদের প্রধানমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান এবং আওয়ামীলীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান সভায় বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ই সেপ্টেম্বর ১৯৫৭

নারায়ণগঞ্জে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীর ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রীকে 'কায়েদে পাকিস্তান' আখ্যা দান লক্ষাধিক লোকের জনসভায় জনাব সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতি ব্যাখ্যা

এ,পি,পি পরিবেশিত খবরে বলা হইয়াছে: প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দী গতকল্য (শুক্রবার) নারায়ণগঞ্জ যে বিপুল সম্বর্ধনা লাভ করেন, নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসে তাহার নজীর নাই। প্রধানমন্ত্রীর নারায়ণগঞ্জ গমনকালে শহরের একমাইল দূর হইতে সভাস্থল পর্যন্ত বিস্তৃত পথের উভয় পার্শ্বে ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে হাজার হাজার নাগরিক সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া 'মুহুর্মুহু' জিন্দাবাদ ধ্বনির দ্বারা প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন জানায়। আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধানমন্ত্রী যখন বক্তৃতার জন্য দণ্ডায়মান হন, শ্রোতার সংখ্যা তখন লক্ষের কোঠায় গিয়া পৌছে। সুদূর গ্রামাঞ্চল হইতে আগত নাগরিকদের যোগদানের ফলে জনসভার কলেবর ক্রমশ বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে সভাস্থলে আগমনের পর 'সবুজ সেনারা' প্রধানমন্ত্রীকে গার্ড অব অনার প্রদান করে। নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগ, ছাত্রলীগ ও বারোটি শ্রমিক ইউনিয়নের পক্ষ হইতে প্রধানমন্ত্রীকে বিপুলভাবে মাল্য ভূষিত করা হয় এবং প্রত্যেকটি প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে 'কায়েদে পাকিস্তান' আখ্যায়িত করিয়া তাহার সেবাধর্মী তৎপরতা ও কর্মকুশলতার ভূয়সী প্রশংসা করিয়া পৃথক পৃথক মানপত্র প্রদান করা হয়।

'ইত্তেফাক'-এর স্টাফ রিপোর্টার জানাইতেছেন যে, গতকল্যকার নারায়ণগঞ্জের জনসভায় প্রধানমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের আভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র নীতির বিস্তারিত ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে দেশবাসীর কর্তব্য বিশ্লেষণ করিয়া ৪৫ মিনিট যাবৎ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা প্রসঙ্গে তিনি বিশেষ করিয়া পাক–ভারত সম্পর্কের প্রশ্নে কাশ্মীর ও খালের পানির বিরোধের ব্যাপারে ভারতের দ্বিমুখী নীতির মুখোশ উন্মোচন করিয়া জনতার উল্লাসধ্বনির মধ্যে দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, মি. নেহরু পাকিস্তানের সহিত শান্তিতে বসবাসের নীতির দোহাই দিন না কেন, কাশ্মীর ও খালের পানি বিরোধের ব্যাপারে তিনি ও তাঁহার সরকার ন্যায় নীতির পরিচয় না দিলে পাকিস্তান কখনই তাহাদের আন্তরিকতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হইতে পারে না।

তুমূল করতালি ও জিন্দাবাদ ধ্বনির মধ্যে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করেন, খাল ও নদীর পানি বন্ধের ফন্দিতে মাতিয়া ভারত পাকিস্তানকে শুকাইয়া মারিবার কোশেশই করুক না কেন, সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসা না হইলে পাকিস্তান তাহাকে সমুচিত শিক্ষাই দিবে। নারায়ণগঞ্জ সিটি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে তথায় মিউনিসিপ্যাল পার্কে অনুষ্ঠিত জনসভায় প্রধানমন্ত্রীর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে লক্ষাধিক লোকের বিরাট জনতা

'জনাব সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ', 'আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ', 'পাকিস্তান জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে আকাশ-বাতাস মুখরিত করিয়া তোলে। বস্তুত: প্রধানমন্ত্রীর আগমন উপলক্ষে নারায়ণগঞ্জ নগরী উৎসব মুখর হইয়া উঠে এবং চতুর্দিক হইতে নগরবাসী আসিয়া প্রধানমন্ত্রী সন্দর্শনের জন্য পথিপার্শ্বে সমবেত হয়। নেতার সম্মানার্থে নগরীতে কয়েকটি তোরণ নির্মিত হয়।

অপরাহ্নে পৌনে পাঁচ ঘটিকায় জনাব সোহরাওয়ার্দী সভাস্থলে উপনীত হন। তিনি গাড়ী হইতে অবতরণ করার সঙ্গে সঙ্গে অযুতকণ্ঠের 'সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ' ধ্বনিতে সভাস্থল প্রকম্পিত হইয়া উঠে। জনাব সোহরাওয়ার্দী মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইলে জনতা তাঁহাকে নিকট হইতে দেখিবার জন্য বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার ন্যায় সম্মুখে অগ্রসর হয়। সভাস্থলে এত অধিক লোকের সমাগম হয় যে, পার্কের চতুর্দিকের রাস্তার যানবাহন চলাচল বন্ধ করিয়া দেওয়া হয় এবং বহু লোক বৃক্ষোপরি আরোহণ করিয়া প্রধানমন্ত্রীর বক্তৃতা শোনার জন্য অপেক্ষা করিতে থাকে। পুলিসের পক্ষে এই বিপুল জনতা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। প্রধানমন্ত্রী শান্ত হওয়ার আবেদন জানাইলে জনতা বক্তৃতা শোনার জন্য মন্ত্রমুগ্ধর ন্যায় মাটিতে বসিয়া পড়ে।

শেখ মুজিবুর রহমান

সভায় প্রথমে আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়া বলেন, আমার বক্তৃতা করার কিছু নাই। জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ বীর সেনানীর সহযোগিতায় কায়েদে আজম পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; আজ সেই পাকিস্তানকে ঘরে বাইরে সমৃদ্ধি ও সম্মানের আসনে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন জনাব সোহরাওয়ার্দী। দেশবাসীর জন্য যিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, এক্ষণে আপনারা তাহার বক্তৃতাই শুনুন।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর বক্তৃতা

জনাব সোহরাওয়ার্দী বক্তৃতা শুরু করিয়া বলেন, নারায়ণগঞ্জে এতবড় জনসভার কথা আমি কল্পনাও করিতে পারি নাই। আপনাদের এই সমাবেশ আমার প্রতি আপনাদের মহব্বতের পরিচয়ই বহন করে এবং এজন্য আমি আপনাদের মোবারকবাদ জানাইতেছি। আপনাদের এই অকৃত্রিম কথা তাহাদের বুঝাইয়া বলিয়াছি। তাহারা আমাদের নীতি বুঝিয়াছেন এবং কাশ্মীর প্রশ্নেও আমাদের দাবীর যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিয়াছেন।

কাশ্মীর ও ভারত

জনাব সোহরাওয়ার্দী অতঃপর বলেন, ভারতের প্রধানমন্ত্রী মি. নেহরু কয়েক দিন পূর্বে বলিয়াছেন যে, তিনি পাকিস্তানের সহিত শান্তি চাহেন এবং তিনি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষপাতি। আমি পূর্বেও বলিয়াছি এবং এখনও বলিতেছি যে, আমরাও ভারতের সহিত শান্তিতে বসবাস করিতে চাহি এবং আমরাও সত্য ও ন্যায়ের পক্ষপাতি। কিন্তু বলপূর্বক কাশ্মীর দখল করিয়া মি. নেহেরু যেরূপ 'ন্যায় নীতির' পরিচয় দিয়াছেন ও দিতেছেন সেই রকম ন্যায় নীতি সমর্থন করি না। তিনি সত্যিই যদি ন্যায়নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল হন, তবে আসুন, বিশ্বের সর্বোচ্চ আদালত জাতিসংঘ কাশ্মীরের ব্যাপারে যে অভিমত ব্যক্ত করিয়াছে তাহা মানিয়া লউন। তবে মি. নেহেরু মনে রাখিবেন যে যত ছলছুতার আশ্রয়ই তিনি লননা কেন বিশ্বজনমতের নিকট তাহাকে নতি স্বীকার করিতে হইবেই। তিনি খালের পানি বন্ধ করিয়া দিয়া আমাদের ভাতে মারার চেষ্টায় আছেন, কিন্তু এ কথাও তিনি জানিয়া রাখুন যে, মরার আগে আমরা সমুচিত জবাব দিয়াই মরিব।

PAKISTAN OBSERVER
19th September 1957

AZIZUL HAQ NOT LEADING MAJORITY
Mujib's Statement

Kushtia, Sept. 17:- The General Secretary of East Pakistan Awami League, today refuted the claim of the KSP lead by Syed Azizul Haq, that it was the single largest majority party in the provincial assembly.

In a statement issued here he said, "I am surprised to see in newspapers a resolution passed by the KSP group, lead by Syed Azizul Haq, claiming that it is the single largest majority party in the East Pakistan Assembly. I do not like to criticize the KSP or its resolution because the people know that the Awami League has strength of one hundred and two members. Besides, the Awami League is being supported by the Congress, the UPP and the scheduled castes federation members.

"It is therefore, surprising that Syed Azizul Haq has claimed his group to be the single largest majority party. I challenge him to produce him to produce the list of his group members with their signatures to the Speaker of the assembly and if required we will put forward our own list.

PAKISTAN OBSERVER
23rd September 1957

P.M ARRIVES IN KARACHI

KARACHI, Sept. 22:-The Prime Minister, Mr. H. S. Suhrawardy returned here this evening after a ten-day tour of Dacca.

He was received at the airport by a number of prominent citizens, high-ranking Government officials, Awami Leaguers and admirers. The Minister of State for Finance, Mr. Abdul Aleem was also present at the airport to welcome the Prime Minister.

Mr. Suhrawardy parried all the questions put to him by the waiting pressmen saying that he would not say a word without fully examining the situation. Most of the questions related to the West Pakistan politics.

Earlier Mr. Suhrawardy left Dacca for Karachi by the PIA plane.

Asked by newsmen at the Tejgaon Airport to comment on the passage of the Anti-One Unit resolution by the West Pakistan Assembly, the prime Minister said he could not say anything about it without consulting his Cabinet colleagues and the President.

Replying to a question about coalition talks between the Awami League and the krishak Sramik Party, Mr. Suhrawardy said no decision had yet been taken on the matter.

The Prime Minister told pressmen that he had made it a point to visit East Pakistan once in a month.

Mr. Suhrawardy was seemed off by a large number of people including Chief Minister Mr. Ataur Rahman Khan and his Cabinet colleagues, General Secretary of East Pakistan Awami League Sheikh Mujibur Rahman, and Mr. Abdul Khalique high civil and military officials and non-officials.-APP.

PAKISTAN OBSERVER
30th September 1957

EAST PAKISTAN ASSEMBLY PROCEEDINGS

The following are excerpts from the East Pakistan Assembly proceedings of September 28, 1957.

Mr. Qasem was heard saying that when the teeming millions in this province were suffering from dire economic distress, it would be quite improper for the House to pass a bill of such nature which would increase the salaries of the members.

After several attempts of voicing his protest against the bill, Mr. Nasiruddin Ahmed became disappointed and staged a walk-out as a mark of protest.

The Central Minister Mr. Abdul Khaleque afterwards went to the Deputy Speaker and tried to persuade him to postpone discussion of the bill.

Before the recess for Asr prayer, complete pandemonium prevailed in the House.

When the House resumed discussion clause by clause of the Bill after 5-15 p.m. the Central Minister Mr. Khaleque again got up to oppose the Bill. The Finance Minister Mr. Manaranjan Dhar and Sheikh Mujibur Rahman also stood up to speak against passage of the Bill. But they were again shouted down by the members belonging to both sides.

When Sheikh Mujibur Rahman (A.L) requested the members of the Treasury Bench not to oppose him, Mr. Abdul Hamid Chudhury (A.L) replied "why the matter was not settled in the party meeting?"

Mr. Nuruddin (A.L) who was also sitting behind Sheikh Mujibur Rahman refused the request of Sheikh Mujibur Rahman and said that bill be passed.

At one stage, the Chief Minister, Mr.Ataur Rahman khan got up and told the deputy speaker that unless order was restored it would not be possible to follow the proceedings of the house.

He said that he had also an amendment to the bill. The chief minister could not proceed further because of frequent interruption and thumping of tables.

The chief minister then left the house.

The deputy speaker tried his utmost to restore order in the house but failed. The bill was, however, passed with three official amendments amidst continued confusion.

After about 18 minutes of sitting, the house was again adjourned for 40 minutes.
When the house reassembled after the short adjournment the finance minister, Mr. Manoranjan Dhar and Sheikh Mujibur Rahman rose to address the deputy speaker when a large number of members both from opposition and government benches also got up and started speaking at the same time.

Protest to speaker
Mr. Dhar and Sheikh Mujibur Rahman appeared to be protesting to the speaker against the manner in which the proceeding were being conducted and although they could not be heard, it could be made out with difficulty that they were complaining that they could neither hear anything nor speak what they wanted.
They were then seen to be conferring with Mr. D.N. Dutta, Health Minister and Mr. Mansoor Ali, Food Minister and the Secretary of the Assembly standing while a constant noise was kept up by a large number of members on either side.
The Deputy Speaker was heard to say that the 'ayes have it' which presumably was the third reading of the bill coming to a close which was again followed by noisy sense and the House was adjourned for evening prayers.
After prayers Mr. Mahmud Ali (NAP) got up to say that during consideration of the Members Salaries Bill some members in the Opposition claimed a division which was not allowed.
Sheikh Mujibur Rahman (A.L) loudly denied Mr. Mahmud Ali's contention and said that nobody from the National Awami Party had opposed the Bill. As a matter of fact no member had opposed the Bill, he said and added that the Chief Minister, the Finance Minister and himself had tried to raise some points but could not do so.

SHEIKH MUJIB REFUTED
Mr. Mohiuddin of the National Awami Party strongly refuted that the Chief Minister Rahman and said that the Chief Minister himself had opposed the bill and National Awami Party had demanded a division on the bill which was not allowed. "I myself had called for a division," he declared loudly.
He was supported by Mr. Ashabuddin, also of the NAP who said that he had also called for a division.
The Deputy Speaker said that nobody had demanded division.
Again Mr Mohiuddin and Ashabuddin declared that they had demanded division.
This was followed by loud noise and shouts from both sides of the House.
Mr. Masihur Rahman, L.S.G. Minister and Mr. Fazlul Qader Chowdhry (M.L) were both seen on their legs at the same time.
Mr. Fazlul Qader said that some persons from the opposition had demanded a division during the third reading of the Members salaries Bill.

There were loud protests from government benches. Mr. Fazlul Qader said that the bill should not have come before the House without the consent of the Chief Minister.
The Deputy Speaker declared that nobody had wanted a division.
Seven members from NAP again shouted that they had demanded a division.-APP.

Morning News
2nd October 1957

Mujib Leaving for Moscow on Oct. 5

(By A Staff Reporter)
The General Secretary of the East Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman, is expected to leave for Moscow on October 5, as a personal envoy of Prime Minister Suhrawardy, it was reliably learnt yesterday.
After a fortnight's tour of the Communist countries, the East Pakistani Awami League leader is expected to proceed to the USA.

আজাদ
৩রা অক্টোবর ১৯৫৭

শেখ মুজিবের মস্কো সফর
শুক্রবার ঢাকা ত্যাগ

ঢাকা, ২রা অকটোবর।–পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান উজিরে আজম জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর ব্যক্তিগত দূত হিসাবে তাঁহার বিদেশ সফরের পথে ৪ঠা অকটোবর করাচীর পথে ঢাকা ত্যাগ করিবেন।
জনাব শেখ মুজিবর রহমান ৭ই অকটোবর করাচী হইতে জেনেভা যাত্রা করিয়া সেখানে দুইদিন অবস্থান করিবেন। সেখান হইতে তিনি সোভিয়েট রাশিয়া গমনের পথে দুইদিন প্রাগে অবস্থান করিবেন।
অতঃপর দুই সপ্তাহকাল সোভিয়েট রাশিয়া সফরের পর তিনি পশ্চিম জার্ম্মানী যাত্রা করিবেন। সেখান হইতে তিনি লন্ডন গমন করিবেন। জনাব শেখ মুজিবর রহমান তিনদিন লণ্ডনে অবস্থানের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফরে রওয়ানা হইবেন। সেখানে তিনি তিন সপ্তাহকাল অবস্থান করিবেন।
অতঃপর তিনি জাপান হইয়া পাকিস্তানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। -এ পি পি

দৈনিক ইত্তেফাক
৩রা অক্টোবর ১৯৫৭

শেখ মুজিবুরের বিদেশ সফর
৪ঠা অক্টোবর জেনেভার পথে ঢাকা ত্যাগ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আগামী ৪ঠা অক্টোবর ঢাকা হইতে করাচী যাত্রা করিবেন। প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরাওয়ার্দীর ব্যক্তিগত দূত হিসাবে বিদেশ সফরের পথে তিনি করাচী যাত্রা করিবেন।

জনাব মুজিবুর রহমান ৭ই অক্টোবর জেনেভার উদ্দেশ্যে করাচী ত্যাগ করিবেন এবং তথায় দুই দিবস অবস্থান করিবেন।
জেনেভা হইতে সোভিয়েত ইউনিয়নের পথে তিনি দুই দিবস প্রাগে অবস্থান করিবেন।
দুই সপ্তাহ ব্যাপী রাশিয়া সফর শেষে তিনি পশ্চিম জার্মানী যাত্রা করিবেন। তথায় তিন দিবস সফর শেষে তিনি লন্ডন আগমন করিবেন। লন্ডন হইতে জনাব রহমান আমেরিকা যাত্রা করিবেন এবং ৩ সপ্তাহ ব্যাপী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর করিবেন।
যুক্তরাষ্ট্র হইতে জাপান সফর শেষে তিনি পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করিবেন। –এপিপি।

আজাদ
৫ই অক্টোবর ১৯৫৭

শেখ মুজিবের করাচী যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান রাশিয়া, আমেরিকা, জাপান ও অন্যান্য দেশ সফরের উদ্দেশ্যে গতকল্য (শুক্রবার) করাচী যাত্রা করেন। একই বিমানে কেন্দ্রীয় ষ্টেট মন্ত্রী জনাব আবদুল আলিম প্রায় পক্ষকাল পূর্ব্ব পাকিস্তানে অবস্থানের পর গতকল্য করাচী রওয়ানা হন।
জনাব মুজিবর রহমানকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জানানোর জন্য অস্থায়ী উজিরে আলা জনাব কফিলউদ্দিন চৌধুরী, খাদ্যমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী ও বহু আওয়ামী লীগ কর্ম্মী তেজগাঁও বিমানঘাটিতে উপস্থিত ছিলেন।
জনাব মুজিবের অনুপস্থিতিকালে পূর্ব্ব পাক আওয়ামী লীগের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারীরূপে কাজ করিবেন।

আজাদ
৬ই অক্টোবর ১৯৫৭

পাকিস্তান সোভিয়েট সম্পর্ক
শেখ মুজিব কর্ত্তৃক দৃঢ় করার আশা প্রকাশ

করাচী, ৫ই অক্টোবর।- উজিরে আজম জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বিশেষ দূত জনাব শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, তিনি সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সহিত পাকিস্তান ও সোভিয়েট ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক দৃঢ় করার সকল রকম পন্থা সম্পর্কে আলোচনা করিবেন। তিনি ৭ই অকটোবর সোভিয়েট ইউনিয়ন যাত্রা করিবেন।
জনাব শেখ মুজিবর রহমান পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারীও বটে। তিনি তাহার ১২ দিনব্যাপী মস্কো সফরকে শুভেচ্ছা সফর বলিয়া অভিহিত করেন।
তিনি বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর নীতি হইতেছে, সকলের সহিত বন্ধুত্ব করা, কাহারও সহিত শত্রুতা করা নহে। এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তিনি সফরে যাইতেছেন।
কিছুদিন পরে জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর মস্কো সফরের পথ সুগম করার জন্যই তিনি তথায় যাইতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলে জনাব রহমান ঈষৎ হাসিয়া বলেন, আমি এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না।

সোভিয়েট নেতৃবৃন্দের সহিত তিনি কি কি বিষয়ে আলোচনা করিবেন এবং তিনি সোভিয়েট প্রধানমন্ত্রীর নিকট জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর কোন পত্র লইয়া যাইতেছেন কিনা জিজ্ঞাসা করা হইলেও জনাব মুজিবর রহমান উত্তর দিতে অস্বীকার করেন।
তবে তিনি বলেন যে, উভয় দেশের মধ্যে বন্ধুত্ব সম্পর্ক দৃঢ় করার ব্যাপারে সকল বিষয়ে তিনি আলোচনা করিবেন।- এপিপি

Morning News
6th October 1957

Mujib Leaves for Moscow

The East Pakistan Awami League General Secretary, Sheikh Mujibur Rahman, left Dacca yesterday (Friday) by PIA for Karachi enroute to Moscow. Mr. Rahman has been chosen as the Prime Minister's personal envoy to the Soviet Union.
a large number of people including Mr. Mansoor Ali, Provincial Civil Supplies Minister, Mrs. Badrunessa, MPA, officials and non-officials were present at the airport to see him off.
Mr. Rahman was profusely garlanded by the Awami League workers who were also present at the airport.

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ই অক্টোবর ১৯৫৭

এক ইউনিট ভাঙ্গিলে সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য বাতিলেরও দাবী উঠিবে
সুবিধাবাদী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের হুঁশিয়ারী
সাধারণ নির্বাচনের পরেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ সম্ভব বলিয়া মন্তব্য

করাচী, ৭ই অক্টোবর– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে এক ইউনিট প্রসঙ্গে এক বিবৃতিতে বলেন, এক ইউনিটের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাসাম্য নীতি গ্রহণ করিয়াছে। কিন্তু যদি সাধারণ নির্বাচনের পূর্বে এক ইউনিটকে ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়, তাহা হইলে পূর্ব পাকিস্তানও ন্যায়সঙ্গতভাবেই সঙ্গে সঙ্গে সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি বাতিলের দাবী জানাইবে।
শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন জনগণই এক ইউনিটের ভাগ্য নির্ধারণ করিবে। বর্তমান পশ্চিম পাকিস্তান পরিষদ পরোক্ষ প্রতিনিধিত্বের ভিত্তিতে নির্বাচিত বলিয়া জনগণের পক্ষে উহার কি কোন রায় দিবার অধিকার নাই, সুতরাং আগামী নির্বাচনের পর জনগণের সত্যিকার প্রতিনিধিরাই এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিতে পারিবেন।
জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, পরিষদে যেভাবে এক ইউনিট প্রস্তাব আনয়ন করা হইয়াছিল আওয়ামী লীগ এই কারণেই উহার প্রতিবাদ করিয়াছিল যে, পশ্চিম পাকিস্তানের প্রদেশগুলিকে একত্রিত করিতে হইলে আগে জনমত যাচাই করিতে হইবে।
তিনি বলেন, আজ যাঁহারা এক ইউনিট বাতিলের দাবী তুলিয়াছেন একদা তাঁহারাই ছিলেন ইহার সর্বাপেক্ষা বেশি আগ্রহী সমর্থক। এক ইউনিটের পক্ষে এই সমস্ত ভদ্রলোক সেদিন গণপরিষদে যে সমস্ত বক্তৃতা দিয়াছিলেন আজ উহা তাহাদের এইরূপ আকস্মিকভাবে আদর্শগত পরিবর্তনের পটভূমির উপর একটা সুস্পষ্ট পার্থক্যের সৃষ্টি করিয়াছে।

তিনি বলেন যে, বর্তমান দেশের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন হইতেছে যথাসম্ভব দ্রুত সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করা। দেশে স্থায়িত্ব না থাকিলে বিদেশে পাকিস্তান দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সাথে কথা বলিতে পারিবে না।

তিনি বলেন যে, এই মুহূর্তে এক ইউনিট ভাঙ্গিলে সমগ্র শাসনযন্ত্রই ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে। ইহার দরুণ ১৯৬০ সালের পূর্বে আর সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান সম্ভব হইবে না।

জনাব মুজিবুর রহমান এখানে উল্লেখ করেন যে, এক ইউনিটের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তান সংখ্যাসাম্য মানিয়া নিয়াছে। কিন্তু যদি এই সময় এক ইউনিট বাতিল করা হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তান ন্যায্যতঃই তখন তাহাদের তিনটি শর্ত পূরণ করার দাবী উত্থাপন করিবে এবং উহারা হইতেছে, (১) কেন্দ্রীয় আইনসভায় পূর্ব পাকিস্তানকে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বরাদ্দ করিতে হইবে, (২) সামরিক বিভাগগুলিতে লোক সংখ্যানুপাতে পূর্ব পাকিস্তান হইতে লোক গ্রহণ করিতে হইবে এবং (৩) লোক সংখ্যার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আর্থিক বিষয়াদি বণ্টন করিতে হইবে। –এ পি পি।

আজাদ
৯ই অক্টোবর ১৯৫৭

শেখ মুজিবের মস্কো যাত্রা

করাচী, ৮ই অক্টোবর।- পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য প্রাতে উজীরে আজমের বিশেষ দূত হিসাবে মস্কো রওয়ানা হইয়াছেন।

সমস্ত দেশের সহিত সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা এবং উহা শক্তিশালী করিয়া তোলার জন্য উজীরে আজম যে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন, তদনুসারেই জনাব মুজিবর রহমান এই সফরে যাইতেছেন। দুই সপ্তাহব্যাপী রাশিয়া সফরের শেষে তিনি সম্ভবতঃ পূর্ব্ব ইউরোপের অন্যান্য দেশ, পশ্চিম জার্ম্মানী এবং যুক্তরাষ্ট্র সফর করিবেন। নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি তিনি পাকিস্তান প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।-এপিপি

আজাদ
১২ই অক্টোবর ১৯৫৭

শেখ মুজিবকে স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ

করাচী, ১০ই অক্টোবর।- শেখ মুজিবর রহমান তাহার সোভিয়েট রাশিয়া সফর বাতেল করিয়া দিয়াছেন।

উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবর রহমানকে প্রধানমন্ত্রী জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর বিশেষ দূত হিসাবে সোভিয়েট রাশিয়া সফরে প্রেরণ করা হইয়াছিল। সোভিয়েট রাশিয়া যাওয়ার পথে তিনি বর্তমানে বার্ণে পৌছিয়াছিলেন। সেখান হইতে তাঁহাকে সরকার স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের নির্দ্দেশ দিয়াছেন বলিয়া অদ্য রাত্রে কর্তৃপক্ষীয় সূত্রে জানা গিয়াছে।- এ পি পি

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই অক্টোবর ১৯৫৭

ডাঃ খান সাহেবের মেজরিটি দাবীর বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের চ্যালেঞ্জ জাতীয় পরিষদের মোকাবিলা করিয়া শক্তি পরীক্ষার আহ্বান

করাচী, ১৫ই অক্টোবর।- পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য বলেন যে, জাতীয় পরিষদে ৪২ জন সদস্যের সমর্থন আছে বলিয়া ডাঃ খান যে দাবী করিয়াছেন তাহা সম্পূর্ণ 'আজগবী'।

তিনি বলেনঃ জাতীয় পরিষদে ৪২ জন সদস্যের সমর্থন আছে বলিয়া ডাঃ খান সাহেবের যে দাবীর কথা পাকিস্তান বেতারে প্রচারিত হইয়াছে, উহার প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। ডাঃ খান সাহেব দাবী করিয়াছেন যে, তাঁহার পিছনে রিপাবলিকান পার্টির ২৩ জনের কৃষক-শ্রমিক পার্টির (দুই গ্রুপের) ৭ জনের, নেজামে ইসলামের ৩ জনের এবং আরও কয়েকজনের মিলিয়া জাতীয় পরিষদে মোট ৪২ জন সদস্যের সমর্থন রহিয়াছে। কিন্তু ডাঃ খান সাহেব ঐ কয়েকজনের নাম উল্লেখ করেন নাই।

সকাল হইতে সন্ধ্যা পর্যন্ত ডাঃ খান সাহেব সংখ্যাগুরু দাবীতে বিবৃতি প্রদান করিতেছেন। কিন্তু কোন কোন সদস্য তাহার দলের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করিয়াছেন, তিনি উহা উল্লেখ করেন নাই। অধিকাংশ সংখ্যক স্বতন্ত্র সদস্য যে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল, আমি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিশ্চিত। রিপাবলিক পার্টি যদি আওয়ামী লীগের সমর্থন ব্যতীতই ইহার সমর্থক মুসলিম লীগ ও অন্যান্য স্বতন্ত্র সদস্যদের ন্যায় পরিষদে নিজেদের সংখ্যাগুরু সম্পর্কে এতটাই নিশ্চিত হইয়া থাকেন তবে জনাব সোহরাওয়ার্দী ২৪শে অক্টোবর তারিখে পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন উহার সমর্থন করিতে তাঁহারা শঙ্কিত কেন? সরকারের সংখ্যাগুরুত্ব যাচাইয়ের ইহাইতো সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

সাপ্তাহিক সৈনিক
১৭ই অক্টোবর ১৯৫৭

মুজিব ফিরিয়া আসিলেন

অবশেষে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার বিদেশ ভ্রমণ সূচনাতেই সমাপ্ত করিয়া ফিরিয়া আসিয়াছেন। দুর্ভাগ্যই বলিতে হইবে। যাত্রার পূর্বে তিনি বলিয়াছিলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দীর পররাষ্ট্রনীতিতে বিদেশে বন্ধুসন্ধানের যে বৈশিষ্ট্য তাহার পরিপ্রেক্ষিতেই তিনি বিদেশ ভ্রমণে যাত্রা করিতেছেন। কিন্তু হায়, তাহা আর সম্ভব হইল না। হঠাৎ 'অসুস্থ' হইয়া পড়ায় তাহাকে দেশে ফিরিয়া আসিতে হইল। জনাব রহমানের ব্যক্তিগত কোন ক্ষতি হইল কিনা জানি না, দেশ বিদেশ দেখার মনোবাঞ্ছা অপূর্ণ থাকায় তিনি বেদনা অনুভব করিলেন কি না জানি না, কিন্তু দেশের যে ক্ষতি হইল তাহার কি হইবে? আওয়ামী লীগের পরিপুষ্টি সাধনের জন্য তিনি মন্ত্রীত্ব হইতে পদত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু যখন দেখিলেন বিদেশে পাকিস্তানে বন্ধুসন্ধানের প্রয়োজন রহিয়াছে তখন দেশের কল্যাণ কামনায় দলীয় স্বার্থ পরিত্যাগ করিয়া বিদেশ ভ্রমণে বাহির হইয়া পড়িলেন। রাশিয়ার প্রধান নেতৃবৃন্দ তাঁহার সহিত আলাপ-আলোচনায় নাকি অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন, কিন্তু তথাপি তিনি দমিলেন না। কিন্তু হায়, এদিকে অশুভ

চক্রের কোন্দলে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে পদত্যাগ করিতে হইল এবং ঘটনার কি গতি, প্রায় সাথে সাথেই জনাব রহমান 'অসুস্থ' হইয়া পড়িলেন।
কি তা অসুস্থ হইয়া পড়িলে আরজী করা যাইবে; দোষ দিতে পারি কপালকে। কিন্তু জনাব রহমান করাচীতে ফিরিয়া আসিয়া যা বলিয়াছিলেন তাহাতে আমাদের খটকা লাগিয়াছে। তিনি বলিয়াছেন, দেশে ফিরিয়া আসিবেন না কেন? জনাব সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের পর বিদেশে যখন পাকিস্তানের আর কোন মর্যাদাই অবশিষ্ট রহিলনা তখন সেখানে শুধু শুধু ঘুরিয়া লাভ কি?
খটকা লাগিবে না কেন বলুন? বেতারে শুনিয়াছিলাম, তিনি অসুস্থ হইয়া পড়ায় ফিরিয়া আসিয়াছেন; এখন তাঁহার নিজের মুখে শুনিতেছি ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বলিয়াই তিনি বিদেশ ভ্রমণ স্থগিত করিয়াছেন। হয়ত তাঁহার যে 'অসুস্থ থাকিবার কথা উত্তেজনার মধ্যে তিনি তাহা বেমালুম ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। হায়রে কপাল?'

দৈনিক ইত্তেফাক
২২শে অক্টোবর ১৯৫৭

জাতীয় পরিষদ ও চাকুরিতে সংখ্যানুপাত দাবী করা হইবে
পৃথক নির্বাচনের জবাবে শেখ মুজিবের ঘোষণা
দেশব্যাপী আন্দোলন গড়িয়া তোলার আভাস দান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (সোমবার) করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্তনান্তে সাংবাদিকদের বলেন যে, যদি নির্বাচন পদ্ধতির প্রশ্ন পুনরায় আলোচনা শুরু করা হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তানবাদী সংখ্যাসাম্যও বাতিল করিবার জন্য দাবী উত্থাপন করিবে। তিনি আরও বলেন, "জবরদস্তিমূলকভাবে পূর্ব পাকিস্তানে পৃথক নির্বাচন চাপাইয়া দিলে আমরা সরকারের প্রত্যেকটি বিভাগে দফতরে, জাতীয় পরিষদে–সর্বত্র জনসংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্ব দাবী করিব। আমরা যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতেই সংখ্যাসাম্য মানিয়া লইয়াছি।"
শেখ মুজিবুর রহমান ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিলে বিমানবন্দরে তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানীদের দ্বিধাবিভক্ত করিয়া শোষণ করার সকল চক্রান্ত অবশ্যই প্রতিরোধ করা হইবে। বর্তমানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যে সমস্ত পূর্ব পাকিস্তানী যাত্রী রহিয়াছেন, তাঁহাদের প্রতি জনসাধারণের কোনই সমর্থন নাই এবং তাঁহারা নিজেরা নিজেদেরই প্রতিনিধিত্ব করেন মাত্র।
আওয়ামী লীগ যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে প্রদেশব্যাপী এক অভিযান শুরু করিবে বলিয়া তিনি প্রকাশ করেন। মওলানা আতহার আলী পূর্ব পাকিস্তানের শতকরা ৯০ জন লোক পৃথক নির্বাচন সমর্থন করে বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন জনাব শেখ মুজিবুর তাহা চ্যালেঞ্জ করেন। তিনি বলেন, কিছুদিন পূর্বে প্রদেশে যে ছয়টি উপনির্বাচন হয় তাহার মাধ্যমেই দেশবাসী দ্ব্যর্থহীনভাবে যুক্ত নির্বাচনের পক্ষে মত প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি আরও বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কয়েকটি দল একত্রিত হইয়া কেন্দ্রে সরকার গঠন করিয়াছে এবং তাহারা পূর্ব পাকিস্তান হইতে জনপ্রতিনিধিমূলক কোন ব্যক্তিকে গ্রহণ করেন নাই। উপসংহারে তিনি বলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দী যখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সমতালে উন্নতি সাধনের সর্বপ্রকার ব্যবস্থা ও পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করার জন্য সর্বপ্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করেন, ঠিক তখনই কায়েমী স্বার্থবাদী মহল তাহাকে পদত্যাগে বাধ্য করে। কিন্তু এই স্বার্থবাদী মহলের শোষণ আর বরদাশত করা হইবে না।

মাহমুদ আলীর চ্যালেঞ্জ
পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সেক্রেটারী জনাব মাহমুদ আলী গতকল্য এক বিবৃতিতে মওলানা আতহার আলী এই প্রদেশের শতকরা ৯০ জন লোক পৃথক নির্বাচনের সমর্থক বলিয়া যে উক্তি করিয়াছেন, তাহা চ্যালেঞ্জ করেন।
তিনি বলেন, যুক্ত নির্বাচন দেশবাসী সর্ববাদীসম্মতভাবে গ্রহণ করিয়াছে।

Morning News
23rd October 1957

Mujib's Appeal for Befitting Reception To Suhrawrdy

(By A Staff Reporter)

The General Secretary of the East Pakistan Awami League, Sheikh Mujibur Rahman yesterday appealed to the people of Dacca to accord a "Bentting" reception to Mr. H. S. Suhrawardy on his arrival here on Oct. 25.
Mr. Rahman also urged the people to attend in large numbers of public meeting which the former Premier was scheduled to address on the same day at Paltan Maidan.
In a statement issued yesterday, the Awami Secretary said:
"Our great leader, Mr. H. S. Suhrawardy, is arriving in Dacca on Friday at 12 noon by PIA at the Tejgaon airport. A public meeting to be addressed by Mr. Suhrawardy at Paltan Maidan at 4 p.m. that day has been sponsored by the Dacca City Awami League.
"The undemocratic way in which he has been removed from Prime Ministership by the reactionary forces and the constitutional head, the President and his refusal to call the National Assembly advised by the Prime Minister to test if he commanded majority in the Parliament are all not only an insult to him but to the democratic forces of Pakistan."
The people of Pakistan, specially of East Pakistan are grateful to Mr. suhrawardy for what he had done for the country during the 13 months of his office. We are specially grateful to him that he is taking the first opportunity of visiting this part of the country to see the people here after his removal."

দৈনিক ইত্তেফাক
২৫শে অক্টোবর ১৯৫৭

পৃথক নির্বাচন চাপানোর চক্রান্ত ব্যর্থ করার আবেদন
শেখ মুজিবুর কর্তৃক প্রদেশব্যাপী 'প্রতিবাদ দিবস' পালনের আহ্বান

পাকিস্তান বিশেষ করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের মতামত অগ্রাহ্য করিয়া কেন্দ্রীয় সরকার দেশবাসীর উপর জবরদস্তিমূলকভাবে পৃথক নির্বাচন চাপাইয়া দিবার যে চক্রান্ত করিয়াছেন, তাহাতে রাজনৈতিক, ছাত্র ও সুধী মহলে তুমুল ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এই বিভেদমূলক ব্যবস্থা প্রতিরোধের জন্য আগামী ৮ই নভেম্বর

দেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের জন্য দেশবাসীর নিকট আবেদন জানাইয়াছেন। গতকল্য (বৃহস্পতিবার) এই উপলক্ষে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন,

পূর্ব পাকিস্তানীদের দ্বিধাবিভক্ত করিয়া কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী তাহাদের শোষণ চিরস্থায়ী করিবার যে ষড়যন্ত্র শুরু করিয়াছে, তাহা কোন মতেই দেশবাসী বরদাশত করিবে না। তিনি বলেন, গণতন্ত্রের সমাধি রচনার জন্য জনমতকে পদদলিত করিয়া প্রতিক্রিয়াশীল ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবার জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত তৎপর হইয়া উঠিয়াছেন। তাহাদের এই উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তাহারা ঢাকার পরিবর্তে করাচীতে জাতীয় পরিষদের এক অধিবেশন আহ্বান করিতেছেন। কিন্তু শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী নভেম্বর কিংবা ডিসেম্বর মাসে ঢাকাতেই এই অধিবেশন হওয়ার কথা। তাই অগণতান্ত্রিকভাবে এই ব্যবস্থা চাপাইবার বিরুদ্ধে তুমুল গণবিক্ষোভের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্যই তাহারা সুদূর করাচীতে বসিয়া বেয়নেটের পাহারায় নির্বাচনী ব্যবস্থার পরিবর্তন করিতে যাইতেছেন। কিন্তু তাহারা যদি মনে করিয়া থাকেন যে, তাহাদের অতীত শাসনামলের সেই বিভেদ নীতির দ্বারা তাহারা ভবিষ্যতেও দেশবাসীকে শোষণ করিতে পারিবেন। তবে তাহারা আহাম্মকের স্বর্গ রাজ্যেই বাস করিতেছেন। পূর্ব পাকিস্তানীদের ন্যায্য অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া তাহাদের উদর স্ফীত করিবার দিন গত হইয়াছে। তাহারা পাকিস্তানে মুসলমান ও অমুসলমান এবং পূর্ব পাকিস্তানে মুসলমানদেরই দ্বিধাবিভক্ত করিতে চাহিতেছেন এবং এই উদ্দেশ্যেই পৃথক নির্বাচন চাপাইবার ফিকিরে মাতিয়াছেন। কিন্তু যদি পৃথক নির্বাচন করা হয়, তবে সংখ্যাসাম্য ব্যবস্থা মুছিয়া ফেলিয়া দিয়া প্রত্যেক ক্ষেত্রে জনসংখ্যানুপাতে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি পূরণ করিতে হইবে। ইহার অন্যথা দেশবাসী বরদাশত করিবে না। যদি তাহাদের সৎসাহস থাকে, তবে তাহারা জনমতের মোকাবিলা করুন। জনাব রহমান গণধিকৃত ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক জোর করিয়া পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চাপাইয়া দিবার বিরুদ্ধে আগামী ৮ই নভেম্বর সভা ও শোভাযাত্রার অনুষ্ঠান করিয়া শক্তিশালী প্রতিরোধ তুলিবার জন্য আওয়ামী লীগের প্রত্যেকটি ইউনিটকে অনুরোধ করিয়াছেন। এই সকল সভার প্রস্তাব আওয়ামী লীগ অপিস ও কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রেরণের জন্য তিনি অনুরোধ করেন। জনাব রহমান এই দিবসকে সর্বতোভাবে সাফল্যমণ্ডিত করিয়া তোলার জন্য গণতন্ত্রকামী প্রত্যেকটি দেশবাসীকে আহ্বান জানাইয়াছেন।

তিনি বলেন, প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ রিপাবলিকান পার্টি, কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেজামে ইসলাম চক্রের গণবিরোধী কাজের প্রতিবাদে ইহাই হইবে দেশবাসীর সর্বপ্রথম গণতান্ত্রিক পদক্ষেপ।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬শে অক্টোবর ১৯৫৭

বিমান বন্দরে সম্বর্ধনা

করাচীতে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের রাজনীতির বেড়াজাল হইতে অব্যাহতি লাভের পর জনাব সোহরাওয়ার্দী গতকল্য (শুক্রবার) পি,আই,এ, বিমানযোগে ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছিলে বিমানবন্দরে নেতৃ সম্বর্ধনার এক নয়নাভিরাম দৃশ্যের অবতারণা হয়। প্রিয় নেতাকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপনের জন্য সকাল দশটা হইতেই হাজার হাজার নগরবাসী

বিমানবন্দর অভিমুখে যাত্রা করে। বেলা এগারটার দিকে অসংখ্য গাড়ী বোঝাই করিয়া জনসাধারণ বিমানবন্দরে গমন করে। গণতন্ত্রের দিশারী জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সাদর অভ্যর্থনা জানাইবার জন্য এই দিন সুদূর পল্লী অঞ্চল হইতেও হাজার হাজার দেশবাসী ঢাকা আগমন করে। ইহার মধ্যে ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ভৈরব প্রভৃতি স্থানের নাম উল্লেখযোগ্য। নারায়ণগঞ্জ, টাঙ্গাইল, এমনকি সুদূর ভৈরব হইতেও ঢাকায় আগমন করিয়া জনসাধারণ যেভাবে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সম্বর্ধনা জানান, তাহা চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গতকল্য নারায়ণগঞ্জ হইতে পঞ্চাশটিরও বেশী বাস বোঝাই হইয়া শোভাযাত্রা সহকারে নারায়ণগঞ্জ তেজগাঁও বিমানবন্দরে গমন করে। বেলা প্রায় সাড়ে এগারটার দিকে তেজগাঁও বিমানবন্দরের চতুর্দিকে এবং অফিস গৃহের ছাদে তিল ধারণের স্থানও ছিল না। বিমান অবতরণের পূর্ব হইতেই বিরাট জনতা 'জনাব সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ, আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ, পাকিস্তান জিন্দাবাদ, মীর জাফরী চলবে না," ইত্যাদি ধ্বনি দ্বারা বিমানবন্দর মুখরিত করিয়া তোলে। বেলা ১০ টা ২০ মিনিটে বিমানটি বন্দরে অবতরণ করে এবং উহা টারমাকে আসিয়া পৌঁছার পূর্বেই পুলিশের কর্ডন ভেদ করিয়া জনতা বাঁধ ভাঙ্গা বন্যার ন্যায় সম্মুখে দৌড়াইয়া যায়। জনাব সোহরাওয়ার্দী বিমানের সিঁড়িতে আবির্ভূত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গগণবিদারী কণ্ঠে জনাব সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ ও আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ ধ্বনি দ্বারা জনতা তাঁহাকে অভিনন্দন জানায়। জনাব সোহরাওয়ার্দী জনতার উচ্ছ্বাসে এতই অভিভূত হইয়া পড়েন যে, তিনি কিছুক্ষণ সিঁড়িতে দাঁড়াইয়া থাকেন এবং নিজস্ব মুভি ক্যামেরায় তাহাদের ছবি তোলেন। শেখ মুজিবুর রহমান সিড়িতে উঠিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীকে মাল্যভূষিত করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দী সিঁড়ির কিয়দ্দুর নামিয়া আসিতেই মুখ্যমন্ত্রী জনতার স্রোত ঠেলিয়া গিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীকে মাল্যভূষিত করেন। অতঃপর বহু কষ্টে তাহাকে জনতার ভিড়ের মধ্যে দিয়া ভি, আই, পি কক্ষে নিয়া আসা হয়। কিন্তু জনতা তাঁহাকে নিকট হইতে দেখিবার জন্য এতই আগ্রহান্বিত হইয়া উঠে যে, ভি, আই, পি, কক্ষের সম্মুখে রীতিমত লড়াই বাধিয়া যায়। বিমানবন্দরে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ পরিষদের বহু সদস্য ও ছাত্রনেতা জনাব সোহরাওয়ার্দীকে সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করেন।

জনাব সোহরাওয়ার্দী ভি, আই, পি কক্ষে ঘণ্টাধিককাল সাংবাদিকদের সহিত আলোচনা করেন। তাঁহাকে একখানি খোলা জীপে দেড় মাইল দীর্ঘ এক শোভাযাত্রা শুরু হয়। এই শোভাযাত্রার গাড়ীতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে দীর্ঘ একঘণ্টা ২০ মিনিট ঢাকার তেজগাঁও অভিমুখে একটি গাড়ি যাইতে পারে নাই। বিমানে করাচী যাত্রীগণ পথে গাড়ী থামাইয়া পদব্রজে বন্দরে গমন করেন। এইদিন তেজগাঁওয়ের পথে যানবাহন ও চলাচলের যে ভিড় পরিলক্ষিত হয় তা ঢাকার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। শোভাযাত্রার হাজার হাজার নগরবাসী সারা পথে "জনাব সোহরাওয়ার্দী জিন্দাবাদ", "আওয়ামী লীগ জিন্দাবাদ" ধ্বনি দিতে থাকে। শহরে শোভাযাত্রীরা ছত্রভঙ্গ হইয়া যায়।

নারায়ণগঞ্জ এবং অন্যান্য স্থান হইতে আগত দেশবাসী সভায় যোগদান করেন। সন্ধ্যায় নারায়ণগঞ্জের পঞ্চাশটি বাস শোভাযাত্রা সহকারে ঢাকা ত্যাগ করে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭শে অক্টোবর ১৯৫৭

ওহিদুজ্জামানের প্রতি পাল্টা চ্যালেঞ্জ
শেখ মুজিবুর কর্তৃক নির্বাচনে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান

এ, পি, পি পরিবেশিত সংবাদে বলা হইয়াছে যে, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান গত শুক্রবার এক বিবৃতিতে বলেন, অদ্যকার 'আজাদ' পত্রিকায় প্রকাশিত গোপালগঞ্জে জনাব ওয়াহিদুজ্জামানের একটি হাস্যকর বিবৃতির প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

"জনাব জামান তাঁহার সহিত নির্বাচন-প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার জন্য আমাকে চ্যালেঞ্জ দিয়াছেন। এই সেদিন সাধারণ নির্বাচনে আমার নিকট পরাজিত হওয়ার পরও কোন লজ্জায় আমাকে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদে ইস্তাফা দিয়া পৃথক বনাম যুক্ত নির্বাচনের ইস্যুতে তাঁহার সহিত নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হইতে বলেন? বরং তিনি তাঁহার নেতা জনাব নূরুল আমীন বা অন্য কোন মুসলিম লীগ নেতাকে পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন যে-কোন উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে বলুন।

"সকলেই–বিশেষ করিয়া গোপালগঞ্জবাসী জনাব জামানের রীতি-প্রকৃতি জানে। নির্বাচনে আমার কাছে পরাজিত হইলে তিনি তাঁহার স্ত্রী, ভ্রাতা, ভৃত্য, গৃহশিক্ষক প্রভৃতির নামে রাখা অসদুপায়ে অর্জিত সকল অর্থ জনসাধারণের মধ্যে বাটিয়া দিতে রাজী আছেন? অথবা তিনি কি আমার নিকট নির্বাচনে পরাজিত হইলে তাঁহার করাচীর মনিবদের বা লীগ নেতাদের জাতীয় পরিষদে পৃথক নির্বাচনী বিল উত্থাপন না করিতে রাজী করিতে পারিবেন? আমি পরাজিত হইলে আমার পার্টি পৃথক নির্বাচনী বিলে আপত্তি দিবে না।

"আমি কেন গোপালগঞ্জের যে-কোন আওয়ামী লীগ কর্মীই তাঁহাকে আগামী সাধারণ নির্বাচনে হারাইয়া দিবে। জনসাধারণ জানে, গত নির্বাচনে আমার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিতে যাইয়া তিনি লাখ লাখ টাকা খরচ করিয়াও পরাজিত হন।"

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭শে অক্টোবর ১৯৫৭

সোহরাওয়ার্দীর ঢাকা ত্যাগ

২৪ ঘণ্টাকাল ঢাকায় অবস্থানের পর জনাব সোহরাওয়ার্দী গতকল্য (শনিবার) বিমানযোগে লাহোর যাত্রা করেন।

পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, মন্ত্রিসভার অপরাপর সদস্যবৃন্দ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এবং আওয়ামী লীগের নেতা ও কর্মীবৃন্দ জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বিমানবন্দরে বিদায় সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

ঢাকার একদল সাংবাদিকও জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত লাহোর যাত্রা করিয়াছেন।

Morning News
27th October 1957

Mujib's Rejoinder to Wahiduzzaman

The General Secretary of the East Pakistan Awami League, Sk. Mujibur Rahman, on Friday issued a rejoinder to Mr. Wahiduzzaman, ex-MCA (Muslim League), who had changed Mr. Rahman to contest an election with him on the issue or electorate, reports APP.

Mr. Rahman said that he was prepared to resign from his constituency (where he defeated Mr. Zaman last time) and again contest him on the electorate issue on two conditions: First, Mr. Wahiduzzman should make the Muslim League High Command agree to drop the separate electorates proposal in case Mr. Zaman was defeated. Secondly, Mr. Zaman should give away his property for charitable purposes if he was defeated.

Mr. Rahman also challenged Mr. Zaman, Mr. Nurul Amin or any other Muslim League leader to contest the coming by-elections.

Sk. Mujibur Rahman added that any of his workers from Gopalganj could defeat Mr. Zaman.

দৈনিক ইত্তেফাক
৩১শে অক্টোবর ১৯৫৭

গুরুত্বপূর্ণ উপনির্বাচন মারফত পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য পরীক্ষার প্রস্তুতি
আওয়ামীলীগ কর্তৃক দুইটি কেন্দ্রে প্রার্থী মনোনয়ন সমাপ্ত
সিরাজগঞ্জে ডাঃ বশিরুদ্দীন ও মাদারীপুরে ডাঃ মওলা মনোনীত

(স্টাফ রিপোর্টার)

কেন্দ্রে জনাব সোহরাওয়ার্দী বাধ্যতামূলক পদত্যাগের পর লীগ-রিপাবলিকান কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা কার্যভার গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় পরিষদে পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যালঘুতে পরিণত করার জন্য সর্বজনস্বীকৃত যুক্ত নির্বাচন প্রথার পরিবর্তন করিয়া স্বতন্ত্র নির্বাচন চাপাইয়া দেওয়ার জন্য করাচীতে যে পাঁয়তারা চলিতেছে, পূর্ব পাকিস্তানের আসন্ন উপনির্বাচনে প্রদেশবাসী দ্ব্যর্থহীন ভাষায় তাহার যোগ্য জবাব দিতে চলিয়াছে।

আসন্ন উপনির্বাচনের এই অসীম গুরুত্বের উপর লক্ষ্য রাখিয়া প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ গতকল্য (বুধবার) তাহাদের প্রার্থী মনোনয়ন সমাপ্ত করিয়াছেন।

গতকল্য মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশের সভাপতিত্বে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় আসন্ন উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী মনোনীত ও পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী নির্বাচন করা হয়।

পার্লামেন্টারী বোর্ডের উক্ত সভায় উপনির্বাচনের সহিত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং সর্বসম্মতিক্রমে ডাঃ গোলাম মওলা এম, এস-সি, এম, বি, বি-এসকে মাদারীপুর উত্তরপূর্ব মুসলিম নির্বাচনী কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের প্রার্থী হিসাবে মনোয়ন দান করা হয় । আওয়ামী লীগ প্রার্থী হিসেবে সিরাজগঞ্জ মধ্য মুসলিম নির্বাচনী কেন্দ্রে ডাঃ বশিরুদ্দীন চৌধুরী এল, এম, এফ কে মনোনয়ন দান

করা হয়। ডাঃ বশিরুদ্দীন চৌধুরীর সমর্থনে জনাব মোতাহার হোসেন ও মৌলভী মীজানুর রহমান এবং ডাঃ গোলাম মওলার সমর্থনে জনাব আলী আহমদ মোক্তার তাহার আবেদনপত্র প্রত্যাহার করেন।
উক্ত সভায় শেখ মুজিবুর রহমানকে সর্বসম্মতিক্রমে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী নির্বাচিত করা হয়।

Morning News
3rd November1957

Editorial

AWAMI LEAGUE

I have read with interest the letter of Mr. Imamuddin Ahmed published in your paper on October 29, under the caption Awami League. It is a fact that almost all the top ranking leaders of the Awami League always speak with a regional and provincial outlook. I feel no hesitation in saying that the idea of regionalism is the only fundamental pillar upon which the building of the Awami Leaguers stands Sheikh Mujibur Rahman, whose hobby it is to deliver speeches with an appeal to provincial feelings always feels shy of saying "Purba Pakistan" and perhaps feels proud in saying "Purba Bangla."
As for Mr. Suhrawardy, it is difficult for the nation to depend on him in view of his ever changing stand.
After his expulsion from the Muslim League, he staged a comeback to politics through Moulana Bhashani and occupied the top position in the country. But he trampled the Moulana also under his feel after getting the Premiership. Then he joined hands with the West. He welcomed the Eisenhower doctrine toured the western countries and aligned himself to the West. After that he was to send his "Chela" to Russia as his personal envoy. One cannot say if it was the first move of Mr. Suhrawardy towards kicking the West and leaping into the lap of Moscow.
Anis ahmed, Comilla

দৈনিক ইত্তেফাক
৪ঠা নভেম্বর ১৯৫৭

শিল্প তথা অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তানকে পঙ্গু করার জন্য জঘন্য কারসাজি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (রবিবার) সংবাদপত্রে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেনঃ

> "পণ্য সাহায্য কার্যসূচী অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা পাকিস্তানের বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে সাহায্য মঞ্জুর করে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধক্রমে উক্ত সাহায্য দান বন্ধ করা হইয়াছে বলিয়া পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করিয়াছেন,স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে এই মর্মে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার এই সাহায্য বন্টন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়াও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।"

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলীর নাম উল্লেখ করা না হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় উপরোক্ত রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নহে। একটি ক্ষুদ্র কোটারী গঠনের উদ্দেশ্যে গত দশ বৎসর যাবৎ গোটা দেশ এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে যেরূপ অধঃপতনের মুখে ঠেলিয়া দেওয়া হইয়াছে, বর্তমান প্রচেষ্টা উহারই পুনরাবৃত্তি এবং ইহা অতীতের সব কিছুকেই ছাপাইয়া গিয়াছে। বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে বিমাতাসুলভ ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে তারতম্য করা হইয়াছে, তাহার ফলে পূর্ব পাকিস্তান বলাবাহুল্য, ভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছে। এ দুঃখজনক কাহিনী আজ সর্বজনবিদিত। সকল রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এমনকি স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোটারীর মুখপাত্রগণ পর্যন্ত প্রকাশ্য বক্তৃতা-বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের এ দুঃসহ অবস্থার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প এবং অন্যান্য উন্নয়ন ক্ষেত্রে যে অসম অবস্থা বিদ্যমান রহিয়াছে, প্ল্যানিং বোর্ড ইহা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের এই অসম অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য প্ল্যানিং বোর্ড উপযুক্ত পরামর্শ দান অথবা পথ বাতলাইতে অসামর্থের পরিচয় দিয়াছেন।
বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের কুখ্যাত মুসলিম লীগেরই ধ্বংসাবশেষ। গত ১৯৫৩ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক যখন জোর প্রতিবাদ উত্থাপিত হইতে থাকে, তখন মুসলিম লীগ অধ্যুষিত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের ১৫০টি বৃহদাকার শিল্প ইউনিটের জন্য ৩৫ কোটি টাকা এবং সে স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের ৪৭টি অনুরূপ শিল্প ইউনিটের জন্য মাত্র ২কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে উপেক্ষা করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহদকায় শিল্প ছাড়াও হাজার হাজার ক্ষুদ্রকায় শিল্প গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে।
পশ্চিম পাকিস্তানের বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠায় সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা পি, আই, ভি, সি কি পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে, তাহার উল্লেখ করিয়া আমি জনমনে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে চাই না। এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নে অর্থ বিনিয়োগের চেয়ে বিদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা বেশী যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করেন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকারের কাছে এই ঘটনা অজানা নয়। তাঁহারা ইহা জানেন, তবে নিজেরা জনসাধারণের প্রতিনিধি না হওয়ার দরুন রাষ্ট্রের বুনিয়াদধ্বংসী এই অশুভ চক্রের হাতের ক্রীড়ানক হইতে বাধ্য হইতেছেন। শাসনতন্ত্রের বিধানে পরিস্কারভাবে প্রদেশের হাতে স্ব স্ব শিল্প গঠনের ভার দেওয়ার নির্দেশ থাকিলেও কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ দল ক্ষমতায় আসিয়া এই বিষয়ে কেন্দ্র ও প্রদেশের অধিকারের সীমানা নির্ধারণ না করা পর্যন্ত এই অশুভ-চক্রটি শাসনতন্ত্রে এই বিলটী কার্যকরীকরণ বিলম্বিত করে। পূর্ব পাকিস্তানে বেশী পরিমাণে শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের উভয় অংশের শিল্পায়নে সমতা আনার জন্য ক্রমে ক্রমে এই অসমতা দূর করার সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
নিজেদের ঘৃণ্য ব্যবহারের সাফাই দেওয়ার জন্য এবং এই প্রদেশের শিল্পায়ন ব্যাহত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সবসময়ই বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের অজুহাত দেখাইয়াছেন এবং সরকারী কর্মচারীদের চক্রান্ত তাঁহার নিকট ফাঁস করিয়া দেয়। ইহার ফলে প্রাদেশিক সরকারকে ৭ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রদেশের সমুদয় পরিকল্পনা পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এত অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিকল্পনা পেশ করা প্রায় অসম্ভব হইলেও প্রাদেশিক সরকার উক্ত নির্দেশ পালন করেন।

আজাদী লাভের পর হইতে লোকচক্ষুর আড়ালে দেশের অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গোপনে অনুগ্রহ বিতরণের যে রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছিল তাহা ভঙ্গ করিয়া প্রাদেশিক সরকার বিভিন্ন প্রকার ৩৩ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পপতিদের নিকট হইতে প্রকাশ্যভাবে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এই শিল্প প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা কিংবা অর্জনের উপরও দেশীয় কাঁচামালের ভিত্তিতে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়। দেশের প্রয়োজন এবং আর্থিক সঙ্গতির প্রতি লক্ষ্য করিয়া পরিকল্পনাগুলি পুংখানুপুংখ রূপে পরীক্ষা করা হয় এবং পরিক্ষান্তে উহা গ্রহণ করা হয়। কোন অঞ্চলের অধিবাসী কিংবা তাহার রাজনৈতিক মতবাদ কি সে সম্পর্কে কোন প্রশ্ন না তুলিয়া প্রার্থীর আর্থিক সচ্ছলতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া প্রার্থী মনোনীত করা হয়।

ফলে বহু মুসলিম লীগের এক এ্যালটমেন্ট লাভ করে। রাজনৈতিক মতবাদ কখনও বিচার করা হয় নাই। আমি যে কোনও ব্যক্তিকে এই প্রদেশ হইতে লাইসেন্স প্রাপ্ত লোকদের নামের তালিকা পরীক্ষা চ্যালেঞ্জ দিতেছি। আমি দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি যে, গোড়া মুসলিম লীগ পন্থীরাও অর্থ বিনিয়োগের সুযোগ হইতে বঞ্চিত হন নাই।

Morning News
4th November 1957

Mujib Criticises Move to stop ICA AID

(By A Staff Reporter)

The East Pakistan Awami League General Secretary, Sheikh Mujibur Rahman, expressed his resentment against the move to postpone the expenditure of the 10 million dollar ICA aid to private industries.

In a statement issued in Dacca late last (Sunday) night he denied that the Suhrawardy Government took into consideration political affiliations, in the distribution of import incenses. He challenged "anybody" to examine the list of the parties who were granted licenses from this province."

Sheikh Mujib said this decision at the instance of the present Central Government "foreshadows things the come and reappearance of a rule which during the last 10 years had impoverished the country as a whole, and East Pakistan in particular, with a view to fattening ..... small coterie."

Saying that "the unholy cliques at Karachi had exploited the poor people of this province," Sheikh Mujibur Rahman threatened that the Awami League was "seriously" contemplating to raise a country-wide agitation in this connection.

The Awami League, he said might have to issue mandate to the East Pakistan government to take as possible measures to "face that threat to the economic development of this province."

দৈনিক ইত্তেফাক
৫ই নভেম্বর ১৯৫৭

নড়িয়া উপনির্বাচন কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের বিরুদ্ধে সম্মিলিত আওয়াজ তোলার আহ্বান
আওয়ামীলীগের সম্পাদক শেখ মুজিবুরের বিবৃতির অবশিষ্ট বিবরণ

এই সকল পরিকল্পনা দেশের বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ কমিটি কর্তৃক বহুবার পরীক্ষিত হয়। বিভিন্ন স্তরের লোকদের এই সকল বিষয়ে কয়েকদফা আলোচনা ও সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। প্রাদেশিক শিল্প ডিরেক্টরেট, প্রাদেশিক সরকার, কেন্দ্রীয় শিল্প, অর্থ ও অর্থনৈতিক দফতর সমূহ, সাপ্লাই ও উন্নয়ন ডিরেক্টরেট, প্লানিং কমিশন ঐ সকল পরিকল্পনা বারবার পরীক্ষা করেন এবং এই সকল দায়িত্বশীল সংস্থার চূড়ান্ত বিবেচনার পর বর্তমান তালিকা অনুমোদিত হয়। ঢাকা ও করাচীতে আই, সি, এ, প্রতিনিধিদলের সহিত কয়েকদফা আলোচনা চলে এবং প্রত্যেকটি পরিকল্পনা বিশেষভাবে পরীক্ষার পর তাঁহারা উহা অনুমোদন করেন। প্রাদেশিক সরকারের প্রতিবাদ সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকারের তথাকথিত স্ক্রীনিং কমিটি পরিকল্পনাগুলি পরীক্ষা করেন এবং অর্থনৈতিক দিক হইতে ইহাদের গুরুত্ব ও যুক্তিযুক্ততা সম্পর্কে কোনরূপ ত্রুটি নির্ধারণে অসমর্থ হইয়া অনুমোদন করিতে বাধ্য হন।

এইভাবে চেষ্টা চলিবার ফলে মোট ৫ কোটি টাকা সাহায্যের মধ্যে এই প্রদেশকে ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা ...

দফতরের একটা অংশ শিল্প দফতর বিচ্ছিন্ন করা হইলেও গভীর আত্মপ্রসাদের সহিত তিনি পশ্চাদ্বার দিয়া গদিতে আরোহণ করিয়াই এখানকার উন্নয়ন পরিকল্পনাসমূহ বানচাল করার জন্য বিরুদ্ধ শক্তির সহিত হাত মিলাইয়াছেন। সাহায্যের সম্পূর্ণ অর্থ বাতিল করা হইলে দেশের ক্ষতি হইবে বটে, তবে পূর্ব পাকিস্তানই সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইবে।

সংবাদ
৫ই নভেম্বর ১৯৫৭

শেখ মুজিব কর্তৃক নয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের সমালোচনা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গত রবিবার সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন ঃ

> "পণ্য সাহায্য কার্যসূচী অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা পাকিস্তানের বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠান সমূহকে যে সাহায্য মঞ্জুর করে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধক্রমে উক্ত সাহায্য দান বন্ধ করা হইয়াছে বলিয়া পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করিয়াছেন, স্থানীয় সংবাদপত্রসমূহে এই মর্মে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার এই সাহায্য বনটন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়াও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।"
>
> পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মিঃ ল্যাংলীর নাম উল্লেখ করা না হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় উপরোক্ত রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নহে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ই নভেম্বর ১৯৫৭

শহীদ সোহরাওয়ার্দী

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী আগামী ১০ই নবেম্বর পি.আই-এ বিমানযোগে ঢাকা আসিয়া পৌঁছিবেন এবং ঐদিন রাত্রিতেই সিরাজগঞ্জ রওয়ানা হইবেন। ১১ই নবেম্বর প্রাতে তিনি সিরাজগঞ্জ পৌঁছিবেন। ১১ই ও ১২ই নবেম্বর তিনি যথাক্রমে সিরাজগঞ্জ ও রায়গঞ্জে দুইটি জনসভায় বক্তৃতা করিবেন। সিরাজগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগ এ- সম্পর্কে যাবতীয় ব্যবস্থা সম্পন্ন করিবেন।

১২ই নবেম্বর অপরাহ্নে জনাব সোহরাওয়ার্দী ট্রেনযোগে ঢাকা রওয়ানা হইবেন। ১৩ই নবেম্বর প্রাতে ঢাকা পৌঁছিয়া সঙ্গে সঙ্গেই লঞ্চযোগে নড়িয়া যাত্রা করিবেন। ১৪ই নবেম্বর প্রাতে জনাব সোহরাওয়ার্দী ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন এবং ঐ দিনই অপরাহ্নে পি, আই, এ বিমানযোগে করাচী যাত্রা করিবেন।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরও কতিপয় আওয়ামী লীগ নেতা সফরকালে জনাব সোহরাওয়ার্দীর সঙ্গে থাকিবেন।

সংবাদ
৬ই নভেম্বর ১৯৫৭

শেখ মুজিব কর্তৃক নয়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈষম্যমূলক আচরণের সমালোচনা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গত রবিবার সংবাদপত্রে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেনঃ

"পণ্য সাহায্য কার্যসূচী অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা পাকিস্তানের বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহকে যে সাহায্য মঞ্জুর করে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকারের অনুরোধক্রমে উক্ত সাহায্য দান বন্ধ করা হইয়াছে বলিয়া পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করিয়াছেন, স্থানীয় সংবাদপত্রসমুহে এই মর্মে রিপোর্ট প্রকাশিত হইয়াছে। আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থার এই সাহায্য বনটন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকার তদন্তের ব্যবস্থা করিতেছেন বলিয়াও রিপোর্টে উল্লেখ করা হইয়াছে।"

পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি: ল্যাংলির নাম উল্লেখ করা না হইলে স্বাভাবিক অবস্থায় উপরোক্ত রিপোর্ট বিশ্বাসযোগ্য নহে।

একটি ক্ষুদ্র কোটারী গঠনের উদ্দেশ্যে গত দশ বৎসর যাবৎ গোটা দেশ এবং বিশেষ ভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে যেরূপ অধ:পতনের মুখে ঠেলে দেওয়া হইয়েছে। বর্তমান প্রচেষ্টা উহারই পুনরাবৃত্তি এবং ইহা অতীতের সব কিছুকেই ছাপাইয়া গিয়াছে। বছরের পর বছর পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যে বিমাতাসুলভ ব্যবহার প্রদর্শিত হইয়াছে এবং শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন ক্ষেত্রে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যে তারতম্য করা হইয়াছে। তাদের ফলে পূর্ব পাকিস্তান বলা বাহুল্য ভঙ্গুর হইয়া পড়িয়াছে। এ দুঃখজনক কাহীনী আজ সর্বজন বিদিত। সকল রাজনৈতিক দলের বিশিষ্ট নেতৃবর্গ এমনকি স্বার্থ সংশ্লিষ্ট কোটারীর মুখপাত্রগণ পর্যন্ত প্রকাশ্য বক্তৃতা বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের এহেন অবস্থার সত্যতা স্বীকার করিয়াছেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প এবং অন্যান্য উন্নয়ন ক্ষেত্রে যে অসম অবস্থা বিদ্যামান রহিয়াছে, প্লানিং বোর্ড উহা স্পষ্ট ভাষায় স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সমস্যা এবং পাকিস্তানের উভয় অংশের এই অসম

অবস্থার প্রতিবিধানের জন্য প্লানিং বোর্ড উপযুক্ত পরামর্শ দান অথবা পথ বাতলাইতে অসামর্থের পরিচয় দিয়েছেন।

বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার অতীতের কুখ্যাত মুসলীম লীগেরই ধ্বংসাবশেষ। গত ১৯৫৪ সাল হইতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান কর্তৃক যখন জোর প্রতিবাদ উপস্থাপিত হইতে থাকে তখন মুসলিম লীগ অধ্যুষিত কেন্দ্রীয় সরকার পশ্চিম পাকিস্তানের ১৫টি শিল্প ইউনিটের জন্য ৩৫ কোটি টাকা এবং সে স্থলে পূর্ব পাকিস্তানের ৮৭ টি অনুরূপ শিল্প ইউনিটের জন্য মাত্র ২ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে উপেক্ষা করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে বৃহদকায় শিল্প ছাড়াও হাজার হাজার ক্ষুদ্রকায় শিল্প গড়িয়া তোলার ক্ষেত্রে সরকারী সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানের বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠার সাহায্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা পিআইবি সিকি পরিমান অর্থ বিনিয়োগ করিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া আমি জনমনে উত্তেজনা সৃষ্টি করিতে চাই না। এই প্রতিষ্ঠানটি পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পায়নে অর্থ বিনিয়োগের চেয়ে বিদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা বেশী যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ করেন। কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন বর্তমান সরকারের কাছে এই ঘটনা অজানা নয়। তাহারা ইহা জানেন, তবে নিজেরা জনসাধারণের প্রতিনিধি না হওয়ার দরুন রাষ্ট্রের বুনিয়াদধ্বংসী এই অশুভ চক্রের হাতের ক্রীড়নক হইতে বাধ্য হইতেছে না। শাসনতন্ত্রের বিধানে পরিস্কার ভাবে প্রদেশের হাতে স্ব স্ব শিল্প গঠনের ভার দেওয়ার নির্দেশ থাকলেও কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ দল ক্ষমতায় আসিয়া সব বিষয়ে কেন্দ্রীয় প্রদেশের অধিকারের সীমানা নির্ধারণ না করা পর্যন্ত এক অশুভ চক্রটি শাসনতন্ত্রে এই বিলটি কার্যকর করণ বিলম্বিত করে। পূর্ব পাকিস্তানে বেশী পরিমাণ শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়া দেশের উভয় অংশের শিল্পায়নে সমতা আনার জন্য ক্রমে ক্রমে এই জনমত দূর করার সুস্পস্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

নিজেদের ঘৃণ্য ব্যবহারের সাফাই দেওয়ার জন্য এবং দুই প্রদেশের শিল্পায়ন ব্যাহত করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার সব সময়ই বৈদেশিক মুদ্রার অভাবের অজুহাত দেখাইয়াছেন। আই-সির বেসরকারী শিল্পোন্নয়নে ৫ কোটি টাকা মানের বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্য করিবেন জানিতে পরিয়া সাধারণ মানুষের মনে আশার সঞ্চার হয়। স্বাভাবিকভাবেই সকলে আশা করেন যে, এই টাকার অধিকাংশই পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়নে ব্যয়িত হইবে, কিন্তু দুঃখের বিষয় করাচী চক্র দীর্ঘকাল ধরিয়া আইসি এর এই প্রস্তাব জনসাধারণের প্রতিনিধিদের এমন কি মন্ত্রীদের নিকট হতেও গোপন করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাত্র ২৪ লাখ টাকা বরাদ্দ করিয়া একটি পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এই পরিকল্পনাও পূর্ব হইতে বিদ্যামান পশ্চিম পাকিস্তানীদের কতিপয় পরিকল্পনার সহিত তাল রাখার জন্য গৃহীত হয়। প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সরকার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর গোচরীভূত করে এবং সরকারী কর্মচারীদের এই চক্রান্ত তাহার নিকট ফাঁস করিয়া দেয়। ইহার ফলে প্রাদেশিক সরকারকে ৭ দিনের মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রদেশের সমস্ত পরিকল্পনা পেশ করার নির্দেশ দেওয়া হয়। এত অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিকল্পনা পেশ করা প্রায় অসম্ভব হইলেও প্রাদেশিক সরকার উক্ত নির্দেশ পালন করেন।

আজাদী লাভের পর হইতে লোকচক্ষুর আড়ালে দেশের অর্থনীতির প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া গোপনে অনুগ্রহ বিতরণের যে রেওয়াজ চলিয়া আসিতেছিল তাহা ভঙ্গ করিয়া প্রাদেশিক সরকার বিভিন্ন প্রকার ৩০ ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠার জন্য শিল্পপতিদের নিকট হইতে প্রকাশ্য ভাবে সংবাদপত্রে

বিজ্ঞাপন প্রকাশ করেন। এই শিল্প প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বৈদেশিক মুদ্রা রক্ষা কিংবা অর্জনের উপরও দেশীয় কাঁচা মালের ভিত্তিতে স্থাপিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের উপর অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ই নভেম্বর ১৯৫৭

আওয়ামী লীগ প্রার্থীকে জয়যুক্ত করার জন্য নড়িয়াবাসীর শপথ
বৃহত্তম জনসভায় নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা ঃ নয়া মীরজাফরদের সম্পর্কে মওলানা তর্কবাগীশের হুঁশিয়ারী

নড়িয়া (মাদারীপুর), ৭ই নবেম্বর- গতকল্য এখানে এক বৃহত্তম জনসমাবেশে মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মনসুর আলী, জনাব কোরবান আলী প্রমুখ আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। এতদঞ্চলে ইতিপূর্বে কখনও এতবড় জনসভা অনুষ্ঠিত হইতে দেখা যায় নাই।

সভায় সমবেত ১ সহস্র লোক হস্ত উত্তোলন করিয়া আসন্ন উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ডাঃ গোলাম মওলাকে ভোট দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দান করে।

পূর্বাহ্নে হাজার হাজার লোকের বিরাট জনতা নদী-ঘাটে সমবেত হইয়া তাহাদের প্রিয় নেতৃবৃন্দকে বিভিন্ন ফেষ্টুন ও শ্লোগান সহকারে বিপুল অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করে। স্থানীয় সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ নেতৃবৃন্দকে মাল্যভূষিত করেন। জনসাধারণের এই স্বতঃস্ফূর্ত সম্বর্ধনা দ্বারা আওয়ামী লীগের প্রতি তাহাদের যে অকৃত্রিম সমর্থন রহিয়াছে, তাহাই প্রমাণিত হয়।

জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বিভিন্ন যুক্তি প্রমাণ দিয়া যুক্তনির্বাচনের অপরিহার্যতা বিশ্লেষণ করিয়া বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্ব ও যুক্তনির্বাচন চাহে কি না ,বর্তমান উপনির্বাচন মারফতে তাহাই প্রমাণিত হইবে। বিগত নয় বৎসর যাবৎ মুসলিম লীগ শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানকে ক্রমাগত যেভাবে শোষণ করা হইয়াছে এবং তাহার ফলে প্রদেশের যে অপূরণীয় সর্বনাশ সাধিত হইয়াছে, জনাব রহমান বিভিন্ন তথ্য-প্রমাণ সহকারে জনসমক্ষে তাহা বিশ্লেষণ করেন। তিনি তাঁহার বিরুদ্ধে যে সব অভিযোগ করা হয়, তাহা প্রমাণ করার জন্য মুসলিম লীগারদের প্রতি চ্যালেঞ্জ প্রদান করিয়া বিনা প্রমাণে এই সব ভিত্তিহীন অভিযোগে বিশ্বাস স্থাপন না করার জন্য সর্বসাধারণের শুভবুদ্ধির নিকট আবেদন জানান।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ 'নয়া মীরজাফরদের' সম্পর্কে জনগণকে হুঁশিয়ার করিয়া দিয়া বলেন যে, তাহারা পাকিস্তানকে দুর্বল করার জন্য সর্বদা তৎপর রহিয়াছে। তিনি বলেন, এই রাষ্ট্রবিরোধী চক্র জাতীয় নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দীর বিরোধিতা করিয়া পাকিস্তানের সর্বনাশ করিতেছে। মওলানা তর্কবাগীশ আরও বলেন যে, আওয়ামী লীগ ইসলামী শিক্ষাকে উৎসাহিত করিতে চাহে, আওয়ামী লীগ মাদ্রাসার ছাত্রদের জন্য নূতন পাঠ্য তালিকা প্রণয়ন করিয়া মাদ্রাসার শিক্ষা পদ্ধতির আমূল উন্নতি সাধনের জন্য বিশেষ উদগ্রীব রহিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৮ই নভেম্বর ১৯৫৭

বিজ্ঞাপন

পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে প্রতিবাদ সভা

তারিখ ঃ অদ্য ৮ই নভেম্বর (শুক্রবার)
স্থান ঃ পল্টন ময়দান
সময় ঃ অপরাহ্ন ৪ ঘটিকা
সভাপতি ঃ মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ
প্রধান বক্তা ঃ শেখ মুজিবুর রহমান
দলে দলে যোগদান করিয়া পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলুন।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই নভেম্বর ১৯৫৭

<u>প্রতিবাদ দিবস</u>
পল্টন ময়দানের জনসভা
ফুটবল খেলার দরুন স্থগিত

আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে প্রতিবাদ দিবস উপলক্ষে আয়োজিত জনসভা জাতীয় সসার চ্যাম্পিয়নশীপের ফাইনাল খেলার জন্য স্থগিত রাখেন বলিয়া আওয়ামী লীগের অর্গানাইজিং সেক্রেটারী আবদুল হামিদ চৌধুরী গতকল্য ঘোষণা করেন। সভার পরবর্তী তারিখ পরে ঘোষণা করা হইবে।

জেনারেল সেক্রেটারী জানান যে, ঢাকা শহর ব্যাতীত প্রদেশের অন্য সব স্থানে শুক্রবার যথারীতি প্রতিবাদ দিবস উদযাপিত হবে। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই নভেম্বর ১৯৫৭

নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন
প্রাদেশিক নেতৃবৃন্দের বক্তৃতা

নারায়ণগঞ্জ সিটির অন্তর্গত ১ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের উদ্যোগে গত ৩রা নভেম্বর পাইকপাড়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুল প্রাঙ্গণে এক বিরাট কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে উক্ত ওয়ার্ডের প্রায় দেড়শত আওয়ামী স্বেচ্ছা সেবক বাহিনী নেতৃবৃন্দকে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর কুচকাওয়াজ দর্শনে নেতৃবৃন্দ সন্তুষ্ট হন। কুচকাওয়াজের পর এক বিরাট কর্মী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উহাতে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, খাদ্য সচিব জনাব মুনসুর আলী, সংগঠন সম্পাদক জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী, প্রাদেশিক আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান সংগঠক জনাব জিল্লুর রহমান এম, এ, বি, এল, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর আদর্শ, আওয়ামী লীগ কর্মীদের গৌরবময় ইতিহাস, গত ১০ বৎসরের মুসলিম লীগের গণবিরোধী ইতিহাস এবং যুক্ত নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তার সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন।

আজাদ
১০ই নভেম্বর ১৯৫৭

পূর্ব্ব পাকিস্তানে শিল্পোন্নয়ন
শেখ মুজিব কর্তৃক কেন্দ্রের মনোভাবের সমালোচনা

ঢাকা, ৯ই নবেম্বর। –পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, ইহা অত্যন্ত মর্ম্মান্তিক ব্যাপার যে, বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার অবশেষে আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠান কর্ত্তৃক প্রদত্ত এক কোটি ডলার সাহায্য দ্বারা সিমেন্ট, লৌহ, পেট্রল, চিনি প্রভৃতি আমদানীর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। সর্ব্বপ্রথমে এই অর্থ পূর্ব্ব পাকিস্তানে নয়া শিল্প স্থাপনের জন্য যন্ত্রপাতি আমদানীর উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়। মোছলেম লীগ,কৃষক-শ্রমিক পার্টি নেজামে এছলাম এবং রিপাবলিকান পার্টির অশুভ আতাতে বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার ক্ষমতা দখলের পরই এক এশতেহারে প্রকাশ করিয়া জানান যে, রাজনৈতিক দলের সহিত সম্পর্কের ভিত্তিতে এই লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছে বলিয়া তাঁহারা সন্দেহ করেন। সেইজন্য এ বিষয়ে তদন্ত করিবেন; কিন্তু এখন সকল রহস্য ফাঁস হইয়া গিয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠানের জনৈক মুখপাত্র ওয়াশিংটনে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলিয়াছেন যে, এই অভিযোগ প্রমাণিত হয় নাই। তথাপি তাঁহারা পূর্ব্ব পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিতে দিতে রাজি নহে। কারণ করাচীর কায়েমী স্বার্থবাদীর দল পূর্ব্ব পাকিস্তানে তাঁহাদের বাজার নষ্ট হইয়া যাওয়ার আশংকায় ভীত হইয়া উঠিয়াছেন।

আমি পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বার্থ আদায়ের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে এ সম্পর্কে সংগ্রাম করার আহ্বান জানাইতেছি। আওয়ামী লীগ এ সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা বলবতের জন্য নির্দ্দেশ প্রদানের বিষয় বিবেচনা করিতেছে। -এপিপি

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই নভেম্বর ১৯৫৭

শিল্প দফতরের প্রাদেশিকীকরণ ত্বরান্বিত করার জন্য ম্যান্ডেট দানের বিষয় বিবেচনা
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবের বিবৃতি
আই-সি-আই-এর সাহায্য সম্পর্কে কেন্দ্রীয় সরকারের সিদ্ধান্তে দুঃখ প্রকাশ

(স্টাফ রিপোর্টার)

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (শনিবার) প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন,

'ইহা খুবই মর্মান্তিক ব্যাপার যে, বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার আই,সি,এ'র এক কোটি ডলার বৈদেশিক সাহায্য সিমেন্ট, লৌহ, পেট্রল, চিনি প্রভৃতি আমদানী করার জন্য বরাদ্দ করিয়াছেন। পূর্বে উক্ত সাহায্য পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ার উদ্দেশ্যে বিদেশ হইতে যন্ত্রপাতি আমদানির জন্য বরাদ্দ করা হইয়াছিল।"

জনাব রহমান বলেন, শাসনতন্ত্র অনুসারে শিল্প দফতর একটি প্রাদেশিক বিষয় বিধায় এ ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বনের জন্য প্রাদেশিক সরকারকে ম্যাণ্ডেট প্রদান প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ গভীরভাবে বিবেচনা করিতেছে বলিয়া উল্লেখ করেন।

কেন্দ্রে মুসলিম লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম ও রিপাবলিকান পার্টির মধ্যে অশুভ আঁতাত প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এই মর্মে এক প্রেসনোট প্রকাশ করা হয় যে, তাঁহারা লাইসেন্স প্রদান সম্পর্কে তদন্ত করিতেছেন। কারণ, তাঁহারা লাইসেন্স প্রদান প্রসঙ্গে এরূপ সন্দেহ করেন যে, উহা রাজনৈতিক দলমত অনুসারে প্রদান করা হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে গোমর ফাঁক হইয়া পড়িয়াছে। ওয়াশিংটনে আই,সি-এ'র জনৈক মুখপাত্র সুস্পষ্টরূপে বলিয়াছেন যে, একটি মাত্র অভিযোগও প্রমাণিত হয় নাই। কিন্তু তবুও তাহারা পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প গড়িয়া উঠিতে দিবেন না। কারণ, করাচীর স্বার্থবাদী মহল চিরকাল ধরিয়া পূর্ব পাকিস্তানে তাহাদের বাজার অক্ষুণ্ন রাখিতে চাহেন। উহা হারাইবার আশংকায় তাঁহারা শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিম পাকিস্তানে উৎপন্ন পণ্যের অগ্নিমূল্য প্রদান করিতে করিতে পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা প্রাণান্ত হইয়া উঠিয়াছে। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার ১৫ শত মাইলের দুরত্ব একটি ভৌগোলিক সত্য। ইহার জন্যই পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলে সম্পূর্ণ পৃথক অর্থনীতি গড়িয়া তোলা সম্পূর্ণ অপরিহার্য।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, তদুপরি করাচী-চক্র কখনও পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্প ক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগ করিতে দেন নাই। নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলার জন্য নিজস্ব পরিকল্পনাসহ অগ্রসর হইয়া আসতে জনগণের প্রতি আহ্বান না জানাইয়া তাহারা বরাবরই তাঁহাদের নিজস্ব পার্টির লোকদিগকে শিল্প সংক্রান্ত ব্যাপারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিয়াছেন।

জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, আমি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের শিল্প সচিব পদে থাকাকালে শিল্প দফতর প্রাদেশিক সরকারের হাতে আনিতে সংগ্রাম করিয়াছি। আমাদের শাসনতন্ত্রেও অনুরূপ বিধান সুস্পষ্টরূপে উল্লেখ রহিয়াছে।

সে অনুসারে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক শিল্প সচিবদের এক উচ্চ পর্যায়ের সম্মেলনে অনুরূপ সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়। বর্তমান কোয়ালিশন সরকারের অবস্থা দৃষ্টে মনে হয় যে, তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়ভাজনদের মধ্যে পুনরায় লাইসেন্স প্রদান

করিতে যাইতেছেন। তাহাদের মধ্যে অধিকাংশই যে অবাঙ্গালী হইবে উহাতে কোন প্রকার সন্দেহই নাই। জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, এই প্রথম বারের মত পূর্ব পাকিস্তানীরা দলমত নির্বিশেষে যোগ্যতা অনুসারে শিল্প লাইসেন্স লাভ করিয়াছিলেন। যদি প্রয়োজন হয়, তবে পূর্ব পাকিস্তান সরকার যে লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে সুবিচার করিয়াছেন, উহা প্রমাণের জন্য আমি লাইসেন্স প্রাপ্তদের নাম প্রকাশ করিব।

প্রাদেশিক সরকারের সুপারিশে কেন্দ্রীয় শিল্প দফতর, আই, সি এ'র অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দফতর সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হইয়াছিল।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ১৯৫৮ সালের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানে ঐ সকল শিল্প গড়িয়া তোলা যাইত। ইহার ফলে প্রায় ১ লক্ষ লোকের কর্মের সংস্থান হইত এবং ২ বৎসরের মধ্যে অবশ্যাম্ভাবীভাবে দ্রব্য মূল্য হ্রাস পাইত।

তিনি বলেন, শিল্প লাইসেন্স প্রদানের ব্যাপারে তাঁহারা অব্যবস্থার যে অভিযোগ করিয়াছেন, উহা কি? পূর্ব পাকিস্তানের শিল্পক্ষেত্রে আই, সি এ'র সাহায্য নিয়োগ স্থগিত করার তাৎপর্য কি? তাঁহারা ঘোষণা করিয়াছেন যে, সরকারের রিজার্ভ ফান্ড হইতে শিল্পক্ষেত্রে ১ কোটি ডলার নিয়োগ করা হইবে। ইহার সামগ্রিক অবস্থা কি দাঁড়ায়? পূর্ব পাকিস্তানকে শিল্পক্ষেত্রে পুঁজি নিয়োগ হইতে বঞ্চিত করিয়া পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ক্ষেত্রে করাচীর স্বার্থবাদী মহলের প্রাধান্য অক্ষুণ্ন রাখার উদ্দেশ্যেই কি ইহা করা হয় নাই?

পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের প্রাধান্যকে চিরস্থায়ী করার এবং পূর্ব পাকিস্তানকে উহার প্রয়োজনীয় শিল্প সম্ভার হইতে বঞ্চিত করার ইহা কি একটি প্রচ্ছন্ন প্রচেষ্টা নহে?

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, যেহেতু শাসনতন্ত্র অনুসারে শিল্প একটি প্রাদেশিক বিষয়, কাজেই এ ব্যাপারে সংগ্রাম করার উদ্দেশ্যে আইনের পথ অনুসরণের জন্য আমি প্রাদেশিক সরকারের নিকট আবেদন করিতেছি। এ সম্পর্কে কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে ম্যান্ডেট প্রদান প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ গভীরভাবে চিন্তা করিতেছে বলিয়াও তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই নভেম্বর ১৯৫৭

যুক্ত নির্বাচনের সমর্থনে পল্টনে জনসভা
আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় দফতর কর্তৃক ১৫ই নভেম্বর দিন ঘোষণা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় দফতর হইতে গতকল্য (শনিবার) রাত্রিতে প্রকাশিত এক ইশতেহারে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ১৫ই নভেম্বর অপরাহ্ন ৪টায় পল্টন ময়দানে যুক্ত নির্বাচনের সমর্থনে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে। মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, জনাব আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমান এবং আরও অনেকে সভায় বক্তৃতা করিবেন। সকলকে দলে দলে যোগদানের জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত পরশু (৮ই নভেম্বর) ঢাকা স্টেডিয়ামে অষ্টম জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যাল খেলা থাকায় জনসাধারণ এবং কর্মীদের অনুরোধক্রমে পৃথক নির্বাচনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহুত প্রতিবাদ সভা স্থগিত রাখা হয়। কিন্তু ইহাকে উপলক্ষ্য করিয়া কায়েমী স্বার্থের বাহন 'মর্ণিং নিউজ'

ও তাঁবেদার 'আজাদ' গতকল্য (শনিবার) প্রকাশিত খবরে বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগ ফুটবল খেলার অজুহাত দেখাইয়া সভা বন্ধ রাখেন।

উক্ত পত্রিকা দুইটিতে এবং বিশেষভাবে 'আজাদ'-এ বলা হইয়াছে:-"সভার অব্যবহিত পূর্বে জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইন্যালের অজুহাতে সভা বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়।"

কিন্তু প্রকৃত বিষয় হইল যে, আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ও জেনারেল সেক্রেটারী উভয়েই মফস্বলে ছিলেন। গত পরশু (৮ই নভেম্বর) ঢাকা পৌঁছিয়াই সকাল আটটায় সভা স্থগিতের নির্দেশ দেন এবং আওয়ামী লীগ কর্মীরা তখনই বিভিন্ন মহল্লায় মাইকযোগে সভা স্থগিতের কথা প্রচার করে। সংবাদপত্রসমূহ ও রেডিও অফিসেও সকাল বেলাতেই সংবাদ প্রেরণ করা হয়। কাজেই, কায়েমী স্বার্থের বরাবরের এই বাহন দুটি যে উদ্দেশ্যমূলক প্রচারণার জন্য অসত্যের আশ্রয় লইয়াছে তাহাতে বিন্দু মাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

Morning News
10th November 1957

Mujib Condemns Ban on "Mirror"

(By A Staff Reporter)

East Pakistan Awami League general secretary Sheikh Mujibur Rahman in a statement yesterday "condemned" the Central Government's "undemocratic action" in banning the monthly social magazine "Mirror".

The statement said:

"I strongly condemn Pakistan Government's undemocratic action in banning the publication of "The Mirror" of Karachi. It is now clear that the present coalition Government at the Centre has started suppressing public opinion– "The Mirror" being the first victim. Is it because its learned Editor, Mrs. Zebunessa Hamidullah joined the Awami League? Their resort to Pakistan Safety Act is surely for the safety of their "Gaddiæ. I am sure all sections of public opinion, specially the Press will take a serious exception of this."

দৈনিক ইত্তেফাক
১৪ই নভেম্বর ১৯৫৭

সদলবলে জনাব সোহরাওয়ার্দীর নড়িয়া যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (বুধবার) প্রাতে সিরাজগঞ্জ হইতে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরেই বেলা ১১টায় আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রাইভেট লঞ্চযোগে মাদারীপুরের নড়িয়া উপ-নির্বাচনী কেন্দ্র রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন। তথায় তিনি এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিল্প ও বাণিজ্য সচিব জনাব আবুল মনসুর আহমদ, প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব আবদুল সালাম খান, প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী জনাব মসিউর রহমান, প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য মেসার্স রফিকুল হোসেন, কোরবান আলী,

আলহাজ রমিজুদদীন এবং বহু সংখ্যক আওয়ামী লীগ কর্মী জনাব সোহরাওয়ার্দীর সহিত নড়িয়া অভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।
জনাব সোহরাওয়ার্দী অদ্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়া অপরাহ্নে বিমানযোগে করাচী যাত্রা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই নভেম্বর ১৯৫৭
বিজ্ঞাপন
পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্তনের চেষ্টার প্রতিবাদে অদ্য পল্টন ময়দানে বিরাট জনসভা
সময়–বৈকাল ৪ ঘটিকা
বক্তৃতা করিবেন-মওলানা আবদুর রশীদ তর্কবাগীশ, মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান। **–পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ**

আজাদ
১৬ই নভেম্বর ১৯৫৭

জাতীয়তাবাদ গঠনে যুক্ত নির্ব্বাচন
পল্টন ময়দানের সভায় উজীরে আলা কর্ত্তৃক গুরুত্ব ব্যাখ্যা

(স্টাফ রিপোর্টার)
গতকল্য (শুক্রবার) অপরাহ্নে পুরানা পল্টন ময়দানে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে যুক্ত নির্ব্বাচন দিবস উপলক্ষে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে পূর্ব্ব পাকিস্তানের উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, হিন্দু-মুছলমানকে লইয়া এক জাতীয়তাবাদ গড়িয়া তোলার জন্য সমগ্র পাকিস্তানে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা প্রবর্ত্তন করিতে হইবে।
সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি মওলানা তর্কবাগীশ সভাপতিত্ব করেন। উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান আরো বলেন যে, নির্ব্বাচন পদ্ধতির সহিত ধর্ম্মের প্রশ্ন জড়িত করা অত্যন্ত অনুচিত। এই প্রসঙ্গে তিনি মওলানা আতহার আলীর তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, মওলানা ছাহেব কোনদিন পাকিস্তান চাহেন নাই এবং এখনো পাকিস্তানের উন্নতি চাহেন কিনা বলিতে পারেন না। তবে তিনি (উজিরে আলা) মওলানার মত দাড়ি না রাখিলেও তিনি মুছলমান হিসাবে কাহারো চেয়ে কম নন। মওলানা আতাহার আলীর মত মানুষ ধর্ম্মের নামে ব্যবসা করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারেন, কিন্তু তিনি তাহা পারেন না। উজিরে আলা বলেন যে, যুক্ত ও পৃথক নির্ব্বাচনের ঝগড়া চলিতে থাকিলে দেশ ধ্বংস হইয়া যাইবে। একবার যুক্ত নির্ব্বাচন পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করা হইয়াছে। কাজেই এখন ইহা পরিবর্ত্তন করা নিতান্ত অশুভ কাজ হইবে। তিনি সকলকে যুক্ত নির্ব্বাচন প্রথা সমর্থনের আহ্বান জানান।
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগ সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানে শিল্প স্থাপনের জন্য যে সমস্ত মঞ্জুরী প্রদান করিয়াছেন, সেই ব্যাপারে দুর্নীতি প্রমাণের জন্য আমি বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকারকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করি।
জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানকে চিরদিন শিল্পে অনগ্রসর করিয়া রাখার উদ্দেশ্যেই বর্ত্তমান কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দকৃত ৫ কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার মঞ্জুরী বাতেল করিয়া দিয়াছেন। নিজেদের আসল উদ্দেশ্য ঢাকিবার জন্য তাহারা আওয়ামী লীগ সরকারের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ আনয়ন করে। জনাব রহমান এই অভিযোগ প্রমাণের জন্য চ্যালেঞ্জ প্রদান করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে সাবধান করিয়া বলেন যে, মিথ্যার ধূম্রজাল সৃষ্টি করিয়া পূর্ব্ব

পাকিস্তানের শিল্প উন্নয়ন বন্ধ করিয়া রাখিলে তাহার পরিণাম ফল অত্যন্ত ভয়াবহ হইতে বাধ্য। জনাব মুজিবর রহমান বলেন, পৃথক নির্ব্বাচন ব্যবস্থা প্রবর্ত্তন করা হইলে সংখ্যানুপাতে প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থা করিতে হইবে। তিনি আরো বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের গত উপনির্ব্বাচনের সময় জনগণ প্রমাণ করিয়া দিয়াছেন যে, তাহারা যুক্ত নির্ব্বাচন সমর্থন করে। এই সময় আওয়ামী লীগ ৭টা আসনের মধ্যে ৬টি আসন লাভ করে। হিন্দু-মুছলমান এক সঙ্গে মিলিয়া যদি মন্ত্রিত্ব করা যায়, তবে হিন্দু-মুছলমান উভয়ে মিলিয়া কেন ভোট দিতে পারিবে না তাহা তিনি জিজ্ঞাসা করেন। তিনি বলেন, পূর্ব্ব পাকিস্তানের উপর পৃথক নির্ব্বাচন চাপাইয়া দেওয়া হইলে তাহা কিছুতেই বরদাশত করা যাইবে না।
জনাব মুজিব জনসাধারণকে পূর্ব্ব পাকিস্তানের দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য সংগ্রাম করার আহ্বান জানান। তিনি উল্লেখ করেন যে, জনাব সোহরওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে এক বৎসরের মধ্যেই ৪০ কোটি টাকা উন্নয়ন কার্য্যের জন্য এবং ৫ কোটি টাকা শিল্প উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করেন।
সভায় আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী এবং রফিকুল হোসেন এম, পি, এ বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই নভেম্বর ১৯৫৭

খানপুর মহল্লা আওয়ামী লীগ কর্মী সম্মেলন

নারায়ণগঞ্জ, ১৪ই নভেম্বর- গত ১৩ই নভেম্বর নারায়ণগঞ্জ সিটির ২ নং ওয়ার্ডের অধীনস্থ খানপুর মহল্লা আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এতদুপলক্ষে মহল্লার সমস্ত রাস্তাগুলি রঙ্গিন পতাকা দ্বারা সুসজ্জিত করা হয় এবং জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের নামানুযায়ী বিরাট একটি তোরণ প্রস্তুত করা হয়। সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় উক্ত সম্মেলনে অংশ গ্রহণ করিবার জন্য ঢাকা হইতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষা সচিব জনাব জহিরুদ্দিন, প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী এম,পি, এ এবং প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক জনাব হাপেজ হাবিবুর রহমান এম,পি,এ তথায় আগমন করিলে এক বিরাট জনতা নানারূপ শ্লোগান ও তোপধ্বনি দ্বারা তাহাদিগকে সাদর সম্বর্ধনা জানায়। নেতৃবৃন্দকে মাল্য দানের পর সিটি আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব সামসুজ্জোহার সভাপতিত্বে সভার কাজ আরম্ভ হইলে নেতৃবৃন্দ আওয়ামী লীগের গৌরবময় ভূমিকা, মুসলিম লীগের দশ বৎসরের কলঙ্কময় ইতিহাস এবং যুক্ত নির্বাচনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রায় ৪ ঘণ্টাকাল বক্তৃতা করেন। সভার পর মহল্লা আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে নেতৃবৃন্দকে এক ভোজসভায় আপ্যায়িত করা হয়।**–সংবাদদাতা**

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই নভেম্বর ১৯৫৭

আগামীকল্য আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির বৈঠক

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ অফিস হইতে জানান হইয়াছে যে, অদ্য (শনিবার) ২০, কোতোয়ালী রোডে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী বোর্ডের যে বৈঠক হওয়ার কথা ছিল, উক্ত বৈঠক আগামীকল্য (রবিবার) সন্ধ্যা সাতটায় জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের বাসভবনে অনুষ্ঠিত হইবে।

Morning News
16th November 1957

Awami Meeting Reiterates Demand for Joint Poll
Mujib's Tirade Against Centre

(By A Staff Reporter)

Chief Minister Ataur Rahman Khan told a big public meeting held in Dacca yesterday that Pakistan could never attain a compact nationhood if the system of joint electorate was undone.

The public meeting, held under the auspices of the Awami League, adopted a resolution reiterating the demand for joint electorate. The AL president, Moulana Tarkabagish presided.

A large number of Awami workers and workmen belonging to some trade unions displayed placards expressing resentment against the move for restoring separate electorate. Full throated slogans were raised against the President.

Mr. Ataur Rahman Khan declared that those who loved the country and wanted to infuse a spirit of nationalism must stand for joint electorate and should oppose, tooth and nail, the proposed restoration of separate electorate.

The Awami league general secratary, Sheikh Mujibur Rahman, said the people of East Pakistan would demand scraping of parity if the present system of joint electorate was unsettled by the Muslim League Republican Coalition.

If separate electorate was imposed, East Pakistan would demand Muslim seats in the Parliament equal to that of West Pakistan in addition to the non-Muslim seats.

Tirade Against Centre

He unleashed a tirade against the Central Government, which he said had deprived "the Bengalees of their share in matters of trade and commerce" by cancelling import licences of the value of about Rs. 5 crores. The licences, he said, had been cancelled without making any enquiry into the genuineness of the traders.

"We shall not allow any party to exploit the interests of Bengal whether we are in power here or not", Mr. Rahman said.

Sheikh Mujibur Rahman ridiculed the argument that the influence of a handful of Hindus in East Pakistan would, under the joint electorate system, jeopardize the ideology and integrity of Pakistan. "If that really be the case let us go to the river and drown ourselves in shame," he added.

Bengali Muslim's Role

Warming up, the Awami secretary said that the Muslims of East Pakistan could never act against the interests of the country. Ninety-nine percent of the Muslims of Bengal voted in favour of Pakistan in 1946, while the other Muslim majority provinces were dominated by the Congress, he declared.

It was Khizr Hayat Khan Tiwana in the Punjab, G. M. Syed in Sind

and Dr. Khan Sahib in Frontier who betrayed the cause of Pakistan while the Bengali Muslims were solidly behind the movement, he asserted.

Mr. Ataur Rahman Khan regretted at the very outset of his speech that the issue of electorate had to figure in public discussions anew when the country had already expressed its views through the National Assembly.

He recalled that no definite provision with regard to the electorate could be incorporated in the Constitution as a result of conflicting opinion in the National Assembly and this led the Parliament to lay down Article 145 which said that the matter would be decided by it after ascertaining the views of the Provincial assemblies.

Province's View

The Act provided joint and separate polls for East and West Pakistan respectively in accordance with the views expressed by the respective Assemblies, he said and added that the Act was amended later by the Parliament providing joint electorate for both the wings in view of the, fact that different systems for one country were not conducive to its interest.

He alleged that the decision of the new Coalition Government to adopt separate electorate had again given rise to a countrywide confusion. "Now the Muslim League-Republican Government wants separate electorate, when we come in power we shall demand joint electorate," how long would this continue, he asked.

He charged that the protagonists of separate electorate were sabotaging the interests of the country. He alleged that Moulana Athar Ali was one of those who did not want the establishment of Pakistan. These elements, he said, could change their views to suit their self-interest.

Concluding his speech, Mr. Khan made a passionate appeal to the people to support joint electorate for the progress and prosperity of the country.

Equal Rights

Mr. Rafiqul Hussain, MPA, dwelt at length on the implications of joint electorate in national life and said that every one must have equal right of citizenship and to achieve this end the Muslims and non-Muslims must elect their representatives jointly.

The MPA maintained that joint electorate alone could guarantee security to the minority communities in Pakistan.

Mr. Abdul Hamid, MPA, who is also the organizing secretary of the Awami League, argued in the course of his speech that the achievement of Pakistan in its present form was a result of a "compromise formula" and that the Pakistan resolution envisaged territorial adjustments through transfer of population.

Pakistan as envisaged in the compromise formula left no scope for transfer of Hindu population to Bharat and as such, he said, the structure of the State called for introduction of joint electorate so that the country might emerge as one nation.

This view he claimed, was on many occasions, expressed by the Qaid-e-Azam shortly after the achievement of independence.
According to him the Hindus demanded joint electorate because they wanted security of their lives and properly through goodwill and co-operation of the majority of the population.

দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে নভেম্বর ১৯৫৭

জনাব শেখ মুজিবের সিরাজগঞ্জ যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (মঙ্গলবার) প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান সিরাজগঞ্জ রওয়ানা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২১শে নভেম্বর ১৯৫৭

উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে অভূতপূর্ব গণ সমর্থন
সিরাজগঞ্জের বিরাট জনসভায় নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের মুখোশ উন্মোচন

(ট্রাঙ্ক টেলিফোনে প্রাপ্ত)

সিরাজগঞ্জ, ২০শে নভেম্বর- এখানে অদ্য অপরাহ্নে আওয়ামী লীগের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় বিপুল জনসমাগম ও আসন্ন উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর সপক্ষে অভূতপূর্ব সমর্থন ও প্রাণচাঞ্চল্য পরিলক্ষিত হয়। বিশেষ উল্লেখযোগ্য এই যে, অদ্যকার জনসভায় গতকল্য জনাব ভাসানীর জনসভার তুলনায় দ্বিগুণেরও অধিক সংখ্যক শ্রোতার সমাগম হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন প্রাদেশিক খাদ্যমন্ত্রী জনাব মনসুর আলী। সভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, স্থানীয় প্রভাবশালী জননেতা মওলানা সৈয়দ আসাদদ্দৌলা সিরাজী ও আরও অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তি বক্তৃতা করেন।

জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার সুদীর্ঘ বক্তৃতায় দেশে জনস্বার্থের নিশ্চয়তা বিধানে আওয়ামী লীগের ঐতিহ্যপূর্ণ ভূমিকা, জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জোরদার পররাষ্ট্রনীতি এবং শিল্প ও অপরাপর উন্নয়ন ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উভয় অংশের মধ্যে সমতা বিধানের বলিষ্ঠ নীতি এবং ঐ সঙ্গে বরাবরের কায়েমী স্বার্থ-সর্বস্ব কুখ্যাত মুসলীম লীগ এবং উহার গণবিরোধী সমুদয় কার্যকলাপের সমর্থক ন্যাপের রাজনৈতিক ভূমিকা ব্যাখ্যা করেন।

আওয়ামী লীগ সরকারের জনহিতকর ও দেশসেবামূলক কার্যাবলীর উল্লেখ করিয়া জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, দেশের কয়েক কোটি মানুষ যখন দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত হইয়া নিশ্চিত অকাল মৃত্যুর অপেক্ষায় নীরবে মুহূর্ত গণনা করিতে ছিল, ব্যক্তি ও বাক-স্বাধীনতা এবং গণ-স্বার্থের ভিত্তি রচনা করিতে গিয়া শত শত রাজনৈতিক বন্দী কারা প্রাচীরের অন্তরালে নিক্ষিপ্ত হইয়া যখন মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করিতেছিল, ঠিক সেই সংকট ও দুযোর্গপূর্ণ মুহূর্তে দেশসেবার অমলিন আদর্শে উদ্বুদ্ধ হইয়া আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণ করিয়াছিল। স্বীয় আদর্শে অনড় থাকিয়া আওয়ামী লীগ খাদ্য সংকটের নিরসন করিয়াছে এবং শত শত রাজবন্দীকে মুক্তি দান করিয়া ন্যায় নীতি ও গণতন্ত্রের মর্যাদার প্রতি অপার আস্থা এবং শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়াছে।

তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণের সর্বসম্মত দাবী যুক্ত নির্বাচন

প্রথাও প্রবর্তিত হইয়াছে। কিন্তু প্রতিক্রিয়াশীল কায়েমী স্বার্থ শিকারীর দল পৃথক নির্বাচনের ধুয়া তুলিয়া গণমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করিতেছে।

তিনি বলেন যে, সামান্য সময়ের মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের কল্যাণমূলক কার্যে যে সাফল্যের পরিচয় দিয়াছে, উহা একান্তই প্রশংসনীয়।

আওয়ামী লীগ-ন্যাপ অশুভ আঁতাতের গণ-বিরোধী ভূমিকা ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, জনাব ভাসানী সাহেব রাজস্ব বিভাগের বিরুদ্ধে যে সকল অভিযোগ করিয়া থাকেন, সেই রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মাহমুদ আলী।

জনাব ভাসানীর বিমানযোগে সদলবলে সাম্প্রতিক পশ্চিম পাকিস্তান সফরের উল্লেখ করিয়া জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানকে প্রচারণার খুব সুবিধাজনক স্থান মনে না করিয়াই তিনি দলবল লইয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ছুটিয়া গিয়াছিলেন।

জনাব মুজিবুর রহমান আওয়ামী লীগ হইতে জনাব ভাসানীর পদত্যাগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গঠন হইতে নব গঠিত পার্টির নীতি এবং কার্যকলাপের সমালোচনা করেন।

তিনি বলেন যে, জনাব ভাসানী ঢাকায় অনুষ্ঠিত আওয়ামী লীগ কাউন্সিলে মাত্র ২৫ ভোট পাওয়া সত্ত্বেও বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু বর্তমানে তিনি আবার সেই মুখেই গণতন্ত্রের বুলি আওড়াইতেছেন।

জনাব ভাসানীর সদলবলে সাম্প্রতিক পশ্চিম পাকিস্তান সফরের পুনরুল্লেখ করিয়া প্রশ্ন করেন যে, জনাব ভাসানী সদলবলে পশ্চিম পাকিস্তান সফরের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ পাইলেন কোথা হইতে?

তিনি বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান ছাড়িয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ছুটিয়া যাওয়াই জনাব ভাসানীর পূর্ব পাকিস্তানে জনপ্রিয়তা হারাইবার নিদর্শন। তিনি (জনাব ভাসানী) পশ্চিম পাকিস্তান সফর কালে যে দশ হাজার টাকার তোড়া উপহার পাইয়াছিলেন, উহার আসল উদ্দেশ্য কি, জনাব মুজিবুর রহমান তাহাও জানিতে চান।

জনাব সোহরাওয়ার্দী অনুসৃত পররাষ্ট্র নীতির সাফল্যের উল্লেখ করিয়া জনাব মুজিবুর রহমান বলেন যে, তাঁহার (সোহরাওয়ার্দী) বলিষ্ঠতর পররাষ্ট্রনীতির জোরে বিদেশে পাকিস্তানের বন্ধুর সংখ্যা পূর্বাপেক্ষা বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

পশ্চিম পাকিস্তানে এক ইউনিট বানচাল করা হইলে উহার প্রতিক্রিয়া হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থের যে কি পরিমাণ ক্ষতি সাধিত হইবে, জনাব মুজিবুর রহমান শ্রোতামণ্ডলীকে উহাও সবিস্তার বুঝাইয়া দেন।

জনাব সৈয়দ আসাদদ্দৌলা সিরাজী বক্তৃতা প্রসঙ্গে তাঁহার নয় বৎসর কাল মুসলিম লীগের সদস্য থাকাকালীন অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া মুসলিম লীগের কুশাসন ও জনস্বার্থ বিরোধী কার্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ বিবৃত করেন।

এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, গতকাল জনাব ভাসানী তাঁহার জনসভায় সিরাজগঞ্জ উপ-নির্বাচনের ন্যাপ প্রার্থীকে সমর্থনের আহ্বান জানাইয়া সমবেত জনতাকে হস্ত উত্তোলন করিতে বলিলে মাত্র কিছু সংখ্যক শ্রোতা তাঁহার আহ্বানে সাড়া দেয়। এখানকার পর্যবেক্ষক মহল আওয়ামী লীগ প্রার্থী শতকরা ৭৫টি ভোট লাভ করিবেন বলিয়া দৃঢ় মত প্রকাশ করিতেছেন।

PAKISTAN OBSERVER
23rd November 1957

SK. Mujib Denies R.P-A.L Coalition Move

SERAJGANJ, Nov. 22:-Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary East Pakistan Awami League said here today that there was no question of the Awami League negotiating with the Republican Party for forming a Coalition Government at the Centre to the exclusion of Mr. Suhrawardy.

In a statement issued today Sheikh Mujibur Rahman said that speculations are particularly being made in a section of the Muslim League press that Awami League was negotiating with the Republican Party for Coalition at the Centre to the exclusion of Mr. Suhrawardy. -APP.

দৈনিক ইত্তেফাক
২৯শে নভেম্বর ১৯৫৭

ভোটার তালিকা প্রণয়নের নির্দেশের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ
জাতীয় পরিষদে শেখ মুজিবুরের মূলতবী প্রস্তাব অগ্রাহ্য

করাচী, ২৮শে নভেম্বর– জাতীয় পরিষদের অদ্যকার অধিবেশনের অধিকাংশ সময়ই বিরোধী দলের সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত তিনটি মূলতবী প্রস্তাবের গ্রহণযোগ্যতা সংক্রান্ত আলোচনায় অতিবাহিত হয়।

প্রথম মূলতবী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন শেখ মুজিবুর রহমান (আ: লীগ)। উহাতে ভোটার তালিকা মুদ্রণের কার্য বন্ধ করা ও প্রচলিত আইন লংঘন করিয়া সম্প্রদায় ভিত্তিতে নয়া ভোটার তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দেওয়ায় সরকারের নিন্দা করা হয় এবং বিষয়টি একান্ত জরুরি ও জনস্বার্থের দিক হইতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় এ সম্পর্কে আলোচনার জন্য পরিষদের অধিবেশন মূলতবী রাখার অনুরোধ জানান হয়।

শেখ মুজিবুরের মূলতবী প্রস্তাবটির গ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে পরিষদে তুমুল বিতর্ক অতিবাহিত হওয়ার পর স্পীকার প্রস্তাবটি বিধিবহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন।

'মীরর' পত্রিকার উপর আরোপিত নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে দ্বিতীয় মূলতবী প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন জনাব আব্দুল খালেক (আঃলীগ)। কিন্তু বিষয়টি বর্তমানে সুপ্রীম কোর্টের বিবেচনাধীন থাকায় স্পীকার এই প্রস্তাবটিও বিধি বহির্ভূত বলিয়া ঘোষণা করেন।

গাম্বার রেল দুর্ঘটনা সম্পর্কে সরদার আমীর আজম খান (আ: লীগ) কর্তৃক উত্থাপিত তৃতীয় মূলতবী প্রস্তাবটিই কেবল আলোচনার্থ গৃহীত হয়।

আগামী দুই দিনের মধ্যে দুর্ঘটনা সম্পর্কে রেলওয়ে ইন্সপেক্টরের রিপোর্ট ও অন্যান্য তথ্য পরিষদে পেশ করা হইবে–পার্লামেন্টারী দফতরের মন্ত্রী জনাব ইউসুফ হারুণ এই আশ্বাস দিলে সরদার আমীর আজম খান পরে তাঁহার প্রস্তাবটি প্রত্যাহার করেন।

শেখ মুজিবুরের মূলতবী প্রস্তাব

অদ্য অপরাহ্ন ৩টায় স্পীকার জনাব আবদুল ওয়াহাব খানের সভাপতিত্বে পরিষদের অধিবেশন আরম্ভ হয়। কোরান তেলাওয়াতের পর শেখ মুজিবুর রহমান (আ: লীগ) বলেন যে, প্রচলিত আইন অনুযায়ী ইতিপূর্বে যে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হইয়াছিল, পাকিস্তান সরকার উহার মুদ্রণ কার্য বন্ধ করার নির্দেশ দিয়াছেন।

এতদ্ব্যতীত তাঁহারা প্রচলিত আইন লংঘন করিয়া সম্প্রদায় ভিত্তিতে নূতন ভোটার তালিকা প্রণয়নের নির্দেশ দিয়াছেন।

তিনি প্রস্তাব করেন, বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি এবং জনস্বার্থের দিক হইতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিধায় উহা আলোচনার জন্য পরিষদের অধিবেশন মূলতবী রাখা হউক।

পার্লামেন্টারী দফতরের মন্ত্রী জনাব ইউসুফ হারুণ (মু.লীগ) উহার সত্যতা অস্বীকার করেন এবং জানান যে, পাকিস্তান সরকার এরূপ কোন নির্দেশ দেন নাই।

সর্দার আমীর আজম খান (আঃলীগ) বলেন যে, দেশের জনসাধারণের মনে এই ধারণা জন্মিয়াছে যে, সম্প্রদায় ভিত্তিতে নূতনভাবে ভোটার তালিকা প্রণয়ন করা হইতেছে।

তিনি বলেন, ভোটার তালিকা আইন অনুযায়ী প্রণীত নিয়মাবলীর ভিত্তিতেই ভোটার তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি স্থির করিতে হইবে। উহা স্থির না হওয়া পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা প্রণয়নের কাজে অগ্রসর হইতে পারেন না।

বাণিজ্য সচিব জনাব ফজলুর রহমান প্রস্তাবটির বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, প্রস্তাবে এমন একটি বিষয়ে আলোচনা দাবি করা হইয়াছে, যাহার জন্য সরকার দায়ী নহেন।

তিনি বলেন, সরকার অবশ্য ভোটার তালিকা প্রণয়নের পদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছেন। কারণ, ভোটার তালিকা আইন অনুযায়ী এই অধিকার সরকারের রহিয়াছে।

বাণিজ্য সচিব জানান যে, সরকার ভোটার তালিকা মুদ্রণের কাজ বন্ধ করার নির্দেশ দেন নাই। কারণ, উহা নির্বাচন কমিশনের দায়িত্ব। সরকার কেবল একটি পদ্ধতি স্থির করিয়া দিয়াছেন।

ইফতিখার উদ্দিন প্রস্তাবটি সমর্থন করিয়া বলেন যে, সরকার কোন বেআইনী কাজ করিয়া থাকিলে কেবল তখনই মূলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করা চলে–জনাব ফজলুর রহমান যদি এই ধারণা পোষণ করিয়া থাকেন, তবে তিনি ভুল করিয়াছেন। এক্ষেত্রে নিয়মাবলী পরিবর্তনের অধিকার সরকারের থাকিলেও তাঁহারা অন্যায় করিয়াছেন। কারণ, উহা দেশের পক্ষে ক্ষতিকর।

তিনি বলেন, নিয়মাবলী পরিবর্তন করিয়া সরকার এই পরিষদের সিদ্ধান্ত অমান্য করিয়াছেন। কারণ, পরিষদই যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

অতঃপর প্রাক্তন শিক্ষা সচিব জনাব জহিরুদ্দিন (আঃলীগ) প্রস্তাবটির সমর্থনে বক্তৃতা করিতে উঠিয়া মিয়া ইফতিখার উদ্দীনের যুক্তি সমর্থন করেন এবং বলেন যে, ভোটার তালিকা মুদ্রণের কাজ বন্ধ করার জন্য সরকারই সম্পূর্ণ রূপে দায়ী। -এ,পি,পি।

আজাদ
১লা ডিসেম্বর ১৯৫৭

আদমজী জুটমিলের শ্রমিক-মালিক বিরোধের মীমাংসা
বৃহস্পতিবার উভয়পক্ষের প্রতিনিধিদের বৈঠকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

ঢাকা, ৩১শে জানুয়ারী।-প্রাদেশিক বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্পমন্ত্রী জনাব শেখ মুজিবর রহমানের হস্তক্ষেপের ফলে আদমজী জুট মিলের শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিরোধের মীমাংসা হইয়াছে।

শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের পর কর্তৃপক্ষ গতকল্য মিল বন্ধ করিয়া দেন। মহার্ঘ ভাতার হার সম্পর্কে ট্রাইব্যুনালের রায় মানিতে শ্রমিকরা অসম্মতি জানায়।

শ্রমিক ও কর্তৃপক্ষের প্রতিনিধিগণ অদ্য শ্রমমন্ত্রীর অফিসে ৪ ঘন্টা ব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হওয়ার পর কর্তৃপক্ষ ১৩০ আনা হারে সাপ্তাহিক মহার্ঘভাতা প্রদান করিতে

সম্মতি জানান। ট্রাইব্যুনাল যে পরিমাণ মহার্ঘভাতা প্রদানের নির্দ্দেশ দিয়াছিলেন, ইহা তদপেক্ষা ১০ আনা অধিক।

অতঃপর মিলের কার্য্য পুনরায় স্বাভাবিকভাবে চালু হইবে বলিয়া শেখ মুজিবর রহমান আশা প্রকাশ করেন। মিল এলাকায় যে ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছিল, আগামীকল্য তাহা প্রত্যাহার করা হইবে। শ্রমিক ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট জনাব ফজলুল কাদের চৌধুরী আগামীকল্য শ্রমিকদের সভায় সকলকে কার্য্যে যোগদানের জন্য আবেদন জানাইবেন। - এপিপি

PAKISTAN OBSERVER
2nd December 1957

Sheikh Mujib Regrets Imposition Of Sec.144

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of East Pakistan Awami League, has issued the following statement to the press last night:

I am very sorry that the Government has imposed Section 144 in Tejgaon area because people were very anxious to go to the airport to show the Republican leaders that the people of East Pakistan support joint electorate.

But anyhow the Awami League will not violate the law of the land and will go to the public meeting at Paltan Maidan at 4 p.m. and there we will show the strength of the support for joint electorate.

"I appeal to people to attend the public meeting. The Awami League will not allow the Muslim League ruling clique to divide Bengal and rule. We the people of East Pakistan will firmly resist it.

"I also appeal to the Republican leaders who are coming here to witness the public meeting at Paltan Maidan. There they will understand the real strength of the support for joint electorate. -APP.

Morning News
9th December 1957

Mujibur Rahman's Allegations Refuted

(By A Staff Reporter)

Leaders of the various parties in favour of separate electorates severely criticised the statement made by Sheikh Mujibur Rahman of Awami League on the events that followed the public meeting held in Dacca on Saturday evening.

The leaders in individual statements issued yesterday were all of the opinion that Mr. Mujibur Rahman's statement was a "tissue of lies and mischievous" and that it was the "Awami followers that attacked the procession and were entirely responsible for the events that followed.

Commenting on the statement of Sheikh Mujibur Rahman, Mr. Shah Azizur Rahman, General Secretary, East Pakistan Muslim League said:

He said: "I am surprised to read a statement of Mr. Sheikh Mujibur Rahman wherein he has tried to depend his party's position by distorting facts. It is strange that he even does not agree with his own Government's Press Note with regard to the attack on the pro-separate electorate procession on Dec. 7.

"Mr. Mujibur Rahman's version that the processionists attacked the people with arms on the side of the Gulistan Cinema Hall is false and mischievous and his statement to the effect that thousands of people raised slogans on both sides of the raid in front of Gulistan Cinema Hall is similarly concocted and fictitious. Now that the Awami League has been exposed before the people for creating violence and for suppressing public opinion by force and coercion, Sheikh Mujibur Rahman has come out with a counter-charge to defend himself. In this connection I would like to recall that throughout East Pakistan and particularly in Dacca, Mr. Sheikh Mujibur Rahman and his storm troopers whom he maintains with high cost has unleashed a rule of terror and violence to intimidate, suppress and coerce Muslim Leaguers and with their help break upon meetings. While there are numerous instances of breaking up our meetings by Awami League workers and leaders including Sardar Nishtar, Maulvi Tamizuddin Kha, Maulana Abdulla el-Kafi, Fazlur Rahman, Maulana Akram Khan having been beater, and assaulted by Mr. Mujibur Rahman's black forces, there is not one instance where Muslim Leaguers tried to break up their meetings anywhere in East Pakistan.

Force & Assault

Mr. Mujibur Rahman even did not spare his own compatriot and the NAP conference and its leaders Maulana Bhashani and Mian Iftikharuddin were subjected to force and assault in Dacca. It is now abundantly clear that the Awami League Party who claim to establish democracy ever since its inception and more during the regime of their Ministry have been trying to throttle the voice of the people and proper functioning of democracy in the country.

"Our only fault is that we are fully prepared to defend ourselves and defend the cause of Islam against aggressive forces of secularism."

"It is not true that our procession while passing through the town attacked two shops owned by minority community. According to my information the shops concerned were attacked by a small procession taken out from the Awami League office at Kalta Bazar as our procession was dispersed at Shahbagh Hotel. "Mr. Rahman has vainly tried to put the blame on us."

Hashimuddin

Commenting on the statement of the provincial Awami League General Secretary, Sheikh Mujibur Rahman on Saturday's

incidence, the former Minister of the United Front Government, Mr. Hasimuddin Ahmed, said: "I believe that all goondaism rowyism and lawlessness must be ruthlessly checked."

Continuing he added: "But I must point out that forces of violence were let loose by the present Government when they broke the Paltan Maidan meeting which was being addressed by Sardar Abdur Rab Nishtar, Aliama Maududi, Maulana Ehtashamul Huq and many other prominent leaders during the last National Assembly session in Dacca. Mr. Abdul Qasem, Joint Secretary of the Pakisan Muslim League, Shah Azizur Rahman, Secretary of the Provincial Muslim League, along with many other workers were severely injured in front of the Gulistan Cinema Hall. Earlier, in September, 1956, when the Provincial Assembly was insession, Mr. Mujibur Rahman who will remember they had imposed sec. 144, barvireaded the Assembly House by police, military and barbed wire and some of the members of the Assembly were assaulted within the floor of the House by the Awami League MPAs because they were in favour of separate electorates. My friend Mr. Mujibur Rahman will also remember that another MPA Ghulam Sarwar Hussaini was severely assaulted by an Awami League MPA within the House and I had condemned it forthwith on the floor of the House.

Mr. Hashimuddin added, "I might yet cite another instance when Mr. Abdus Salam Khan, myself, Mr. Abdul Latif Biswas, Central Food and Agriculture Minister, were assaulted and besmeared with cow dung on out way to the Assembly and we had to take Shelter in the House of the Provost of the Muslim Hall in order to save our lives.

'Organized Violence'

He said : "Numerous such instances of organized violence and breaking of Muslim League meetings can be cited. It therefore looks like a devil preaching sermons when Mr. Mujibur Rahman condemns violence and goondaism. Much is being made out of the alleged raid in front of the Parliament House in Karachi and the sanctity of the House thus violated. I would only wish that my friends of the Awami League would remember that long before they had trespassed and violated the sanctity of the Parliament and of the right of the members when they encouraged and connived at hooliganism and violence both inside and outside the East Pakistan Assembly chambers.

"I took note of Mr. Rahman's warning for what it is worth. I would only wish my friend who remembers that example is better than precepts for they initiated the process of lawlessness and violence. It is for them to cry hault before it is too late.

Concluding he said: "As regards incidence after the Paltan Maidan meeting on Saturday, I must make it perfectly clear as an eye witness and us one who had received injury that gravest provocations were given by a few Awami League workers standing within the enclosures and some of the house tops on the Jinnah Avenue. When the procession was peacefully proceeding straight ahead towards Ramna Post Office on way to Shahbagh Hotel, brickbats were hurled by a few persons from within the enclosures which infuriated the processionists. Mean while the police intervened and the hooligans took shelter in the nearby sports clubs."

Azizul Huq

Syed Azizul Huq, Working President of the Pakistan Krishak Sramik Party in a statement refuted the report published in a section of the local Press that he had "planned to start communal riot" and characterised it as false malicious and made with a design to lower me in the estimation of the people."

Mr. Huq in course of the statement said, "I do not claim that many people know me but I very humbly claim those who know me, they know it quite well how impossible it is for me to work according to the report of Saturday's meeting that has been published in one of the dailies of Dacca which beats the drum of Mr. Hamidul Huq Choudhury and which boosts him up in season and out of season as the Krishak Sramik Chief with at least one follower in the Central Parliament.

"I do not want to enter into any controversy with Mr. Hamidul Huq Choudhury at this stage. I have asked my lawyer to take necessary steps."

KSP Secretary

Mr. Md. Sulaiman, General Secretary, East Pakistan Krishak Sramik Party, in a statement yesterday said :

"I was surprised to see a news item published in a section of Press and particularly in the organ of Mr. Hamidul Huq Choudhury. The historic meeting at Paltan Maidan on Saturday has shaken the root of the joint electorate movement in the country and now being frustrated they have started false and malicious propaganda against the popular movement in East Pakistan in support of separate electorate. It is the blackest lie that pro-joint electorate demonstrators were attacked by the procession. The news published in the neutral daily papers like the Statesman etc., said that the procession was attacked by the Awami League demonstrators.

Procession Remained Calm

"The Press Note published by the Awami League Government in East Pakistan also stated that the procession was attacked and brick-bats were thrown on them on the Jinnah Avenue. In spite of all provocations the procession remained calm and reached its destination peacefully. In this connection I further want to say that workers of the Nizam-e-Islam, Krishak Sramik Party, Muslim League and other organisations were attacked by the Awami League workers while giving publicity for the meeting.

Buses Attacked

"Buses carrying workers to the meeting from Narayanganj were also attacked at Narayanganj near the house of one of the important

Awami Leader at Narayanganj. A lot these facts will prove the designs of the Awami Leaguers who want to suppress public opinion by hooliganism. It is known to everybody that the supporters of separate electorate were mercilessly beaten in the same place last year where the hooligans attacked the procession on Saturday. The pro joint electorate organisations including the Awami League recently organised meetings at Paltan maidan where there had been no disturbance. It is not that we could not disturb it but we did not want the same so long. Now I give a timely warning to the Awami League and other organisations who want to suppress and disturb activities of other organisations by hooliganism will have to face serious consequence in future.

"As regards the communal riotcry launched simultaneously by the organ of Mr. Hamidul Huq Choudhury and Mr. Mujibur Rahman, General Secratary of the Awami League, I can simply say that this false and malicious propaganda has been made to earn sympathy of the minority communities and to arouse communal pressure in Bharat. I warn the propagandists not to play with fire, any thereat to peace will not be tolerated by the people.

"Lastly I appeal to my countrymen not to pay any attention to the propaganda of a group of frustrated politicians and to remain calm and to maintain peace in the country which is urgently needed at present."

Jamaat's Reaction

Prof. Ghulam Azam, General Secretary Jamaat-e-Islami, East Pakistan, issued the following statement :

"Since Awami League has come to power in East Pakistan goondaism has become at permanent feature in our politics. After the recent Karachi incident when even the Awami Leaguers were found condemning goondaism we expected some improvement in the political outlook of this party. But the occurrences of last few days specially at Narayanganj have disappointed us.

"Last year the Awami Leaguers disturbed the meeting of the all party committee of action for separate electorate at Paltan Maidan and attacked the procession near Gulistan. Of course they did not dare face the determined supporters of separate electorate at the Paltan Maidan on Saturday evening. But they maintained their tradition by attacking brick bating the procession which was going from the Paltan Maidan to the Shahbagh Hotel for demonstrating before the Republican Fact Finding Committee.

'Goondaism Does not Pay'

"We appeal to the good sense of the Awami Leaguers to rectify themselves and to alow democracy to develope in this country. They should know that goondaism does not pay, it will rather be paid back in their own coins.

"It is a strange fact that when Awamis are attacked by people they call it goondaism, but if Awamis themselves attack their opponents they call it "spontaneous out-burst of public indignation." We

condemn this kind of reasoning along with goondaism whoever may be indulging in it."

Nezam-e-Islam

Mr. Khurshiduddin Ahmed, MPA, (VP) and Mr. Mahdi Ali Khan Panhi, (VP) and Maulana Siddique Ahmed MPA, (General Secretary), East Pakistan Nezam-e-Islam Party, issued the following joint statement yesterday:

"It is regretted that in spite of the police arrangement, a handful of hired hooligans who stood bewildered by the unprecedented gathering, at a corner of the Jinnah Avenue, had the courage to throw brickbats from behind the wall at the surging waves of countless human heads of the separate electorate meeting of the Paltan Maidan, when moving in a procession towards the west and thereby attempted to create a scene of rowdyism. Besides the various processions from different quarters of the Dacca City, Narayanganj, Mirkadim and other places were faced with dastardly and pre-planned attacks of the opponents.

"In consequence, 30 buses from Narayanganj could not proceed to the meeting. A driver, a few workers were seriously wounded, some buses were damaged, there glass panes being broken. Of the culprits seven were arrested on the spot and others were followed by the crowd."

আজাদ

৯ই ডিসেম্বর ১৯৫৭

আওয়ামী লীগ একা সংগ্রাম করিবে
সর্ব্বদলীয় কমিটি সম্পর্কে শেখ মুজিব

ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর।- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান অদ্য নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেনঃ

তথাকথিত 'সর্ব্বদলীয় যুক্ত নির্ব্বাচন সংগ্রাম পরিষদ' গঠন লইয়া কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। আশ্চর্য্যের বিষয় যে, কেবলমাত্র 'ন্যাপ' এবং হামিদুল হক চৌধুরী কে, এস, পি উক্ত কমিটি গঠনে সহযোগিতা করিয়াছে। ইহা কি নির্ব্বোধের কাজ হয় নাই যে, উক্ত তথাকথিত সর্ব্বদলীয় কমিটি গঠনের উদ্যোক্তা ন্যাপ সদস্যগণ গত কয়েকদিনের মধ্যে ঢাকায় কিছুই করেন নাই; তাঁহারা শুধু গুটি কয়েক মফঃস্বল এলাকায় সামান্য শোভাযাত্রা প্রদর্শন করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ তাহার নিজেদের উদ্যোগেই ইহা দেখাইয়া দিয়াছে যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণ যুক্ত নির্ব্বাচনের পক্ষপাতী এবং ভবিষ্যতেও আমরা একাকী এইভাবে কাজ করিয়া যাইব। উক্ত সংগ্রাম কমিটির সহিত আমাদের কোনই সম্পর্ক নাই। আওয়ামী লীগ, কংগ্রেস, ইউনাইটেড প্রোগ্রেসিভ পার্টি, তফসিলী ফেডারেশন যুবলীগ এবং ছাত্রলীগ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের কেহই উক্ত কমিটির সহিত সহযোগিতা করিতেছে না। আমি আশা করি কমিটির আহবায়ক জনাব মাহমুদ আলী উক্ত কমিটির 'সর্ব্বদলীয়' নাম প্রত্যাহার করিয়া 'দ্বিদলীয়' কমিটি নামকরণ করিবেন। 'ন্যাপের' উদ্দেশ্য হইতেছে যুক্ত নির্ব্বাচনের জন্য জনসাধারণের সংগ্রামের ফল নিজেদের কাজে লাগানো, অথচ ফল নিজেদের কাজে লাগানো, এই ব্যাপারে তাহারা

কিছুই করে নাই। তাহাদের এই চালাকী উপলব্ধি করার ক্ষমতা জনসাধারণের আছে। আওয়ামী লীগ চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী একাকী সংগ্রাম করিয়া যাইবে। - এপিপি

আজাদ
৯ই ডিসেম্বর ১৯৫৭

দেশে গণতন্ত্র বিকাশের পথে আওয়ামী লীগ কর্তৃক বাধা সৃষ্টি
শেখ মুজিবর রহমানের অভিযোগের জওয়াবে শাহ আজিজের বিবৃতি

ঢাকা, ৮ই ডিসেম্বর।-পূর্ব্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহ আজিজুর রহমান অদ্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন, 'নিজের দলের গা বাঁচাইবার জন্য জনাব শেখ মুজিবর রহমান সত্য ঘটনা বিকৃত করিয়া যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি বিস্মিত হইয়াছি।'

শাহ আজিজুর রহমান বলেন, ইহা অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় যে, গত ৭ই ডিসেম্বর পৃথক নির্ব্বাচনের দাবীতে মিছিলের উপর আক্রমণ সম্পর্কে এমন কি তিনি তাঁহার নিজের সরকারের এশতেহারের সহিতও একমত নহেন। গুলিস্তান সিনেমা হলের পার্শ্বে শোভাযাত্রীরা জনগণের উপর অস্ত্রশস্ত্রসহ হামলা চালায় বলিয়া শেখ মুজিবর রহমান যে বিবৃতি দিয়াছেন , তাহা মিথ্যা ও দুরভিসন্ধিমূলক। গুলিস্তান সিনেমা হলের সম্মুখে রাস্তার উভয় পার্শ্বে হাজার হাজার লোক স্লোগান তোলে বলিয়া তিনি যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহাও অনুরূপভাবে মিথ্যা ও স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। জোরপূর্ব্বক জনমত দমন এবং হাঙ্গামা সৃষ্টি করার ব্যাপারে জনগণের নিকট আওয়ামী লীগের স্বরূপ উদঘাটিত হইয়া পড়িয়াছে। জনাব মুজিবর রহমান নিজের গা বাঁচাইবার জন্য পাল্টা অভিযোগ করিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে আমি স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানে এবং বিশেষভাবে ঢাকায় জনাব শেখ মুজিবর রহমান বিপুল ব্যয়ে পালিত তাঁহার ঝটিকা বাহিনীর সহযোগিতায় মোছলেম লীগপন্থীদের জোরপূর্ব্বক দমাইয়া রাখিবার এবং জনসভা ভাঙ্গিবার জন্য ত্রাসের রাজত্বের সৃষ্টি করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ কর্তৃক আমাদের বহু জনসভা ভাঙ্গিয়া দেওয়ার এবং সরদার নিশতার, মওলবী তমিজুদ্দীন খান, মওলানা আবদুল্লাহেল কাফী, জনাব ফজলুর রহমান, মওলানা আকরাম খাঁসহ বহু বিশিষ্ট মোছলেম লীগ নেতা ও কর্ম্মীকে শেখ মুজিবর রহমানের কালাসৈন্যদের প্রহারের নজীর রহিয়াছে। পক্ষান্তরে পূর্ব্ব পাকিস্তানে মোছলেম লীগ পন্থীদের দ্বারা কোথাও তাহাদের সভা ভাঙ্গার চেষ্টা করার নজীর নাই। এমনকি শেখ মুজিবর রহমান তাঁহার সগোত্রীয়দেরও ছাড়েন নাই। ঢাকায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সম্মেলন ও ইহার নেতৃবৃন্দ মওলানা ভাসানী এবং মিয়া এফতেখার উদ্দীন জোরজবরদস্তি ও প্রহারের কবলিত হন। ইহা এখন দিবালোকের মত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে যে, দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীদার আওয়ামী লীগ ইহার সৃষ্টির পর হইতে, বিশেষতঃ আওয়ামী লীগ রাজত্বের আমলে জনমতের কণ্ঠরোধের চেষ্টা করিতেছে এবং দেশে যথাযথভাবে গণতন্ত্রের বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টি করিতেছে। আমাদের একমাত্র অপরাধ এই যে, আমরা আত্মরক্ষার এবং ধর্ম্ম-নিরপেক্ষতার বিরুদ্ধে এছলামকে রক্ষার জন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুত। ইহা সত্য নহে যে, আমাদের মিছিল শহরের মধ্য দিয়ে প্রদক্ষিণকালে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের দুইটি দোকান আক্রান্ত হয়। আমি যে সংবাদ পাইয়াছি, তদনুযায়ী শাহবাগ হোটেলে আমাদের মিছিল ছত্রভঙ্গ হইয়া যাওয়ার পর কলতাবাজার হইতে আওয়ামী লীগের ক্ষুদ্র শোভাযাত্রা বাহির হয়। তাহারাই সংশ্লিষ্ট দোকানসমূহ আক্রমণ করে। জনাব রহমান আমাদের উপর দোষারোপের বৃথাই চেষ্টা করিয়াছেন।

জনাব আজিজুল হকের প্রতিবাদ: পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টির কার্য্যকরী সভাপতি জনাব সৈয়দ আজিজুল হক অদ্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে স্থানীয় কতিপয় সংবাদপত্রে তিনি "সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা সৃষ্টির পরিকল্পনা" করিয়াছিলেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহার প্রতিবাদ করেন। তিনি ইহাকে মিথ্যা, বিদ্বেষপ্রসূত এবং জনগণের সম্মুখে তাঁহাকে হেয় করার প্রচেষ্টা বলিয়া উল্লেখ করেন।

জনাব আজিজুল হক বিবৃতিতে বলেন, "বহু লোক আমাকে জানেন, আমি ইহা দাবী করি না। কিন্তু আমি ইহা বিশেষ বিনয়ের সহিত দাবী করিতে পারি যে, আমাকে যাহারা জানেন, তাঁহারা ইহা ভালভাবেই জানেন যে, গতকল্যকার জনসভার সংবাদ সম্পর্কে আমার বিরুদ্ধে জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর জয়ঢাকে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা করা আমার পক্ষে অসম্ভব। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি জনাব হামিদুল হকের সহিত বিতর্কে প্রবৃত্ত হইতে চাহি না। আমি আমার উকিলকে এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাবলম্বনের নির্দ্দেশ দিয়াছি। যে লোক বিভ্রান্তিবশে নিজের অতীত বিস্মৃত হইয়া যায়, তাঁহার সম্পর্কে আমি কেবলমাত্র করুণা প্রদর্শনই করিতে পারি।

জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান

পূর্ব্ব পাকিস্তান কৃষক-শ্রমিক পার্টির সাধারণ সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ সোলায়মান অদ্য এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন ঃ-

কতিপয় সংবাদপত্রে বিশেষতঃ জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর মুখপত্রে যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। গতকল্যকার পল্টন ময়দানের জনসভায় যুক্ত নির্ব্বাচনপন্থীদের ভিত্তিমূল কাঁপাইয়া দিয়াছে এবং বিভ্রান্ত হইয়া এখন পূর্ব্ব পাকিস্তানে পৃথক নির্ব্বাচনের দাবীতে যে জনপ্রিয় আন্দোলন গড়িয়া উঠিয়াছে, তাহার বিরুদ্ধে বিদ্বেষমূলক প্রচারণা শুরু করিয়াছে। শোভাযাত্রীরা যুক্ত নির্ব্বাচনপন্থীদের আক্রমণ করে বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণরূপে মিথ্যা। 'স্টেটসম্যান' ও অন্যান্য নিরপেক্ষ সংবাদপত্রে যে সমস্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে, আওয়ামী লীগই মিছিলের উপর হামলা চালায়। পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সরকারের এশতেহারেও বলা হইয়াছে যে, জিন্না এভিনিউয়ে শোভাযাত্রীদের উপর হামলা করা হয় এবং ইটপাটকেল নিক্ষেপ করা হয়।

সমস্ত কিছু উস্কানীর মুখেও শোভাযাত্রীরা শান্ত ছিল এবং তাহারা তাহাদের গন্তব্যস্থল হোটেল শাহবাগে হাজির হয়।

এই প্রসঙ্গে আমি আরও বলিতে চাই যে, গতকল্যকার সভা সম্পর্কে প্রচারণা চালাইবার কালে নেজামে এছলাম, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, মোছলেম লীগ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কর্ম্মীরা আওয়ামী লীগপন্থীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। নারায়ণগঞ্জ হইতে বাসে করিয়া সভায় আসারকালে নারায়ণগঞ্জের বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতার বাসভবনের নিকট আক্রান্ত হয়।

মওলানা আবদুর রহীম

পূর্ব্ব পাকিস্তান জামাতে এছলামীর আমীর মওলানা আবদুর রহীম এক বিবৃতিতে বলেন ঃ- পৃথক নির্বাচনের দাবীতে গতকল্য সন্ধ্যায় জনসভা ও মিছিলের সাফল্য যুক্ত নির্ব্বাচনপন্থীদের মধ্যে ত্বরিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করিয়াছে। স্থানীয় ৪খানি সংবাদপত্র কাল্পনিক সাম্প্রদায়িক উস্কানীর প্রচারণা চালাইয়াছে।

জনাব সোহরাওয়ার্দীর কথা অনুযায়ী আওয়ামী লীগের অসুস্থ সাধারণ সম্পাদক এক বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন এবং কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকায় তাহা গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনখানি বাংলা দৈনিক ও একখানি স্থানীয় ইংরেজি দৈনিক পত্রিকা গতকল্য সরকারী এশতেহারের সম্পূর্ণ বিপরীত কাল্পনিক লুঠ, অগ্নিসংযোগ, সংঘর্ষ এবং শান্তিভঙ্গের সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে। শেখ ছাহেব জলদী জলদী বিবৃতি দেওয়ার

পূর্ব্বে তাঁহার নিজের সরকার প্রাদেশিক সরকারের সহিত সরকারী এশতেহার সম্পর্কে আলোচনা করিতে পারিতেন। আমি পর্দ্দার অন্তরালে থাকিয়া যাহারা গুণ্ডা ও রাস্তার বালকদিগকে "পবিত্র আমানত রক্ষার" অজুহাতে উসকানী দিতেছে, তাহাদিগকে এই বিপদজনক খেলা হইতে নিরস্ত থাকার জন্য হুঁশিয়ার করিয়া দিতেছি। এ ব্যাপারে আমি সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। -এ পি পি

আজাদ
২২শে ডিসেম্বর ১৯৫৭

আওয়ামী লীগ প্রার্থীর জয়লাভ
রংপুর সদর মধ্য কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচন

ঢাকা, ২১শে ডিসেম্বর। –আওয়ামী লীগ মহল হইতে বলা হইয়াছে যে, রংপুর সদর মধ্য (মোছলেম) কেন্দ্রের উপনির্ব্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন। সরকারীভাবে এখনও এ সম্পর্কে কোন সংবাদ পাওয়া যায় নাই।

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাঁহাদের প্রার্থী জয়লাভ করিয়াছেন। উপরোক্ত মহলের মতে বিভিন্ন প্রার্থী নিম্নলিখিতরূপ ভোট পাইয়াছেন:

জনাব সিরাজুল এছলাম (আওয়ামী লীগ) –১০৩৪২ ভোট।
জনাব আবদুল গফুর (মোছলেম লীগ) – ৯৫০২ ভোট।
জনাব নাসিরুদ্দিন আহমদ (কৃষক শ্রমিক)–২২০৬ ভোট।
আবদুল জলিল (ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি)–২১২৬ ভোট। জনৈক স্বতন্ত্র প্রার্থী ৫৭৫ ভোট পাইয়াছেন।

মোট ২৪৭৫১ ভোট প্রদত্ত হয়। একটি ভোট বাতেল হইয়া যায়। -এপিপি

১৯৫৮

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ই জানুয়ারি ১৯৫৮

বৃহস্পতিবার ৬নং ও ৭নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ অফিস উদ্বোধন

ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের সম্পাদক গাজী গোলাম মোস্তফা জানাইতেছেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী আগামী বৃহস্পতিবার বিকাল ৩-৩০মিঃ ও ৪-৩০ মিনিটে যথাক্রমে ৭নং ও ৬নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ অফিসের উদ্বোধন করিবেন এবং উপরোক্ত ওয়ার্ড দুইটির কর্মীদের সভায় বক্তৃতা করিবেন। মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতারা এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবেন। ঢাকা শহরের সকল কর্মীকে যথাসময় উপস্থিত থাকার জন্য অনুরোধ জানান হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২১শে জানুয়ারি ১৯৫৮

শেখ মুজিবুরের ঢাকা প্রত্যাবর্তন

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কক্সবাজার সফরের পর গতকল্য (সোমবার) সন্ধ্যায় ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। জনাব রহমান কক্সবাজার সফরকালে কয়েকটি জনসভায় বক্তৃতা করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৮শে জানুয়ারি ১৯৫৮

আওয়ামী লীগ সরকারই গ্রহণ করিয়াছে বুড়িচং-এ বিরাট জনসভায় প্রাদেশিক কৃষিমন্ত্রীর ঘোষণা শেখ মুজিব কর্তৃক "মজলুম জননেতার" মুখোশ উন্মোচন

বুড়িচং, ২৭শে জানুয়ারী– অদ্য বুড়িচং থানার বাগড়া গ্রামে এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে প্রাদেশিক কৃষি সচিব জনাব খয়রাত হোসেন বলেন যে, এদেশে আগেকার সমস্ত সরকারই ছিলেন শহরমুখী। কিন্তু আমার সরকার ক্ষমতায় আসিয়াই গ্রামমুখী নীতি আবলম্বন করিয়াছেন। আওয়ামী লীগ সরকার প্রদেশের খাল-বিল, নদী-নালা, রাস্তাঘাট ইত্যাদির উন্নয়নে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাইয়াছেন। বিগত দুর্ভিক্ষের কথা উল্লেখ করিয়া জনাব খয়রাত হোসেন বলেন, দেশের এক মহা সঙ্কট মুহূর্তে বর্তমান আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার শাসনভার গ্রহণ করেন এবং বিদেশ হইতে ৮০ কোটি টাকার চাউল আমদানী করিয়া দেশবাসীকে দুর্ভিক্ষের কবল হইতে রক্ষা করেন। স্বল্পকালীন শাসনামলে সরকার দেশের জন্য যে কাজ করিয়াছেন, তাহা বিচার করিয়াই জনসাধারণ আওয়ামী লীগকে সমর্থন করিবেন বলিয়া তিনি আশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের সপক্ষে এখানে জনগণের মধ্যে যে বিপুল উৎসাহ-উদ্দীপনা লক্ষ্য করিলাম, তাহাতে আমার বিশ্বাস, উপ-নির্বাচনে আওয়ামী লীগ প্রার্থীর পক্ষে শতকরা ৯০টি ভোট প্রদত্ত হইবে।" সভায় অধ্যাপক খায়রুল বাসার, ডেপুটি চীফ হুইপ জনাব কোরবান আলী, জনাব শাহাবুদ্দিন প্রমুখ বক্তৃতা করেন।

সাই গ্রামে জনসভা
অদ্য সাইগ্রামে অপর একটি জনসভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান, পাবনার জনাব আমজাদ হোসেন এল-এল-বি প্রমুখ বক্তৃতা করেন। সভায় স্থানীয় ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট কর্তৃক শেখ মুজিবর রহমানকে প্রদত্ত একটি মানপত্রে জিরাতিয়া প্রজাদের বিভিন্ন অভাব অভিযোগের কথা উল্লেখ করা হয়। মানপত্রের জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান জিরাতিয়া প্রজাদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়া এই ব্যাপারে ভাসানী সাহেব যে রহস্যজনক নীরবতা অবলম্বন করিয়াছেন তৎসম্পর্কে বলেন, জনাব ভাসানী আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিশেষ করিয়া পাকিস্তানের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী যোগ্য নেতার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করিয়া চলিয়াছেন, কারণ জনাব সোহরাওয়ার্দী ভারত ও রাশিয়ার চক্ষুশূল্য কিন্তু ভাসানী সাহেব জিরাতিয়া প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশা সম্পর্কে একটি কথাও বলেন না, কারণ জিরাতিয়া প্রজাদের দুঃখ-দুর্দশার হোতা হইল ভারতীয় সরকার।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৬ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮

আওয়ামী লীগ একাই সম্মিলিত বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করিতে পারিবে আগামী সাধারণ নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সম্পর্কে শেখ মুজিব

করাচী, ১৫ই ফেব্রুয়ারি– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে সাংবাদিকদিগকে বলেন যে, আগামী সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ একাই সম্মিলিত বিরোধী শক্তির মোকাবিলা করিতে পারিবে।
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী বর্তমানে করাচীতে অবস্থান করিতেছেন। তিনি বলেন যে, বিরোধীদলগুলি সমস্ত উপনির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও শোচনীয়ভাবে ব্যর্থ হইয়াছে। তিনি আরও বলেন যে, সাম্প্রতিক উপনির্বাচনের ফল পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ শাসনের সমালোচনাকারীদের চক্ষু খুলিয়া দিবে। আওয়ামী লীগের পশ্চাতে জনগণের সমর্থন ও আস্থা আছে, ইহা হইতে তাহারা বুঝিতে পারিবে।
শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, আগামী ৫ই মার্চ হইতে ৮ই মার্চ পর্যন্ত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ পর্যন্ত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের যে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হইয়াছে, তাহাতে আগামী সাধারণ নির্বাচনের জন্য নির্বাচনী ইস্তাহারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হইবে। তিনি এই অধিবেশনে যোগদানের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দকে পূর্ব পাকিস্তানে আগমনের আহবান জানান। এই অধিবেশন উপলক্ষে প্রতিনিধি ও সাংবাদিকদের জন্য সুব্যবস্থা করা হইতেছে বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮

পূর্ব-পাক আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠক ২২শে ফেব্রুয়ারী ঢাকায় আহুত

করাচী, ১৯শে ফেব্রুয়ারী–পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে ঘোষণা করেন যে, জাতীয় পরিষদের বাজেট অধিবেশনের পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন স্থগিত রাখার জন্য এবং প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুনের প্রস্তাব বিবেচনার জন্য

আগামী ২৪শে ফেব্রুয়ারী সন্ধ্যা ৭টায় ঢাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
প্রসংগতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আগামী ৫ই মার্চ হইতে ৪ দিনের জন্য ঢাকার নিকটবর্তী জয়দেবপুরে আওয়ামী লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন হওয়ার কথা। জনাব মুজিবর রহমান আগামী ২২শে ফেব্রুয়ারি করাচী হইতে ঢাকা রওয়ানা হইবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮

আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা
৫ই মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত

গতকল্য (শনিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ কাউন্সিল সভা আপাততঃ আগামী ৫ই মার্চ পর্যন্ত স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পার্টির নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী স্বাস্থ্য পরীক্ষার জন্য জুরিখে গমন করায় এবং কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদ অধিবেশনের জন্য উপরোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।
আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে মওলানা আবুল কালাম আজাদ ও সরদার আবদুর রব নিশ্তারের মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করা হয়।
অপর এক প্রস্তাবে তিউনিসিয়ার ফরাসী বিমান বহরে বোমাবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং নিহতদের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৮

পত্রিকা বিশেষের মিথ্যা প্রচারণা
শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রতিবাদ জ্ঞাপন

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান সংবাদপত্রে নিম্নোক্ত বিবৃতি দিয়াছেনঃ

> "গত ২৬শে ফেব্রুয়ারী দৈনিক 'পাকিস্তান অবজারভারে' প্রকাশিত 'ইউনিয়ন বোর্ডে আওয়ামী লীগের পরাজয়' শীর্ষক একটি সংবাদের প্রতি আমার দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। সংবাদটি ইউ, পি, পি কর্তৃক পরিবেশিত। উক্ত সংবাদে বলা হইয়াছে, 'জনৈক আওয়ামী লীগ দলীয় এম,পি,এ'র পরাজয়ে বগুড়ার বিভিন্ন মহলে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হইয়াছে। ইনি হইতেছেন খান সাহেব জসীমউদ্দীন আহমদ এম,পি,এ। তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের নির্বাচনে নিজের ইউনিয়নেই পরাজিত হইয়াছেন।' সংবাদটি আসলে সত্য নহে। উহা উদ্দেশ্যমূলক ও বিভ্রান্তিকর। কারণ বগুড়ার খান সাহেব জসীমউদ্দীন আহমদ নামে কোন এম,পি এ নাই। তবে বগুড়ায় জনাব জসিরুদ্দীন নামে একজন এম, পি,এ আছেন। কিন্তু তিনি কখনও আওয়ামী লীগে ছিলেন না। তিনি কে এস,পি'র একজন সদস্য ছিলেন। কিছুকাল পূর্বে উক্ত প্রতিষ্ঠান ত্যাগ করিয়া তিনি কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করিতে শুরু করিয়াছেন। "আমি মনে করি, কোন সংবাদ প্রচার করার পূর্বে সংবাদপত্রগুলির উহা পরীক্ষা ও উহার সত্যতা যাচাই করিয়া দেখা উচিত। নতুবা উহা সংশ্লিষ্ট সংবাদপত্রের সুনাম নষ্ট করিবে।"

Morning News
3rd March 1958

Bari-Mujib Wordy Duel
Exchange of Near-Abusive Epithets

Karachi, Mar. 2 (APP): An acrimonious scene, unprecedented in its undignified harshness, held up general discussion on the budget in the National Assembly for about 35 minutes today.
The unpleasant drama, later deprecated by the Deputy Speaker and other sections of the House, involved Mian Abdul Bari (Ind.) in an exchange of near-abusive epithets with Sheikh Mujibur Rahman and Mr. Zahiruddin of the Awami League.
The altercation itself lasted about 10 minutes. Another 20 minutes were consumed by debate whether all of it could be expunged from the proceedings. Since no unanimous view could be advanced, the Deputy Speaker ruled that the "cross talk" will remain on record to serve as a reminder that the members ought to restrain themselves.
The altercation began when Mr. Abdul Khaleque (AL) referred to Chaudhuri Mohammad Ali's charge of corruption against the Awami League and its leader, Mr. Suhrawardy.
Mian Bari protested that Chaudhuri Sahib made no mention of the Awami League or Mr. Suhrawardy. "It is a case of guilty conscience. Perhaps the shoe fits".
Sheikh Mujib retorted that he knew all about the record of Chaudhuri Mohammad Ali and even of Mian Bari.
This started an exchange of jibes and threats which could not be properly heard in the Press gallery. What could be deciphered disclosed an unmitigated cross talk mingled with insults and even threats of physical violence.
This was the first time that remarks of this nature were exchanged between members on the floor of the House.

আজাদ
১৩ই মার্চ ১৯৫৮

আওয়ামী প্রার্থীদের শোচনীয় পরাজয়
ফরিদপুরে ইউ বি নির্ব্বাচনে লীগ প্রার্থীদের সাফল্য

গোপালগঞ্জ (ফরিদপুর), ৭ই মার্চ্চ। –গোপালগঞ্জ মহকুমার ইউ, বি, নির্ব্বাচনে আওয়ামী প্রার্থীগণ সর্ব্বত্র শোচনীয়ভাবে পরাজিত হইয়াছেন বলিয়া সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। গোপালগঞ্জ মহকুমা আওয়ামী লীগের জয়েন্ট সেক্রেটারী জনাব সেরাজুল হক মিঞা ওরফে নতুন মিঞা উরফি ইউনিয়নের মোছলেম লীগ প্রার্থী জনাব ইউছুফ আলি খানের নিকট বিপুল ভোটে পরাজিত হইয়াছেন এবং প্রকাশ তাহার জামানত নাকি বাজেয়াফত হইয়াছে।
শুকতাইল ইউনিয়নে মোছলেম লীগ প্রার্থী জনাব রজব আলী মিঞার নিকট আওয়ামী লীগের বিশেষ প্রতাপশালী প্রার্থী জনাব সেরাজুল হক মোল্লা ওরফে কুটি কালা মিয়া বিপুল ভোটে পরাজিত হইয়াছেন এবং তাহার জামানত বাজেয়াফত হইয়াছে বলিয়া সংবাদ পাওয়া গিয়াছে।

বাতেল ফরিদপুর জেলা বোর্ডের সদস্য, জেলা আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আবদুল হক বিপুল ভোটে পরাজিত হইয়াছেন। কোটালী পাড়া থানার পিনজুরা ইউনিয়নে জনাব কাজী বেলায়েত হোসেন (প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমানের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়) বিপুল ভোটে পরাজিত হইয়াছেন।
মহকুমার বিভিন্ন ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট নির্ব্বাচনে কয়েকজন হিন্দু ব্যতীত মোছলেম লীগ প্রার্থীই প্রতি ইউনিয়নে জয়লাভ করিয়াছেন। প্রকাশ, কোন আওয়ামী লীগ প্রার্থী মহকুমার কোথাও হইতে জয়লাভ করিতে পারে নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৫ই মার্চ ১৯৫৮

জাহাজ বন্টনে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অবিচারের অভিযোগ
শেখ মুজিবুর কর্তৃক প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সংখ্যাসাম্য পালনের দাবী

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে জাহাজ কোম্পানীগুলোর মধ্যে জাহাজ বরাদ্দের ব্যাপারে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি অনুষ্ঠিত অবিচারের প্রতিবাদ করেন।
এই প্রসঙ্গে তিনি প্রধানমন্ত্রীর প্রতি সংখ্যাসাম্য নীতির দিকে লক্ষ্য রাখার অনুরোধ করেন এবং প্রস্তাবিত ৯ খানি জাহাজের মধ্যে অন্তত ৪ খানা পূর্ব পাকিস্তানী কোম্পানীগুলিকে দেয়ার অনুরোধ জানান।
বিভিন্ন জাহাজ কোম্পানী যে ৯টি জাহাজ ক্রয় করিতেছেন, কিভাবে উহা বরাদ্দ করা হইবে সে সম্পর্কে কেন্দ্রিয় সরকার শীঘ্রই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেছেন। জানা গিয়াছে, এই ৯টি জাহাজের মধ্যে ৬টিই পাইবেন পশ্চিম পাকিস্তানী জাহাজ কোম্পানীসমূহ। ইহার ফল এই হইবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জাহাজ কোম্পানীসমূহ পাকিস্তানের উপকূল বাণিজ্যেরও কোন অংশ পাইবেন না। পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ যে এই অবিচার বিনা প্রতিবাদে মানিয়া নিবে না, সে সম্পর্কে আমি নিশ্চিত।
কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আমার আবেদন এই যে, তাঁহারা যেন এ ধরনের কোন পক্ষপাতপূর্ণ আচরণ না করেন।

DAILY DAWN
17th March 1958

Mujib demands 4 ship for East Pakistan

DACCA, March 16: Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League, on Friday appealed to the Central Government to allot at least four ships for East Pakistan supplying courses from the total number of nine ships to be purchased by various shipping agencies.
In a statement issued here Mr.Rahman said: "I understand that the Central Government will very soon take a decision on the allotment of nine ships to be purchased by various shipping companies. Out of these nine ships seven will go to West Pakistani shipping concerns based in Karachi.
"The net result of this allocation will be that the East Pakistani shipping concerns will be deprived of any share in coastal shipping of Pakistan."

The General Secretary, referring to the Prime Minister's statement on parity, requested him to see that East Pakistan gets at least 50 percent of the fresh allocation, because in the long 10 years not one ship was given to East Pakistani Shipping concerns."
Concluding he said: "When I was a Minister, the Central Government had sanctioned Rs 1,00,00,000 for expansion of shipping and called for East Pakistan Government recommendations. The East Pakistan Government recommended two shipping concerns for the entire amount. But unfortunately no licence was issued to any of them." -APP.

DAILY DAWN
17th March 1958

Mujib urges big Powers to stop nuclear tests

DACCA, March 16: The East Pakistan Awami League General Secretary, Sheikh Mujibur Rahman, has appealed to all the Great Powers to take steps to stop nuclear test "for the sake of humanity and to save mankind from destruction."
In a statement to the Press yesterday, the General Secretary said that he was strongly opposed to the hydrogen and atomic bomb tests, "because these tests are polluting the atmosphere thus rendering it-detrimental to human health."
He said that atomic energy should be utilised only for peaceful purposes aiming at the development of all the nations of the world. -APP.

আজাদ
২২শে মার্চ ১৯৫৮

আওয়ামী লীগের অন্তর্ব্বিরোধ
জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী কর্তৃক মিমাংসার চেষ্টা

(আজাদের করাচী অফিস থেকে)
২১ শে মার্চ্চ।-পূর্ব্ব পাকিস্তানের উজিরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান এবং পার্টি প্রধান শেখ মুজিবর রহমানের বিরোধ মীমাংসার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ নেতা জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দ্দী গতরাত্রে ঢাকা যাত্রা করিয়াছেন। তাহাদের বিরোধ বর্ত্তমানে চরম আকার ধারণ করিয়াছে।
মুজিবর রহমান-আতাউর রহমান বিরোধ গুরুতর আকার ধারণ করার ফলেই জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী তাঁহার ইউরোপ সফর সংক্ষেপ করিয়াছেন এবং করাচী পৌছার পর কেন্দ্রীয় পরিস্থিতি সম্পর্কে কোনরূপ মনোযোগ না দিয়াই দ্রুত ঢাকা রওয়ানা হইয়া গিয়াছেন।
এইরূপ আশঙ্কা করা হইতেছে যে, উপরোক্ত নেতৃদ্বয়ের বিরোধ মীমাংসা না হইলে জনাব আতাউর রহমান আওয়ামী লীগ ত্যাগ করিতে পারেন এবং ইহার ফলে আওয়ামী লীগ দুইটি গ্রুপে বিভক্ত হইয়া পড়িতে পারে।
মুজিবর-আতাউর রহমান বিরোধের কারণ সম্পর্কে জানা গিয়াছে যে, ইহা ব্যক্তিগত পর্য্যায়ের বিরোধ। এখানকার আওয়ামী লীগ মহলে শোনা যাইতেছে যে, শেখ

মুজিবর রহমান জনাব আতাউর রহমানকে সরাইয়া দিয়া স্বয়ং উজিরে আলা হইতে চাহেন।
জনাব আতাউর রহমান ইহা মানিয়া লইতে রাজী নহেন। ফলে শেখ মুজিবর রহমান প্রায়ই সরকারী কার্যে হস্তক্ষেপ করিতেছেন।
উপরোক্ত নেতৃদ্বয়ের বিরোধ মীমাংসা করিতে গিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীকে অসুবিধার সম্মুখীন হইতে হইবে। আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ বিরোধের সঙ্গে সঙ্গে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ও কৃষক শ্রমিক পার্টির শক্তিবৃদ্ধিও তাঁহার উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। কৃষক শ্রমিক পার্টির আজিজুল হক গ্রুপ ও সরকার গ্রুপের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার ফলে এই দলটি অত্যন্ত শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছে।
এদিকে কেন্দ্রীয় পরিস্থিতির প্রতি দৃষ্টি দেওয়ার জন্য জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীকে শীঘ্রই করাচী প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হইবে ...।

DAILY DAWN
22nd March 1958

MUJIB DEFENDS E. PAKISTAN BUDGET

DACCA, March 21: Sheikh Mujibur Rahman (AL) took the floor in the East Pakistan Assembly yesterday (partly reported in Friday's "Dawn"). He would not say that the Awami League Coalition Government had presented a perfect budget. He, however, pointed out that under the present circumstances when distress prevailed everywhere and in all walks of life, it would not be possible for any party to present a better one than this.
Mr. Rahman said that the Government realised that the people had their grievances and felt their miseries and were doing their very best to improve their condition. In this connection he referred to various development projects undertaken by the Government and the corporations set up to explore new avenues for bringing about an overall improvement in the living condition of the people.
He said that the Government were taking a keen interest in the education of the country. He mentioned about the enhanced grants which the present Government had made towards the secondary and the primary schools. This, he said, was manifestation of the Government's desire to do something good for them.
Mr. Rahman regretted that the Government could not solve the innumerable problems facing the people. He declared that unless full regional autonomy was granted to the people of the Province, no "real good thing" could be done. He accused the Muslim League Government of surrendering East Pakistan's interest to Karachi.
MR. ASHABUDDIN AHMAD (NAP): But Mr Suhrawardy said that 98 percent autonomy had been achieved.
Resuming his speech Mr Mujibur Rahman said that the Awami League Government had secured permission for building up 80 new industries in East Pakistan. Pointing at Syed Azizul Haq (a former Industries Minister) Mr. Rahman said he (Mr. Haq) had run so many times to Karachi but all times proved unsuccessful.

SYED AZIZUL HAQ (KSP): We gave you the Constitution and on the strength of it you secured the permission.
CHARGE AGAINST SARKAR
At on stage of his speech Sheikh Mujibur Rahman alleged that the former Chief Minister, Mr. Abu Hossain Sarkar (now leader of the opposition) had drawn Rs 15,000 from the Chief Minister's Relief Fund for which he did not give any voucher. He demanded an inquiry into the matter.
Mr. Mujib's speech was interrupted by a number of points of privilege and points of order.
After Mr. Mujib's speech the House adjourned for 45 minutes for prayers.
MR. ABU HOSSAIN SARKAR, the Leader of the Opposition, rose on a point of privilege, when the House resembled, to say that the charge levelled against his by Sheikh Mujibur Rahman was wrong and contrary to facts.
He said that he had drawn money for distributing them to the flood victims and all the papers regarding distribution of that money were duty submitted.
MR. B. D. HABIBULLAH(KSP) said, that the Awami League Coalition Government had not fulfilled its pledges and had "betrayed the confidence of the voters." He added that a huge sum was spent in the name of industry but the people did not see any progress being made in this field.
He brought some charges against the working of some of the Departments and made certain queries about some members of the Treasury Benches.
His queries were replied to by three members of the Cabinet and another member of the Treasury Bench, all of whom rose on points of personal explanation.
UNPARLIAMETARY
MR. ABUL KASEM (Rabbani Party) stood up to ask the Speaker whether the language used by some Government members in reply to the allegation made by an Opposition member were parliamentary or not.
SPEAKER: "Freedom does not mean unchartered or wreckless freedom". He regretted that members had brought intellectual and moral bankruptcy in the House. He announced that all objectionable things shall be expunged from the proceeding of the House. -APP.

DAILY DAWN
23rd March 1958

Mujib on 11 MPAs' withdrawal from Coalition Party

DACCA, March 22: The East Pakistan Awami League General Secretary, Sheikh Mujibur Rahman, in a statement last night said: "out of the 11 members of the East Pakistan Assembly who issued

a statement on Friday night that they withdrew support from the Awami Coalition Government, five members never joined the Awami League Coalition Government."
"Every member of the Assembly, even the Speaker knows that these people, Messrs Zahirul Huq, Almas Ali, Abdur Rahman, A. Wahed and Abul Hossain always take their seat with members of the Opposition."
"These gentlemen crossed the floor many times. I can give them this assurance that they cannot affect the Awami League Coalition Government in East Pakistan so long as this Government follow the democratic policy and work with sincerity and honesty for the people and support joint electorate." –APP.

দৈনিক ইত্তেফাক
২৯শে মার্চ ১৯৫৮

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ৫ই এপ্রিল ঢাকায় আহূত

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় দফতর হইতে গতকল্য (শুক্রবার) প্রকাশিত এক বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান আগামী ৫ই এপ্রিল অপরাহ্ন সাড়ে ৩ ঘটিকায় ১১৫ নং সেগুন বাগিচায় আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক সভা আহ্বান করিয়াছেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিগণকেও জনাব মুজিবুর রহমান সভায় যোগদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন। পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব এইচ, এস, সোহরাওয়ার্দীও সভায় যোগদান করিবেন।
বিভিন্ন জেলা আওয়ামী লীগের প্রেসিডেন্ট ও সেক্রেটারিগণকে তাহাদের স্ব স্ব জেলার প্রতিষ্ঠানের অবস্থা সম্পর্কে তৈয়ারী রিপোর্টসহ ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে যোগদানের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান বিভিন্ন জেলা আওয়ামী লীগের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন।
আজ পর্যন্ত যে সকল থানা ও মহকুমা আওয়ামী লীগের কমিটি গঠিত হইয়াছে ঐ সকল কমিটির তালিকাও সঙ্গে আনার জন্য জনাব মুজিবুর রহমান জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি ও সেক্রেটারিগণের প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করিয়াছেন।

আজাদ
৩রা এপ্রিল ১৯৫৮

উত্তেজনাপূর্ণ পরিবেশে অদ্য পূর্ব্ব পাক আইন পরিষদের অধিবেশন পুনরারম্ভ উভয় দলের শক্তি সংগ্রহে তোড়জোড় মন্ত্রিসভার প্রতি আস্থাভোট দাবীতে সরকার পক্ষের প্রস্তাবের নোটিশ দান আওয়ামী লীগে অন্তর্বিরোধের নয়া পর্য্যায়

(আজাদের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)
আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা অদ্য (বৃহস্পতিবার) পূর্ব্ব পাকিস্তান পরিষদে আস্থা ভোট দাবী করিবে এবং শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বুধবার) পরিষদের

সেক্রেটারীর নিকট এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপনের নোটিশ দিয়াছেন বলিয়া জানা গিয়াছে।
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ইতিপূর্ব্বে দুইবার স্বল্প ব্যবধানে পরাজয়ের হাত হইতে রক্ষা পাইয়াছে এবং এইবারই অপেক্ষাকৃত অল্প সংখ্যক সদস্য সরকারী দলের পক্ষে ভোট দিয়াছেন।
পূর্ব্ব পাকিস্তানের অদ্যকার (বৃহস্পতিবার) অধিবেশনের প্রস্তুতি হিসাবে গতকল্য (বুধবার) সমস্ত দিন গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত রাজনৈতিক ব্যস্ততা বিদ্যমান ছিল ...।

DAILY DAWN
3rd April 1958

MUJIBUR RAHMAN TO PROCEED ON FOREIGN TOUR

(By Dawn Staff Correspondent)
Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League, is shortly proceeding on an extensive foreign tour. Among the countries he will visit are the UK, the USA and Japan.
During his absence from Pakistan Mr Abdul Hamid Chowdhry is expected to officiate as General Secretary of the East Pakistan Awami League according to Awami League sources in Karachi.
These sources said that Sheikh Mujibur Rahman had not resigned from the general Secretaryship of the party. But he had warned that he would do so though reports from Dacca have stated that he has already tendered his resignation.

Morning News
4th April 1958

Mujib-Ata Differences: Rapprochement Talks Begin

(By A Staff Reporter)
Efforts at bringing about a rapprochement between Sheikh Mujibur Rahman, Secretary of the Awami League in East Pakistan, who resigned his office on Tuesday last, and Mr. Ataur Rahman, Chief Minister, have begun in Dacca yesterday, according to well-informed sources.
These sources, however, said that there was little likelihood of these talks materialising as Sheikh Mujibur Rahman is gradually losing interest in the post of the Secretary of the Party, which carries a heavy burden.
These sources also emphasized that of late Shaikh Mujib has been keeping indifferent health and may insist on rest.
Rapprochement talks were believed to have begun last night at an Iftar Party held at the Chief Minister's residence which was attended among others by Mr. H. S. Suhrawardy, the Awami League

Chief. The question will come up formally at the Organising Committee meeting tomorrow.
Also discussed at the informal meeting was the nomination of the Awami League candidate for the Parliament. He is Mr. Aziz uddin, Shaikh Mujibur Rahman told "Morning News" last night Polling will start at 8 am. today and will continue for two hours.
He declined to say anything about his resignation.

DAILY DAWN
5thApril 1958

ATA-MUJIB DIFFERENCE CONTINUES

(From ABDUL WAHAB, Dawn, Dacca Correspondent)

DACCA, April 4: Differences inside the Awami League over the retention in the second Awami League Coalition Cabinet of three Ministers whose exclusion had been suggested by an influential section of the party, led by Sheikh Mujibur Rahman, remain unresolved. These differences can not be treated lightly either.
The suggestion of Mr. Mujibur Rahman, it is reported, was that these Ministers should not be at least included again in the first instance so as to impress on them their unpopularity in the party.
It is believed that allegations against two of the Ministers, Mr Abdur Rahman Khan and Mr Khairat Hossain, included neglect of legitimate party interests in the areas they represent.

ANOTHER AIM
Besides, Sheikh Mujibur Rahman in making the suggestion also appears to have had another aim in view, namely that of increasing the Awami League Coalition's parliamentary strength so that it may not have to live in a state of constant anxiety as it has been doing of late.
To achieve this end, Sheikh Mujibur Rahman's formula reportedly included the appointment of Mr. Gour Chandra Bala as a Central Minister of State and of some scheduled caste members as either Deputy Ministers or Parliamentary Secretaries in the Province.

EXECUTIVE MEETING
As reported earlier, the issue is going to be discussed threadbare in the forthcoming meeting of the Awami League Working Committee scheduled to meet here on April 3 which will also have the benefit of Mr. Suhrawardy's advice. What exactly this advice is going to be is not know. But considering that both Mr. Ataur Rahman Khan and Sheikh Mujibur Rahman are close to Mr. Suhrawardy, this advice will not be easy to give.
While it is too much to expect him to solve this problem within a day, it is clear that he will try to maintain the party's integrity at all costs.

Morning News
7th April 1958

Allegations Against Two Ministers
AL working committee asks Suhrawardy to Probe Mujib withdraws resignation

(By A Staff Reporter)
The Awami League general secretary, Sheikh Mujibur Rahman, withdrew his resignation, which he tendered six days ago. on a request made by the working committee at its concluding session yesterday.
With regard to the recasting of the coalition Cabinet, the working committee authorised the party chief, Mr. H. S. Suhrawardy, who had earlier made a lengthy speech on the present political situation in the country with particular reference to the AL role, to probe into the allegations made against the two ministers. Mr. Khairat Hussain and Mr. Abdur Rahman Khan. He was further authorised to advise action in the light of the findings of the enquiry.
The working committee discussed threadbare the 11 point programme the NAP had submitted earlier as a basis of the latter's co-operation with the coalition Ministry and empowered the leader of the parliamentary wing, Mr. Ataur Rahman Khan, to decide the line of action and draft a reply to it.
Expulsion
Another important decision taken at the meeting was the expulsion of Mr. Aminul Huq Chaudhury, Mr. Dabirul Islam and Mr. Abul Hussain from Awami League Parliamentary Party for a period of five years on account of their "anti-party activities and final descertion" from it.
By a resolution the working committee asked the Chief Minister to appoint a political secretary from the members of the parliamentary party and the mandate, according to an announcement from the AL headquarters, was accepted by the Chief Minister.
The working committee condemned the action against the Ataur Rahman Government by the then Governor, Mr. Fazlul Huq, even through the coalition had commanded the confidence of the majority of the members of the House.
Resolutions were also adopted condemning the incident that took place in the Assembly on Saturday and the French atrocities in Algeria.
Immediate steps to ease the deteriorating food situation in Barisal, Khulna, Noakhali and other districts of North Bengal and measures to fight the menacing epidemic diseases in certain areas were urged by another resolution.
The working committee, in another resolution, recommended to the Government the setting up of a junior public service commission.

The working committee was of the opinion that appointments to the junior services should be made after proper scrutiny.

Mujib leaves today on 2-month tour of foreign countries

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League, leaves Dacca today (Monday) on a two-month tour of the Far Eastern countries, the U.K. USA and Japan.

Mr. Mujib will be the guest of the Government of United Kingdom during his 12-day stay there, on special invitation of the Government of the UK.

He will leave London on April, 20 for USA on a month's tour of the USA under leader exchange grant.

Mr. Mujibur Rahman will, on his way back home, visit Japan, and some other Far Eastern countries, where he will study the systems of the Government, industrial set-up, social welfare, educational and agricultural development of those countries.

DAILY DAWN
7th April 1958

MUJIB WITHDRAWS RESIGNATION
Charges against 2 Ministers to be investigated

(From ABDUL WAHAB, Dawn, Dacca Correspondent)

DACCA, April 6: After prolonged discussions continuing from yesterday the Awami League Working Committee has been able to arrive at a compromise formula this afternoon, which would appear to resolve but only for the time being, according to observers, the dissensions inside the organisation.

These dissensions took an acute turn of late following allegations, among other things, of imperfections in two Awami League Ministers as also of neglect of legitimate party interests.

These charges, which were brought by an influential group of the Awami League, led by Sheikh Mujibur Rahman, resulted in further straining the relations between the Parliamentary Party leader and the General Secretary of the organisation.

Although today's solution is a personal triumph for Mr. Suhrawardy, it can be said that the domestic troubles of the Awami league are not yet over; and without appearing as attempting to be little his achievements it is feared among observers that Mr. Ataur Rahman Khan and his supporters and Sheikh Mujibur Rahman and his followers may clash again on the latter's return from an Anglo- American tour on which he embarks tomorrow.

PASSED ON TO ATA

Lists containing such —- including those of political convicts will certainly be passed to the Chief Minister, he indicted.

To revert to the compromise formula arrived at inside the Awami League is as followed Sheikh Mujibur Rahman to withdraw his |resignation from general Secretaryship at the request of the Working Committee of the party leader, Mr. Suhrawardy; allegations against two Minister's to be personal inquired into by Mr. Suhrawardy, who will thereafter make recomendations, if necessary and Mr. Zamiruddin Political secretary will be put on the personal staff of the Chief Minister in his place taken by an Awami League MPA.

আজাদ
৮ই এপ্রিল ১৯৫৮

আওয়ামী লীগের আপোষ ফরমুলা
তাৎপর্য্য সম্পর্কে পর্য্যবেক্ষক মহলের অভিমত

(আজাদের রাজনৈতিক সংবাদদাতা)

দুইদিনব্যাপী বৈঠকের পর আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটি শেষ পর্য্যন্ত গত রবিবার অপরাহ্নে দলের দুই গ্রুপের মতানৈক্য দূরীকরণের ব্যাপারে এক আপোষ ফরমূলায় উপনীত হইতে সমর্থ হইয়াছে। এই ফরমূলা দ্বারা বিরোধ আপাততঃ দূরীভূত হইলেও রাজনৈতিক মহল মনে করেন যে, ইহা দ্বারা কোন স্থায়ী সমাধান হইবে না। দুইজন আওয়ামী লীগ মন্ত্রীর বিরুদ্ধে অযোগ্যতা ও দলীয় স্বার্থের প্রতি অবহেলার অভিযোগ আনয়ন করায় সম্প্রতি এই বিরোধ তীব্র আকার ধারণ করে। শেখ মুজিবর রহমানের নেতৃত্বে দলের একটি প্রভাবশালী গ্রুপ এই অভিযোগ আনয়ন করায় দলের পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা ও জেনারেল সেক্রেটারীর মধ্যে সম্পর্কের যথেষ্ট অবনতি ঘটে। গত রবিবার যে আপোষ ফরমূলা উদ্ভাবিত হইয়াছে, তাহাতে মূলতঃ জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর ব্যক্তিগত জয় সূচিত হইলেও এতদ্বারা দলের আভ্যন্তরীণ বিরোধের অবসান হইল বুঝায় না। পর্য্যবেক্ষক মহল মনে করেন যে, জনাব মুজিবর রহমানের বিদেশ হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর জনাব আতাউর রহমানের সহিত তাহার বিরোধ পুনরায় চাড়া দিয়া উঠিতে পারে।

ঢাকা আগমনের পর হইতে জনাব সোহরওয়ার্দ্দী দলের মধ্যে সমঝোতার জন্য যে কঠোর পরিশ্রম করিয়াছেন, একটি ঘটনা হইতেই তাহা জানা যাইবে। প্রকাশ, আওয়ামী লীগ সদস্যদের সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী সদস্যদের উদ্দেশ করিয়া বলিয়াছেন যে, আপনারা কি করেন যে, দলের সংহতি বজায় জন্য আমি দলের হুইপ হিসাবে চিন্তা করিব? দলের আভ্যন্তরীণ বিষয় ছাড়া আওয়ামী লীগের বর্তমানে অন্য একটা সমস্যা হইতেছে, প্রাদেশিক পরিষদের ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ সমর্থনের উপর নির্ভরশীল হইয়া দল হিসাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করিয়া নিয়ত উদ্বেগের মধ্যে জনগণের হাত হইতে রক্ষা পাওয়া। মন্ত্রী পদপ্রার্থীদের মন্ত্রিত্বের লোভ দিয়া ঝুলাইয়া রাখার প্রতারিত কৌশল দ্বারা উপরোক্ত সমস্যার সমাধানের চেষ্টা করা হইবে মনে হয়। আগামী বাজেট অধিবেশনের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কৌশল অবলম্বন হইতে পারে। ৩০শে জুনের মধ্যে নির্বাচনে পাশ করাইবার পর দুইজন মন্ত্রী করা হইতে পারে। তবে ঐ সময় মন্ত্রিত্ব প্রার্থী পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ।

আজাদ
৮ই এপ্রিল ১৯৫৮

শেখ মুজিবের বিদেশ যাত্রা

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (সোমবার) পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান বিদেশ সফর উপলক্ষে করাচীর পথে পি, আই, এ বিমানযোগে ঢাকা ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী, উজীরে আলা জনাব আতাউর রহমান খান, রাজস্ব সচিব জনাব মসিউর রহমান, শিল্প সচিব জনাব মনসুর আলী, খাদ্য সচিব জনাব গৌরচন্দ্র বালা, ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল মিঃ উইলিয়মস এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান ব্যবস্থা পরিষদের কতিপয় সদস্য বিমান ঘাটিতে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিদায় সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন।

জনাব মুজিবর রহমান বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং মধ্যপ্রাচ্যের কয়েকটি দেশ সফর করিবেন। মার্কিন সরকারের নেতৃবিনিময় পরিকল্পনা অনুযায়ী তিনি যুক্তরাষ্ট্র সফর করিবেন।

আজাদ
১১ই এপ্রিল ১৯৫৮

শেখ মুজিবের বিদেশ সফর
আজিজুর রহমানের সমালোচনা

ঢাকা, ০৯ এপ্রিল– পূর্ব্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শাহ্ আজিজুর রহমান নিম্নোক্ত বিবৃতি প্রদান করিয়াছেনঃ

সরকারী অতিথি হিসাবে শেখ মুজিবর রহমানের যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাওয়ার সংবাদে দল-মত নির্বিশেষে প্রত্যেক দেশভক্ত পাকিস্তানী নাগরিক বিক্ষুব্ধ না হইয়া পারে না। শেখ মুজিবুর রহমান এই সম্মান লাভের এবং বিদেশে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করার উপযুক্ত পাত্র কিনা সেই সম্পর্কে আমি কোন মন্তব্য করিতে চাহি না। আমি জানিয়া আশ্বস্ত হইলাম যে, শেখ সাহেব মার্কিন ও বৃটিশ শ্রোতাদের নিকট শুধু আওয়ামী লীগের নীতি ব্যাখ্যা করিবেন। কিন্তু বুদ্ধিজীবী বৃটিশ ও মার্কিন শ্রোতাদের নিকট আওয়ামী লীগের জটিল নীতি ব্যাখ্যা করিতে হইলে শেখ মুজিবর রহমানের অবশ্যই একজন ভাল দোভাষীর সাহায্য লওয়া দরকার।

শেখ সাহেব দৌত্যের ভূমিকা গ্রহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তানের উপর আওয়ামী লীগের মারফৎ যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র সরকারের দৃঢ় আধিপত্য বজায় রাখার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট দুইটি দেশকে সাহায্য করিতে হইলে তাঁহাকে (শেখ সাহেবকে) যথেষ্ট ট্রেনিং গ্রহণ করিতে হইবে। উক্ত দুইটি বৈদেশিক রাষ্ট্রের মধ্যে একমাত্র আওয়ামী লীগের মাধ্যমেই তাঁহারা পাকিস্তানের উপর নিজ আধিপত্য রাখার আশা পোষণ করেন।

দৈনিক মিল্লাত
৪ঠা জুন ১৯৫৮

অদ্য শেখ মুজিবরের ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন
বিমান বন্দরে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন

(নিজস্ব বার্তা পরিবেশক)

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান বৃটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সফরের পর অদ্য (বুধবার) সকাল ৯টায় বিমানযোগে তেজগাঁও বিমানবন্দরে আসিয়া পৌছিবেন। জনাব রহমানকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের জন্য আওয়ামী লীগের পক্ষ হইতে ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে। এ ব্যাপারে উৎসাহী ব্যক্তিদের বিমানবন্দরে লইয়া যাওয়ার জন্য সকাল ৭টায় প্রতি ওয়ার্ডে বাস পৌছিবে।

কলিকাতা হইতে এ পি পি পরিবেশিত এক খবরে বলা হইয়াছে যে, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও জাপান সফর শেষে গতকল্য (মঙ্গলবার) সন্ধ্যায় বিমানযোগে জাপান হইতে কলিকাতা পৌছেন। কলিকাতায় একরাত অবস্থানের পর তিনি অদ্য (বুধবার) সকালে ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্স বিমানযোগে ঢাকা যাত্রা করিবেন।

জনাব মুজিবর রহমান সরকারী অতিথি হিসাবে প্রায় ২ মাস ধরিয়া বৃটেন ও যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তনের পথে তিনি জাপানে অনুষ্ঠিত এশীয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উপভোগ করেন। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী পাকিস্তানী ক্রীড়ানৈপুণ্যে তিনি গভীর সন্তোষ প্রকাশ করেন।

দৈনিক মিল্লাত
৬ই জুন ১৯৫৮

ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা সংশোধনের মেয়াদ
আরও এক মাস বৃদ্ধির দাবী
ঘরে ঘরে পরীক্ষা চালাইয়া ভুল সংশোধনের জন্য
শেখ মুজিবের সুপারিশ

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান ত্রুটিপূর্ণ ভোটার তালিকা দেখিয়া বলেন যে, ভোটার তালিকা হইতে কতিপয় মন্ত্রী এবং এম,পি, এ -গণ বাদ পরিয়াছেন দেখিয়া আমি অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছি। নির্বাচন কমিশন ভোটার তালিকা সংশোধনের যে পদ্ধতি লইয়াছেন তাহা ভ্রান্তি পূর্ণ। এই পদ্ধতিতে কোনক্রমেই ভোটার তালিকা শুদ্ধ করা সম্ভবপর নহে।

নিম্নে জনাব শেখ মুজিবর রহমানের বিবৃতির পূর্ণ বিবরণ প্রদত্ত হইলঃ

আমি ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য হইয়া দেখি যে, খসড়া ভোটার তালিকায় হাজার হাজার উপযুক্ত ভোটারের নাম বাদ পড়িয়াছে। খসড়া তালিকা সংশোধনের জন্য একমাস সময় দেওয়া হইয়াছে। গ্রাম এলাকায় খসড়া ভোটার তালিকা সংশোধনের ভার যে সকল কর্ম্মচারীদের উপর দেওয়া হইয়াছে। সাধারণতঃ তাঁহারা জেলা ও মহাকুমা সদরে বাস করেন। ভোটার তালিকা সংশোধনের জন্য ৪ পৃষ্ঠাব্যাপী ছাপান যে ফরম প্রস্তুত করা হইয়াছে তাহা জনসাধারণের পক্ষে বোঝা খুবই কষ্টকর।

যে সকল ব্যক্তির নাম উক্ত তালিকা হইতে বাদ পড়িয়াছে তাহাদের ৩০/৪০ মাইল দূরবর্তী স্থান হইতে আসিয়া ফরম লইয়া নাম উঠাইয়া লইতে হইবে। ইহা কোনক্রমেই সহজসাধ্য নয়।
কর্তৃপক্ষ যদি মনে করেন যে, এই রূপেই ভোটারতালিকা সম্পূর্ণরূপে সংশোধন করা সম্ভব হইবে তাহা হইলে আমি বলিতে বাধ্য হইব যে, তাহারা সম্পূর্ণরূপে নিরাশ হইবেন। ভোটারলিষ্ট সংশোধন করিবার যে পদ্ধতি গ্রহণ করা হইয়াছে সেই পদ্ধতিতে কোনক্রমেই তালিকা বহির্ভুত ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব নহে।
আমার মতে নির্বাচনী কমিশন অবিলম্বে আরও একমাস মেয়াদ বৃদ্ধি করিয়া ঘরে ঘরে গমন করিয়া ভোটার তালিকা পরীক্ষা কার্য্যে ব্রতী হইলেই ভোটার তালিকা পূর্ণরূপে শুরু করা সম্ভব হইবে । এই কার্য্য সম্পাদন করিতে সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক এবং অন্যান্য উপযুক্ত ব্যক্তিদের সহায়তা গ্রহণ বাঞ্ছনীয়। এই ব্যাপারে প্রাদেশিক সরকার নির্ব্বাচনী কমিশনকে সকল প্রকার প্রয়োজনীয় সাহায্য প্রদান করিতে পারিবেন বলিয়া আমি মনে করি।

দৈনিক মিল্লাত
৭ই জুন ১৯৫৮

শহর আঃ লীঃ নির্বাচন সাব কমিটির সভা

গতকল্য (শুক্রবার) সন্ধ্যা সাড়ে সাত ঘটিকায় ঢাকা শহর আওয়ামী লীগ অফিসে জনাব সিদ্দিক হোসেনের সভাপতিত্বে শহর আওয়ামী লীগ নির্ব্বাচন সাব কমিটির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিশেষ অতিথি হিসাবে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান সভায় বক্তৃতাদান করেন।
উক্ত সভায় নিম্নলিখিত প্রস্তাবসমূহ পাস করা হয় ঃ
প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠানের নির্দ্দেশনুযায়ী ঢাকা শহরকে ৩০টি ওয়ার্ডে ভাগ করা হইবে, (২) আগামী ৩০শে জুনের মধ্যেই উক্ত ওয়ার্ডসমূহে নির্ব্বাচন শেষ করিতে হইবে এবং (৩) শহর আওয়ামী লীগ সম্পাদকের সহি ভিন্ন কোন প্রকার রসিদ বহি এবং সভ্য হওয়ার ফরম গ্রহণযোগ্য হইবে না।

দৈনিক মিল্লাত
৭ই জুন ১৯৫৮

গাইবান্ধা আওয়ামী লীগ সম্মেলন স্থগিত
শীঘ্রই পরবর্ত্তী তারিখ নির্দ্ধারণের আশ্বাস

আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান গাইবান্ধা মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্মেলন স্থগিত রাখার এক নির্দ্দেশ দান করিয়াছেন।
উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, বারংবার তারিখ পরিবর্ত্তনের পর আগামী ৮ই জুন সম্মেলনের তারিখ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল।
জনাব মুজিবর রহমান সংবাদপত্রে এক বিবৃতিদান প্রসঙ্গে বলেন যে, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থের জন্যই এইবারের তারিখ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। তিনি আশ্বাস দিয়া বলেন যে, শীঘ্রই সম্মেলনের তারিখ নির্দ্ধারিত করা হইবে।

দৈনিক মিল্লাত
৭ই জুন ১৯৫৮

বরিশাল আওয়ামী লীগ বাতিল প্রসঙ্গে শেখ মুজিব

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সংবাদপত্রে গত বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে বলেন যে, কিছুদিন পূর্ব্বে বরিশাল আওয়ামী লীগ ভাঙ্গিয়া দিয়া তৎস্থলে একটি এডহক কমিটি গঠন করা হয়।
সব সময় সংবাদপত্রে এই মর্ম্মে এক খবর প্রকাশিত হয় যে, বরিশালের মহকুমা, থানা এবং ইউনিয়ন শাখাসমূহেরও বিলুপ্তি ঘটিয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে। এডহক কমিটি গঠনের সময়ে উক্ত শাখা আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানগুলি ভাঙ্গিয়া দেওয়া হয় নাই।
সাধারণ সম্পাদক বলেন যে, নবগঠিত এডহক কমিটির নির্দ্দেশে সমস্ত শাখা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হইবে।

দৈনিক মিল্লাত
৮ই জুন ১৯৫৮

আওয়ামী লীগের উদ্যোগে পল্টনে জনসভা

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শনিবার) এক ঘোষণায় জানান যে, ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আগামী ১৩ই জুন বেলা ৪ ঘটিকায় পল্টন ময়দানে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হইবে।
উক্ত সভায় পাকিস্তান আওয়ামী লীগের প্রধান জনাব এইচ, এস সোহরাওয়ার্দ্দী, জনাব জহির উদ্দিন এম, পি এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমান বক্তৃতা করিবেন। সভায় সভাপতিত্ব করিবেন প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি জনাব মওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ

দৈনিক মিল্লাত
১৪ই জুন ১৯৫৮

যথাসময়ে নির্বাচন না হইলে বিপ্লব হইবে
জনগণ কারসাজি বরদাশত করিবে না
পল্টনের বিপুল জনসমাবেশে আওয়ামী প্রধান জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বক্তৃতা
স্বচ্ছ ও সত্যের রাজনীতির জন্য আওয়ামী লীগের মরণপণ সংকল্প ঘোষণা
নির্বাচনী প্রশ্নে ইসলামের নামে লীগ ও মওদুদী গোষ্ঠীর ঘৃণ্য ভূমিকা বিশ্লেষণ

গতকল্য (শুক্রবার) পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত সাম্প্রতিককালের বৃহত্তম জনসভায় আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন, যথাসময়ে সাধারণ নির্বাচন না হইলে বিপ্লব শুরু হইয়া যাইবে। নির্বাচন পিছাইয়া দিবার কারসাজি জনসাধারণ সহ্য করিবে না। বর্ত্তমান রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা দূর না হইলে শাসন কার্য্যের অগ্রগতি সম্ভব নহে, আর কেবলমাত্র নির্বাচনই এই অনিশ্চয়তা দূর করিয়া স্থায়িত্ব আনয়ন করিতে পারে।

পৃথক নির্বাচনের ধ্বজাধরীদের স্বরূপ উদঘাটন করিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন যে, সামান্য নির্বাচনের জন্য ইহারা ইসলামকে বিক্রয় করিতেছে। মুসলিম লীগ নেতারা গণপরিষদের মারী অধিবেশনে যুক্তনির্বাচনের সমর্থনে স্বাক্ষরদান করিয়াছিলেন, অথচ আজ মতলব হাসিলের জন্য ইসলামের নামে পৃথক নির্বাচনের প্রচারকার্য্য চালাইতেছেন।

মওদুদীগোষ্ঠী সম্পর্কে আওয়ামী নেতা বলেন, যে মওলানা মওদুদী ১৯৪৬ সনে কায়েদে আজমকে কাফের, পাকিস্তানকে কুফরীস্তান এবং কাশ্মীরের জেহাদকে কুফরীর সহায়তা বলিয়া ফতোয়া দিয়াছিলেন, আজ তাঁহার মুখে পাকিস্তানের আদর্শের বুলি শোভা পায়না– পাকিস্তানের আদর্শ সম্পর্কে কোন কিছু বলার অধিকার তাঁহার নাই।

আওয়ামী লীগের ভিত্তি, আদর্শ ও নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, "গরীব প্রতিষ্ঠান আওয়ামী লীগ গরীবের তথা জনগণের মহব্বতের উপরই ভরসা করে। মুসলিম লীগ প্রভৃতি দলের ন্যায় মিথ্যা ও বেঈমানীর রাজনীতি আমরা করি না। আমরা পরিষ্কার রাজনীতি, সত্যের রাজনীতি এবং নীতির রাজনীতি করিতেছি এবং করিব। এইজন্য প্রয়োজন হইলে আমরা প্রাণ দিব এবং এই জন্য আমাদের জয় হইবেই।"

সমবেত জনসমুদ্র হর্ষধ্বনি করিয়া তাহাদিগকে স্বাগত জানায়।

গতকল্যকার জনসভায় আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান, জনাব জহিরুদ্দীন আহমদ এবং মওলানা আসাদুল্লাহ সিরাজীও বক্তৃতা করেন। আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী তাঁহার হাস্যরস পরিপূর্ণ বক্তৃতায় লীগ ও তথাকথিত ইসলাম দরদীদের স্বরূপ বর্ণনা করিয়া বলেন যে, আমাদের একমাত্র দাবী পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যাবতীয় সম্পদের সমবণ্টন। এই দাবী আদায় না হওয়া পর্যন্ত কোন কিছুই করা সম্ভব নয়।

দৈনিক মিল্লাত
১৫ই জুন ১৯৫৮

পাকিস্তান বিরোধী মওদুদী চক্রের আদর্শের বুলি আওড়াইবার অধিকার নাই
পল্টনের মহতী জনসভায় জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর বক্তৃতার শেষাংশ

[গত শুক্রবার পল্টনের মহতী জনসভায় জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বক্তৃতার প্রথমাংশ গতকল্যকার মিল্লাতে প্রকাশিত হইয়াছে। অদ্য অবশিষ্ট অংশ প্রকাশিত হইল]

শেখ মুজিবর রহমান

শেখ মুজিবর রহমান গত শুক্রবার পল্টনের জনসভায় বক্তৃতা দিতে উঠিয়া বলেন যে, খানে আজম খানে সার্দুল কাউয়ুম খান এই দেশ জয় করিতে আসিয়াছেন। তিনি (কায়ুম খান) আমাদের নেতৃবৃন্দ এবং প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জাকে গালিগালাজ করিয়া বক্তব্য দান করিতেছেন। তিনি নাকি দেশের আত্মত্যাগ করিয়াছেন বলিয়াও প্রচার করিয়া ফিরিতেছেন।

এই প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান কাইয়ুম খানের অতীত কলঙ্কময় ইতিহাসের উল্লেখ্য করিয়া বলেন যে, ছয় বৎসরকাল কাইয়ুম খানের সীমান্তের প্রধানমন্ত্রিত্বকালে তথার লাল কোর্ত্তাদের উপর অকথ্য নির্যাতন চলে।

প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জাকে সমালোচনা করার ব্যাপারে তিনি কাইয়ুম খানকে সমর্থন করিয়াছেন বলিয়া জনাব কাইয়ুম খান যে দাবী করিতেছে শেখ মুজিবর রহমান তাহার প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, বরঞ্চ জনাব কাইয়ুম খান তাঁহাদিগকে সমর্থন করিতেছেন।

জনাব মজিবর রহমান বলেন যে, মুসলিম লীগই জনাব ইস্কান্দর মীর্জ্জাকে কর্ম্মচারী হিসেবে চাকুরীর ক্ষেত্র হইতে রাজনীতিতে আনয়ন করিয়াছে। ৯২ক প্রবর্ত্তন করিয়া তাহারাই গভর্ণর হিসেবে মীর্জ্জাকে পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রেরণ করে। যাহার ফলে দেড় সহস্র কর্মীকে কারাবরণ করিতে হইয়াছিল। আর আজ তাহারাই প্রেসিডেন্ট মীর্জ্জাকে গালি দিতেছে।

মুসলিম লীগ ও নেজামে ইসলামের প্ররোচনায় কর্ণপাত না করিবার জন্য শেখ মুজিব জনগণের নিকট আবেদন জানান। তিনি বলেন যে, তদানিন্তন গভর্ণর জেনারেল মরহুম গোলাম মহম্মদ জনাব নাজিমুদ্দিনকে হঠাইয়া দিলেন। মুসলিম লীগ তাহার প্রতিবাদ করে নাই।

শেখ মুজিব বলেন, জনাব কাইয়ুম খান তাঁহার বক্তৃতায় পূর্ব্ব পাকিস্তানের জন্য শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ, স্বায়ত্বশাসন ও ব্যক্তিস্বাধীনতার উল্লেখ করেন না। তিনি কেন্দ্রে মন্ত্রী থাকাকালে পূর্ব্ব পাকিস্তানে গুলিবর্ষণ হয়, তিনি তাহার প্রতিবাদ করেন নাই। অথচ আজ তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তানী মন লইয়া এখানে আগমন করিয়াছেন বলিয়া দাবী করিতেছেন।

মওলানা মওদুদীকে সমালোচনা করিয়া শেখ মুজিব বলেন যে, এখানে যখন দুর্ভিক্ষ চলিতেছিল, মওদুদী সাহেবের তখন পাত্তা পাওয়া যায় নাই।

অথচ এখন তিনি এখানকার দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে গলা ফাটাইতেছিল। মওলানা মওদুদীর উদ্দেশ্যে শেখ মুজিব আদর্শের ভিত্তিতে কাজ করার আহ্বান জানান।

তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ বড় কিছু করিয়াছে বলিয়া দাবী করে না। কিন্তু একথা আওয়ামী লীগ জোর গলায় বলিতে পারে যে, তাহারা দেশের খারাপ কিছুই করে নাই।

আওয়ামী লীগের ব্যর্থতার কারণ ব্যাখ্যা করিয়া তিনি বলেন যে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকার ফলে আওয়ামী লীগ কাজ করিতে অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছে। তদুপরি কেন্দ্রের অসহযোগিতার ফলেও তাহাদের কাজ ব্যাহত হইয়াছে।

তিনি বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে প্রয়োজন মত সর্ব্বদাই কেন্দ্র হইতে সাহায্য পাওয়া গিয়াছে।

মোহাজেরদের সম্পর্কে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, তাহারা (মোহাজের) পূর্ব্ব পাকিস্তানের বসতি স্থাপন করিয়াছে। পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনগণ বুকের রক্ত দিয়া তাহাদের রক্ষা করিবে। কিন্তু পরিবর্ত্তে মোহাজেরদেরও উচিত পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে না তাকাইয়া এখানকার স্বার্থের সহিত তাহাদের নিজেদের স্বার্থকে মিশাইয়া ফেলা এবং এখানকার জনগণের সহিত একযোগে কাজ করা।

নির্ব্বাচন সম্পর্কে শেখ মুজিব বলেন যে, যত শীঘ্র নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হইবে দেশের পক্ষে ততই মঙ্গল। নির্ব্বাচনের জন্য ইতিমধ্যে প্ররোচনা শুরু হইয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচনের জন্য "আবার যাত্রাপাদ শুরু হইয়া গিয়াছে।"

তিনি বলেন, জনাব দৌলতনা, কাইয়ুম খান সহ মুসলিম লীগের নেতৃবৃন্দ মারিতে যুক্তনির্ব্বাচনের স্বপক্ষে স্বাক্ষরদান করেন। বর্ত্তমানে তাঁহারা তাঁহাদের কথায় বরখেলাপ করিতেছেন।

স্বায়ত্বশাসন, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও শতকরা পঞ্চাশ ভাগ অর্থ আদায়ের জন্য শেখ মুজিব "আমাদের নেতা" জনাব শহীদ সোহরওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগকে সমর্থন করার আহ্বান জানান।

জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, সাধারণ নির্ব্বাচনে বর্ত্তমান সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারণার সুবিধার জন্য কৃত্রিম উপায়ে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করা হইতেছে। তিনি অভিযোগ করেন যে, বড় বড় ব্যবসায়ীগণ বিপুল পরিমাণ জিনিষপত্র গুদামজাত করিয়া রাখিয়া দ্রব্যমূল্য স্বেচ্ছাকৃতভাবে বৃদ্ধি করিতেছে। প্রকৃতপক্ষে জিনিষপত্রের মূল্য বৃদ্ধি উক্ত বড় বড় ব্যবসায়ীদের কারসাজির ফল।

তিনি বলেন, জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা লাভ করিলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সকল দাবী দাওয়া মিটিয়া যাইবে। জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর নিকট জাতিগত কোন ভেদাভেদের স্থান নাই। মুসলিম লীগের মত মোনাফেকী করিয়া তিনি পূর্ব্ব পাকিস্তানকে তাহার ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত করিয়া পশ্চিম পাকিস্তানের মরুভূমির উন্নতি করিতে প্রয়াস পান না। মুসলিম লীগের মত তিনি জুলুম জানেন না। তাঁহার আমলে কাহার উপর অত্যাচার করা হয় নাই এবং বিনাবিচারে কাহাকেও গ্রেফতার করিয়া রাখা হয় নাই।

জনাব সোহরওয়ার্দ্দীর আমলে বিদেশে পাকিস্তানের মর্যাদা বৃদ্ধি পাইয়াছে। যুক্তরাষ্ট্র সফরে যাইয়া জনাব সোহরওয়ার্দ্দী বলিয়াছিলেন, "আমি আপনাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতে আসি নাই, আমি আসিয়াছি আপনাদিগকে ইসলামী গণতন্ত্র উপহার দিতে"। (তুমুল হর্ষধ্বনি)।

পরিশেষে শেখ মুজিবর রহমান দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচনে প্রতিক্রিয়াশীল মুসলিম লীগ গোষ্ঠীর মিথ্যা প্ররোচনায় বিভ্রান্ত না হইয়া আওয়ামী লীগকে ভোটদানের আহ্বান তিনি জানান। বলেন যে, আওয়ামী লীগ পরিষদে একক সংখ্যাগরিষ্টতা লাভ করিলে পূর্ব্ব পাকিস্তানের সকল সমস্যার সমাধান হইবে।

দৈনিক মিল্লাত
১৭ই জুন ১৯৫৮

বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুণাগুণ বিচার করার আহ্বান
নেত্রকোনার বিরাট জনসভায় জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বক্তৃতা
নির্বাচন বিলম্বিত করার কারসাজির বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারী

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

নেত্রকোনা, ১৫ই জুন– কোন মহল হইতে আগামী সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানকে বিলম্বিত করার প্রচেষ্টা করা হইলে তাহার বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইবার জন্য আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী অদ্য এখানে অনুষ্ঠিত এক অভূতপূর্ব্ব জনসমাবেশে পাকিস্তান এবং বিশেষ করিয়া পূর্ব্ব-পাকিস্তানের জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানান। নেত্রকোনায় ইতিপূর্ব্বে এত বিরাট জনসভা আর কখনও অনুষ্ঠিত হয় নাই।

আগামী এই নির্ব্বাচন যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হইতে চলিয়াছে। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী ভোট প্রদানের পূর্ব্বে জনসাধারণকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের গুণাগুণ বিচার করার জন্য অনুরোধ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান

প্রদেশে মুসলিম লীগের শাসন আমলে পূর্ব্ব পাকিস্তান কিভাবে উহার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইয়াছে শেখ মুজিবুর রহমান তাহা বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করিয়া বলেন, কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের তের মাসকাল শাসনকালে পূর্ব্ব পাকিস্তানীদের দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচাইবার জন্য জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দীই ৭০ কোটি টাকার চাউল বিদেশ হইতে আমদানী করেন। কেন্দ্রে মুসলিম লীগ এবং প্রদেশের যুক্তফ্রন্ট দ্বারাই এই দুর্ভিক্ষের সৃষ্টি হয়। জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী পূর্ব্ব পাকিস্তানকে টেষ্ট রিলিফ বাবত ১৪ কোটি টাকা প্রদান করেন। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী যখন পূর্ব্ব পাকিস্তানকে উহার ন্যায্য অংশ প্রদান করিতে শুরু করেন তখন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠি জাতীয় পরিষদের কতিপয় পূর্ব্ব পাকিস্তানী সদস্যের সহযোগিতায় তাহাকে পদত্যাগ করিতে বাধ্য করেন।

দৈনিক মিল্লাত
২৩ শে জুন ১৯৫৮

রাজশাহী আওয়ামী লীগ বাতিল করিয়া
এডহক কমিটি গঠিত
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক কর্ত্তৃক কর্মপন্থা গ্রহণ

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান পদাধিকার বলে তাঁহার উপর প্রদত্ত ক্ষমতা অনুযায়ী রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ কমিটি বাতিল করিয়া তৎস্থলে ৩৭ জন সভ্য-সম্বলিত একটি এডহক কমিটি গঠন করিয়াছেন।

এতদসম্পর্কে এক বিবৃতিতে তিনি বলেন যে, রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ সংগঠন কার্যে ব্যর্থ হওয়ায় সে স্থানের আওয়ামী লীগের মধ্যে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে তৎসম্পর্কে আমি প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সভাপতি এবং অপরাপর বিশিষ্ট নেতা ও কর্ম্মীবৃন্দের সহিত আলোচনা করিয়া প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক হিসাবে ১৮,৯,৫৭ তারিখের ওয়ার্কিং কমিটির সভায় প্রস্তাবের ৩৮ (গ) এবং ৩৭ (ক) ধারা অনুযায়ী ৬নং প্রস্তাব অনুসারে আমার উপর প্রদত্ত ক্ষমতানুযায়ী আমি বর্ত্তমান রাজশাহী জেলা আওয়ামী লীগ কমিটি বাতিল করিয়া নিম্নলিখিত সদস্য সম্বলিত একটা এডহক কমিটি স্থাপন করিতেছি। রাজশাহীতে আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠানের সুস্থ ও সাবলীল গতির উদ্দেশ্যেই ইহা করা হইল উল্লেখযোগ্য যে, জনাব মুজিবর রহমান এম,পি, এ কে এডহক কমিটির কনভেনর নিযুক্ত করা হইল।

প্রাথমিক সভ্য সংগ্রহ হইতে যাবতীয় সাংগঠনিক কাজ হইতে শুরু করিয়া নির্ব্বাচন অনুষ্ঠান পর্য্যন্ত যাবতীয় কাজ উক্ত এডহক কমিটির উপর ন্যস্ত করা হইল। ৩৭ (ক) ধারা অনুযায়ী ২২শে জুন, ১৯৫৮ তারিখ হইতে তিন মাসের জন্য উক্ত কমিটি গঠন করা হইল। এডহক কমিটির সদস্যদের নাম নিম্নে প্রদত্ত হইলঃ-

(১) জনাব মুজিবর রহমান এম পি এ (কনভেনর); (২) জনাব মোসলেম আলী মোল্যা এম,পি, এ ও এন, পি, এ (নওগাঁও); (৩) জনাব সুরাত আলী এম, পি, এ. (ঐ) (৪) জনাব মোজাম্মেল হক (ঐ); (৫) জনাব ইমামুদ্দীন মোক্তার (ঐ) (৬) জনাব সমির উদ্দীন (ঐ); (৭) জনাব আফতাব চৌধুরী (ঐ); (৮) জনাব গোলাম মোহাম্মদ (ঐ); (৯) জনাব আবদুল কাসেম খন্দকার এম, পি, এ (নাটোর) (১০) জনাব কাঞ্চুদ্দীন এম, পি, এ (ঐ) (১১) জনাব আবদুল জব্বার (ঐ) (১২) জনাব ফজলুর রহমান (ঐ) (১৩) জনাব রইস উদ্দীন আহমদ (নওয়াবগঞ্জ) (১৪) জনাব আরসাদ আলী (ঐ); (১৫) জনাব গোলাম খোরসেদ (ঐ) (১৬) জনাব এ এফ খান (ঐ) (১৭) জনাব ফজলুর রহমান (ঐ) (১৮) জনাব ওসমান আলী খান (ঐ) (১৯) জনাব ইলিয়াস মিয়া বি, এল (ঐ); (২০) জনাব এ, মুইজ (রাজশাহী টাউন); (২১) জনাব ফরহাদ (ঐ); (২২) জনাব আবদুর রহমান (ঐ); (২৩) জনাব তইমুর (সদর); (২৪) জনাব জিয়ারত উল্লাহ (ঐ); (২৫) জনাব এ, কে, আজাদ (ঐ); (২৬) জনাব জুলফিকার খন্দকার (ঐ); (২৭) জনাব কিউ জামান বি, এল, (রাজশাহী টাউন); (২৮) জনাব এ, লতিফ (ঐ); (২৯) জনাব এ, লতিফ খান (ঐ); (৩০) ডাঃ মহিউদ্দীন (সদর) (৩১) জনাব রিয়াজুদ্দীন (রাজশাহী টাউন) (৩২) জনাব আবদুর রহমান বি,এল, নাটোর (সদর) (৩৩) জনাব এ, রাজ্জাক বি, এল, (সদর); (৩৪) জনাব আবু মোহাম্মদ খান (রাজশাহী টাউন); (৩৫) জনাব আবু তৈয়ব (ঐ); (৩৬) জনাব মোমতাজ মিয়া (সদর) এবং (৩৭) জনাব হাসান আলী, নাটোর।

দৈনিক মিল্লাত
২৪ শে জুন ১৯৫৮

সম্মিলিত গণতান্ত্রিক শক্তির মোকাবিলায় তিন দিনের আবু হোসেনী রাজ খতম

পরিষদে শেখ মুজিবরের অনাস্থা প্রস্তাব ১৫৬-১৪২ ভোটে গৃহীত

আওয়ামী কোয়ালিশনের প্রতি ন্যাপ দলের ঐক্যবদ্ধ সমর্থন ঃ

প্রতিক্রিয়াশীল জোটের পতনে গণমনে উল্লাস

পরাজিত প্রধানমন্ত্রীর পদত্যাগে গড়িমসি ঃ

রাজনৈতিক অচলাবস্থা সৃষ্টির কারসাজি

অবশেষে সম্মিলিত গণতান্ত্রিক শক্তির মোকাবিলায় নিতান্ত স্বাভাবিকভাবে ৩ দিনের আবু হোসেনী রাজের পতন ঘটিল। গতকাল (সোমবার) পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত অনাস্থা প্রস্তাব ১৫৬-১৪২ ভোটে গৃহীত হয়। সাম্প্রতিক চুক্তি মোতাবেক ন্যাপ দলের ২৮ জন সদ্য আওয়ামী কোয়ালিশন তথা অনাস্থা প্রস্তাবের পক্ষে ভোটদান করেন।

ষড়যন্ত্র রাজনীতির মাধ্যমে সাময়িকভাবে ক্ষমতাসীন প্রতিক্রিয়াশীল জোটের পতনে রাজধানীর সকল মহলে বিশেষ করিয়া গণতান্ত্রিক শিবিরে বিপুল উল্লাস পরিলক্ষিত হয়। জনসাধারণের স্বস্তি ও আনন্দের ভাব লক্ষ্য করিলে মনে হয় যে, প্রদেশের রাজনৈতিক জীবনের উপর হইতে একটি জগদ্দল পাথর নামিয়া গিয়াছে।

গদী আঁকড়াইয়া থাকার জন্য কে, এস, পি মুসলিম লীগ-নেজাম চক্র শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সর্বপ্রকার ছলবল ও কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। কিন্তু পরিষদে চরমভাবে পরাজিত হওয়ার পরও তাহাদের ছলাকলার অবসান ঘটে নাই। জনাব আবু হোসেন সরকার পরাজিত হইলে সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করিবেন বলিয়া পরিষদে জোর গলায় ঘোষণা করিলেও এবং পরাজিত প্রধানমন্ত্রীর অবিলম্বে পদত্যাগই একমাত্র পার্লামেন্টারী রেওয়াজ হওয়া সত্ত্বেও তিনি পদত্যাগ করেন নাই। রাজনৈতিক মহলের মতে প্রদেশের রাজনীতিতে অচলাবস্থা সৃষ্টি করিয়া কেন্দ্রের একটি অদৃশ্য হস্তকে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩ ধারা জারীর সুযোগ দানের উদ্দেশ্যেই এইরূপ কারসাজি করা হইতেছে।

ষড়যন্ত্রের রাজনীতির ফলে আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটাইয়া তিনজন সদস্য বিশিষ্ট আবু হোসেনী সরকার মন্ত্রিত্ব গ্রহণের কয়েক ঘণ্টা পরই পরিষদে অনাস্থা প্রস্তাবের সম্মুখীন হয়। জনাব শেখ মুজিবর রহমান এই অনাস্থা প্রস্তাব আনয়ন করেন। গতকল্য (সোমবার) বেলা দশ ঘটিকায় উক্ত প্রস্তাব আলোচনার দিন ধার্য্য করা হইয়াছিল।

গতকল্য তিন ঘণ্টাকাল পরিষদের অধিবেশন চলার পর ডিভিশনে আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার সাড়ে তিন দিনের আয়ুস্কালের অবসান ঘটে।

পরিষদে আলোচনার পূর্ণ বিবরণ

গত শুক্রবার আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান কর্তৃক কে, এস, পি কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে আনীত অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার জন্য গতকল্য (সোমবার) সকাল দশ ঘটিকার সময় ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলীর সভাপতিত্বে প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়।

অধিবেশনের কাজ শুরু হইবার পরই নেজামে ইসলাম দলের জনাব ফরিদ আহমদ এক অধিকারের প্রশ্ন উত্থাপন করিয়া বলেন যে, গঠনতন্ত্র মোতাবেক কোন সদস্য 'অফিসেস অব প্রফিট' (লাভজনক পদ) গ্রহণ করিলে তিনি প্রাদেশিক কিংবা কেন্দ্রীয়

পরিষদের সদস্যপদে অযোগ্য হইয়া যান। উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে জনাব ফরিদ আহমদ বলেন যে, যেহেতু পূর্ব্ব পাকিস্তান পরিষদের পাঁচজন সদস্য অফিসেস অব প্রফিট গ্রহণ করিয়াছেন সেহেতু তাঁহাদের সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিবার জন্য ব্যাপারটি নির্ব্বাচনী কমিশনের নিকট প্রেরণ করা হউক।

জনাব ফরিদ আহমদ বলেন যে, উক্ত সদস্যগণ বর্ত্তমান বিরোধীদলে রহিয়াছেন।

আওয়ামী কোয়ালিশন দলের নেতা জনাব আতাউর রহমান খান, জনাব ফরিদ আহমদের অভিযোগের প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া বলেন যে, আইন অনুযায়ী উক্ত সদস্যগণ পরিষদের সদস্যপদে অযোগ্য নন। তবে ব্যাপারটি নির্ব্বাচনী কমিশনের নিকট প্রেরণ করা যাইতে পারে এবং উক্ত সদস্যগণ বর্ত্তমান অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনায়তেও অংশগ্রহণ করিতে পারেন।

শ্রী মনোরঞ্জন ধরও জনাব ফরিদ আহমদের বিরোধীতা করিয়া বলেন যে, পাবলিক প্রসিকিউটার এবং সরকারী উকিলগণকে সরকারী কর্মচারী হিসাবে গণ্য করা যাইতে পারে না। তদুপরি উক্ত ব্যাপারটি অনেক দেরীতে উত্থাপন করা হইয়াছে।

অর্থমন্ত্রী শ্রী প্রভাস চন্দ্র লাহিড়ী শ্রী ধরের বিরোধীতা করিয়া বলেন যে, ব্যাপারটি দেরীতে উত্থাপিত হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে উক্ত সদস্যগণ লাভজনক পক্ষ (অফিসেস অব প্রফিট) অধিকার করিয়া রহিয়াছেন কিনা পরিষদ সে সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল না। শ্রী লাহিড়ী ডেপুটি স্পীকারকে উক্ত সদস্যদের নাম নির্ব্বাচনী কমিশনে প্রেরণের অনুরোধ জানান।

ডেপুটি স্পীকার জনাব শাহেদ আলী গত মার্চ্চ মাসে স্পীকার জনাব আবদুল হাকিমের একটি রুলিং পাঠ করিয়া শুনান। উহাতে উক্ত সদস্যদের পদগুলি "অফিসেস অব প্রফিট" এর আওতাধীন নহে।

অতঃপর শেখ মুজিবর রহমান জনাব আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আলোচনার্থ পেশ করিয়া বলেন যে, বর্ত্তমান কে এস পি কোয়ালিশন দল পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠের আস্থাভাজন নহে। গণতন্ত্রের অনুসারী জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে আওয়ামী কোয়ালিশন দল গত বুধবারে পরাজয় বরণ করার পর অনতিবিলম্বে পদত্যাগ করেন।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, বর্ত্তমানে কে এস পি কোয়ালিশন দল সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন সত্ত্বেও যদি গদি আঁকড়াইয়া থাকিতে চায় তবে তাহা গণতন্ত্রের বরখেলাপ হইবে। তিনি বলেন যে, পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যদি জনাব আবু হোসেন সরকারকে সমর্থন জ্ঞাপন করেন, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাহা মানিতে প্রস্তুত।

শেখ মুজিবর রহমান জনাব আবু হোসেন সরকারকে পরিষদের ভোটাভুটির মোকাবিলা করার আহবান জানান।

জনাব হাশিমুদ্দীন (মুঃ লীগ) বলেন যে, সরকার পক্ষও পরিষদের সিদ্ধান্ত মানিয়া চলিবে। আওয়ামী লীগের মত তাহারাও গণতন্ত্রের অনুসারী। তিনি এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, জনাব আবু হোসেন সরকার মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করার পর তিন দিন মাত্র অতিবাহিত হয়, এই সময়ের মধ্যে তিনি কোন কাজ করিবার সুযোগ পান নাই। তদুপরি বর্ত্তমান আর্থিক বৎসরের বাজেটও পাশ করিতে হইবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে জনাব সরকারের বিরুদ্ধে বর্ত্তমানে অনাস্থা প্রস্তাব আনা যুক্তিযুক্ত নহে। আওয়ামী লীগের উপর দোষারূপ করিয়া বলেন যে, দেশে বিশৃংখলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ আগুন লইয়া খেলিতেছে। অবশেষে এই আগুনে তাহাদিগকেও দগ্ধ হইতে হইবে।

জনাব হাশিমুদ্দীন বলেন যে, অনাস্থা প্রস্তাবটি যখন উত্থাপিত হইয়াছে তখন উহার উপর আলোচনা করা উচিত।

জনাব ফরিদ আহমদ বলেন যে, স্বাভাবিক অবস্থার মধ্যে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে বলিয়া জনাব মুজিবর রহমান যা দাবী করেন, তাহা ঠিক নহে। গত সাতদিন যাবৎ যে রাজনৈতিক তৎপরতা চলিয়াছে তাহা স্বাভাবিক নহে।
আওয়ামী লীগ যথাযথ গণতন্ত্রের অনুসরণ করিতেছে না বলিয়া জনাব ফরিদ আহমদ অভিযোগ করিয়া বলেন যে, আওয়ামী লীগ কূট পার্লামেন্টারী রাজনীতির খেলায় মাতিয়াছে।
তিনি বলেন যে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি গত বুধবার আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন করিলে তাহাদের পতন ঘটিত না। তিনি আরও বলেন যে, ন্যাপ ও আওয়ামী কোয়ালিশন দল যে সমস্ত কার্য করিয়াছে তাহা গণতন্ত্রসম্মত নহে।
জনাব হাশেমুদ্দিন বলেন যে, আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারের পতনের পর ন্যাপের সহিত পাঁচ পয়েন্ট সম্পর্কিত 'সমঝোতা' সৃষ্টির ফলে তাহাদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফলে জনাব আতাউর রহমান খান পদত্যাগপত্র প্রত্যাহার করিতে চাহিয়া ছিলেন।
এই সমস্ত কার্যকলাপকে অগণতান্ত্রিক আখ্যাদান করিয়া জনাব হাশিমুদ্দিন বলেন যে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বর্ত্তমান পরিস্থিতি এবং রাজনীতিকে ঘোলা করিবার প্রয়াস করিতেছে।
তিনি বলেন যে, কোন সরকার কুশাসন, দুর্নীতি ইত্যাদি দ্বারা অযোগ্য প্রমাণিত হইলে সেই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব তোলা হয়। কিন্তু বর্ত্তমান আবু হোসেন মন্ত্রিসভা কোন প্রকার কাজ করিবারই সুযোগ পান নাই।
শেখ মুজিবর কর্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাব সমর্থন করিয়া ন্যাপ পার্লামেন্টারী পার্টি দলের নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ বলেন যে, কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং তাহার সমর্থনকারী দলসমূহের অতীত কার্যাবলী বিবেচনা করিয়াই ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।
তিনি বলেন যে, আট বৎসর শাসন আমলে মুসলিম লীগ দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ইত্যাদি এবং সিয়াটো বাগদাদ ইত্যাদি চুক্তিতে সামিল হইয়া দেশের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করিয়াছে।
তিনি বলেন যে, দেশের বৃহত্তর স্বার্থের বিবেচনায় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আওয়ামী কোয়ালিশনকে সমর্থনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে।

দৈনিক মিল্লাত
২৫শে জুন ১৯৫৮

গণতন্ত্রের দুশমনদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান
অগণতান্ত্রিকভাবে ১৯৩ ধারা জারীর বিরুদ্ধে শেখ মুজিবরের প্রতিবাদ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (মঙ্গলবার) এক বিবৃতিতে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩ ধারা জারীর সুপারিশ করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তান গভর্ণর কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট রিপোর্ট প্রদান করিয়াছেন বলিয়া রেডিও পাকিস্তানের খবরে জানিতে পারিয়া আমি আদৌ বিস্মিত হই নাই। আমি জানি এবং জনসাধারণও ভাল রকমই জানে যে, স্বার্থান্বেষী মহলের ইঙ্গিতেই গভর্ণর কাজ করিতেছেন এবং তাঁহাদের অদৃশ্য হস্ত দেশের ভবিষ্যতকে ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।
জনাব রহমান বলেন, স্বীয় স্বার্থ এবং অদৃশ্য মতলব হাসিলে জন্যই ইহা করা হইয়াছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতি সচেতন জনসাধারণের উপর হইতে এই

ধরনের অগণতান্ত্রিক নীতি চালাইয়া দেওয়া কিছুতেই বরদাস্ত করিবে না এবং তাহারা নিশ্চিতভাবে যে কোন মূল্যে ইহা প্রতিরোধ করিবে। "স্বার্থান্বেষী মহলের অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে দেশের বৃহত্তর স্বার্থ সংরক্ষণ করিবার জন্য আমি জনসাধারণকে প্রস্তুত থাকিতে অনুরোধ করিতেছি। আমি জানি অদৃশ্য মতলব হাসিলের উদ্দেশ্যে নির্ব্বাচন বিলম্বিত করার জন্যই এই সমস্ত করা হইতেছে। আমি জানি যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ১৯৩ ধারা জারী করা করাচীর স্বার্থান্বেষী মহলের এজেন্টরা সুখী হইবে।
যখন পরিষদে জনাব আবু হোসেন সরকারের দল ১২ ভোটে জয়ী হয় তখন তাহাকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করা হয়। কিন্তু যখন আওয়ামী কোয়ালিশন পার্টি ১৫৬-১৪২ ভোটে সরকার মন্ত্রিসভাকে পরাজিত করে তখন তাহাদের মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ কি কারণে দেওয়া হয় না?
এই সকল এজেন্টরা কারা তাহা পূর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ উত্তমরূপেই অবগত আছে। ঐক্যবদ্ধভাবে গণতন্ত্রের দুষমনদের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য আমি দেশের সকল গণতান্ত্রিক শক্তির প্রতি আবেদন জানাইতেছি।

দৈনিক মিল্লাত
২৫শে জুন ১৯৫৮

অদ্য শহর আওয়ামী লীগ কর্মী সভা

শহর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব গোলাম মোস্তফা জানান যে, অদ্য (বুধবার) ৩০ নং জিন্না এভিন্যুস্থিত আওয়ামী লীগ অফিসে শহর আওয়ামী লীগ কর্মীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হইবে। যথাসময়ে সকল কর্মীকে সভায় উপস্থিত হইবার জন্য অনুরোধ করা হইয়াছে।
জনাব শেখ মুজিবর রহমান উক্ত সভায় বক্তৃতা দান করিবেন।

দৈনিক মিল্লাত
২৫শে জুন ১৯৫৮

আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী সভা

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান জানাইয়াছেন যে, আগামীকল্য (বৃহস্পতিবার) সকাল নয় ঘটিকায় আরফিন কোর্ট ৩০ নং জিন্না এভিনিউস্থিত আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় অফিসে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা অনুষ্ঠিত হইবে।
যথাসময়ে সদস্যদের সভায় উপস্থিত হইবার অনুরোধ জানান হইয়াছে।

Daily Dawn
25th June 1958

Editorial
East Pakistan

The responsibility for the imposition of President's rule on East Pakistan lies squarely on the Awami League. In their anxiety to remain in power in the Province, the Party's leaders did not hesitate to say

good-bye to their declared policies and become willing stooges of the NAP pressure group which is generally believed to be under Communist influence. The NAP, true to Communist traditions and employing the well known Communist tactics, has been constantly attempting to create political chaos and instability. In the first instance, to coerce the Awami League into accepting its demand for a neutral foreign policy and absolute autonomy, the National Awami Party withdrew its support from the Ataur Rahman Government and hastened the latter's defeat. The Awami League General Secretary was thereby compelled to come to terms, and within a matter of hours, both the NAP and Awami League issued a joint statement proclaiming an agreement. The NAP also intimated to the Governor its decision again to support the Awami League Parliamentary Party, but it was too late, Mr. Abu Hossain Sarkar was sworn in only to be … on a censure motion … by the Awami League the East Pakistan Legislature. Had the Governor at this juncture called upon Mr. Ataur Rahman again to form the Ministry, he would have been guilty of transferring effective power to … handful of persons who would have made the continuance of the new Ministry completely and precariously dependent on their whims and caprices. It was, indeed, strange that Mr. Suhrawardy lightly brushed aside the agreement arrived at between Mr. Mujibur Rahman and the NAP leaders. Political observers cannot but interpret Mr. Suhrawardy's pronouncements on this agreement as an attempt to hoodwink the public. The only other interpretation possible can be that Mr. Mujibur Rahman tried to bluff the National Awami Party by signing the declaration that he did. If the latter in the case, then that alone justifies the imposition of Article 193, for, sooner rather than later, the NAP would have withdrawn its support from the Awami League coalition, as it would not have taken the former long to become wise to the trickery played on it.

One can quite understand the anxiety of the Awami Leaguers to stay in power till after the general elections. They expect to win the elections only by wielding the influence of authority and exploiting the opportunity that holding of office affords. They know full well that, out of power, their chances at the polls are bleak. For, not only do they not have anything to show on the credit side but, further, ever since their coming into power, all their "accomplishments" have been on the debit side. They have failed the people miserably in almost every sphere, and, to cover up their failings, they have not hesitated even to imperil the solidarity of the nation, by encouraging parochial tendencies. In their short term of office, they managed to kill thousands of people by callously neglecting to take proper precautions against the outbreak of epidemics. They allowed the destruction of a substantial portion of the livestock wealth of the Province by doing next to nothing to check the spread of cattle

disease. Corruption was never so widespread in East Pakistan as it had been since the assumption of office by the Awami League. In short, the Party has dangerously vitiated the political atmosphere of the Province and has allowed the administrative machinery to become thoroughly corrupt and undependable. But, unfortunately, the East Pakistan MPAs are divided into so many groups and factions that no stable alternative to the shaky NAP-controlled Awami League coalition is possible. We have, therefore, no hesitation in saying that, if the Central Government desire fair general elections, they would be well advised to continue Article 193 in the Province till November, when the elections are due to be held.

Morning News
2nd July 1958
Mujib's call to observe 'Protest Day' on July 4

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League last night called upon the units of the Awami League in the province to observe July 4, as a protest day "against the imposition of Section 193 in East Pakistan", reports APP.

In a statement Mr. Mujibur Rahman recalled the ten years struggle of the Awami League workers for the "establishment of democracy in the country" and said that still "reactionary forces and self-interested persons are playing with the people and the democracy." The day, he said, should be observed peacefully by holding public meetings, demonstrations and processions.

দৈনিক মিল্লাত
২রা জুলাই ১৯৫৮

৪ঠা জুলাই প্রতিবাদ দিবস পালন
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক মুজিবর রহমানের বিবৃতি

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (মঙ্গলবার) সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে প্রদেশের সকল আওয়ামী লীগ ইউনিটকে আগামী ৪ঠা জুলাই পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩ ধারার শাসন প্রয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানান। গতকল্য ঢাকায় প্রদত্ত বিবৃতিতে জনাব মুজিবর রহমান দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগের কর্মিদের বিগত ১০ বৎসরের ভূমিকার বিবরণ দান করেন।

তিনি বলেন যে, প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি এবং স্বার্থবিনাশকারী মহল এখনও গণতন্ত্র ও জনসাধারণকে লইয়া ছিনিমিনি খেলিতেছে।

পরিশেষে তিনি জনসভার অনুষ্ঠান, শোভাযাত্রা, পরিচালনা ও বিক্ষোভ প্রদর্শনের মাধ্যমে শান্তিপূর্ণভাবে প্রতিবাদ দিবস প্রতিপালনের জন্য জনসাধারণকে অনুরোধ করেন।

Morning News
5th July 1958

Suhrawardy's Plea not to Disturb Central Set-up Agreement with NAP Denied: Address at city Meeting

(By A Staff Reporter)

The Awami League chief, Mr. H. S. Suhrawardy, said in Dacca yesterday that any change in the Central set-up in the present situation might lead to the declaration of emergency in the country.

Mr. Suhrawardy, who was addressing the first public meeting of the Paltan Maidan after the imposition of section 193 in East Pakistan, warned the people against the consequences of section 191 which he said would "throttle democracy".

The meeting organised by the Awami League was presided over by the East Pakistan Awami League president, Maulana Abdur Rashid Tarkabagish. The Paltan Maidan was heavily guarded by helmeted and mounted force and contingent of EPR and EPP.

The meeting was also addressed by the former Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan, the Secretary Pakistan Awami League, Mr. Zahiruddin, the East Pakistan Awami League General Secretary, Sheikh Mujibur Rahman, former Ministers, Mr. Abdul Khaleque and Mr. Mansoor Ali.

Mr. Suhrawardy, who was recently running high temperature in Karachi, addressed the meeting sitting on a chair.

Mr. Suhrawardy made an impassioned appeal to all concerned "not to disturb the Centre." It might lead to grave consequences, he said and added that section 191 might be imposed throughout the country putting an end to democratic life.

He said that his party was anxious to see that the elections were held on schedule. He expressed his confidence that in the elections the Awami League will sweep the poll.

No Agreement with NAP

The Awami League chief emphatically said that no agreement was arrived between his party and the NAP. It was simply an "understanding between the two General Secretaries to their mutual satisfaction" he added.

Describing the course of events, he said that the NAP had put forward certain points to Awami League and had insisted on an agreement on the basis of those points. "But I never agreed to their proposal," he said.

Mr. Suhrawardy said that every party had some ideals and principles and it was difficult to abandon them.

He also that he had not changed his views on One Unit. He had simply told the NAP members that he would not stand in the way of the people of West Pakistan if they expressed their opinion contrary to his, during the ensuing General Elections.

Referring to the acceptance of NAP's five points by the KSP, he said that the NAP had realised that they would be put to trouble.

Mr. Suhrawardy also referred to the visit of the West Pakistan NAP leaders to Dacca and said that they came to this province "to create trouble."

Demanding immediate restoration of parliamentary Government in the province, he said that some "interested persons" were of the opinion that Mr. Ataur Rahman Khan should not be called upon to form the Government because he was supported by the NAP.

He asked them why section 193 was not imposed when the NAP had earlier supported the Awami Coalition.

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ই জুলাই ১৯৫৮

জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তুমুল করতালির মধ্যে বলেন, প্রকৃত পক্ষে কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর পদ হইতে জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের পর হইতেই পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সরকারের পতনের জন্য প্রচেষ্টা চালানো হয়। কারণ চক্রান্তকারীরা আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারের পতন ঘটাইয়া যুক্ত নির্বাচনের ভিত্তিতে আগামী সাধারণ নির্বাচন বানচাল করিতে চাহিতেছিল। জনাব রহমান বলেন, নির্বাচন-ভীতু এই প্রতিক্রিয়াশীল চক্র মুসলিম লীগের আমলে ১৯৪৭ সাল হইতে ১৯৫৪ সাল পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে ৩৬টি উপ-নির্বাচন বন্ধ রাখিয়াছিল। অথচ আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই প্রদেশে ১৭টি উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠান করে এবং খোদার মর্জি দুইটি সংখ্যালঘু আসন ও একটি মুসলিম আসন ছাড়া বাকী সবগুলি আসনে আওয়ামী লীগ জয়ী হইয়াছে।

প্রদেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী বলেন যে, আওয়ামী লীগ নীতিতে বিশ্বাসী-তাই নীতি বিসর্জন দিয়া আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আঁকড়াইয়া রাখিতে চাহে না। অথচ কে, এস, পি ক্ষমতার লোভে একবার পৃথক নির্বাচন ও আর একবার যুক্ত নির্বাচন সমর্থন করিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে তিনি উল্লেখ করেন যে, এই কে, এস, পি-র প্রাদেশিক সভাপতি সৈয়দ আজিজুল হক কিছুদিন পূর্বে করাচীতে বলিয়া ছিলেন যে, পৃথক নির্বাচন না হওয়া পর্যন্ত তিনি ঢাকায় আসিবেন না। আমি তাঁহার চক্রান্তকারী বন্ধুদের অনুরোধ করিয়াছিলাম জনাব আজিজুল হকের জন্য যেন করাচীতেই একটি বাড়ী নির্মাণ করিয়া দেন। কারণ পৃথক নির্বাচন আর কায়েম হইবে না।

আবার এই সৈয়দ আজিজুল হকই ক্ষমতার লোভে কোনরূপ দ্বিধা না করিয়াই ন্যাপের পাঁচ দফায় সহি প্রদান করেন। অপরদিকে নেজামে ইসলাম ও মুসলিম লীগকে পৃথক নির্বাচনের আশ্বাস দিয়াছেন।

জনাব শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হইয়াছে যে, আওয়ামী লীগ হিন্দু-ঘেঁষা। অথচ পরিষদের ৭২ জন অমুসলিম সদস্যের মধ্যে ২২ জন ছাড়া বাকী সকলেই আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে রহিয়াছে। কারণ, ইহারা পৃথক নির্বাচন চায়। আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী বলেন, আগামী নির্বাচনে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত পিছাইবার ষড়যন্ত্রেই পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা সত্ত্বেও আওয়ামী কোয়ালিশনকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে না দিয়া প্রদেশে ১৯৩ ধারা জারি করা

হইয়াছে। এই কারণেই চক্রান্তকারীরা কেন্দ্রে নয়া সরকার গঠন করিয়া পৃথক নির্বাচনের মাধ্যমে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের অজুহাত করিয়া পুনরায় ভোটার তালিকা প্রণয়ন ইত্যাদি দ্বারা ১৯৬২ সাল পর্যন্ত নির্বাচন পিছাইবার প্রচেষ্টা করিতেছে। এই প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, কে, এস, পি নেতৃবৃন্দ দল ভারী করার জন্য পরিষদ সদস্যদের নির্বাচন পিছাইবার প্রলোভন পর্যন্ত দেখাইয়াছে। অতঃ:পর তুমূল হর্ষধ্বনির মধ্যে জনাব শেখ মুজিবুর রহমান চক্রান্তকারীদের হুঁশিয়ারি করিয়া বলেন, যদি দেশে যুক্ত নির্বাচনের মাধ্যমে আগামী সাধারণ নির্বাচন না হয় এবং প্রদেশ হইতে অগণতান্ত্রিক ১৯৩ ধারার শাসন প্রত্যাহার না হয় তবে দেশব্যাপী গণ-আন্দোলন হইবে এবং ইহার জন্য আওয়ামী লীগ জেল-জুলুম-কিছুতেই দমিবে না। কারণ আওয়ামী লীগ আদর্শের জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকারে সকল সময়ই প্রস্তুত রহিয়াছে। আমাদের নেতা জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এই আদর্শের জন্য প্রধানমন্ত্রিত্ব পর্যন্ত ত্যাগ করিতে দ্বিধাবোধ করেন নাই।

দৈনিক ইত্তেফাক
৬ই জুলাই ১৯৫৮

রাজনীতি বিসর্জন দিয়া আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকিতে চাহে না
পল্টনের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ষড়যন্ত্রকারীদের মুখোশ উন্মোচন
জনাব মনসুর আলী কর্তৃক আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ভূমিকা বিশ্লেষণ

প্রদেশে সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিকভাবে ১৯৩ ধারা প্রবর্তনের প্রতিবাদে গত শুক্রবারে পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান বলেনঃ "আওয়ামী লীগ নীতিতে বিশ্বাসী। কাজেই নীতি বিসর্জন দিয়া আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আঁকড়াইয়া রাখিতে চাহে না।" তিনি জনাব সোহরাওয়ার্দীর পদত্যাগের পর হইতে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী কোয়ালিশন পার্টিকে ক্ষমতাচ্যুত করার জঘন্য ও চক্রান্তমূলক ষড়যন্ত্রের মুখোশ উন্মোচন করেন এবং ক্ষমতাসীন থাকাকালে আওয়ামী লীগের সাফল্য বর্ণনা করেন।
প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী কোয়ালিশন দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও প্রদেশে প্রেসিডেন্টের শাসন প্রবর্তনের প্রতিবাদে গত শুক্রবার আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ঢাকার পল্টন ময়দানে অনুষ্ঠিত বিরাট এক জনসভায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান এবং প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী জনাব মনসুর আলী যে বক্তৃতা করেন, উহা নিম্নে প্রকাশ করা হইল ...

দৈনিক ইত্তেফাক
৭ই জুলাই ১৯৫৮

আওয়ামী লীগ সংবাদ
টাঙ্গাইল মহকুমা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন

আগামী ১৩ই জুলাই, ২৮শে আষাঢ় (রবিবার) সকাল ১১টায় স্থানীয় কালি সিনেমা হলে মহকুমা আওয়ামী লীগ কাউন্সিল অধিবেশন হইবে। উক্ত অধিবেশনে পূর্ব পাক আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ এম,পি, ময়মনসিংহ জেলা আওয়ামী লীগ সভাপতি জনাব নজরুল ইসলাম এম, এ, এল, এল, বি, সম্পাদক জনাব রফিক উদ্দীন ভূইয়া, সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব হাতেম আলী তালুকদার ও আরও অনেকে যোগদান করিবেন।

আলোচ্য বিষয়ঃ ১। মহকুমা আওয়ামী লীগ সম্পাদকের রিপোর্ট পাঠ। ২। উপস্থিত অতিথিবৃন্দের বক্তৃতা। ৩। মহকুমা আওয়ামী লীগের কর্মকর্তা ও জেলা আওয়ামী লীগের প্রতিনিধি নির্বাচন।বিবিধ।–**সংবাদদাতা**

দৈনিক মিল্লাত
৭ই জুলাই ১৯৫৮

ক্ষমতার মোহে নহে, গণতন্ত্রকে রক্ষার জন্যই
প্রেসিডেন্ট শাসনের অবসান চাই
নারায়াণগঞ্জের বিরাট জনসভায় জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বক্তৃতা
পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দ্দশায় কেন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তার সমালোচনা

নারায়ণগঞ্জ, ৬ই জুলাই। - আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দ্দী অদ্য এখানে বলেন যে, তাঁহারা ক্ষমতার মোহে নয়, বরং ১৯৩ ধারা প্রয়োগকে গণতন্ত্রের প্রতি একটি আঘাতস্বরূপ মনে করিয়াই প্রেসিডেন্ট শাসনের প্রত্যাহার দাবী করিতেছেন। তিনি বলেন, বস্তুতঃ ক্ষমতাসীন না থাকিয়াই আমরা সর্ব্বাধিক লাভবান হইব। আমি আপনাদিগকে এই নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমরা ক্ষমতার বাহিরে থাকিলে আসন্ন নির্ব্বাচনে একটি আসনও হারাইব না। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন, ইহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই যে, ১৯৩ ধারা প্রত্যাহৃত হইলে পরিষদে অধিকাংশ সদস্যের আস্থাশীল জনাব আতাউর রহমান খানকে মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান করিতে হইবে।
ইতিপূর্ব্বে শেখ মুজিবর রহমান মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া বলেন যে, তাহাদের শাসক মহলে পূর্ব্ব পাকিস্তান ন্যায্য পাওনা হইতে বঞ্চিত হইয়াছে। করাচী ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন স্থানে বহু শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে। অথচ পূর্ব্ব পাকিস্তানে একটিও শিল্প-কারখানা স্থাপন করতে দেওয়া হয় নাই। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী ক্ষমতা লাভ করার পর হইতে পূর্ব্ব পাকিস্তান ন্যায্য পাওনা পাইতে থাকে এবং ইহার জন্য তাহাকে চরম মূল্য দিতে হইয়াছে।
জনাব মুজিবর রহমান কেন্দ্রের উদ্দেশ্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করিয়া বলেন যে, পূর্ব্ব পাকিস্তানকে যদি প্রতিটি ক্ষেত্রে পঞ্চাশ পঞ্চাশের ভিত্তিতে সমান অংশ প্রদত্ত না হয় তবে আমরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে পাওনা দাবী করিব।

Morning News
7th July 1958

Centre Has No Right to keep Money In Hand & Allow People to Die – Suhrawardy

The Awami League Chief, Mr. H. S. Suhrawardy said that the imposition of President's Rule in East Pakistan was "a severeblow" to democracy, reports APP. He appealed to the Centre to withdraw section 193 immediately and to install into office Mr. Ataur Rahman Khan.
Mr. Suhrawardy was addressing a largely-attended public meeting at Narayanganj yesterday afternoon.

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary, East Pakistan Awami League was in the chair.

Mr. Suhawardy said that they wanted the withdrawal of the President's rule not because they were anxious to get into power, but because the application of Sec. 193 was a blow to democracy. "Indeed we would be much better out of power, I can guarantee that not one seat will be lost to us in the next election if we remain out of office." he added.

It could not be gainsaid, Mr. Suhrawardy said, that when Article 193 was lifted, Mr. Ataur Rahman Khan must be called back to power, because he enjoyed the confidence of the House.

Referring to Prime Minister Malik Firoz Khan Noon's recent statement that Mr. Ataur Rahman Khan would be allowed to form a ministry after the withdrawal of Sec. 193, Mr. Suhrawardy said that in stating so, the Prime Minister had merely stated something which was constitutionally correct and was in accord with justice and commonsense. The Prime Minister had, therefore, not shown any partiality in making his statement.

Dwelling on the present situation in the country, the Awami League chief said that the people were … to blame this or that person for the instability and for the suspicion created in people's mind vis-a-vis the holding of the general elections on schedule. "If the people went straight", Mr. Suhrawardy said, "elections are bound to be held."

"In 11 years Bharat had two general elections, and were preparing for the third one while in Pakistan, we have not had one", he said.

Mr. Suhrawardy proceeding said instead of blaming others "we should blame ourselves and those of us who for their self-interests change sides and offer themselves as puppets to be played with and bring about state of confusion and frustration in the country." He said that it was for the people to correct their representatives.

Electorate System

Referring to the electorate system, the Awami League chief warned the people against the propaganda being carried on by the Muslim League and he Jamaat-e-Islami leaders for the re-introduction of separate electorate. He said that in separate electorate, West Pakistan would not be divided while East Pakistan would be divided into two the Muslims and the non-Muslims-based more or less on antagonism. The Hindus that would come under separate electorate would obviously be those who would be communally-minded with the result that West Pakistan would be solid and East Pakistan divided. "So these leaders of West Pakistan come here to mislead the people in the name of Islam which has nothing to do with the electorate system." They even went to the extent of demanding referendum or public vote on this issue.It was clear, he added, that nothing which was Islamic could be determined by votes.

Continuing, Mr. Suhrawardy said that in no country of the world, including the Muslim countries, was separate electorate in operation.

Centre Warned

Referring to the present "distressing condition" of the province, Mr. Suhrawardy said that due to drought this year output of corps would not be satisfactory. He regretted that the Prime Minister was "wrongly advised" about the situation in the province and was given the impression that East Pakistan only demanded more and more money. The Awami League chief warned the Centre that they had "no right to allow people to die and at the same time keep money in hand."

He appealed to the Prime Minister to come to East Pakistan and see things for himself.

Mujib

Earlier, addressing the meeting Sheikh Mujibur Rahman alleged that East Pakistan had been neglected and deprived of its due share during the Muslim League regime. A large number of industries were set up in and around Karachi and elsewhere in West Pakistan, while not a single industry was allowed to be established in East Pakistan.

Threat

Sheikh Mujib warned the Centre that if East Pakistan was not given equal share on 50-50 basis they would demand "their share on the basis of population" "and we known how to realise our demands."

Zahir

Mr. Zahiruddin, General Secretary of the All-Pakistan Awami League, said that the Muslim League representatives at the Centre during the Muslim League regime had done the "greatest harm" to the cause of East Pakistan, If any one had to be blamed for the present condition of the province, it was the Muslim League, he added.

He said that the Awami League had tried to do all that was possible to correct the injustice done to the province in the past years and put both the wings of Pakistan on equal basis. Awami League would launch struggle against any injustice, he declared.

He criticised the KSP leaders for going to Karachi to receive their "political guidance" from there. He said that the people of East Pakistan would and allow their rate to be decided in Karachi or at Nathiagall.

Khaleque

Mr. Abdul Khaleque, former Central Minister, said that ballot box would decide the fate of those how "helped in the imposition of Sec. 193 in the province."

He stressed the need for planned irrigation in East Pakistan for the purpose of growing more food and bringing under cultivation more lands.

Mansoor

The former Provincial Commerce Minister Mr. Mansoor Ali Made a strong plea for the holding of general election according to the present schedule. He appealed to the people to unite and raise their voice to hold the election in time under joint electorate system. He said that any attempt to delay the election would be strongly

resisted by the people of East Pakistan. "If four and-a-half crores of people of East Pakistan are united under the leadership of Mr. Suhrawardy, there is no force on earth to delay the election.

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই জুলাই ১৯৫৮

শেখ মুজিবুর রহমানের করাচী যাত্রা

আগামী ১০ই জুলাই করাচীতে আহূত অর্থ কমিটির সভায় যোগদান করার জন্য পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য (মঙ্গলবার) বিমানযোগে করাচী যাত্রা করিবেন।

আগামী ১১ই জুলাই জনাব রহমান ঢাকা প্রত্যাবর্তন করিবেন। সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্ধারণের জন্য আহূত সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য জনাব রহমান আগামী ১৮ই জুলাই পুনরায় করাচী যাত্রা করিবেন। আগামী ১৯শে জুলাই উক্ত সর্বদলীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইবে। –এপিপি

সংবাদ

৮ই জুলাই ১৯৫৮

অবিলম্বে ১৯৩ ধারার শাসন প্রত্যাহার দাবী
নারায়ণগঞ্জে আওয়ামী লীগের জনসভায় জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর বক্তৃতা
প্রধানমন্ত্রীকে পূর্বদেশের অবস্থা প্রত্যক্ষ করার আহবান শেখ মুজিবের বক্তৃতা

ঢাকা, ৬ই জুলাই (এপিপি)।- আওয়ামী লীগ নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী অদ্য অপরাহ্নে নারায়ণগঞ্জের এক জনসভায় বক্তৃতাদানকালে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টের শাসন প্রবর্ত্তন করিয়া "গণতন্ত্রের প্রতি মারাত্মক আঘাত হানা হইয়াছে।" জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী ১৯৩ ধারা প্রত্যাহার করিয়া অবিলম্বে আতাউর রহমানের নেতৃত্বে পুনরায় পার্লামেন্টারী সরকার গঠনের জন্য কেন্দ্রের নিকট আহ্বান জানান। আওয়ামী লীগের উদ্যোগে আয়োজিত এই জনসভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মুজিবুর রহমান।

জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী আরো বলেনঃ তাঁহারা যে ১৯৩ ধারা প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছেন, তাহার অর্থ এই নয় যে, ক্ষমতা লাভের জন্য তাহারা বিশেষভাবে উদগ্রীব হইয়া পড়িয়াছেন। তাহারা ১৯৩ ধারা প্রত্যাহারের দাবী জানাইতেছেন তাহার কারণ হইতেছে ইহার দ্বারা গণতন্ত্রের উপর মারাত্মক আঘাত হানা হইয়াছে। তিনি বলেন, "আমি গ্যারান্টি দিয়া বলিতে পারি যে, ক্ষমতার বাহিরে থাকিলেও আমরা আগামী সাধারণ নির্বাচনে একটি আসনও হারাইব না।"

১৯৩ ধারা প্রত্যাহারের পর জনাব আতাউর রহমানকে পুনরায় প্রদেশের মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানান হইবে বলিয়া প্রধানমন্ত্রী সম্প্রতি যে বিবৃতি দান করিয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী বলেন যে, ইহা অত্যন্ত সোজা কথা যে, ১৯৩ ধারা প্রত্যাহারের পর জনাব আতাউর রহমানকেই মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান হইবে– কারণ পরিষদে তাহার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে। জনাব সোহরাওয়ার্দী বলেন, প্রধানমন্ত্রী এই উক্তির দ্বারা ন্যায় ও সাধারণ জ্ঞান এবং শাসনতন্ত্র অনুসারে যাহা সত্য, তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন মাত্র। এই বিবৃতির দ্বারা প্রধানমন্ত্রীর কোন পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ পায় নাই।

বর্তমান পরিস্থিতির উল্লেখ করিয়া আওয়ামী লীগ নেতা বলেন, দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা ও সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান লইয়া যে সন্দেহের সৃষ্টি করিয়াছে, তদ্রুপ

জনসাধারণ রাস্তাতে রাস্তাতে দাবী করিতেছে, কিন্তু জনসাধারণ যদি ঠিক পথে চলে, তবে যথাসময়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইবেই হইবে। জনাব সোহরাওয়ার্দ্দী দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন, আজ ১১ বৎসরে ভারতে দুইবার সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহারা তৃতীয় সাধারণ নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। কিন্তু পাকিস্তানে একবারও সাধারণ নির্বাচন হয় নাই।

আওয়ামী লীগ প্রধান নির্বাচন পদ্ধতি সম্পর্কে জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দিয়া বলেন যে, মুসলীম লীগ ও জামাতে ইসলামী নেতৃবৃন্দ পৃথক নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য প্রস্তাব চালাইতেছে।

শেখ মুজিবের বক্তৃতা

জনাব মুজিবুর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় বলেনঃ মুসলিম লীগের শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি চরম অবিচার করা হইয়াছে। মুসলিম লীগের সুদীর্ঘ শাসনকালে করাচীতে অসংখ্য শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হইয়াছে; কিন্তু দুর্ভাগ্য পূর্ব পাকিস্তানে একটিও শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে দেওয়া হয় নাই।

কেন্দ্রের প্রতি সতর্ক বাণী উচ্চারণ করিয়া জনাব শেখ মুজিব বলেন, পঞ্চাশ পঞ্চাশ ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানকে যদি সমান ভাগ না দেওয়া হয়, তবে জনসংখ্যারভিত্তিতে অংশ দেওয়ার দাবী জানাইব এবং কি করিয়া ইহা উসুল করিতে হয়, তাহা আমাদের জানা আছে।

সংবাদ

৮ই জুলাই ১৯৫৮

শেখ মুজিবের করাচী সফর

ঢাকা, ৭ই জুলাই (এপিপি)- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান ফিন্যান্স কমিটির সভায় যোগদানের জন্য আগামী ৮ই জুলাই করাচী যাত্রা করিবেন। আগামী দশই জুলাই উক্ত কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হইবে।

আগামী এগারই জুলাই তিনি ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন এবং সাধারণ নির্বাচনের তারিখ নির্দ্ধারণের জন্য আহূত সর্ব্বদলীয় সম্মেলনে যোগদানের জন্য আগামী আঠারই জুলাই পুনরায় তিনি করাচী যাত্রা করিবেন। উনিশে জুলাই উক্ত সর্ব্বদলীয় সম্মেলন করাচীতে অনুষ্ঠিত হইবে।

শেখ মুজিবর রহমান করাচীতে কয়েকদিন অবস্থানের পর ২২শে জুলাই ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

দৈনিক মিল্লাত

৮ই জুলাই ১৯৫৮

শেখ মুজিবরের সফর সূচী

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য (মঙ্গলবার) পি,আই,এ, বিমানযোগে করাচী যাত্রা করিবেন। তিনি আগামীকল্য করাচীতে অবস্থান ও পরদিবস ফিন্যানস কমিটির বৈঠকে যোগদান করিবেন। জনাব মুজিবর রহমান ১১ই জুলাই করাচী ত্যাগ করিয়া ঐ দিবসে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। অতঃপর তিনি ১২ই জুলাই ঢাকা ত্যাগ করিয়া পরবর্ত্তী দিবসে সিন্দিরাঘাট উপস্থিত হইবেন ও তথার বামুনডাঙ্গায় এক জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

জনাব মুজিবর রহমান ১৪ই জুলাই গোপালগঞ্জ, ১৬ই জুলাই টুঙ্গিপাড়া জিনাডাঙ্গা ঈদগাহ ময়দানে জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

তিনি আগামী ১৭ই জুলাই খুলনা ও যশোর হইয়া ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন। অতঃপর তিনি আগামী ১৯শে জুলাই সাধারণ নির্ব্বাচন সম্পর্কে তারিখ নির্দ্ধারণের জন্য আহুত সর্বদলীয় সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে আগামী ১৮ই জুলাই করাচী যাত্রা করিবেন। তিনি তিন দিবস করাচী অবস্থান করিয়া আগামী ২২শে জুলাই ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

PAKISTAN OBSERVER
8th July 1958

Sheikh Mujib for Karachi

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary of the East Pakistan Awami League will fly to Karachi today to attend the Finance Committee meeting to be held there on July 10.
He will return to Dacca on July 11. Mr. Rahman will again leave for Karachi on July 18 to attend the all party conference convened to fix the date of general elections and discuss matters relating to elections. The meeting will be held at karachi on July 19.
Mujibur Rahman will stay in Karachi for a few days and return to Dacca on July 22.-APP.

Morning News
8th July 1958

Suhrawardy Ata & Mujib Leave for Karachi Today

(By A Staff Reporter)
The Awami Chief, Mr. H. S. Suhrawardy, is leaving for Karachi to accompanied by the former Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan and the East Pakistan Awami general secretary, Sheikh Mujibur Rahman.
Sheikh Mujibur Rahman will attend the meeting of the Finance committee in Karachi on July 10 and will return to Dacca on July 11. Mr. Ataur Rahman Khan is expected to stay in the federal capital for some time.
During his short stay in Dacca Mr. Suhrawardy is understood to have had discussions with the leader of the NAP parliamentary party in East Pakistan Assembly, Haji Mohammad Danish, on the attitude of the NAP towards the Awami Coalition party.
Haji Danish had reportedly assured the Awami chief that his party would honour the earlier decision to support the Awami government. He was, however, stated to have said at the resolution of the Parliamentary party was before the organising committee for its approval. The NAP leader is understood to have expressed his "full confidence" that the "unpublished" understanding would be ratified by the organising committee.

আজাদ
৯ই জুলাই ১৯৫৮

ন্যাপ-আওয়ামী লীগ সমঝোতা অর্গানাইজিং কমিটির সভায় অভিনন্দিত

ঢাকা, ৮ই জুলাই।- অদ্য কতিপয় প্রস্তাব গ্রহণের পর পূর্ব্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির সংগঠনী কমিটির তিনদিনব্যাপী বৈঠক সমাপ্ত হয়। ন্যাপের ভাইস প্রেসিডেন্ট মওলানা আলতাফ হোসেন কমিটির বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।
কমিটি কর্ত্তৃক গৃহীত এক প্রস্তাবে অবিলম্বে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ঘোষণার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দাবী জানান হয়। কমিটি এই প্রসঙ্গে সাধারণ নির্ব্বাচনের তারিখ নির্দ্ধারণের সময় পূর্ব্ব পাকিস্তানের আবহাওয়া বিবেচনার জন্য সরকারকে অনুরোধ জানান।
কমিটি পূর্ব্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া পূর্ব্ব পাকিস্তানকে ৩০ কোটী টাকা সাহায্য প্রদানের জন্য মওলানা ভাসানীর দাবীর প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।
অপর এক প্রস্তাবে কমিটি ন্যাপের ৫ দফার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান ও ন্যাশনাল আওয়ামী দলের সেক্রেটারী মাহমুদ আলী যে সমঝোতায় উপনীত হইয়াছেন, তাহাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহের ঐক্যের জন্য উক্ত সমঝোতা নির্দ্দিষ্ট অগ্রগতির পরিচায়ক।
অপর এক প্রস্তাবে কমিটি প্রদেশে ১৯৩ ধারার শাসন প্রত্যাহার পূর্ব্বক যাহাতে জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পার্লামেন্টারী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইতে পারে। তৎপ্রতি অবহিত থাকিয়া কাজ করার জন্য ন্যাপ পার্লামেন্টারী পার্টির সদস্যদের প্রতি নির্দেশ দেয়।-এ পি পি

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই জুলাই ১৯৫৮

জনাব শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৪ দিন ঢাকায় অবস্থানের পর করাচী প্রত্যাবর্তন

(স্টাফ রিপোর্টার)
পাকিস্তান আওয়ামী লীগ প্রধান জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকায় চারদিন অবস্থানের পর গতকল্য (মঙ্গলবার) সকালে পি, আই, এ বিমান যোগে করাচী রওয়ানা হন।
বিমানবন্দরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান, পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব জহীরউদ্দিন, প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব আবদুল খালেক, প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব মনসুর আলী এবং আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ ও বহু সংখ্যক কর্মী উপস্থিত ছিলেন।
প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমানও গতকল্য একই বিমানে করাচী রওয়ানা হন। জনাব রহমান করাচীতে ফাইন্যান্স কমিটির বৈঠকে যোগদান করিবেন।

সংবাদ
৯ই জুলাই ১৯৫৮

চিঠি

আওয়ামী লীগ–ন্যাপ সমঝোতা

জনাব,
৯৩ ধারা প্রবর্ত্তনে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী প্রতিটি পাকিস্তানীই মর্মাহত হইয়াছে। যে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার অজুহাতে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব্ব পাকিস্তানে ১৯৩ ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছে, তাহা ন্যাপদল কর্ত্তৃক নিরপেক্ষ ভূমিকা ত্যাগ করিয়া আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকারকে সমর্থন ও জনাব আবু হোসেন সরকারের বিরুদ্ধে শেখ মুজিবর রহমান কর্ত্তৃক আনীত অনাস্থা প্রস্তাব ১৪ ভোটের আধিক্যে গৃহীত হওয়ার পর দূরীভূত হইল। রাজনৈতিক আকাশে যখন দুর্য্যোগের ঘনঘটা ছিল না, তখন কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৩ ধারা প্রবর্ত্তন করিয়াছে। আতা মন্ত্রিসভাকে পুনর্ব্বহালের সুযোগ দিয়া কেন্দ্রীয় সরকার পাক শাসনতন্ত্র ও গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মনোভাবের পরিচয় দিতে পারিতেন। অনেকে এমনকি জনাব সোহরাওয়ার্দী পর্য্যন্ত বলিয়াছেন যে, এই কার্যের পেছনে কোন অদৃশ্য হস্ত কার্য্য করিতেছে। কেহ কেহ ইহাকে সাধারণ নির্বাচন বানচাল, বিপ্লবী পরিষদ গঠনের পথে প্রথম পদক্ষেপ এবং দেশে এক নায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বাভাস বলিয়া অভিহিত করিতেছেন। গৃহীত পন্থা দুষ্ট সন্দেহ করা স্বাভাবিক। মনে হয়, ইহা দুরভিসন্ধিমূলক। এই কার্য্যের কিছুদিন পূর্ব্বেই পেশোয়ার রিপাবলিকান পার্টির এক সভায় সাধারণ নির্বাচন না করিয়া সমস্ত শাসন ক্ষমতা প্রেসিডেন্টের হস্তে গ্রহণ করিবার জন্য জনাব ইসকান্দার মির্জ্জাকে অনুরোধ করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিপ্লবী পরিষদ গঠনের কথা অনেক আগেই শোনা গিয়াছে। কিন্তু গণতন্ত্রী পাকিস্তানী জনসাধারণ এই প্রকার যে কোন কার্যকে বানচাল করিবার জন্য শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সংগ্রাম করিবে। দেশকে এই প্রকার পরিস্থিতির মুখে ঠেলিয়া না দিয়া, অবিলম্বে ১৯৩ ধারা প্রত্যাহার, পূর্ব্ব পাকিস্তানে আতা মন্ত্রিসভার পুনর্বহাল ও প্রতিশ্রুত সময়ে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য কেন্দ্রীয় কর্ত্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন জানাইতেছে।
এই প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগ-ন্যাপ সমঝোতাকে অভিনন্দন জানাই। পাকিস্তানে মুসলিম লীগ শাসনের সময় যখন গণতন্ত্রের কবর রচনা করিবার প্রচেষ্টা চলিত, তখন এই প্রগতিশীল কর্ম্মীরাই গণতন্ত্রকে রক্ষা করিবার জন্য পূর্ব্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্বশাসনের জন্য, রাষ্ট্রভাষা বাংলার জন্য কৃষি ও শিল্পের উন্নয়নের জন্য একত্রে সংগ্রাম করিয়াছে। মধ্যপথে কোন প্রশ্নে দ্বিধা-বিভক্ত হয়। আবার সমঝোতায় আসাতে আমরা সুখী হইয়াছি।
–মোহাম্মদ আবু হামেদ এম, এ, সহ-সম্পাদক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া আওয়ামী লীগ, ত্রিপুরা।

দৈনিক মিল্লাত
৯ই জুলাই ১৯৫৮

শেখ মুজিবরের ঢাকা ত্যাগ

জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর সহিত একই বিমানে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান করাচী গমন করেন। করাচীতে তিনি আসন্ন অর্থ কমিটির বৈঠকে যোগদান করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই জুলাই ১৯৫৮

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের যোগদানের গুজব অস্বীকার
করাচীতে সাংবাদিক সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা

করাচী, ৯ই জুলাই-পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী এবং পার্লামেন্ট সদস্য শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য এখানে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের যোগদান সংক্রান্ত সমস্ত গুজবের সত্যতা অস্বীকার করেন। এই সমস্ত গুজব সম্পর্কে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান না করার যে সিদ্ধান্ত ইতিপূর্বে গ্রহণ করিয়াছে উহা আর পুনর্বিবেচনা করা হইতেছে না বা উহা পুনর্বিবেচনা করার কোন কারণ আছে বলিয়াও আমি মনে করি না।
এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে রিপাবলিকান সরকারকে সমর্থন করিতেছে, কিন্তু কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করে নাই।
শেখ মুজিবুর রহমান অবশ্য বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে সরকার মন্ত্রিসভার তিন দিনের আয়ু শেষ হইবার পর আওয়ামী লীগ পার্টির নেতা জনাব আতাউর রহমানকে মন্ত্রিসভা গঠন করিতে আহ্বান না করায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের কার্যের নিন্দা না করিয়া পারি না। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, জনাব খানের প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও তাঁহাকে মন্ত্রিসভা গঠনে সুযোগ দেওয়া হয় নাই।
জনাব মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টের শাসন প্রবর্তনে দুঃখ প্রকাশ করেন।

অদ্য জনাব মুজিবুরের ঢাকা প্রত্যাবর্তন
শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকাল রাত্রে ঢাকা ফিরিবেন।–এ,পি,পি

সংবাদ
১০ই জুলাই ১৯৫৮

কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগ যোগদান করিবেন না
করাচীতে শেখ মুজিবর রহমানের মন্তব্য

করাচী, ৯ই জুলাই (এ, পি, পি)- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় আওয়ামী লীগের যোগদানের গুজব সম্পুর্ণ অস্বীকার করিয়া অদ্য বলেন যে, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায় যোগদান না করার পূর্বসিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনা করিতেছেন। ইহার কোন সম্ভাবনাও নাই।
তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে রিপাবলিকান সরকারকে সমর্থনদান করিতেছেন; কিন্তু তাহারা মন্ত্রীসভায় যোগদান করে নাই।
শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে পূর্ব পাকিস্তানে জনাব আতাউর রহমান খানকে সরকার গঠন করিতে না দেওয়ায় আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা না করিয়া পারি না। পরিষদে জনাব খানের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দাবী করিয়া তিনি বলেন যে, জনাব খান সংখ্যাগরিষ্ঠ পরিষদ সদস্যদের সমর্থন লাভ করা সত্ত্বেও তাহাকে সরকার গঠন করতে দেওয়া হইতেছে না।
শেখ মুজিবর রহমান পুর্ব্ব পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শাসনের তীব্র বিরোধীতা করেন।

দৈনিক মিল্লাত
১০ই জুলাই ১৯৫৮

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের যোগদানের গুজব অস্বীকার
আওয়ামী নেতা শেখ মুজিবরের স্পষ্ট ঘোষণা ঃ
প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্ত্তনের তীব্র নিন্দা

করাচী, ৯ই জুলাই- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের যোগদানের গুজব অস্বীকার করেন। এই ধরনের গুজবের উপর মন্তব্য করিতে বলা হইলে অদ্য এখানে তিনি বলেন যে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান না করার জন্য পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত আওয়ামী লীগ পুনর্বিবেচনা করিতেছে না।

জনাব মুজিব বলেন যে, ইহার জন্য কোন সুযোগ সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াও আমি মনে করি না।

বর্ত্তমানে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে রিপাবলিকান সরকারকে সমর্থন করিলেও কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করে নাই।

পূর্ব্ব পাক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী অবশ্য বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী লীগকে সরকার গঠনার্থে আহ্বান না করার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভাকে নিন্দা না করিয়া আমরা পারি না।

তিনি অভিযোগ করেন যে, সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন থাকা সত্ত্বেও জনাব আতাউর রহমানকে মন্ত্রিসভা গঠনের সুযোগ দেওয়া হইতেছে না। জনাব মুজিব পূর্ব্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট শাসন প্রবর্ত্তনের নিন্দা করেন। -এ, পি, পি.

দৈনিক মিল্লাত
১১ই জুলাই ১৯৫৮

দাউদকটন মিলে শ্রমিকদের উপর লাঠি চার্জ্জ
শেখ মুজিবর রহমান কর্ত্তৃক তীব্র নিন্দা

করাচী, ১০ই জুলাই– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেন যে, আইন ও শৃংখলা রক্ষার অজুহাতে দাউদ কটন মিলের ধর্মঘটী শ্রমিকদের উপর পুলিশের লাঠী চার্জ্জের সংবাদ শুনিয়া তিনি মর্ম্মাহত হইয়াছেন।

জনাব রহমান উক্ত ঘটনায় আহত ব্যক্তিগণের পরিবারবর্গের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়াছেন।

বিবৃতিতে জনাব রহমান বলেন– দাউদ কটন মিলের ২ হাজার শ্রমিক তাহাদের আইন সংগত দাবী-দাওয়া আদায়ের জন্য শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট পালন করিয়া যাইতেছিল। কিন্তু সরকার শিল্প আইন অনুযায়ী বিষয়টি তদন্তের জন্য ট্রাইব্যুনাল গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন নাই।

এমতাবস্থায় আমি কেন্দ্রীয় শ্রম সচিবের নিকট অবিলম্বে শিল্প আইন অনুযায়ী ধর্ম্মঘটের কারণ অনুসন্ধান এবং কোন শ্রমিককে নির্যাতন করা হইবে না। এই মর্মে নিশ্চয়তাদানের জন্য একটি ট্রাইব্যুনাল নিয়োগের আবেদন জানাইতেছি। তিনি আরও বলেন যে, সরকারকে অবশ্যই আহত শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে। এতদ্ব্যতীত বন্দী ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দকে মুক্তিদানের জন্য তিনি আবেদন জানান।

পরিশেষে জনাব রহমান সরকার কর্ত্তৃক ১৪৪ ধারা জারী এবং ... ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারীর তীব্র নিন্দা করেন।

Morning News
11th July 1958

Chances of Early Lifting of 193 Bright
Mohan Mia Dashes to Karachi

(By A Staff Reporter)

The chances of early lifting of section 193 from East Pakistan appeared bright yesterday. With the summoning of the National Assembly session in Karachi on September 10, political observers said in Dacca that President's rule would be allowed to lapse within the period of two months from June 25.

Provisions of section 193 were put into effect in the province on June 25 following the report of the East Pakistan Governor, Mr. Sultanuddin Ahmad, after the defeat of the Sarkar Ministry.

Meanwhile, considerable significance was being attached to the sudden dash of Mr. Yousuf Ali Choudhry to Karachi after a brief stay in Dacca for about 48 hours. After a six-day sojourn in Karachi, he had returned to Dacca on July 8 and again left for the federal capital yesterday.

Though KSP circles were reluctant to disclose the nature of his visit, informed quarters believed that the "KSP strategist" had left Dacca in response to "urgent summons" from Karachi.

The KSP leader during his stay in Karachi is expected to meet President Iskander Mirza and members of the central Cabinet. Prime Minister Noon accompanied by the West Pakistan Chief Minister, Mr. Mozaffer Ali Qizilbash had returned from Lahore yesterday.

Political observers, however, pointed out that "tangible" results might be expected only after the return of President Mirza from Istanbul. General Mirza is flying to Istanbul on July 14 to participate in the conference of the Muslim Heads of the states of Baghdad Pact. He is expected back in Karachi on July 19.

Reports were also current in the city that the chances of Awami League being included in the Central Cabinet had receded further. Interpreting the statement of the East Pakistan Awami General Secretary, Sheikh Mujibur Rahman, in the same light, political observers pointed out that there was no further prospect of Awami League joining the Centre.

According to some quarters, a reshuffle in the Central Cabinet was also not ruled out, with a more active participation of KSP. In the Central set-up. Some KSP sources already climed that Prime Minister Noon was losing support of his colleagues in the Cabinet. In case of any change at the Centre, some observers maintained that the possibility of a KSP government in East Pakistan would further improve.

The KSP coalition headed by Mr. Abu Hosain Sarkar reiterated it claim in Dacca of enjoying the support of 160 members of the Assembly. They were also mobilising public opinion in favour of lifting section 193 from the province.

An APP report from Karachi says: KSP leader Yousuf Ali Chowdhury (Mohan Mia) arrived here today from Dacca.
Mr. Lutfur Rahman, another KSP leader and former Central Minister is already in Karachi.
The KSP leaders are expected to have talks with the Central authorities on the East Pakistan political situation during their stay in the federal capital.

দৈনিক মিল্লাত
১২ই জুলাই ১৯৫৮

শেখ মুজিবরের ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)
করাচীতে অর্থ কমিটির বৈঠকে যোগদানের পর প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (শুক্রবার) সকালে বিমানযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শেখ মুজিব গত মঙ্গলবার করাচী গমন করিয়াছিলেন।

Morning News
12th July 1958

Huq's Call to Elect Right Type of MenSarkar Slates Suhrawardy's 'Double-faced' Policy

(By A Staff Reporter)
The octogenarian politician and founder of the KSP, Mr. A. K. Fazlul Huq, called upon the people to vote for those in the coming general elections "who are true to their words and deeds."
He warned the people not to be led away by slogans and advised them to elect persons who resembled Mr. Abu Hossain Sarkar "in appearance."
The crowd which had gathered at the Paltan Maidan yesterday (Friday) to demand the immediate restoration of parliamentary Government in East Pakistan, welcomed the 85 year old leader with full-throated slogans as Mr. Huq drove to the meeting in a car with the president East Pakistan KSP, Syed Azizul Huq.
Pin-drop silence prevailed in the meeting when the old and ailing leader began his speech sitting on a wooden chair. He arrived at the maidan while the leader of the KSP coalition, Mr. Abu Hossain Sarkar, was addressing the meeting.
Beginning his speech with a verse from the Holy Quran, and translating it into Urdu, Mr. Fazlul Huq invoked God's blessings to fulfill his responsibilities. He assured the people that he would continue to serve them whenever he would be called upon to do so. "It does not matter if in fulfilling my duties, I lose my life," he added.
The former Governor, tears in his eyes, expressed his grave concern over the flood situation in the province. He said he was receiving

alarming reports from official and non-official sources about the calamities ahead. He asked the people to realise the gravity of the situation and contribute their best to improve it.
Mr. Huq told the audience about his illness and said that he had to attend the meeting as people were waiting for him. He said that the doctors had advised him not to move but he could not resist the desire to come to them. "It is a part of my duty" he said, "for which I am responsible to God."
The leader of the KSP Coalition party in the East Pakistan Assembly, Mr. Abu Hossain Sarkar, said that during his short term of office as the Chief Minister of the province he was trying to prepare a list of persons responsible for smuggling and corruption. He said the Awamis were fully aware of the implications of such a list, hence they made an all-out effort to throw him out of power, After the completion of the list, he said culprits could have been punished with an iron hand.

AL-NAP ALLIANCE
Mr. Sarkar said that the Awamis made an alliance with the NAP only to "grab" power. For the sake of "Gaddi", they could reach an agreement even with a "Devil", he added.
The former Chief Minister, however assured the people that if he was entrusted with the duties of running the affairs of the province, he would make the administration clean.
Referring to the alleged corruption during the 21-month Awami rule in the province, Mr. Sarkar said that the Centre was not prepared to give Rs. 13 crores to East Pakistan as it was feared that at least "Rs. 10 crores would be mismanaged by the Awami Government."

SLATES MUJIB
The KSP leader deplored the statement made by Awami League General Secretary, Skeikh Mujibur Rahman, in which he was reported to have said that "Abu Hossain Sarkar could be purchased for Rs. 15,000." Expressing his regret for such "irresponsible" utterances, Mr. Sarkar said he had earned much more money in his life.

'DUAL POLITICS'
Talking about Mr. Suhrawardy's "dual politics", he recalled the early days of Mr. Suhrawardy's political career when according to him, the Awami Chief was "tasting" each and every political party.
Continuing Mr. Sarkar said that even after the establishment of Pakistan Mr. Suhrawardy had preferred to remain a Bharati citizen in West Bengal. "As a true disciple of Mr. Gandhi," he said, "Mr. Suhrawardy was sermonising with Bharati Congress leaders for non-violence."
Mr. Sarkar reminded the people of the popular song recited at the prayer meetings of Mr. Gandhi and said that those days Mr. Suhrawardy himself used to recite "Raghupati Raghav Raja Ram" with devoted attention.

He also said that while entering into the Cabinet of Mr. Mohammad Ali of Bogra, Mr. Suhrawardy had declared that he had no connection with any political party.
The only objective of Mr. Suhrawardy and his party was to remain in power he said and added that for his sake they could stoop to "any level."
Mr. Sarkar also criticised the continued stay of Mr. Ataur Rahman Khan in the Chief Minister's residence and said that no "honourable" man could have done this. He said that there was a provision that the Ministers could live in their houses for 15 days after quitting their office but generally "respectable" persons did not remain in them for such a length of time. They vacated it earlier, he added, Mr. Sarkar said that once he also used to live in that house which was now occupied by Mr. Ataur Rahman Khan but in those days it was an ordinary house. Now, he said, there were air-conditioned rooms in the Chief Minister's residence and it had all the amenities of modern life. The KSP leader regretted that the Awami leaders when coming to power forgot everything about the people.

HAMIDUL HUQ

The Pakistan KSP President, Mr. Hamidul Huq Choudhry, made a startling revelation in the meeting that Prime Minister Noon had himself informed him on telephone that no Government could be allowed to form in E. Pakistan with the assistance of the NAP.
Referring to his talk with the Prime Minister, he said that Mr. Noon had insisted on his opinion and had advised him to form the Ministry with Awami League.
Mr. Choudhry said that Mr. Noon was incapable of understanding the problems of East Pakistan. Even if it was true that according to Mr. Noon, the major part of the revenues was collected from West Pakistan, it was not proper for him to say that the Central Government could not keep on feeding East Pakistan.
Mr. Choudhry expressed his great concern over the proposed Farakka barrage in West Bengal which he said would starve the people of this province. He pleaded for better relations with all countries, including Bharat.
The KSP Leader held the Awami League and the NAP responsible for the imposition of Sec. 193 in East Pakistan.

NOON WARNED

Earlier, the General Secretary, East Pakistan KSP, Mr. Mohammad Sulaiman, warned Prime Minister Noon that the people of East Pakistan would not tolerate anything against their wishes.
He said it was Mr. Noon again who had stated during the period the Central Government to call Mr. tan, that the people of this province were not Muslims.
Mr. A. Rab, MPA, who also addressed the meeting accused Mr. Suhrawardy of conspiring with Mr. Noon for the imposition of Sec. 193 in this province.

The meeting through several resolutions, demanded immediate restoration of parliamentary Government in East Pakistan and urged upon the Government to call Mr. Abu Hossain Sarkar to form the Ministry.
By another resolution, the meeting expressed its firm belief that fair and free election were not possible in Awami League regime.
Deep concern was expressed over the proposed Farakka bund in West Bengal which would ultimately ruin the economy of East Pakistan.
The execution of the Hungarian Prime Minister, Mr. Imre Nagy, was also condemned at the meeting.

Morning News
13th July 1958

E. WING PARTIES WANT POLLS TO BE PUT OFF MUSLIM LEAGUE ALONE FOR ELECTIONS IN NOVEMBER

(By A Staff Reporter)

With less than a week left for the conference which the Prime Minister has called in Karachi to fix the schedule for the general elections most of the political parties in East Pakistan did not appear interested in holding the elections in November this year.
The only political party which appeared firm on the question of holding the elections in November was the East Pakistan Muslim League.
The East Pakistan Muslim League president, Maulvi Tamizuddin Khan, said last night that though no Muslim League leader from this province had been invited to attend the proposed conference, his party was in favour of holding the election in November this year.
He also said that a formal resolution to this effect had already been adopted at the last meeting of the East Pakistan Muslim League organising committee.
A top Awami source when contacted declined to comment on a Karachi paper's report that the Awami League wanted to postpone the elections. He, however, maintained that November was not a suitable month for holding the elections in this wing. The elections could not be held before the year was out, he added.
The NAP circles were non-comittal on the question. According to them there was no "scheduled date" as far as no deadline had been officially fixed for the polls.
A prominent NAP leader, however, said that the most important aspect of the problem was the fixation the date. Once the date was asked, he said, nobody would "date delay the elections."
It may be recalled that the recent three-day meeting of the NAP organising committee had resolved that in fixing the dates the "climatic conditions of East Pakistan" must be taken into consideration.
The KSP sources declined to make any comment at the present

time. They pointed out that they had not decided the issue finally so far. They are expected to reach a decision after the return of Mr. Yousuf Ali Choudhry from Karachi.
It was however gathered that the KSP would like the elections to be held in February next year.

সংবাদ
১৬ই জুলাই ১৯৫৮

ন্যাপ–আওয়ামী লীগ সমঝোতা অভিনন্দিত
বেগমগঞ্জ আওয়ামী লীগের সভায় প্রস্তাব গ্রহণ

(সংবাদদাতার তার)
নোয়াখালী, ১৪ই জুলাই। –সম্প্রতি চৌমোহনী পাবলিক ইন্সটিটিউট হলে মহকুমা আওয়ামী লীগের সেক্রেটারী জনাব নুরুল হকের সভাপতিত্বে বেগমগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে জনাব নুরুল আলমকে সভাপতি এবং মোহাম্মদ আক্কাসকে সম্পাদক করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।
সম্মেলনে প্রদেশে ১৯৩ ধারা জারীর নিন্দা করিয়া এবং অবিলম্বে প্রদেশের বুক হইতে উহা প্রত্যাহার করার দাবী জানান হয়। অপর এক প্রস্তাবে জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে প্রদেশে পার্লামেন্টারী শাসন প্রবর্ত্তনের দাবী করা হয়।
১৯৫৮ সালের নভেম্বর মাসের পরিবর্ত্তে ১৯৫৯ সালে যুক্ত নির্ব্বাচনের ভিত্তিতে দেশের সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠানের দাবী জানানো হয়।
অপর এক প্রস্তাবে ন্যাপ সম্পাদক জনাব মাহমুদ আলী এবং আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবর রহমানের মধ্যে যে প্রকাশিত দলিল সমঝোতা হয়, উহার জন্য তাহাদিগকে অভিনন্দিত করা হয়।
সম্মেলনে অনাবৃষ্টি প্রপীড়িত জনসাধারণকে পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সাহায্য দানের দাবী জানানো হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৯শে জুলাই ১৯৫৮

শেখ মুজিবুরের করাচী উপস্থিতি
আওয়ামী কোয়ালিশনের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভা গঠনের দাবি

করাচী, ১৮ই জুলাই–পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান নির্বাচনী সম্মেলনে যোগদানের উদ্দেশ্যে অদ্য এখানে আগমন করেন। তিনি জনাব আতাউর রহমান খানকে পুরাপুরি সমর্থন করিয়া বলেন যে, আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন দলই পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দল।
তিনি বলেন যে, মন্ত্রিসভা গঠন করিতে বলা হইলে তাঁহারা যে কোন মুহূর্তেই এই দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন এবং ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পরিষদের সম্মুখীন হইবেন।
তিনি বলেন যে, কে-এস-পি কোয়ালিশন দল যদি পরিষদে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিতে পারেন, তবে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন পার্টি মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব করিবে না।
সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে শেখ মুজিবুর বলেন যে, ন্যাপ সম্পাদক ও তাঁহার মধ্যে যে পারস্পরিক সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহা এখনও বলবৎ রহিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে। তিনি বলেন যে, ন্যাপ পার্লামেন্টারী দলের প্রতি তাঁহাদের সমর্থন অটুট রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন।–এ,পি,পি

দৈনিক ইত্তেফাক
২০শে জুলাই ১৯৫৮

মুসলিম লীগের নির্বাচন ভীতি
শেখ মুজিবের কঠোর সমালোচনা

করাচী, ১৯শে জুলাই–বর্তমানে এখানে যে নির্বাচনী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে যোগদান হইতে বিরত থাকায় পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান এম,পি মুসলিম লীগের কঠোর সমালোচনা করেন।
আওয়ামী লীগ নেতা বলেন যে, বর্তমানে এখানে সাধারণ নির্বাচন সংক্রান্ত বিষয় লইয়া এমন একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হইতেছে-যেখানে সকল রাজনৈতিক দলই অংশ গ্রহণ করিয়াছে। অথচ, মুসলিম লীগ উক্ত সম্মেলন বর্জন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছে–যাহা দেশে এক অদ্ভুত রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টির সহায়ক হইয়াছে।
শেখ মুজিব বলেন যে, নির্বাচনের সম্মুখীন হওয়া মুসলিম লীগের কাম্য নয়, সুতরাং নির্বাচন যাহাতে বিলম্বিত হয়, মুসলিম লীগ তাহারই পন্থা খুঁজিতেছে এবং সেজন্যই নির্বাচনী সম্মেলনেও মুসলিম লীগ যোগদান করে নাই।
জনাব মুজিবুর রহমান মুসলিম লীগ প্রধান খান আবদুল কাইউম খানের তীব্র সমালোচনা করিয়া বলেন যে, কাইউম খান কর্তৃক গৃহীত নির্বাচনী সম্মেলনে যোগদান না করার সিদ্ধান্তের ফলে স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয় যে, সম্মেলনে যোগদানকারী দলসমূহকে তিনি বর্জন করিতে পারেন নাই, বরঞ্চ রাজনৈতিক দলসমূহই মুসলিম লীগকে বর্জন করিয়াছে।–এপিপি

দৈনিক মিল্লাত
২০শে জুলাই ১৯৫৮

আগামী নির্বাচনে আওয়ামী লীগ বিপুলভোটে জয়লাভ করিবে
করাচীতে শেখ মুজিবর রহমানের উক্তি

করাচী, ১৮ই জুলাই– পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আওয়ামী লীগ কোয়ালিশনকে সমর্থন করে।
ইউ, পি, পি-এর প্রতিনিধির সহিত এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন যে, জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পূর্ব্ব পাকিস্তানে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি আওয়ামী লীগের সহিত সহযোগিতা করিবে।
শেখ মুজিবর রহমান এই মর্ম্মে সমষ্টোক্তি করেন যে, ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি কোয়ালিশন সরকার গঠনের ব্যাপারে আওয়ামী লীগকে সমর্থন ও মন্ত্রিসভায় যোগদান করিবার যে প্রতিশ্রুতি দান করিয়াছে তাহা প্রত্যাহার করা হইলে আওয়ামী লীগ প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য চেষ্টাও করিবে না। তিনি দাবী করেন যে, আওয়ামী লীগ ও ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ কোয়ালিশনের স্থিতিশীল সরকার গঠন করিবার জন্য প্রাদেশিক আইন পরিষদে যথাযোগ্য সদস্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে।
পূর্ব পাকিস্তান হইতে অবিলম্বে গবর্ণর রাজ প্রত্যাহারের জন্যও তিনি দাবী জানান।
পূর্ব পাকিস্তানে মুসলিম লীগ জনপ্রিয়তা অর্জ্জন করিতেছে। বলিয়া প্রকাশিত একটি খবরের সত্যতা অস্বীকার করিয়া জনাব মুজিবর রহমান বলেন যে, মুসলিম লীগ দলীয় পরিষদ সদস্যদের এইরূপ প্রচারণার দ্বারা কোনরূপ ফল হইবে না। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি সহযোগিতা করিলে আওয়ামী লীগ নির্বাচনে বিপুলভাবে জয়লাভ

করিবে। বিরোধীদলরূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিলেও আওয়ামী লীগ নির্বাচনে ব্যাপকভাবে জয়লাভ করিবে।
তিনি আরও বলেন, যে ক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইবে সেক্ষেত্রে মুসলিম লীগের সদস্য পদ লাভের সম্ভাবনা রহিয়াছে। অপরপক্ষে কেবল আওয়ামী লীগ ও মুসলিম লীগের মধ্যে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইলে প্রদেশে মুসলিম লীগের জয়লাভের কোন সম্ভাবনা নাই।- ইউ, পি, পি

দৈনিক ইত্তেফাক
২২শে জুলাই ১৯৫৮

পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি মুসলিম লীগ শাসকদের উপেক্ষাই বর্তমান আর্থিক সংকটের কারণ
গোপালগঞ্জের গিমাডাঙ্গাগ্রামের জনসভায় শেখ মুজিবুর রহমানের বক্তৃতা

(সংবাদদাতা প্রেরিত)
গিমাডাঙ্গা (গোপালগঞ্জ), ২০শে জুলাই–পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান সম্প্রতি এখানে অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন, "আমি বিশ্বের অনেক দেশ সফর করিয়াছি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায় এরূপ উর্বর কোন দেশ আমি দেখি নাই। কিন্তু তবু কেন দারিদ্র্যের অভিশাপ হইতে আমরা মুক্ত হইতে পারিলাম না? ইহার কারণ হইতেছে এই যে, কায়েমী স্বার্থের পোষক মুষ্টিমেয় একদল লোক যুগ যুগ ধরিয়া সাধারণ মানুষকে শোষণ করিয়া আসিয়াছে। তাহার ফলেই দেখা দিয়াছে অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় এই অসাম্য; তাহারই ফলে দেশে আজ এই অভাব-অনটন, মানুষের ঘরে ঘরে এই হাহাকার।"
"নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্য দিন দিন বাড়িয়া চলিয়াছে; মানুষের মন হতাশায় ভরিয়া উঠিয়াছে। যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হইল তখন সকলেই আমরা আশা করিয়াছিলাম যে, এবার হয়ত মানুষের অন্ন-বস্ত্রের সমস্যার সমাধান হইবে। কিন্তু সে আশা ফলবতী হয় নাই। সেজন্য দায়ী কে? নিশ্চয়ই মুসলিম লীগের কার্যকলাপ, কেন্দ্রে ও প্রদেশসমূহে দীর্ঘ আট বৎসরকাল তাহারা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লইয়া ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত ছিল, কোরিয়া যুদ্ধের তেজী মওসুমের সুযোগে বাণিজ্য উদবৃত্ত হেতু প্রচুর অর্থও তাহাদের হাতে ছিল, কিন্তু মুসলিম লীগ এ-সুযোগের সদ্ব্যবহার করে নাই। জাতীয় উন্নয়নের জন্য কোন পরিকল্পনাই তাহারা গ্রহণ করে নাই; অপরপক্ষে দরিদ্র জনসাধারণের শ্রমের বিনিময়ে যে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হইয়াছিল; তাহারা উহা অপচয় করিয়াছে। সর্বাপেক্ষা পরিতাপের বিষয় এই যে, এই সময় পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়নের প্রতি চরম উপেক্ষা প্রদর্শিত হইয়াছে। পশ্চিম পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া হইয়াছে। কষ্টার্জিত বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় সবটাই পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্পোয়নে ব্যয়িত হইয়াছে।
"আমি পূর্ব পাকিস্তানের বাণিজ্য ও শিল্পদফতরের সচিব হিসাবে প্রদেশে যে ৫৮টি নয়া শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দিয়াছিলাম, জনাব চুন্দ্রীগড়ের ৫৪ দিনের প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে তদানীন্তন কেন্দ্রীয় শিল্প সচিব জনাব ফজলুর রহমান সেই অনুমতি বাতিল করিয়া দেন। কারণ, এ-প্রদেশের জনসাধারণকেই উহার বেশিরভাগ শিল্প প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হইয়াছিল।"
অতঃপর শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এতদিন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার পূর্বপাকিস্তানের প্রতি যে বিমাতৃসুলভ ব্যবহার করিয়া আসিতেছিলেন, জনাব সোহরাওয়ার্দীর প্রধানমন্ত্রিত্বের আমলে উহার পরিবর্তন ঘটে। তিনি এ প্রদেশের

উন্নয়নের জন্য যথেষ্ট অর্থ বরাদ্দ করেন, কিন্তু ইহাতে কায়েমী স্বার্থবাদী মহলের স্বার্থহানি ঘটাতে তাঁহারা একজোট হইয়া আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারে পতন ঘটান।
শেখ মুজিবুর বলেন, রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার অভাবই বিশ্বের দরবারে পাকিস্তানের মর্জাদা লাঘব করিয়াছে এবং কোন সরকারের পক্ষে কোন সুষ্ঠু নীতি অনুসরণ অসম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এই জন্যই আওয়ামী লীগ যুক্ত নির্বাচন দাবী করিতেছে।
নির্বাচন প্রথা সম্পর্কে একদল ওলেমা ধর্মের নামে জনসাধারণের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির যে চেষ্টা করিতেছে, শেখ মুজিবুর রহমান সে সম্পর্কে জনসাধারণকে হুঁশিয়ার থাকিতে বলেন।

Morning News
22nd July 1958

Editorial
Postponing The polls

The conference of the party leaders which met in Karachi yesterday, has sprung a surprise on the country by its decision to hold the general elections by February, 1959. This was not the object for which it had been convened. Its main purpose, as initially announced, was to fix the date in a month that was determined in advance and over which all sections of opinion were then unanimously agreed. There was never a general demand for postponement and when some of the leaders like Sheikh Mujibur Rahman had expressed themselves against the November deadline, they were not speaking on behalf of their parties but purely in their individual capacities.Mr. Suhrawardy, at least in his public statements, was always for sticking to the November schedule. Not until the Prime Minister made his speech there was the slightest hint that the decision of the conference would belie popular expectations. Even Mr. Firoz Khan Noon was opposed to the extension of the date beyond December 31, 1958. Some delay had indeed become inevitable on account of the harvesting season in East Pakistan. Because of the peoples preoccupation the interest in elections would have naturally suffered, resulting in absenteeism on an unprecedented scale. This fear is borne out by the opinion of the district magistrates in the Province, majority of whom is of the view that polling in November would be less than 45 percent and that in any other month is likely to reach as high as 65 percent in some of the districts. This was indeed a strong case for postponement. Voting in the past has no exceeded 50 percent in any of the provinces and in at least one of them the percentage was as low as 30.This is an experience that could not be allowed to be repeated in the country's first general election, which is expected to be in the nature of a verdict on the record of the present government or for that matter on the record of all the governments before and since the inauguration of the constitution.
Owing their rise and fall to the ever changing party alignments in the National Assembly, they were neither responsible nor responsive to public opinion, and had in fact often acted in disregard of popular

feeling on many an issue of national importance in the field of domestic and foreign policies. The absence of accountability had tended to undermine the people's faith in the constitution and democracy. That faith had at any cost to be sustained if we were to survive as a free and democratic society. The government and the parties had more time at their disposal for preparing the country for the polls than for framing the constitution. The difficulties which now confront them could have been easily foreseen when the decision to hold elections in autumn this year was taken. In the absence of plausible grounds for postponing the polls until the middle of February next year, the people will be driven to conclude that motives of political expediency were responsible for so drastic a change in the schedule. The Muslim League leadership alone had the sagacity to predict the outcome of the conference and to dissociate from it on that account.

দৈনিক মিল্লাত
২৫শে জুলাই ১৯৫৮

পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে কোয়ালিশন দলের শক্তি পরীক্ষার আহ্বান
আওয়ামী লীগের সংখ্যাগরিষ্ঠতা সম্পর্কে শেখ মুজিবরের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা
পূর্ব্ব পাকিস্তানের প্রতি কেন্দ্রের অবহেলার অভিযোগ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকায় বলেন যে, আওয়ামী লীগ এবং কৃষক-শ্রমিক কোয়ালিশন দলের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদের বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করা হউক।

শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য করাচী হইতে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করেন। সাংবাদিকদের নিকট তিনি বলেন যে, পরিষদে জনাব আবু হোসেন সরকারের দলকে পরাজিত করিয়া আওয়ামী লীগ উহার যথাযোগ্য শক্তি প্রদর্শন করিয়াছে। আওয়ামী লীগ ও কৃষক-শ্রমিক কোয়ালিশন দল দুইটির শক্তি যাচাই করিবার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একটি মন্ত্রী মিশন প্রেরণ করার যে প্রস্তাব করিয়াছে, তৎসম্পর্কে মন্তব্য প্রসঙ্গে শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, উক্ত ব্যবস্থা কার্যকরী করা হইবে বলিয়া তিনি মনে করে না।

তিনি আরও বলেন যে, দলের শক্তি পরীক্ষা করার জন্য পরিষদই একমাত্র স্থান। যাহারা প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের সম্পর্কে হুঁশিয়ার করিয়া তিনি বলেন যে, "কেহ যদি প্রচলিত নিয়ম ভঙ্গ করিতে চায় তবে আজ হউক কিংবা কাল হউক, পরিণতি তাহাকে ভোগ করিতেই হইবে।"

শেখ মুজিবর রহমান দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলেন যে, "যখনই আমরা কেন্দ্রের নিকট প্রদেশের সমস্যা এবং দুরবস্থার কথা বলি, তখনই তাহারা আমাদের বক্তব্যের মধ্যে কিছুটা অতিরঞ্জন খুঁজিয়া পান।

একথা তাঁহাদের বুঝা উচিত যে, পশ্চিম পাকিস্তানের মত পূর্ব পাকিস্তানও পাকিস্তানের একটি অংশ।"

পাকিস্তান ও ইরানের মধ্যে প্রস্তাবিত ফেডারেশন গঠনের তীব্র নিন্দা করিয়া শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, 'পূর্ব পাকিস্তানীগণ সমগ্র শক্তি প্রয়োগ করিয়া ইহা প্রতিরোধ করিবে। পূর্ব পাকিস্তানকে একটি সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশে পরিণত করার জন্যই এইরূপ পরিকল্পনা করা হইতেছে।"– এ, পি, পি

Morning News
25th July 1958

No 'Physical Demonstration' by MPAs Outside Assembly Mujib Condemns PM's move to send central ministers

(By A Staff Reporter)

The East Pakistan Awami League general secretary, Sheikh Mujibur Rahman, condemned the reported move of the Prime Minister to depute two Central Ministers to review the political situation in East Pakistan with a view to lifting Section 193 from the province.

He also expressed his opposition to any "physical" demonstration by MPAs outside the Assembly to ascertain the respective strength of the two contending Coalition parties one led by Mr. Abu Hossain Sarkar and the other by Mr. Ataur Rahman Khan.

"Let a special session of the Provincial Assembly be caled, if necessary, to ascertain as to who commands the majority in the House." he suggested.

Sheikh Mujibur Rahman who returned to Dacca yesterday from Karachi in the course of an interview with "Morning News" said that if the Central Government felt that they were "our" masters, "they are living in a fool's paradise." "I do not know how long this Karachi clique will continue to play with East Pakistan."

NOT DUMB, DRIVEN CATTLE

Referring to the possible deputation of the Central Ministers to this province, the Awami General Secretary said: If anybody thought that East Pakistan MPAs were not "human beings" but dumb, driven cattle, he was grossly mistaken. The MPAs could be physically present only at one place that is the Assembly" he asserted.

The Awami Shiekh sounded a note of warning against the violation of the "constitutional convention," which according to him clearly laid down that one who enjoyed the confidence of the House should be allowed to form the Government.

The people of East Pakistan, he said, wanted to be governed through "constitutional procedures" and not in a "dictatorial" manner. If required, the Awami League would again prove that it had the majority in the House, he added.

AL WILL WAIT

He, however, said that his party was not interested in Ministry Making. Now that the date for the general election in the country had been announced, he said, the party could wait for another six months.

When he was asked to state as to what would be the attitude of his party if the KSP Coalition was prepared to "physically" demonstrate its strength, he said, "I am sure they cannot do it."

He emphasised that MPAs were duly elected representatives of the people. How could the Central Government want the respective

strength of the parties ascertained through physical demonstration when no such demonstration by MPs was considered necessary to show as to who enjoyed majority support in the National Assembly he asked.

Replying to a question on a reported talk between Mr. Hamidul Huq Choudhry and Mr. Abul Mansur Ahmad on the basis of a possible Coalition between the Awami League and the KSP, Sheikh Mujibur Rahman gave the briefest answer, "I do not know." He declined comment on the issue further.

The trusted lieutenant of Awami Chief Mr. Suhrawardy, ... very critical of the reported ..... for a confederation of Pakistan .... Iran and said that the people East Pakistan would "resist" it. It was another plan, he said, to..... the people of this province into minority. "If anybody wanted amalgamate Pakistan with any other country it was clearly an act of ..... version," he said.

সংবাদ
২৬শে জুলাই ১৯৫৮

শেখ মুজিবরের ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন
দলীয় শক্তি নিরূপণকল্পে পরিষদের জরুরী অধিবেশন আহ্বানের দাবী

ঢাকা, ২৪শে জুলাই (এপিপি)- আওয়ামী লীগ ও কৃষক শ্রমিক দলের নেতৃত্বে গঠিত প্রতিদ্বন্দ্বী কোয়ালিশন পার্টিদ্বয়ের শক্তি নিরূপণ কল্পে প্রাদেশিক পরিষদের এক জরুরি অধিবেশন আহ্বান করার জন্য প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান অদ্য প্রস্তাব করেন।

অদ্য করাচী হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি সাংবাদিকদের বলেন জনাব আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভাকে পরাজিত করিয়া আওয়ামী লীগ পরিষদে তাহার শক্তি ভাল রূপেই প্রদর্শন করিয়াছে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিদ্বন্দ্বী কোয়ালিশন পার্টিদ্বয়ের শক্তি নিরূপনের জন্য একটি কেবিনেট মিশন প্রেরণ করিতেছেন বলিয়া যে সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে, উহার সম্পর্কে মত প্রকাশের জন্য বলা হইলে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, তিনি তাহা বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, পরিষদই হইতেছে দলীয় শক্তি নিরূপনের একমাত্র স্থান। কিন্তু কেহ যদি উক্ত শাসনতান্ত্রিক রেওয়াজ ভঙ্গ করেন তবে এক দিন না এক দিন তাহাকে উহার ফল ভোগ করিতে হইবে।

আওয়ামী লীগ সম্পাদক প্রস্তাবিত ইরাণ পাকিস্তান কনফেডারেশন গঠনের উদ্যোগের তীব্র বিরোধিতা করিয়া বলেন, পুর্ব্ব পাকিস্তানের জনতা সর্বশক্তি লইয়া উহা প্রতিরোধ করিবে। পূর্ব পাকিস্তানকে সংখ্যালঘু প্রদেশে পরিণত করার জন্য উহা একটি ষড়যন্ত্র মাত্র।

সংবাদ
২৭শে জুলাই ১৯৫৮

বিনা বিচারে আটক অর্ডিন্যান্স বাতিল করঃ সংগ্রামলব্ধ ব্যক্তিস্বাধীনতা অক্ষয় হোক
সমগ্র পূর্ব্ব পাকিস্তানের বজ্রধ্বনিঃ স্বৈরাচারী প্রতিরোধের জন্য নেতৃবৃন্দের আহবান
অবিলম্বে প্রদেশে পার্লামেন্টারী সরকারের পুনর্ব্বহাল দাবী

পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ইউনিট সমূহকে ১ লা আগস্ট নিবর্ত্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স বিরোধী দিবস পালনের আহবান জানাইয়া এক বিবৃতিতে বলেনঃ

অতি শীঘ্রই ১৯৩ ধারা প্রত্যাহৃত হইয়া প্রদেশে পার্লামেন্টারী সরকার পুনঃপ্রতিষ্ঠার পরিপ্রেক্ষিতে গভর্ণর কর্ত্তৃক দমনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স জারীতে আমরা বিস্ময়ায়িত হইয়াছি। রাষ্ট্রের নিরাপত্তা অপেক্ষা কায়েমী সার্থ সংরক্ষণের খাতিরে অতীতে বহুবার কালাকানুন ব্যবহৃত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের এইরূপ একটি আইন কার্য্যকরী রহিয়াছে তদসত্ত্বেও ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না দেশে এমন কি অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছে যাহার জন্য এই অর্ডিন্যান্স জারী করা আবশ্যক হইল?

এই রূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ রহিয়াছে যে, করাচীর কুচক্রী মহল পুর্ব্ব পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সুষ্ঠ ও কার্য্যকারীতা দমন করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ সেই জন্যও সংখ্যাগরিষ্ঠ নির্ব্বচিত জনপ্রতিনিধিবর্গকে অগ্রাহ্য করিয়া প্রদেশে ৯৩ ধারা জারী করিয়াছেন এবং এখন মৌলিক নাগরিক অধিকার হরণ করিয়া প্রেসিডেন্ট শাসনের আড়ালে এই অর্ডিন্যান্স জারি করিয়াছেন।

আমি কি জিজ্ঞাসা করিতে পারি এই অর্ডিন্যান্সের অবর্ত্তমানে দেশে এমন কি মারাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছে?

তীব্র ভাষায় আমি ইহার নিন্দা না করিয়া পারি না। জনসাধারণ ইহাকে হীন উদ্দেশ্য প্রণোদিত বলিয়াই মনে করে। মুসলীম লীগ আমলের ঘৃণ্য দমনমূলক ব্যবস্থা আজও আমাদের স্মৃতিতে জাগরুক।

উপরোক্ত পরিস্থিতিতে পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সকল ইউনিটগুলিকে আমি ১ লা আগস্ট সভা ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠান করিয়া নিবর্ত্তনমূলক আটক বিরোধী দিবসরূপে পালনের আহবান জানাইতেছি।

দৈনিক মিল্লাত
২৭শে জুলাই ১৯৫৮

কালাকানুন প্রবর্ত্তনে সর্বত্র বিস্ময় ও তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার
আগামী শুক্রবার প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস ঘোষণা
পূর্ব পাক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবরের আহ্বান

(নিজস্ব বার্ত্তা পরিবেশক)

প্রাদেশিক গভর্ণর কর্ত্তৃক অর্ডিন্যান্স জারী করিয়া প্রদেশে সর্বজনধিকৃত নিবর্ত্তনমূলক আটক আইন প্রবর্ত্তন করার ফলে রাজধানীর সকল মহলে যুগপৎ বিস্ময় ও ক্ষোভের সঞ্চার হইয়াছে।

এই অগণতান্ত্রিক কালাকানুনের তীব্র নিন্দা করিয়া প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান আগামী শুক্রবার (১লা আগস্ট) প্রদেশব্যাপী প্রতিবাদ দিবস পালনের আহ্বান জানাইয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, অবিলম্বে ১৯৩ ধারা প্রত্যাহারপূর্বক পার্লামেন্টারী সরকার প্রতিষ্ঠার অনুকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে প্রাদেশিক গভর্ণর কর্তৃক অকস্মাৎ নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স জারী আমাদিগকে অত্যন্ত বিস্মিত করিয়াছে। তথাকথিত জননিরাপত্তা আইন ও অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি সম্পর্কে পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের অতীতের তিক্ত অভিজ্ঞতা রহিয়াছে। স্বার্থসংশ্লিষ্ট শ্রেণীর লোকেরাই রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অজুহাতে উক্ত রূপ আইন ও অর্ডিন্যান্সসমূহ প্রবর্তন করিত।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, উক্ত ধরনের একটি কেন্দ্রীয় সরকারের আইন বর্তমানে প্রচলিত রহিয়াছে। তাহার উপরেও দেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে পূর্ব পাকিস্তানে নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন করার কোন অর্থ আমি বুঝিয়া উঠিতে পারি না। মনে হয়, করাচীর চক্রান্তকারীরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের নির্বাচিত সংখ্যাগুরু প্রতিনিধিদের অভিমত উপেক্ষাপূর্বক প্রদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাসমূহ গলা টিপিয়া হত্যা করার উদ্দেশ্যে ১৯৩ ধারা জারী করিয়াও ক্ষান্ত হয় নাই; প্রেসিডেন্ট শাসিত পূর্ব পাকিস্তানীদের গণতান্ত্রিক মৌলিক অধিকার লইয়া ছিনিমিনি খেলিতে নূতনভাবে সক্রিয় হইয়া উঠিয়াছেন। কর্তৃপক্ষের নিকট আমি কি এই প্রশ্ন করিতে পারি যে, অতীতে পূর্ব পাকিস্তানে যখন নিরাপত্তা আইন বা নিবর্ত্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স ইত্যাদি ছিল না, তখন দেশের কি ক্ষতি সাধিত হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন, জনগণ এই ধারণা করিতে বাধ্য যে, বিশেষ কোন উদ্দেশ্য লইয়াই উপরোক্তরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে এবং আমি এই ব্যবস্থা গ্রহণকে নিন্দা না করিয়া পারি না। মুসলিম লীগের আমলে উক্তরূপ ব্যবস্থাসমূহের ব্যবহারের কুফল এখনও আমাদের মনে জাগিয়া আছে।

তিনি বলেন, আগামী ১লা আগস্ট তারিখে জনসভা অনুষ্ঠান, প্রস্তাব পাস ও শোভাযাত্রার মাধ্যমে নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স বিরোধী দিবস প্রতিপালনের জন্য আমি প্রদেশের সমস্ত আওয়ামী লীগ ইউনিটসমূহের প্রতি আবেদন জানাইতেছি।

দৈনিক মিল্লাত

২৮শে জুলাই ১৯৫৮

শেখ মুজিবরের সফরসূচী

প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৪ঠা আগস্ট হইতে ১১ই আগস্ট পর্যন্ত যশোর, খুলনা, বাগেরহাট ইত্যাদি স্থানে সফর এবং জনসভায় বক্তৃতাদান করিবেন। তাঁহার সহিত জনাব কামরুজ্জামান এম, পি, এ, এবং জনাব দেলদার আহমদ এম, পি, এ সফর করিবেন।

নিম্নে তাঁহাদের সফরসূচী প্রদত্ত হইলঃ–

৪ঠা আগস্ট– সকালে বিমানযোগে ঢাকা হইতে যশোর যাত্রা। যশোর হইতে অপরাহ্নে ট্রেনযোগে খুলনা গমন। খুলনায় রাত্রিতে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা ও রাত্রে তথায় অবস্থান।

৫ই আগস্ট– সকালে ট্রেনযোগে বাগেরহাট যাত্রা। বাগেরহাটে জনসভায় বক্তৃতাদান ও রাত্রে তথায় অবস্থান।

৬ই আগস্ট– সকালে ট্রেনযোগে খুলনা যাত্রা। খুলনার জনসভায় বক্তৃতাদান ও রাত্রে তথায় অবস্থান।

৭ই আগস্ট– খুলনা হইতে যশোর হইয়া সাতক্ষিরা যাত্রা। সাতক্ষিরার জনসভায় বক্তৃতাদানের পর জীপযোগে যশোর যাত্রা।

৮ই আগস্ট– সকালে যশোর হইতে নড়াইল গমন। নড়াইল জনসভায় বক্তৃতাদানের পর যশোর গমন করিয়া তথায় রাত্রি যাপন।

৯ই আগস্ট– সকালে যশোর হইতে মাগুরা গমন। তথায় জনসভায় বক্তৃতাদানের পর রাত্রি যাপন।

১০ই আগস্ট– মাগুরা হইতে ঝিনাইদহ গমন। ঝিনাইদহে জনসভায় বক্তৃতাদানের পর রাত্রিতে যশোর গমন।

১১ই আগস্ট– যশোর হইতে সকালে বিমানযোগে ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৩১শে জুলাই ১৯৫৮

আওয়ামী লীগকে পল্টন ময়দানে জনসভার অনুমতি না দেওয়ার নিন্দা সরকারের কার্যের প্রতিবাদে শেখ মুজিবুরের বিবৃতি

পরিস্থিতি সম্পর্কে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণের সংকল্পঃ অদ্য ওয়ার্কিং কমিটির সভা

পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য সরকার আওয়ামী লীগকে অনুমতি না দেওয়ায় প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (বুধবার) প্রদত্ত এবং বিবৃতি প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষের আচরণের নিন্দা করেন এবং এই অবস্থা বিদ্যমান থাকিলে বাধ্য হইয়া পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য আওয়ামী লীগকে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া ঘোষণা করেন।

বর্তমান পরিস্থিতিতে পার্টির কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আওয়ামী লীগ সেক্রেটারী অদ্য অপরাহ্ন ৫টায় কেন্দ্রীয় অফিসে ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা আহ্বান করিয়াছেন।

জনাব মুজিবুর রহমান বলেনঃ

"প্রদেশে অগণতান্ত্রিক নির্বতনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে আমাদের প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগকে "নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স বিরোধী দিবস" বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলাম এবং ঐ দিন সন্ধ্যায় পল্টন ময়দানে জনসভা আহ্বান করিয়াছিলাম। শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকার জন্য আমাকে জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে হয়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমার দরখাস্তে উক্ত জনসভার উদ্দেশ্য কি তাহা লেখা হয় নাই এই যুক্তিতে" নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স বিরোধী দিবসে"-এর অর্থ খুব ভালোভাবে জানা থাকা সত্ত্বেও সরকার জনসভার অনুমতি দিতে অস্বীকার করেন।

"যাই হোক, আমি জনসভার উদ্দেশ্য বর্ণনা করিয়া আবার সভা অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রার্থনা করিয়া দরখাস্ত দেই; কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, আবার তুচ্ছ কারণে আমাকে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দিতে অস্বীকার করা হইয়াছে।

"এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, যখন প্রদেশের উপর ১৯৩ ধারার শাসন চাপানো হয় তখন উহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আমরা পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করি; কিন্তু সে সময় আমরা জনসভার জন্য সরকারের পূর্বাহ্নিক অনুমতি লাভ করিলেও সরকার আমাদের সভা বন্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করেন।

"এইবারও পল্টন ময়দানে জনসভা করার জন্য অন্যান্য রাজনৈতিক দলকে অনুমতি দেওয়া হইলেও আওয়ামী লীগকে অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হইয়াছে : জানি না, আওয়ামী লীগের আন্দোলন ব্যর্থ করার জন্য পর্দার আড়ালে কোন অদৃশ্য হস্তের কারসাজি রহিয়াছে।

"সরকারের অগণতান্ত্রিক ও গণবিরোধী কার্যের (নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স জারির) প্রতিবাদের জন্য জনসভা আহ্বানের অনুমতি প্রত্যাখ্যানের দ্বারা সরকার যে আচরণের পরিচয় দিয়াছেন আমি তাহার নিন্দা করিতেছি। যদি এইরূপ অবস্থাই বিদ্যমান থাকে তাহা হইলে দুঃখের সহিত প্রয়োজনের তাগিদে এই পরিস্থিতির মোকাবিলার জন্য আওয়ামী লীগকে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হইতে হইবে।

"বর্তমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের কর্মপন্থা নির্ধারণের জন্য আমি এতদ্বারা অদ্য (বৃহস্পতিবার) অপরাহ্ন ৫টায় পার্টির কেন্দ্রীয় অফিসে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির জরুরী বৈঠক আহ্বান করিতেছি।"

সংবাদ

৩১শে জুলাই ১৯৫৮

শেখ মুজিবের সফরসূচী

ঢাকা, ৩০শে জুলাই- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান আগামী ৪ঠা আগস্ট হইতে ১১ই আগস্ট পর্যন্ত যে সফর করিবেন জনাব আবদুল খালেক এম,পি এবং জনাব কামরুজ্জামান এম, পি, ও তাহার সহিত যশোর যাত্রা করিবেন। জনাব মনসুর আলী তাঁহার খুলনা সফরের সময় সঙ্গে থাকিবেন এবং জনাব জিল্লুর রহমান সর্বক্ষণ তাঁহার সহিত থাকিবেন।

দৈনিক মিল্লাত

৩১শে জুলাই ১৯৫৮

১৪৪ ধারার যাঁতাকলে আওয়ামী লীগের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টা
কালাকানুনের প্রতিবাদে জনসভা অনুষ্ঠানের আবেদন নামঞ্জুর
পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য মুজিবর কর্তৃক ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহ্বান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান গতকল্য (বুধবার) এক বিবৃতিতে বলেন যে, নিবর্ত্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্সের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে আগামী ১লা আগস্ট পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য কর্তৃপক্ষ সমীপে আবেদন করা হইলে তাহা অজ্ঞাত কারণে নামঞ্জুর করা হয়। শেখ মুজিবর রহমান প্রকাশ করেন যে, পরপর দুইবার আবেদন করিয়াও কোন ফল পাওয়া যায় নাই। অপরপক্ষে অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহকে পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হইয়াছে।

শেখ মুজিবর রহমান বলেন যে, অগণতান্ত্রিক নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্সের প্রতিবাদ করার জন্য আওয়ামী লীগের তরফ হইতে আমি আগামী ১লা আগস্টে "নিবর্তনমূলক অর্ডিন্যান্স বিরোধী দিবস" পালনের জন্য আহ্বান জানাই। এই উপলক্ষে উক্ত দিন অপরাহ্নে পল্টন ময়দানে একটি জনসভাও আহ্বান করি।

শহরে ১৪৪ ধারা বলবৎ থাকায় জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি লাভের জন্য আমাকে আবেদন করিতে হয়। কিন্তু, আবেদনে জনসভা অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য উল্লেখিত হয় নাই, এই অজুহাতে আবেদন নামঞ্জুর করা হয়, যদিও তাহারা নিবর্তনমূলক অর্ডিন্যান্স বিরোধী দিবসের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত রহিয়াছেন।

যাহা হউক, সভার উদ্দেশ্য উল্লেখ করিয়া আমি পুনরায় আবেদন করি। কিন্তু, অত্যন্ত আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সামান্য কারণে এবারেও আবেদনপত্র প্রত্যাখ্যান করা হয়। এখানে ইহা স্মরণযোগ্য যে, প্রদেশে ১৯৩ ধারা জারী হইবার পর প্রতিবাদে আমরা

পল্টন ময়দানে একটি জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত করি। কিন্তু, আমাদের জনসভা বন্ধ করার জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হয়, যদিও সভা অনুষ্ঠানের জন্য আমরা পূর্বাহ্নেই অনুমতি লাভ করিয়াছিলাম। এইবারও যখন অন্যান্য রাজনৈতিক দলসমূহকে পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি প্রদান করা হয়, তখন আওয়ামী লীগ জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি লাভে বঞ্চিত হয়। কোন অদৃশ্য হস্তের ইংগিতে এসব হইতেছে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না।

আমি সরকারের এই কার্যের নিন্দা করিতেছি। যদি অবস্থা এই ধরনেই চলিতে থাকে তাহা হইলে পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য বেদনাদায়কভাবে হইলেও আমরা কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাধ্য হইব।

আমি এতদ্বারা অদ্য (বৃহস্পতিবার) বৈকাল পাঁচ ঘটিকায় আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় দফতরে আওয়ামী লীগ ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী সভা আহ্বান করিতেছি। উক্ত সভায় এই পরিস্থিতি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইবে।

সংবাদ

১লা আগস্ট ১৯৫৮

প্রতিবাদ দিবসের জনসভা অনুষ্ঠানে কর্তৃপক্ষের অস্বীকৃতি
শেখ মুজিবের বিবৃতিতে তীব্র সমালচনা

পূর্ব্ব পাকিস্তান নিবর্ত্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স জারীর প্রতিবাদে আগামীকল্য ১লা আগস্ট আওয়ামী লীগ কর্তৃক আহূত 'প্রতিবাদ দিবস' উপলক্ষে পল্টন ময়দানে জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য সরকার অনুমতি দান না করায় পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (বুধবার) তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করিয়া এক বিবৃতি দান করেন। বিবৃতিটিতে তিনি বলেন, শহরে ১৪৪ ধারা জারী হওয়ায় জনসভা অনুষ্ঠানের জন্য সরকারের নিকট তিনি অনুমতি প্রার্থনা করিলে সরকার সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল থাকা সত্বেও প্রথমে সভার উদ্দেশ্য উদ্ধৃত না থাকার অজুহাতে উক্ত আবেদনপত্র নামঞ্জুর করিয়া দেন। পরে সভার উদ্দেশ্য উদ্ধৃত করিয়া পুনরায় আবেদন করা হইলে সরকার অত্যন্ত বাজে অজুহাত দেখাইয়া তাহা না-মঞ্জুর করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান আরও জানান, প্রদেশে ১৯৩ ধারা জারী হইলে আওয়ামী লীগ উহার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জ্ঞাপনার্থে জনসভা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলে সরকার পুর্ব্বাহ্নে অনুমতি দান করা সত্ত্বেও ৪৪ ধারা জারী করিয়া উক্ত জনসভা বন্ধ করিয়া দেন।

তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের আন্দোলন বানচালের জন্য কোন অদৃশ্য হস্ত যবনিকার অন্তরালে তৎপর রহিয়াছে, তিনি জানেন না। তবে সরকারের অগণতান্ত্রিক ও জনবিরোধী কার্যাবলীর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্য আওয়ামী লীগকে জনসভা অনুষ্ঠানের অনুমতি দান না করা অব্যাহত থাকিলে আওয়ামী লীগ পরিস্থিতির মোকাবিলা করার জন্য কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।

বিবৃতিতে শেখ মুজিবর রহমান বলেন, 'এই পরিস্থিতিতে আমাদের কর্মপন্থা নির্দ্ধারণকল্পে অদ্য (বৃহস্পতিবার) বিকাল ৫টায় কেন্দ্রীয় অফিসে আমি পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ওয়ার্কিং কমিটির এক জরুরী অধিবেশন আহ্বান করিতেছি।

দৈনিক ইত্তেফাক
৩রা আগস্ট ১৯৫৮

আগামীকল্য শেখ মুজিবুর রহমানের যশোর যাত্রা

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান আগামীকল্য (সোমবার) বিমানযোগে যশোর রওয়ানা হইবেন।জনাব মুজিবুর রহমান তাঁহার সাতদিনব্যাপী সফরকালে যশোর ও খুলনা জেলার সকল মহকুমায় জনসভায় বক্তৃতা করিবেন।

সংবাদ
৭ই আগস্ট ১৯৫৮

নয়া করের বিরুদ্ধে শেখ মুজিব

খুলনা, ৬ই আগস্ট (এপিপি)- পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান অদ্য এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে নয়া কর ধার্য্যের তীব্র প্রতিবাদ করেন।

তিনি বলেন, পুর্ব্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ বর্তমানে আর কোনও কর দিতে অক্ষম। দেশের উভয়াংশে সম্পদ বন্টনে চরম বৈষম্য সৃষ্টির জন্য মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে অভিযোগ করিয়া তিনি বলেন, মুসলিম লীগ ইসলামের নামে জনসাধারণকে শোষণ করিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
৯ই আগস্ট ১৯৫৮

আওয়ামী লীগের সংগ্রামী ভূমিকা
সাতক্ষীরার জনসভায় শেখ মুজিব কর্তৃক ব্যাখ্যা

(সংবাদদাতার তার)

যশোর, ৮ই আগষ্ট-পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাক্তন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জনাব দিলদার আহমদ ও জনাব এম, এ, খালেক গতকল্য সকাল ১১টায় ঝিকরগাছায় আসিয়া পৌঁছেন। এক বিরাট জনতা বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে তাঁহাদের সম্বর্ধনা জানায়। দুইশত কর্মীর উপস্থিতিতে ঝিকরগাছা আওয়ামী লীগ সম্মেলন আরম্ভ হয়। সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান কর্মীদের আরও তৎপর হওয়ার জন্য অনুরোধ করেন এবং প্রতি গ্রামে যাইয়া জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার খবর লওয়ার জন্য তাহাদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন যে, এখন আর চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার সময় নাই, কারণ সাধারণ নির্বাচন খুবই নিকটবর্তী।

জনাব দিলদার আহমদ ও জনাব এম, এ, খালেকও উক্ত সম্মেলনে বক্তৃতা করেন। অপরাহ্ন তিনটায় নেতৃবৃন্দ সাতক্ষীরায় যাইয়া পৌঁছেন এবং সেখানে জনসাধারণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। সাতক্ষীরায় অনুষ্ঠিত এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে,আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দ যে ত্যাগ স্বীকার করিয়াছেন, তাহা অতুলনীয়।

তিনি বলেন,আওয়ামী লীগ কর্মীবৃন্দ মুসলিম শাসকবর্গের কুশাসণ ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রথম সাহসিকতার সহিত সংগ্রাম করিয়াছে; গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতার

জন্য তাহারা অবিরাম আন্দোলন চালাইয়া আসিয়াছে। নির্যাতন ও কারাবাস ছিল আওয়ামী লীগ কর্মীদের নিত্য সঙ্গী। তথাপি তাহারা পাকিস্তানের এবং বিশেষভাবে পূর্ব পাকিস্তানের এবং বিশেষভাবে অধিকার আদায়ের জন্য নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করিয়া আসিয়াছে।

আওয়ামী লীগকে ভোট না দিবার জন্য জনাব কাইয়ুম খান জনসাধারণের প্রতি যে আবেদন জানাইয়াছেন, তাহার উল্লেখ করিয়া শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, জনাব কাইয়ুম খান বোধ হয়, জানেন না যে,১৯৫৪ সালের নির্বাচনে জনসাধারণ মুসলিম লীগকে উৎখাত করিয়াছে এবং এ-সময়ে মুসলিম লীগ এমন কিছুই করে নাই - যে জন্য তাঁহারা ভোট দাবী করিতে পারে। শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,১৯৫৪ সালে মুসলিম লীগকে শূন্যহাতে ফিরতে হইয়াছে; এবারও তাহাদের শূন্য হাতেই ফিরিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন,পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ অক্ষরজ্ঞানহীন হইতে পারে, কিন্তু তাহারা রাজনীতি-সচেতন। আগামী সাধারণ নির্বাচনেও তাঁহারা মুসলিম লীগকে পুনরায় উচিত শিক্ষা দিবে। জনাব এম, এ,খালেক তাঁহার বক্তৃতায় মুসলিম লীগ আমলের কুশাসনের বর্ণনা দেন এবং সোহরাওয়ার্দী-মন্ত্রীসভার আমলে যেসব জনকল্যাণমূলক কাজ করা হইয়াছে,তাহা জনসাধারণের নিকট তুলিয়া ধরেন। পরিশেষে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে সমবেত হইবার জন্য তিনি জনসাধারণের নিকট আবেদন জানান।

জনাব দিলদার আহমদ সভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, মুসলিম লীগ সরকার মাত্র খুলনা জেলাতেই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করিতে পারে নাই। অথচ আওয়ামী লীগ সরকার সমগ্র প্রদেশকে দুর্ভিক্ষের হাত হইতে বাঁচাইয়াছেন। অদ্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ নড়াইল যাত্রা করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১০ই আগস্ট ১৯৫৮

লীগ শাহীর স্বরূপ উদঘাটন
নড়াইলের বিরাট জনসভায় শেখ মুজিবের বক্তৃতা

(নিজস্ব সংবাদদাতার তার)

যশোর, ৯ই আগষ্ট–জনাব আবদুল খালেক, জনাব মসিহুর রহমান, জনাব জিল্লুর রহমান ও জনাব কামরুজ্জামান সমভিব্যাহারে প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান বেলা প্রায় ১২টার সময় নড়াইলে আসিয়া পৌঁছেন। জনতা পুষ্পমালা ও বিভিন্ন ধ্বনি সহকারে আওয়ামী নেতৃবৃন্দকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন।

অপরাহ্নে নড়াইল ময়দানে এক বিরাট জনসভায় আওয়ামী নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন। বক্তৃতা দানকালে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ১৯৪৭ সাল হইতে শুরু করিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় সরকারের পরিচালন ভার গ্রহণের পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত মুসলিম লীগ দল দেশের শাসন ক্ষমতা পরিচালনা করে। এই সময় মরহুম লিয়াকত আলী খান, খাজা নাজিমুদ্দীন, বগুড়ার মোহাম্মদ আলী, চৌধুরী মোহাম্মদ আলী কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনা করিয়াছেন এবং জনাব সোহরাওয়ার্দীর পরেও মুসলিম লীগ নেতা জনাব আই, আই, চুন্দ্রীগড় কেন্দ্রীয় প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু ইহাদের সকলের আমলেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বিমাতাসুলভ ব্যবহার করা হইয়াছে। তাহাদের ৮ বৎসর কালীন শাসনামলে পূর্ব পাকিস্তানকে মাত্র ১৪৮ কোটি টাকা দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে জনাব সোহরাওয়ার্দীর মাত্র ১৩ মাস কালীন শাসনকালে

পূর্ব প্যাকিস্তানকে ২১১ কোটি টাকা দেওয়া হইয়াছে। এই ঘটনা হইতেই পূর্ব পাকিস্তানবাসীরা কেন জনাব সোহরাওয়ার্দীকে দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসাবে পাইতে চায়, তাহার কারণ বোঝা যাইবে। কারণ একমাত্র জনাব সোহরাওয়ার্দীই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের প্রতি সুবিচার করিতে সক্ষম।

তিনি আরও বলেন, মুসলিম লীগের দীর্ঘ ৮ বৎসর স্থায়ী শাসনকালে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১০০০ কোটি টাকা খরচ করা হইলেও আলোচ্য সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য মাত্র ১৪৮ কোটি টাকা ব্যয় করা হইয়াছে।

ফলে, লীগ শাহীতে প্রাচুর্যের দেশ পূর্ব পাকিস্তান দারিদ্র্য ও বেকারীর লীলা ভূমিতে পরিণত হইয়াছে। ইহাদেরই শাসনের ফলে অভাব-অনটন পূর্ব পাকিস্তানবাসীদের নিত্য সঙ্গী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের কু-শাসন এবং অসমঞ্জস্য সম্পদ বণ্টনের ফলেই পূর্ব পাকিস্তানের আজ এই দশা।

তিনি আরও বলেন, পূর্ব পাকিস্তান কৃষির দেশ। এখানকার শতকরা ৯৫ জন লোক কৃষির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে। কিন্তু মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পশ্চিম পাকিস্তানের কৃষি উন্নয়নের জন্য ১৯৮ কোটি টাকা ব্যয় করিয়াছেন এবং ১০ লক্ষ লোক অধিষ্ঠিত করাচীতে ৪০০টি শিল্প প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। পক্ষান্তরে গোটা পূর্ব পাকিস্তানে একশতের বেশি শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়িয়া তোলা হয় নাই।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে জনাব খালেক ও জনাব মসিহুর রহমান ,জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করেন এবং মুসলিম লীগ ও আওয়ামী লীগ শাসনের তুলনা করেন।

আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান জনাব জিল্লুর রহমান যুবকদিগকে দলে দলে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগ দিতে বলেন।

নেতৃবৃন্দ অদ্য মাগুরা যাত্রা করিবেন।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ই আগস্ট ১৯৫৮

শহীদ নেতৃত্বই পাকিস্তানকে বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে মাগুরার জনসভায় শেখ মুজিবুরের বক্তৃতা : জনাব খালেক কর্তৃক আওয়ামী লীগকে শক্তিশালী করার আহ্বান

(তারযোগে প্রাপ্ত)

যশোর, ১০ই আগষ্ট–পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য মাগুরার এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতা দানকালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে মুসলিম লীগ ও যুক্তফ্রন্ট সরকারের অপকীর্তির আলোচনাপূর্বক আওয়ামী লীগ সরকারের জনকল্যাণমূলক কার্যাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা দান করেন। জনাব মুজিবুর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় জনাব সোহরাওয়ার্দীর বলিষ্ঠ নেতৃত্বের আলোচনা করেন এবং বলেন যে, একমাত্র সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বই পাকিস্তানকে যে কোন বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে।

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান, প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী ও পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ সদস্য জনাব এম, এ, খালেক ও আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রধান জনাব জিল্লুর রহমান সমভিব্যাহারে গতকল্য মাগুরা গমন করেন। মাগুরা উপস্থিতির পর তাঁহাদিগকে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয় ও মাল্যভূষিত করা হয়।

মাগুরার এক বিরাট জনসভায় বক্তৃতাদানকলে শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, বিগত সাধারণ নির্বাচনে জনসাধারণ ২১ দফা কর্মসূচীর ভিত্তিতে যুক্তফ্রন্টকে ভোটদান

করিয়াছিল। কিন্তু জনাব আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বে গঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ২১ দফার একটিমাত্র দফাও কার্যকরী করিতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। তদুপরি মুসলিম লীগ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে যে নীতি অনুসরণ করিয়াছিল যুক্তফ্রন্টও ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইয়া ঠিক অনুরূপ নীতি অনুসরণ করে ও জনসাধারণের প্রতি মুসলিম লীগের মতই চরম অবিচার করিতে থাকে। দেশ যখন এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মুখীন ঠিক সেই সময় জনাব আবু হোসেন সরকার তাঁহার সরকার পরিত্যাগ করেন এবং এই মর্মে ঘোষণা প্রকাশ করেন যে, আসন্ন দুর্ভিক্ষে কমপক্ষে হইলেও দেশের ১০ লক্ষ লোক জীবন হারাইবে।

জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, দেশের অনুরূপ সঙ্কটময় মুহূর্তে আওয়ামী লীগ সরকার গঠনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে আওয়ামী লীগ সরকার সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তিদান করেন। দুর্ভিক্ষের হাত হইতে জনগণকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে আওয়ামী লীগ সরকার বার্মা, থাইল্যান্ড, ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট ইউনিয়ন প্রভৃতি রাষ্ট্র হইতে চাউল আমদানী করেন। বিদেশ হইতে ৮০ কোটি টাকার চাউল আমদানী করা হয়। লঙ্গরখানা প্রতিষ্ঠা করিয়া ও অন্যান্য পদ্ধতিতে ঐ চাউল প্রদেশের সর্বত্র বিতরণ করা হয়। আওয়ামী লীগ সরকারের অনুরূপ কার্যতৎপরতার ফলে দেশের জনসাধারণ অবধারিত মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায় বলিয়া তিনি উল্লেখ করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান আরও বলেন যে, মাত্র ২০ মাসকাল ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকাকালে আওয়ামী লীগ সরকার কুখ্যাত নিরাপত্তা আইন বাতিল করেন। জনসাধারণকে নির্বিবাদে সভা-সমিতি অনুষ্ঠান ও সকল প্রকার নাগরিক অধিকার প্রদান করা হয়। সরকারের পক্ষ হইতে পাটের লাইসেন্স ফি উঠাইয়া দেওয়া হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয় ও বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে ঘোষণা করা হয়।

জনাব হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকাকালে দেশের জন্য কল্যাণকর যাহা কিছু করিয়াছেন, জনাব মুজিবুর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় তাহার বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে দেশের উন্নয়ন খাতে ৪৫ কোটি টাকা ও টেষ্ট রিলিফের জন্য ১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করেন। পরিশেষে তিনি বলেন যে, একমাত্র জনাব সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বই পাকিস্তানকে যে কোন প্রকার বিপর্যয়ের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে।

প্রাক্তন শ্রমমন্ত্রী জনাব আবদুল খালেক তাঁহার বক্তৃতায় মুসলিম লীগ সরকার ও আওয়ামী লীগ সরকারের কার্যাবলীর তুলনামূলক আলোচনা করেন। তিনি আওয়ামী লীগের পতাকাতলে সমবেত হওয়ার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর প্রধান জনাব জিল্লুর রহমান মুসলিম লীগ সরকারের অপকীর্তির বিস্তারিত আলোচনা করেন। তিনি আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীতে যোগদানের জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জ্ঞাপন করেন।

সভায় সভাপতি জনাব আতোয়ার আলীও সারগর্ভ বক্তৃতা করেন।

নড়াইলের জনসভায় বক্তৃতা

যশোর হইতে এ, পি, পি, পরিবেশিত পূর্ববর্তী এক সংবাদে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান প্রদেশের আর্থিক অবনতির জন্য মুসলিম লীগের দুঃশাসনকে দায়ী করেন।

যশোর হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত নড়াইলের এক জনসভায় বক্তৃতা দানকালে শেখ মুজিবুর বলেন যে, মুসলিম লীগ শাসন আমলে পূর্ব পাকিস্তানকে বঞ্চিত করা হয়–বিশেষ করিয়া শিল্পোন্নয়ন খাতে পূর্ব পাকিস্তান নিদারুণভাবে বঞ্চিত হয়।

সংবাদ
১১ই আগস্ট ১৯৫৮

নাটোর আওয়ামী লীগ নির্বাচন হট্টগোলের মধ্যে পরিসমাপ্ত

(সংবাদদাতা প্রেরিত)

রাজশাহী, ৮ই আগস্ট।–আওয়ামী লীগের সুত্রে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, বিগত ১লা আগস্ট বিরাট হট্টগোলের মধ্য দিয়া নাটোর মহাকুমা আওয়ামী লীগের নির্ব্বাচনের পরিসমাপ্তি ঘটে।

জানা গিয়াছে যে, জেলা আওয়ামী লীগের আহ্বায়ক জনাব মুজিবুর রহমান এম পি এ তাঁহার নিজের নেতৃত্বে কোটারী কমিটি গঠনের উদ্দেশ্যে উক্ত নির্ব্বাচনে অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বীদলের নেতা জনাব কানচন উদ্দিন এম পি এ' কে সমর্থন দান করিতে চাহিলেই গণ্ডগোলের সূত্রপাত হয়। ফলে জনাব মুজিবর রহমানের মতলব ভেস্তে যায় এবং কাউন্সিলারদের নিকট নাজেহাল হইয়া তিনি নির্ব্বাচন স্থান ত্যাগ করিয়া কাটিয়া পড়েন।

আওয়ামী লীগের অপর এক মহলের খবরে প্রকাশ, আগামী ২৪শে আগস্ট তারিখে নাটোর মহকুমা কমিটির নির্বাচনের তারিখ পুনরায় ধার্য করা হইয়াছে। তবে ঘটনাস্রোত কোন দিকে গিয়া দাঁড়ায় তাহা বলা কঠিন।

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ১৯শে জুলাই তারিখে অনুষ্ঠিত রাজশাহী সদর মহকুমা আওয়ামী লীগের নির্বাচনও হৈ চৈ'র মধ্যে শেষ হয়।

মোট ৬ জন কাউন্সিলারের মধ্যে নির্বাচনী সভায় উপস্থিত ৩২ জন সদস্য স্বল্পকালীন সময়ে নির্ব্বাচনের নোটিশ দানও অন্যান্য গঠনতন্ত্রে বিরোধী কার্য্যকলাপের প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান।

আজাদ
১৩ই আগস্ট ১৯৫৮

সোহরাওয়ার্দ্দী নেতৃত্বের প্রশস্তি মাগুরার জনসভায় আওয়ামী নেতার বক্তৃতা

মাগুরা (যশোর) ১২ই আগস্ট– পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান এখানে এক জনসভায় বক্তৃতা প্রসঙ্গে বলেন যে, জনাব সোহরাওয়ার্দ্দীর নেতৃত্বই পাকিস্তানকে রক্ষা করিতে পারে ।

জনাব রহমান বলেন যে, আওয়ামী লীগ তাহার স্বল্পস্থায়ী শাসনকালে প্রদেশের অনেক সমস্যার সমাধান করিয়াছে। তিনি বলেন যে, আওয়ামী লীগ ক্ষমতা গ্রহণকালে এই প্রদেশ দুর্ভিক্ষাবস্থার সম্মুখীন হইয়াছিল। তিনি বলেন যে, ক্ষমতা গ্রহণের পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দান করে, পাটের লাইসেন্স ফি প্রত্যাহার করে এবং বর্ম্মা, থাইল্যান্ড ও অন্যান্য দেশ হইতে চাউল আমদানী করিয়া দ্রুত খাদ্য সমস্যার সমাধান করে।

তিনি আরও বলেন যে, আবু হোসেন মন্ত্রিসভা ২১ দফার একটিও পূরণ করিতে পারে নাই। তাহারাও মোছলেম লীগের মতই দেশ শাসন করে। জনাব আবদুল খালেক এন পি এ এই সভায় বক্তৃতা করেন।

- এ পি পি

Morning News
16th August 1958

Split in Awamis Over Physical Demonstration
MUJIB OPPOSES IDEA: 'SHOW' ON AUGUST 19

(By A Staff Reporter)

Sharp difference of opinion was reported in the Awami camp yesterday on the question of physical demonstration for the assessment of the strength of the two contending parties in the East Pakistan Assembly.

Both the KSP and the Awami League reiterated their claims yesterday that they commanded the majority in the provincial Assembly but only the KSP expressed its full willingness for demonstration of strength 'anywhere in East Pakistan.'

On the other hand, the Awami General secretary, Sheikh Mujibur Rahman again emphatically asserted that his party was opposed to the very idea of this demonstration. He said, "We will not go to power; power will come to us."

He, however, did not object to the holding of a special session of the Assembly to decide the issue.

Indications were also available that there was a considerably strong section of the Awami League Coalition party, headed by "senior" statesmen, which did not totally disapprove the idea of physical demonstration.

They did not like the "spirit" of the procedure but "indignantly" accepted because the Central Government opposed determined to take a decision only on the basis of such a demonstration.

The two groups were reported to have met at the residence of an influential leader of the party to discuss the issue threadbare.

Meanwhile, the NAP circles continued to profess their support to the coalition headed by Mr. Ataur Rahman Khan. They were also stated to have handed over "a signed document" signifying their support.

The NAP chief, Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, who is now on a tour of the Middle East countries, was also reported to have cut down his trip in view of the recent political developments in this country. He was expected back in Pakistan within a week.

NAP TO BE ROPED IN?

Physical observers pointed out that a particular section of the Awami League was also "eager" to see that some members of the NAP joined the Provincial Cabinet with Mr. Ataur Rahman Khan as its leader. This step, they suggested, could ensure the NAP's support on "firm" footing.

The sudden postponement of the visit of the two Central Ministers, Mr. Amjad Ali and Mian Jaffar Shah has, however, again added uncertainly to the political situation which was crystallising.

It was also learnt that the Awami .... today (Saturday) from Karachi, has also deffered his departure from Karachi for a day or two.

'SHOW' ON AUG. 19

PPA adds from Karachi: Central authorities have fixed Aug. 19 for the two rival parties– the Krishak Sramik Party and the Awami League– to demonstrate their respective strength, it was reliably learnt today.

A senior official of the Pakistan Government, Pir Ahsanuddin, has proceeded to Dacca to supervise, in conjunction with the East Pakistan Governor, the demonstrator of strength by the two contending parties. He will report back the result to the Central Government.

It is gathered that the Governor will ask only those MPAs to appear before him on the appointed date whose loyalties to the KSP will be challenged by the Awami League. These members will be asked to make a declaration before the Governor stating their allegiance or otherwise to the KSP.

Meanwhile the KSP leader, Mr. Yusuf Ali Choudhry is believed to have advised his partymen to be in Dacca before Aug 19. He conferred with me…again this morning.

The Governor and Pir Ahsanuddin will after examining these members prepare a joint report and submit it to the Central Cabinet.

Mohan Mia today postponed his departure for Dacca. Mr. Abdul Latif Biswas and Mr. Abdul Matin are catching midnight plane for Dacca.

দৈনিক ইত্তেফাক

১৭ই আগস্ট ১৯৫৮

আওয়ামী লীগ সাংস্কৃতিক শাখার উদ্যোগে বিতর্ক-সভা
জনাব আতাউর রহমান ও শেখ মুজিবের অংশগ্রহণ

গতকল্য (শনিবার) আওয়ামী লীগ সদর দফতরে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সাংস্কৃতিক চক্রের উদ্যোগে এক বিতর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কের বিষয়বস্তু ছিল "জাতিসংঘ রাষ্ট্রসমূহের সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হইয়াছে; সুতরাং এখন আর ইহার কোনই প্রয়োজন নাই।" জনাব আবদুল খালেক এম,পি সভায় সভাপতিত্ব করেন। বিতর্কের সূচনা করিয়া জনাব শেখ মুজিবুর রহমান তাঁহার বক্তৃতায় জাতিসংঘের সকল বিভাগে ব্যর্থতার দৃষ্টান্ত তুলিয়া ধরেন। তিনি স্বস্তি পরিষদে ভেটো প্রয়োগ, নয়া চীনকে সদস্য না করা এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের ফলে সারা বিশ্বের দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া যাওয়ার কথা উল্লেখ করেন। জাতিসংঘের অস্তিত্ব বজায় থাকিলে আর একটি বিশ্বযুদ্ধ বাধিবে এবং পারমাণবিক দ্বন্দ্ব বৃদ্ধি পাইবে বলিয়া তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন।

প্রস্তাবের বিপক্ষে মত পোষণ প্রসঙ্গে জনাব আতাউর রহমান খান বলেন যে, জাতিসংঘ একটি আদর্শ প্রতিষ্ঠান। তিনি বলেন যে, যৌথ উদ্যোগ লইয়া রাষ্ট্রসমূহ যাহাতে নিজেদের বাধ্যবাধকতা ও দায়িত্ব সহকারে অগ্রসর হইতে পারে, এই প্রতিষ্ঠান সেদিকে দৃষ্টি রাখে। তিনি আরও বলেন, একমাত্র জাতিসংঘের জন্যই এখনও বিশ্বযুদ্ধ বাধিতে পারে নাই।

প্রস্তাবের পক্ষে জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ও জনাব তারিক আহমদ চৌধুরী এবং বিপক্ষে জনাব আবুল মুনসুর আহমদ, জনাব মোহাম্মদ উল্লাহ, জনাব আবদুল মান্নান শিকদার ও আরও অনেকে বক্তৃতা করেন।

ভোটে দেওয়া হইলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়।

Morning News

17th August 1958

Mujib 'Defeats' Ata

(By A Staff Reporter)

The Awami general secretary, Sheikh Mujibur Rahman, had his first "victory" yesterday, on a literary front though, when he defeated the former Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan in a debate on UN affairs.

The subject for the debate was: "UN has failed to solve the problems of nations." It was held under the auspices of the Awami League Cultural circle.

The motion was moved by Sheikh Mujibur Rahman. He was supported by Mr. Abdul Hamid Choudhury and Mr. Tariq Ahmad Choudhury, Mr. Ataur Rahman Khan along with Mr. Muhammadullah, and Mr. Abdul Mannan Sikdar opposed the motion. When put to vote, the motion was carried.

সংবাদ

১৯শে আগস্ট ১৯৫৮

আওয়ামী লীগের মনোনয়ন
শেখ মুজিবর কর্তৃক প্রার্থীদের দরখাস্তের নির্দেশ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের পার্লামেন্টারী বোর্ডের সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় পরিষদের উপনির্ব্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার জন্য আওয়ামী লীগের মনোনয়ন গ্রহণে ইচ্ছুক প্রার্থীগণকে আবেদনপত্র প্রেরণের আহ্বান জানাইয়াছেন। পুর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের অফিস সেক্রেটারী জনাব মোহাম্মদ উল্যাহর নিকট দুই শত টাকা সহ এই আবেদনপত্র প্রেরণ করিতে হইবে। ২২শে আগস্টের পূর্ব্বে আবেদনপত্র অফিসে পৌঁছা চাই।

Morning News

19th August 1958

4 NAP MPAs To Support KSP Coalition

(By A Staff Reporter)

Four members of the NAP parliamentary party in the East Pakistan Assembly have decided to support the KSP coalition headed by Mr. Abu Hossain Sarkar.

The members in a joint statement issued to the Press last night declared that their decision was "quite in conformity with the directive of the Central Parliamentary Board and also the wise instruction of our beloved leaders such as Khan Abdul Ghaffar Khan, Abdul Majid Sindhi and no less than the founder of our movement, Maulana Bhashani prior to his departure to Stockholm Peace conference.

A hot controversy was brought about in the political arena, they said, ever since the "understanding" was arrived at between Mr. Mahmud Ali and Sheikh Mujibur Rahman. The conflict, they

pointed out, forged a "divesting split" into the party which was born a year ago with "lofty ideals of democracy."
The four leaders maintained that the stand of Mr. Suhrawardy, "the illustrious leader of the Awami League," who could brook no delay in condemning the new-born Arab nationalism negatived the spirit of the "so-called understanding which was loudly proclaimed to have been arrived at on the basis of the revolutionary 5-point programme of the NAP, one of which was independent foreign policy."
Referring to the part played by the NAP Parliamentary Party in the Provincial Assembly, the NAP leaders said that it was a "mockery" of the decision taken by the NAP parliamentary Board which ultimately broke down the constitutional machinery of the province and led to the imposition of Sec. 193,
concluding the statement they said that the Parliamentary Government could only be restored if a "positive" support could be given to the opposition bloc of the Provincial Assembly under the leadership of Mr. Abu Hossain Sarkar.
The following are signatories to the statement: Maulana Altaf Hossain, Vice-President, Pakistan National Awami Party, Mr. Muazzam Husain, Mr. Faizal Hasan and Mr. Hatim Ali.

দৈনিক ইত্তেফাক

২৫শে আগস্ট ১৯৫৮

অদ্য হইতে পুনরায় আওয়ামী কোয়ালিশন সরকার কর্তৃক প্রদেশের শাসনভার গ্রহণ
বেলা সাড়ে নয়টায় আতাউর রহমানের নেতৃত্বে নয়া মন্ত্রীসভার শপথ অনুষ্ঠান
প্রথম পর্যায়ে মন্ত্রিসভায় মুখ্যমন্ত্রী সহ মোট ছয়জনের অন্তর্ভুক্তি সম্ভাবনা
দীর্ঘ দুইমাস পর পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট শাসনের অবসান

গতকল্য (রবিবার) গভর্ণর জনাব সুলতান উদ্দীন আহমদ আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন পার্টির নেতা জনাব আতাউর রহমান খানকে প্রদেশে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণ জানান। জনাব আতাউর রহমান এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়াছেন।

অদ্য (সোমবার) সকাল সাড়ে ৯টায় গভর্ণমেন্ট হাউসের দরবার কক্ষে জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বাধীন তৃতীয় আওয়ামী কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা ও প্রদেশের বিভাগোত্তর আমলের নবম মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করিবেন। ভাবী মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান সহ সম্ভবতঃ মোট ৬ জন মন্ত্রী অদ্য শপথ গ্রহণ করিবেন।

যে ছয়জন মন্ত্রী অদ্য (সোমবার) শপথ গ্রহণ করিবেন তাঁহারা হইতেছেনঃ জনাব আতাউর রহমান খান, (মুখ্যমন্ত্রী),জনাব আবদুল খালেক, জনাব কফিলুদ্দিন চৌধুরী, মিঃ মনোরঞ্জন ধর, মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও জনাব মনসুর আলী। পরে আরও কয়েকজন সদস্য মন্ত্রিসভার অন্তর্ভূক্ত হইবেন বলিয়া জানা গিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ১৯৫৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা লাভের পর জনাব আতাউর রহমান খান ইতিপূর্বে আরও দুইবার মুখ্যমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হন। এইবার লইয়া তিনি তৃতীয় বারের জন্য প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হইবেন।

এখানে আরও উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, গত ১৮ই জুন তারিখে পরিষদে বাজেটের ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কিত একটি ছাঁটাই প্রস্তাবে জনাব আতাউর রহমান খানের

নেতৃত্বে গঠিত আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা পরাজিত হয় এবং জনাব খান পদত্যাগ করেন।

জনাব আতাউর রহমান মন্ত্রিসভার পদত্যাগের পর দিবসেই কে, এস, পি কোয়ালিশনের নেতা জনাব আবু হোসেন সরকার মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে আসন গ্রহণ করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী জনাব শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক উত্থাপিত এক অনাস্থা প্রস্তাবের ফলে আবু হোসেন মন্ত্রিসভা গত ২৩ শে জুন তারিখে ১৫৬-১৪২ ভোটে পরাজিত হয়। ইহার পর কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশে দুই মাসের জন্য ১৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং তদনুযায়ী গত ২৫শে জুন তারিখ হইতে প্রদেশে ১৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তিত হয়।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে,অদ্য (সোমবার) জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে পার্লামেন্টারী সরকার পুনঃপ্রবর্তিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অদ্য হইতেই প্রদেশে প্রেসিডেন্টের শাসনের অবসান ঘটিবে।

স্মরণ থাকিতে পারে যে, প্রদেশের চলতি আর্থিক সালের পূর্ণ বাজেট এখনও পরিষদে গৃহীত হয় নাই। চলতি সালের গত ১লা এপ্রিল হইতে মাত্র তিন মাসের জন্য আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ গৃহীত হয়। ইহার পর গত ১৩ই জুন তারিখে বাজেটের অবশিষ্ট ব্যয়-বরাদ্দ দাবীসমূহ পাসের জন্য পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। কিন্তু ব্যয়-বরাদ্দ সম্পর্কিত একটি ছাঁটাই প্রস্তাবে গত ১৮ই জুন তারিখে আতাউর মন্ত্রিসভার পতনের পর ১৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তিত হয়। এই অবস্থায় তিন মাসের জন্য প্রেসিডেন্ট একটি আংশিক ব্যয় বরাদ্দ অনুমোদন সভায় বক্তৃতা করেন। প্রদেশে ১৯৩ ধারা জারির পর হইতে যাঁহারা দিনের পর দিন করাচীতে গিয়া প্রেসিডেন্ট জনাব মীর্জা ও প্রধানমন্ত্রী জনাব নূনের নিকট ধন্না দিয়াছেন এবং আওয়ামী লীগের প্রবল আপত্তি সত্ত্বেও উহাদের আশীর্বাদ কুড়াইয়া সাময়িকভাবে হইলেও পাকিস্তানের বুকে প্যারেড রাজনীতির প্রবর্তন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, গতকল্যকার সভায় তাঁহাদিগকেই আবার প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে বিষোদগার করিতে শুনিয়া অনেক শ্রোতাকেই মন্তব্য করিতে শুনা যায় যে, ক্ষমতা দখলের জন্য এমন কিছু নাই-যাহা ইহারা করিতে পারেন না।

আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে স্বভাবসুলভ গালিগালাজ ছাড়াও প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও গভর্ণরের বিরুদ্ধেই প্রধানতঃতাঁহারা বক্তৃতা করেন।

পরিষদ সদস্য জনাব আবদুর রব তাঁহার বক্তৃতায় দম্ভোক্তি করিয়া বলেন যে, আতাউর মন্ত্রিসভা পরিষদের অধিবেশন ডাকিলে প্রথম দিনেই তাঁহাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। তিনি প্রশ্ন করেন, সেমত অবস্থায় গবর্ণর জনাব সুলতান উদ্দীন ঐ দিনই পদত্যাগ করিবেন কিনা? তিনি গবর্ণমেন্ট হাউসে অনুষ্ঠিত কে-এস-পি সমর্থক সদস্যদের সাম্প্রতিক শারীরিক প্রদর্শনীর ফলাফলের ব্যাপারে গবর্ণর জনাব সুলতান উদ্দীনের বিরুদ্ধে আওয়ামী কোয়ালিশনের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ করেন।

তিনি প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নূনের এবং প্রেসিডেন্ট মীর্জারও পদত্যাগ দাবী করেন। বরিশালের জনাব বি, ডি, হবিবুল্লা বক্তৃতার বেশীর ভাগ সময়েই গ্রাম্য শ্লোক এবং জারীগানের কলী ভাঁজিতে থাকেন। তিনি বলেন,কৃষক ও শ্রমিক যাহারা–তাহাদের লইয়াই কৃষক শ্রমিক পার্টি গঠিত হইয়াছে।

জনাব সোলেমান তাঁহার বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়া বলেন, পাকিস্তানের মর্যাদা জনাব সোহরাওয়ার্দী বিশ্বের সম্মুখে উজ্জ্বল করিয়াছেন একথা তিনি মানেন, তবে জনাব সোহরাওয়ার্দীকে বহুবার বিদেশে যাইতে হইয়াছে।

জনাব আবু হোসেন সরকার বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতির আলোচনা করেন। তিনি বলেন, রাজনৈতিক দলগুলি দেশের অর্থনৈতিক সঙ্কট মোচনে শোচনীয় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৬শে আগস্ট ১৯৫৮

ছয়-সদস্যবিশিষ্ট আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ নয়া মন্ত্রীদের লইয়া গভর্ণমেন্ট হাউসের বাহিরে হর্ষোৎফুল্ল জনতার মিছিল অদ্য মন্ত্রীদের দফতর বণ্টন:আগামী মাসের মাঝামাঝি সময়ে পরিষদের অধিবেশন আহ্বানের সঙ্কল্প

গতকল্য (সোমবার) সকাল সাড়ে নয়টায় আওয়ামী কোয়ালিশন পার্টির নেতা জনাব আতাউর রহমান খানের নেতৃত্ব ছয়জন সদস্যবিশিষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের নবম মন্ত্রিসভা শপথ গ্রহণ করেন। প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব সুলতান উদ্দিন আহমদ গভর্ণর হাউজের দরবার হলে এই শপথ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ছাড়া জনাব আবদুল খালেক, জনাব কফিল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী, মিঃ মনোরঞ্জন ধর, মিঃ ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ও জনাব মনসুর আলী নয়া মন্ত্রিসভার সদস্য হিসাবে শপথ গ্রহণ করিয়াছেন। শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের পর গভর্ণর হাউসের সম্মুখে অপেক্ষমান হর্ষোৎফুল্ল এক জনতা ও আওয়ামী লীগ কর্মিগণ প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ সম্পাদক জনাব শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে মন্ত্রিসভার সদস্যদের শোভাযাত্রা সহকারে জিন্নাহ এ্যাভিন্যুস্থ আওয়ামী লীগ অফিসে লইয়া যায়। অতঃপর আওয়ামী লীগ অফিসে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমান বক্তৃতা করেন। অতঃপর নয়া মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সরাসরি প্রাদেশিক সেক্রেটারীয়েটে গমন করেন এবং সেক্রেটারীয়েট কর্মচারীদের সহিত আলাপ-আলোচনা করেন।

জানা গিয়াছে, অদ্য (মঙ্গলবার) সকালে আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন পার্টির নবগঠিত মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে দফতর বণ্টন করা হইবে। নয়া মন্ত্রিসভায় জনাব আবদুল খালেক ছাড়া বাকী সকলেই প্রাক্তন আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। জনাব আবদুল খালেক কেন্দ্রে প্রাক্তন সোহরাওয়ার্দী মন্ত্রিসভার শ্রম দফতরের মন্ত্রী ছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য,গত ২৩শে জুন তারিখে তিনদিনের আবু হোসেন সরকারের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ১৫৬-১৪২ ভোটে এক অনাস্থা প্রস্তাব পাস হইবার পর প্রদেশে দুইমাসের জন্য ১৯৩ ধারার শাসন প্রবর্তিত হয়।

অতঃপর ১৯৩ ধারার শাসন প্রত্যাহারের অব্যবহিত পূর্বে প্রাদেশিক পরিষদে আওয়ামী কোয়ালিশন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রহিয়াছে বলিয়া পুনরায় প্রমাণিত হওয়ায় গত রবিবার প্রাদেশিক গভর্ণর জনাব আতাউর রহমানকে নয়া মন্ত্রিসভা গঠনের আহবান জানান। জনাব আতাউর রহমান এইবার লইয়া তিনবার প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী হইলেন।

গতকল্য গভর্ণর হাউসের দরবার হলে নয়া মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানের সময় স্থানীয় বৈদেশিক রাষ্ট্রের প্রতিনিধিবৃন্দ,হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতিগণ,কেন্দ্রীয় ষ্টেট মন্ত্রী শ্রী এ, কে, দাস, আঞ্চলিক সেনাধ্যক্ষ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারীবৃন্দ, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং সাংবাদিকগণ উপস্থিত ছিলেন।

গতকল্য (সোমবার) প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী জনাব আতাউর রহমান খান সাংবাদিকদের নিকট বলেন যে, আগামী মাসের মধ্যভাগে অর্থাৎ সেপ্টেম্বর মাসের ১৬/১৭ তারিখ নাগাদ প্রাদেশিক পরিষদের বাজেট অধিবেশন আহ্বান করা হইবে।

ব্যবস্থাকে বাঁচাইবার খাতিরে আওয়ামী কোয়ালিশন পার্টিকে সমর্থন দানের সিদ্ধান্ত অবিচল থাকিতে হইয়াছে।

তাঁহারা বলেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের মন্ত্রিত্ব সংকটে ন্যাপ নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করিলে কে-এস-পি কোয়ালিশন পার্টি পুনরায় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হইত। ইহা কোন প্রকার অনুমানের ব্যাপার নহে, ইহা সম্পূর্ণ পরীক্ষিত সত্য। এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়াই দেশের বৃহত্তম স্বার্থের খাতিরে পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী কোয়ালিশন পার্টিকে সমর্থনের সিদ্ধান্তে ন্যাপকে অবিচল থাকিতে হইয়াছে।

আজাদ
২৭শে আগস্ট ১৯৫৮

মুজিবর রহমানের করাচী যাত্রা

ঢাকা, ২৫শে আগস্ট। –পূর্ব্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান জাতীয় পরিষদের এ্যাকাউন্ট কমিটির সভায় যোগদানের জন্য ২৭শে আগস্ট করাচী যাত্রা করিবেন এবং সেখান হইতে আগামী ৩১শে আগস্ট ঢাকা প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

অতঃপর আগামী ১লা সেপ্টেম্বর হইতে জাতীয় পরিষদে যে অধিবেশন শুরু হইবে, তাহাতে যোগদানের জন্য ২রা সেপ্টেম্বর তিনি পুনরায় করাচী রওয়ানা হইবেন।-এ পি পি

দৈনিক ইত্তেফাক
২৭শে আগস্ট ১৯৫৮

লীগ আমলের দুর্নীতির বোঝা অন্যের উপর না চাপানোর আবেদন ন্যাপ নেতৃবৃন্দের বিবৃতির জবাব প্রসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান গতকল্য (মঙ্গলবার) এক বিবৃতি প্রসঙ্গে বলেনঃ "বিভিন্ন সংবাদপত্রে পূর্ব পাকিস্তান ন্যাপ পার্লামেন্টারী পার্টির নেতা হাজী মোহাম্মদ দানেশ এবং সাংগঠনিক কমিটির যুগ্ম সম্পাদক জনাব আবদুস সামাদের যে বিবৃতি প্রকাশিত হইয়াছে, উহা দেখিয়া যুগপৎ বিস্মিত ও মর্মাহত হইয়াছি।"

শেখ মুজিবুর রহমান বলেনঃ বিবৃতিতে তাঁহারা বিস্তৃত পরিসরে যাহা বলিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইল এই যে, আওয়ামী কোয়ালিশন সরকার দুর্নীতিতে নিমজ্জিত ছিল এবং আওয়ামী কোয়ালিশন সরকার প্রদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে আরও ঘোরালো করিয়া তুলিয়াছেন।"

শেখ মুজিবুর রহমান বলেনঃ ন্যাপ নেতৃদ্বয়ের বিবৃতি দ্বারা ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহারা ডাঃ জেকিল ও মিঃ হাইডের দ্বিমুখী ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহারা পিঠা খাইতেও চান, আবার উহা রাখিতেও চান। তিনি বলেন যে, ন্যাপের সাধারণ সম্পাদকের সহিত আমার সমঝোতা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর হইতে আমার পার্টির নেতৃবৃন্দ এবং আমি সেই সমঝোতার মর্যাদা রক্ষা করিয়া আসিয়াছি। জনাব হাজী সাহেবও তাঁহার পূর্ববর্তী বিবৃতিতে আমাদের মধ্যকার সমঝোতাকে একান্ত গোপনীয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,আমাদের মধ্যকার সমঝোতা নিশ্চিতভাবেই ভদ্রলোকের সমঝোতা এবং উহাকে সেই হিসাবেই বিবেচনা করিতে হইবে। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক বলেন, ইহা খুবই বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আওয়ামী লীগের সহিত কোয়ালিশন করা সত্ত্বেও ন্যাপ নেতৃবৃন্দ আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারের অনিষ্টকর

সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। যদিও তাঁহাদের ঐসকল অভিযোগের পশ্চাতে ভিত্তি বা সত্যতা বলিয়া কোন কিছুই নাই। আমি জনাব হাজী সাহেব ও জনাব সামাদকে বলিতে চাই যে, আওয়ামী কোয়ালিশন সরকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে যথাসাধ্য সংগ্রাম করিয়াছেন। তাঁহাদের এই কথা জানা উচিত যে, যুগের পর যুগ ধরিয়া সামাজিক অনাচার ও অবিচারের ফলে সমাজদেহে দুর্নীতি দুষ্ট ক্ষতের মতই প্রবেশ লাভ করিয়াছে। মুসলিম লীগের শাসন আমলে মুসলিম লীগ শাসকবর্গের ভ্রান্তনীতি অনুসরণ নেতৃবৃন্দের দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ এবং ক্রমবর্ধমান সামাজিক ও অর্থনৈতিক চাহিদার মোকাবিলা করার ব্যাপারে ব্যর্থতার ফলে দুর্নীতি আরও বদ্ধমূল হইয়াছে।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, ইহা সকলেই অবহিত রহিয়াছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পরিষদে কতিপয় রাজনৈতিক দলকে সমর্থন দান প্রসঙ্গে ন্যাপের রাতারাতি নীতি পরিবর্তনই পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৩ ধারা জারির জন্য দায়ী। ন্যাপের মনোবৃত্তির পরিবর্তন প্রদেশে নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স জারির জন্যও দায়ী। কোয়ালিশনের কোন অঙ্গদল কর্তৃক অনুরূপ নীতি গ্রহণ করিতে আমি আর কখনও দেখি নাই। তিনি বলেন যে,"ভুল বুঝাবুঝি" সৃষ্টি হওয়ার পর হইতেই তাঁহারা জনসভায় আমাদের নেতৃবৃন্দ বিশেষ করিয়া জনাব সোহরাওয়ার্দীর তীব্র সমালোচনা করিয়া আসিতেছেন। অপরপক্ষে আমরা বরাবরই ন্যাপের অনুরূপ সমালোচনা হইতে বিরত রহিয়াছি।

জনাব মুজিবুর রহমান বলেন, ন্যাপ যদিও আওয়ামী কোয়ালিশন পার্টির অন্যতম অঙ্গদল, তথাপিও ন্যাপ আওয়ামী কোয়ালিশন সরকারের অনুরূপ সমালোচনায় লিপ্ত হইয়া সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের প্রয়াস পাইতেছে।

পরিশেষে তিনি বলেন যে, ন্যাপ নেতৃবৃন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাঁহারা যদি সত্য সত্যই তাহা বিশ্বাস করেন তবে তাঁহারা যে পার্টি বা সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ ও অর্থনৈতিক সমস্যাকে ঘোরালো করার অভিযোগ করিয়াছেন,সেই পার্টি বা সরকারকে কেমন করিয়া সমর্থন করিয়া যাইতেছেন?

ইহা কি সত্য নহে যে, প্রদেশের বিগত দুইটি প্রলয়ঙ্করী বন্যার পরে যদি কেন্দ্রে এবং পূর্ব পাকিস্তানে আওয়ামী কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতাসীন না থাকিতেন তাহা হইলে অগণিত লোক বেঘোরে জীবন হারাইত? ইহা কি সত্য নহে যে,একটি সুপরিকল্পিত অর্থনীতির জন্য একটি স্থিতিশীল সরকারের দীর্ঘদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকা আবশ্যক। জনাব সোহরাওয়ার্দী কি অতদিন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলেন? ইহাও কি সত্য নয় যে, আওয়ামী লীগ সরকার যথেষ্ট অসুবিধায় থাকা সত্ত্বেও সঙ্কটকালে তাহাদের যথাসাধ্য করিয়াছেন।

শুধুমাত্র সস্তা জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্য নিজ কোয়ালিশনের একটি দলের বিরুদ্ধে অনুরূপ প্রচারণা হইতে বিরত হওয়ার জন্য আমি ন্যাপ নেতৃবৃন্দের নিকট আকুল আবেদন করিতেছি। কারণ উহা কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষেই খুব সম্মানজনক পন্থা নহে।

Morning News
27th August 1958

NAP Leaders Playing Role of Dr. Jekyll and Mr. Hyde -Mujib

Sheikh Mujibur Rahman, General Secretary, East Pakistan Awami League, in a statement last night said:

'I am surprised, rather shockd to see the statement of Haji Md. Danesh and Mr. A. Samad, Parliamentary leader of the NAP in the East Pakistan Assembly and Joint Secretary of the NAP Organising Committee respectively, published in today's local Press. What they wanted to convey at length by the statement is that the Awami League Coalition Government indulged in corruption and aggravated the economic crisis. They seem to have adopted the double role of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, some sort of double-edged sword. They want to eat the cake and have it too.

Since my understanding with my counterpart of the NAP myself and other leaders of my party have been honoring the sanctity of that understanding which the Haji Saheb also in one of his previous press statements admitted to guarded secret…….

DAILY DAWN
28th August 1958

AL To JOIN CENTRAL CABINET?

The Awami League is likely to join the Central Cabinet, a source close to the Awami League High Command said in Karachi lastnight.

The source said that the proposal to join the Cabinet was being considered by the party to "counter-act the intriguing moves of the KSP."

The Awami League Parliamentary party having a strength of 14 members in the National Assembly is at present out of the Noon Cabinet though a component unit of the coalition.

Sheikh Mujibur Rahman, MP and General Secretary of the East Pakistan Awami League, who arrived in Karachi yesterday from Dacca to attend a meeting of the Accounts Committee, however, refused to comment on the issue.

He told newsmen that the party chief, Mr. H. S. Suhrawardy, had been authorised to take whatever decision he deemed fit in this regard.

Asked to comment on the possibility of KSP-Awami League Coalition, as suggested by Prime Minister Noon, he said there could not be any coalition with the KSP.

He said that the Awami League commanded the confidence of the majority members in the East Pakistan Assembly and added: "I accept the KSP challenge to prove our majority."

Sheikh Mujibur Rahman added that beside attending the Accounts Committee meeting the main purpose of his visit to Karachi was to impress upon the Central Government the immediate need of financial aid to East Pakistan for relief to the people affected by current floods and drought. -APP.

সংবাদ
২৯শে আগস্ট ১৯৫৮

পুর্ব্ব পাকিস্তানে আওয়ামী কে, এস, পি কোয়ালিশন সরকার গঠনের সুপারিশ

করাচী, ২৮ আগস্ট (এ, পি, পি)।– প্রধানমন্ত্রী মালিক ফিরোজ খান নুন অদ্য লাহোর হইতে ট্রেনযোগে এখানে প্রত্যাবর্ত্তনান্তে রেলওয়ে স্টেশনে সাংবাদিকদের নিকট বলেন, আওয়ামী লীগ যদি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করে তবে তিনি অত্যন্ত সুখী হবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আওয়ামী লীগের যোগদান সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা চলিতেছিল কিনা জিজ্ঞাস করা হইলে, তিনি নৈর্ব্যক্তিক জবাব প্রদান করিয়া বলেন, তাঁহাদের কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদানকে তিনি সাদর অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিবেন।

মালিক নুন বলেন যে, পুর্ব্ব পাকিস্তানে কে, এস, পি, আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন সরকার গঠিত হউক ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়। তিনি বলেন, এই ধরনের সরকার খুবই শক্তিশালী ও স্থিতিশীল সরকার হইবে।

অসৎ উপায়ে অর্জিত মন্ত্রী, সরকারী কর্মচারী ও জনসাধারণের ধৈর্য্য পরীক্ষার উদ্দেশ্যে আইন প্রণয়ন করা হইবে বলিয়া কেন্দ্রীয় খাদ্য ও কৃষি সচিব মিয়া জাফর শাহ যে মন্তব্য করিয়াছেন, তাহার প্রতি প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হইলে মালিক নুন বলেন যে, আমি জনমতের প্রতি আস্থাবান। আমি মিয়া সাহেবের মন্তব্যেও অনুধাবন করি। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় সকলের অভিমত ব্যক্ত করার অধিকার আছে। তিনি বলেন যে, এ সম্পর্কে তিনি তাঁহার সহকর্মী ও পার্টি নেতৃবৃন্দের সহিত আলাপ-আলোচনা করিতে প্রস্তুত আছেন।

Morning News
1st September 1958

AL will Meet same Fate In Elections As In 1954
– Mujib

(From Our Karachi Office)

Aug. 31: The East Pakistan Awami League general secretary, Sheikh Mujibur Rahman, in a statement issued here today "assured" Mr. Qayyum Khan and Mr. Chundrigar that the Awami League will meet the same fate in the forthcoming general elections as it met in 1954. "I throw this challenge. Let them take it up," he said.

Mr. Rahman said that it was wrong to say that the Muslim League had won 19 out of the 21 seats in the Chittagong municipal elections. The elections were not fought on party basis, he said.

He claimed that nine elected members had stated that they are not Muslim Leaguers. According to him these nine members are Messrs. Syed Hamid Choudhury, Mr. Akbar Ali, Mr. Syedur Rahman Choudhury, Mr. Abdul Mojid Dhorash, Mr. Pir Bux, Mr. Abdul Mojid Choudhury, Md. Mohammed Yusuf, Mr. Bazie Ahmad Choudhury and Mr. Wahidul Haq.

These members together with three Awami Leaguers and four others are determined to oppose any Muslim Leaguer who will be put up for Chairmanship, Mr. Rahman claimed.

আজাদ
২রা সেপ্টেম্বর ১৯৫৮

আওয়ামী লীগের পক্ষে সাফাই
জনাব মফিজুল এছলাম কর্ত্তৃক ন্যাপ নেতাদের বিবৃতির প্রতিবাদ

পূর্ব্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী দলের সংগঠনী কমিটির সদস্য অধ্যাপক মফিজুল এছলাম কুমিল্লা হইতে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে বলেন যে, ন্যাশনাল আওয়ামী দলভুক্ত পরিষদ সদস্য হাজি মোহাম্মদ দানেশ ও জনাব আবদুস সামাদের প্রদত্ত ঢাকাই বিবৃতির পর ইহার নিন্দা করিয়া শেখ মুজিবর রহমানের বিবৃতিতে জনগণের মধ্যে নূতন করিয়া কৌতুক সঞ্চার হইয়াছে এবং ইহা ন্যাশনাল আওয়ামী দলের মূল ভিত্তিকেই আঘাত করিয়াছে। এখন বহু কথিত মুজিব-মাহমুদ সমঝোতার অন্যতম অংশীদার প্রদেশে ১৯৩ ধারার অভিশাপ এবং ইহার পরিণতি হিসাবে জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স প্রবর্তন ও প্রদেশের নিঃস্ব জনসাধারণের উপর কর ভারের বোঝা চাপানোর জন্য প্রকাশ্যেই ন্যাশনাল আওয়ামী দলের খামখেয়ালী ও সতত পরিবর্ত্তনশীল পার্লামেন্টারী নীতির নিন্দা করিতেছেন। এই ধরনের পারস্পরিক কাদা ছোঁড়াছুড়ির অধিকার গোপন সমঝোতার শর্ত ছিল কিনা তাহা অবশ্য জানা যায় নাই। ইহার ফলে ন্যাশনাল আওয়ামী দলের অবস্থা যে হাস্যকর হইয়া পড়িয়াছে, তাহা অনস্বীকার্য্য। আমি ইহাতে বিস্মিত হই নাই এবং বহু নিন্দিত সমঝোতার ডংকানিনাদকারীদের তাহাদের দাসসুলভ আনুগত্যের পরিবর্ত্তে আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের দুর্ব্ব্যবহারের জন্য কিছু মনে করার কারণ নাই। অন্যদলের নিকট আত্মসমর্পণকারী যে কোন দলের ভাগ্যে ইহা ঘটিয়া থাকে। ন্যাশনাল আওয়ামী দলের নীতি নির্দ্ধারণকারীদের দাবী অনুযায়ী ইহা যদি গণতন্ত্র ও ব্যক্তিস্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য প্রকৃতই আন্তরিক হয়, তবে আমি বলিতে পারি যে, তোষণনীতি কখনই এই উদ্দেশ্যে হাসেলের উপায় হইতে পারে না। দুইটি খারাপ দলের মধ্যে তুলনামূলকভাবে কম খারাপ দলকে সমর্থন করার ব্যাপারে ন্যাশনাল আওয়ামী দলের বহু কথিত যুক্তি সম্পূর্ণ অচল। সঠিকভাবে বলিতে গেলে কৃষক শ্রমিক দলের একটা ক্ষুদ্র অংশ ন্যাশনাল আওয়ামী দলের কর্ম্মসূচীর মধ্যে মাত্র একটা কর্ম্মসূচী অর্থাৎ যুক্ত নির্ব্বাচনের বিরোধী। অপরদিকে সমগ্র আওয়ামী লীগ কোয়ালিশন দল ইহার দুইটি মূল কর্ম্মসূচী অর্থাৎ বৈদেশিক নীতি ও এক ইউনিটের ঘোরতর বিরোধী। আর এই নীতি কার্য্যকরী করার জন্য এই দলের (ন্যাশনাল আওয়ামী দল) উদ্ভব হইয়াছে। ইহার সঙ্গে যদি ন্যাশনাল আওয়ামী নেতৃদ্বয়ের দ্ব্যর্থহীন স্বীকৃতি অনুযায়ী কৃষক-শ্রমিক দলীয় সরকারের আমলের তুলনায় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে দুর্নীতির প্রসার ও অর্থনৈতিক সংকট বৃদ্ধির অভিযোগ যোগ করা হয়। তবে আওয়ামী লীগের তুলনায় কৃষক শ্রমিক দলকে অধিকতর মন্দ বলিয়া অভিহিত করার যুক্তি বোধগম্য নহে। অবশ্য ন্যাশনাল আওয়ামী দলের নেতারা সস্তা জনপ্রিয়তা লাভ ও নিজেদের কোন অসদুদ্দেশ্য হাসেলের উদ্দেশ্যে শক্তিশালী ও প্রভাবশীল আওয়ামী লীগের পক্ষে তাবেদারীর জন্য বাজে অজুহাত দিতে থাকেন তবে অবশ্য অন্য কথা। আমি নিঃসন্দেহ যে, আশু ও চূড়ান্ত উদ্দেশ্য যাহাই হউক না কেন, কেবলমাত্র অন্যের শক্তির উপর নির্ভরশীলতা পরিহার, স্বীয় যুক্তি ব্যবহার, দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে মোকাবেলা এবং নিজ লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার জন্য বিজ্ঞতার সহিত সংগ্রাম চালাইয়া ন্যাশনাল আওয়ামী দল তাহা হাসেল করিতে পারিবে।

Morning News
7th September 1958

ATA CABINET TO QUIT IF DEMAND FOR RS. 15 CRORES NOT CONCEDED
Mujib's Broadside Against Centre

(By A Staff Reporter)

The East Pakistan Awami League general secretary, Sheikh Mujibur Rahman, said in Dacca yesterday that Awami League might direct the AL coalition cabinet to resign if the people of this province did not get "sufficient" help from the Centre.

He said that if the demand of East Pakistan for Rs. 15 crores were not conceded by the Centre, "we have no right to continue in office. We cannot play with the life of the people."

Sheikh Mujibur Rahman, talking to this reporter in the stuffy room of the Awami League office last night appeared very moved when he described the "appalling" misery of the people who were faced with "grave" economic crisis. "I feel East Pakistan is worse than a colony," he said.

It the "Central administrators" persisted in this attitude, he said, the people of this province would have to think what course of action to take. "When we have accepted the principle of party, we have also to see that it was observed in all respects," he added.

STEP-MOTHERLY TREATMENT

Referring to the "indifferent" attitude of the Centre towards this province, he pointed out that out of 710 million dollars received by the Pakistan Government from the US as aid only 115 million dollars were sandboxed for East Pakistan. "This step-motherly" treatment has completely shattered our economy."

REFUGEES NEGLECTED

He also mentioned the said plight of the refugees of East Pakistan and said that they were totally neglected by the Central authorities. The people of this province were also paying the refugee tax but only a negligible amount of that money was spent on the rehabilitation of the refugees here. "May I ask the Central administrators if the refugees of West Pakistan were the only refugees?" he asked.

He said that the problems of the refugees could have been solved long ago, if only the refugee taxes paid by the people of East Pakistan were spent in this province.

He however, said that the refugees had "misunderstood" him and added that his fight with the Central Government for financial aid meant a fight for every East Pakistani. When East Pakistan would get the money the refugees of this part of the country would naturally be benefitted by it, he added.

Replying to a question, the Awami general secretary said that the party had authorised its chief, Mr. H. S. Suhrawardy, to decide the question of Awami League joining the Central Cabinet.

When his attention was drawn to a report that last-minute hitch in the swearing in of the Awami League nominees had arisen on the question of the inclusion of Mr. Abul Mansur Ahmad in the Central Cabinet, the Awami Sheikh declined to make any comment. He, however, said that no other party had any right to oppose or support any nominee of the Awami League. "We cannot be diciated on this point", he added.

NO MAJOR RESHUFFLE

When a question was put to him on the possibility of any "major" reshuffle in the Provincial Cabinet, the Awami general secretary replied in the negative. He said there was no "talk" about Mr Ataur Rahman Khan joining the Centre.

He said that the Provincial Cabinet would be further expanded "before and after" the ensuing session of the East Pakistan Assembly."

Morning news
9th September 1958

Centre 'Completely Hostile' To East Pakistan
WANTS TO SEE PROVINCE'S ECONOMY 'DESTROYED'– ATA

(BY A STAFF REPORTER)

THE EAST PAKISTAN CHIEF MINISTER, MR. ATAUR RAHMAN KHAN, WHO RETURNED TO DACCA YESTERDAY FROM KARACHI, AFTER ATTENDING THE NATIONAL ASSEMBLY SESSION, mounted a blistering attack against the Central Government immediately on arrival.

He charged the Centre of being "completely hostile" to East Pakistan and or wanting to see the economy of this province "wholly destroyed."

In what was believed to be the first shot of the pre-election campaign, Mr. Khan said that the Centre did not grant any financial assistance, not even for the relief of the flood-stricken people.

The Chief Minister, during his stay in the federal capital, it might be mentioned, demanded a financial aid to the tune of Rs. 15 crores from the Centre for tiding over the present economic crisis in the province.

Talking to newsmen on his arrival at the Tejgaon airport, Mr. Khan presented a very gloomy picture of the economic and financial position of the province. He said that the Central Finance Minister had completely "ruined the economy of Pakistan."

'NOT PREPARED TO BELIEVE'

The Chief Minister was not prepared to "believe" that there was no money with the Central Government. The Central Government could give the money if they "liked", he said and added, "I know wherefrom the money could be had."

Referring to the implications of the present attitude of the Centre, Mr. Ataur Rahman Khan said that it would retard the development

of the province. He pointed out that in the circumstances, the Provincial Government would only run the day to day administration. "We will carry on only the routine business", he added.

DIFFERS WITH MUJIB

When his attention was drawn is the statement of the East Pakistan Awami League general secretary, Sheikh Mujibur Rahman, suggesting that the party might direct the Awami coalition Government to "quit" office if the Central Government did not concede to the demands of East Pakistan, the Chief Minister said he did not support this view.

He, however, said that the East Pakistan Government would continue its fight for aid from the Centre. "After all we have assumed some responsibility," he added. He was in favour of continuing his efforts for receiving financial aid from the Centre while continuing in office.

Mr. Khan declined to comment on the "reasons" why the Centre had taken such an "unreasonable" view of the situation. He maintained that even if the Central Government did not have any money, they should find out the sources of revenue. It was entirely their responsibility because they had "ruined" the economy of the country.

DAMAGE TO ECONOMY

Pointing out the extent of damages to the economy of East Pakistan, Mr. Ataur Rahman Khan said that the loss caused by the drought amounted to Rs. 70 crores. He also said that according to the preliminary report on the floods, the damage to the Aman and Aus crops, cattle, houses, roads and bridges amounted to over Rs. 22 crores.

He also hinted that suggestions were made by the Centre to float loans in the province to get money, but he was very "doubtful" if the loans would be subscribed by the people.

He also rejected the plea that money could be collected by imposing more taxes on the already hard-pressed people of East Pakistan.

Replying to a question, Mr. Khan said that nominees of Awami League might join the Central Cabinet after Prime Minister Malik Firoz Khan Noon returned from New Delhi. He said that he always supported the view that his party should share power at the Centre.

Asked about the expansion of the Provincial Cabinet, the Chief Minister said that the present Cabinet would not be "necessarily" expanded before the commencement of the East Pakistan Assembly session.

Replying to a correspondent about the possibility of a section of KSP joining the provincial cabinet, Mr. Ataur Rahman Khan said that he had no knowledge about it. He, however, added that it was a matter of "discussion."

Morning news
11th September 1958

AL DIVIDED ON ISSUE OF JOINING CENTRE
Suhrawardy's Discussion with Party Leaders

(By A Staff Reporter)

The question of Awami League joining the Central Cabinet could be decided only in East Pakistan and not in the federal capital. This became clear from the course of events in the recent past and was further confirmed by the arrival of the Awami League chief Mr. H S Suhrawardy, in Dacca yesterday.

Mr. Suhrawardy on his arrival from Karachi told newsmen at the Tejgaon airport that the question of his party joining the Centre would be finally decided during his stay in province and after a thorough discussion with the leaders of the East Pakistan Awami League.

He is reported to have had preliminary talks with some of the leaders of his party including Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan and the Awami general secretary, Sheikh Mujibur Rahman.

There is a considerably strong section of the Awami League leaders and workers in East Pakistan who are stated to be opposed to Awami League joining the Centre, without Mr. Suhrawardy being at the head of the Cabinet.

This section is also reported to be exerting pressure on the Provincial Government to quit office in protest against the present attitude of the Centre.

The other section of the party, however, believes that the Awami League should join the Centre even without Mr. Suhrawardy. These leaders are also stated to be opposed to the suggestion of "stepping down" from power. In their opinion, of the Awami League joined the Central Cabinet, the centre could be effectively persuaded to give financial aid to East Pakistan.

Political observers, however, believed that Mr. Suhrawardy would not find it an easy job to bring reconciliation among the members of the two groups.

The Awami chief who arrived in Dacca yesterday told newsmen that some Central Ministers were likely to visit East Pakistan to assess the extent of damage caused by the recent floods.

He also said that he had asked the Prime Minister, Malik Firoz Khan Noon, to come to this province to see things for himself. He, however, said the Prime Minister might not be able to come due to his present engagements, but was expected to pay a visit afterwards.

Mr. Suhrawardy yesterday visited some of the flood-affected areas of the city. He left last night for Gopalganj in Faridpur district accompanied by Sheikh Mujibur Rahman. He is expected back in Dacca on .....

Morning news
18th September 1958

NAP SATISFIED WITH ASSURANCES GIVEN BY ATA, MUJIB
Suhrawardy Alone is not AL–Bhashani

(From Our Lahore Correspondent)

Sept. 17: The NAP chief, Maulana Abdul Hamid Khan Bhashani, told Morning News that his party is committed to support the Awami League Government in East Pakistan as Chief Minister Ataur Rahman Khan and Sheikh Mujibur Rahman have given solemn assurance to support and implement the NAP's five-point programme.

He claimed that the Awami League in East Pakistan is committed to an independent foreign policy and disintegration of One-Unit after the general elections in case the former minority provinces demand this disintegration.

He said that Mr. Suhrawardy alone does not constitute the Awami League and NAP is satisfied with the assurances given by key Awami League leaders of East Pakistan.

The NAP leaders in East Pakistan also genuinely feel that in case the Awami League Ministry is thrown out of power by more reactionary elements no general elections will be held in the country for an indefinite period and we as a party attach utmost importance to holding of general elections according to schedule.

This is the reason that despite ideological differences we are supporting the Noon Ministry in the Centre.

The Maulana confirmed that Mr. Ataur Rahman has extended an invitation to the NAP to nominate its representatives to the Provincial Cabinet but the NAP is in no hurry to join the Provincial Cabinet and will consider the matter and decide in October when the Central Organizing Committee will meet.

WILL WIN BACK GHAFFAR

The NAP chief who was accompanied by the party's Secretary General Mr. Mamoodul Huq Usmani was very hopeful of bringing round Khan Abdul Ghaffar Khan to his point of view and expressed confidence that the Pathan leader will not quit the party. He said he was taking the Punjabi leaders, Mr. Mahmood Ali Qasuri and Mr. C. R. Aslam along with him to Peshawar to iron out the differences and remove misunderstandings. He fully appreciates the feelings of the former minority provinces on the One Unit issue and understands their difficulties but feels that disintegration should be deferred till the general elections as elections in the country are our foremost problem.

APP adds: Talking to the APP, the NAP chief favoured the idea of dissolving the Provincial and General Ministries to secure free and fair elections.

Maulana Bhashani said that the economic committee of the Afro-Asian conference will meet at Cairo in the first week of December. The NAP, he said, would send an economic expert to Cairo to participate in the deliberations of the committee.

AFRO-ASIAN CONFCE

He said the executive committee of the Afro-Asian conference could meet in Karachi provided the Central Government granted permission in that respect. He, however, said that the NAP had not yet approached the Government for seeking the requisite permission.

He said that the Central Organising Committee of the National Awami Party will discuss the question of election alliances during its next meeting.

According to the party's constitution the next meeting will be held in East Pakistan since one meeting has already been held in West Pakistan.

SUHRAWARDY SLATED

Maulana Bhashani said that the agreement on the five-point programme between the two Secretaries of the NAP and the Awami League was reached with the knowledge and approval of Mr. H. S. Suhrawardy.

He regretted that political leaders now deem it fit to go back on their commitments creating an air of uncertainty and political confusion. Mr. Suhrawardy, he alleged, had two different languages to speak in the two wings of Pakistan.

The NAP chief pointed out that Mr. Suhrawardy was loudest in his demand for regional autonomy for East Pakistan. When in power he retracted from his professions only to return to the original demand of fullest regional autonomy on being forced into the opposition ranks.

Similarly, he said the Muslim League branded all the advocates of regional autonomy for East Pakistan as traitors and foreign agents. It is an irony of fate that the same leaders were now proclaiming themselves to be the sincerest advocates for regional autonomy.

Maulana Bhashani said: "It is beyond my comprehension how a demand described as unpatriotic can all of a sudden become he warcry of the same leadership. The trouble is that most of the political parties are late in guaging the public opinion and responding to the Maulana Bhashani said that after his tour of East and West Pakistan he had gained the impression that the failure of the Government to hold the general elections in February next would evoke loud protest in the country.

He said, he agreed with the East Pakistan Chief Minister statement of Mr. Ataur Rahman Khan the Central Government was not according a fair treatment to East Pakistan. The Maulana wondered why the Central Government had not contradicted the allegations leveled by the East Pakistan Chief Minister against it.

Maulana Bhashani will leave on a fortnight tour of Indonesia. Ceylon and China on Sept. 30 after the conclusion of the Kisan Conference in East Pakistan which will also be attended by Khan Abdul Ghaffar Khan and the other NAP leaders from the West wing. The NAP leader left tonight for Peshawar on a mission of keeping the party's solidarity, threatened by Khan Abdul Ghaffar's ultimatum.

Morning News
20th September 1958

Controversial

(By A Staff Reporter)

The speaker of the East Pakistan Assembly, Mr. Abdul Hakim, against whom four no confidence motions have been tabled by the Awami coalition tabled by the Awami coalition party members, was described by Sheikh Mujibur Rahman, as "doing active politics".

The Leader of the House, and the Chief Minister, Mr. Ataur Rahman Khan, however, in a message to the first issue of the journal of the Provincial Assembly, "The Speaker", had said, "Our Speaker, Mr. Abdul Hakim, will be remembered by future generations for upholding the prestige and dignity of the legislature. He has achieved independence of the Secretariat of the Provincial Assembly .... If the Legislature is supreme and sovereign, no undemocratic action can be perpetrated within our border with impunity even by persons who happen to be at the helm of administration."

Morning News
20th September 1958

EAST PAKISTAN ASSEMBLY MEETS TODAY
Rules of Procedure Further Amended
CENTRAL ORDINANCE ABOUT
6 MPAS: SITUATION 'UNPREDICTABLE'

(By A Staff Reporter)

The Awami coalition Government further "tightened" its grip on the Legislature when through a notification published in a Dacca Gazette extraordinary the rules of business were further "amended" last night, 20 hours.. before the Assembly meets at 3 pm today.

One of the amendments is purported to "Insulate" the House against a possible attempt on the part of the Speaker to adjourn the House against the advice of the leader of the House Another amendment provided that a resolution for the removal of the Speaker could be put to vote without debate.

The notification also amended the rules regarding the President's authorisation of expenditure out of the provincial consolidated fund

under the Constitution after the voting on demands has taken place in the Assembly after the presentation of the budget. All such voting shall have no force and effect, the notification said, "and it shall be necessary to have fresh voting on all the final demands for grants and appropriations in any subsequent session of the Assembly in which the final demands for grants and appropriations are laid."

ORDINANCE FROM KARACHI

Simultaneously, from Karachi an ordinance was promulgated by the Central Government giving retrospective effect from March 25, to the Act which removed disqualification from becoming member of the Provincial Assembly against a public prosecutor and Government pleader.

It was further learnt from Karachi that the Act recently passed by the National Assembly had received the Assent of the President and was published in a Gazette of Pakistan extraordinary yesterday (Friday).

Meanwhile, the East Pakistan Awami League general secretary, Sheikh Mujibur Rahman charged the Speaker, Mr. Abdul Hakim, or "doing active politics" and identifying himself against the Awami League Coalition Party, after no-confidence motions were tabled against him by the members of the Party.

The Awami Secretary claimed that 'law and order' was still prevailing in the country and there was no force which could escapes by resorting to 'illegal means' for personal benefits.

He also asserted that his party would come out victorious in any test of strength and would be able to eliminate 'reactionary forces' in the country.

দৈনিক ইত্তেফাক
১লা অক্টোবর ১৯৫৮

শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বর্তমান মন্দার কারণ বিশ্লেষণ

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের জেনারেল সেক্রেটারী শেখ মুজিবর রহমান এক বিবৃতিতে বলেন, পাটের মূল্য হ্রাস পাওয়ায় দেশবাসী এবং আমি অত্যন্ত উদ্বিগ্ন ও শঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছি। এখানে প্রাপ্ত সংবাদে প্রকাশ, বিভিন্ন জেলায় পাটের মূল্য এখনও হ্রাস পাইতেছে এবং বাজারেও ক্রেতাদেরকে দেখিতে পাওয়া যায় না।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন, মাত্র দুই-এক বৎসরে পাটের বাজারে এই বিপর্যয় নামিয়া আসে নাই। বিগত দশ বৎসরের ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখা যাইবে যে, মুসলিম লীগ যখন কেন্দ্র ও প্রদেশে ক্ষমতাসীন ছিল, তাহাদের এবং আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের ভ্রান্ত ও আত্মঘাতী নীতির দরুন পাটের বাজারে আজ এই শোচনীয় অবস্থা দেখা দিয়াছে। পাটের বাজারের বর্তমান মন্দার জন্য সাম্প্রতিক ১৯৩ ধারার শাসন আমলকে দায়িত্ব গ্রহণ করিতে হইবে।

তিনি আরও বলেন, পাট ব্যবসায় সম্পর্কে সামঞ্জস্যপূর্ণ নীতি গ্রহণের পথে যে প্রতিবন্ধকতা রহিয়াছে, উহাও বর্তমান অবস্থার জন্য অনেকাংশে দায়ী। ইহা হইতেছে, পাট সম্পর্কে কেন্দ্র ও প্রদেশের দ্বৈত ব্যবস্থাপনা। ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, পাট চাষ ও পাটের ব্যবসায় সম্পর্কে জুট বোর্ড ও কেন্দ্রীয় অফিসারদের

বিন্দুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও উহাদিগকেই এই ব্যাপারে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। অতীতে সরকার যে সমস্ত ব্যবসায়ীর লাইসেন্স বাতিল করিয়া দিয়াছেন, উহাদের পরিবর্তে এখনও আর কাহাকেও লাইসেন্স দেওয়া হয় নাই। ফলে এক্ষেত্রে যে শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা পূরণ হয় নাই।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন,আওয়ামী লীগ সরকারকে জনসাধারণের নিকট হেয়প্রতিপন্ন করার জন্য করাচীর একটি উর্ধ্বতন মহল গভীর ষড়যন্ত্র করিয়াছে বলিয়া আমি বিশ্বস্তসূত্রে জানিতে পারিয়াছি। এই মহল প্রয়োজনীয় পরিমাণ পাট ক্রয় না করার চক্রান্ত করিয়াছে। কিন্তু আমি তাহাদিগকে পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ লোকের ভাগ্য লইয়া ছিনিমিনি না খেলিতে সতর্ক করিয়া দিতেছি। আমরা তাহাদের এই চক্রান্ত রুখিতে ও চাষীদেরকে ন্যায্যমূল্য দিতে বদ্ধপরিকর।

বিবৃতির উপসংহারে শেখ মুজিবুর রহমান বিদেশে পাট রফতানীকারীদের কারসাজির বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন এবং কেন্দ্রীয় সরকারকে প্রাদেশিক সরকারের সাথে সহযোগিতা করিয়া নিজেদের দায়িত্ব পালনের আহ্বান করেন। এই ব্যাপারে তিনি কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারকে যুক্তভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান ও রফতানী নিয়ন্ত্রণ বোর্ড গঠনের আহ্বান জানান।

এ,পি,পি'র খবরে প্রকাশ, প্রাদেশিক কৃষি এবং যোগাযোগ মন্ত্রী জনাব আবদুল খালেকের সভাপতিত্বে গতদিন অপরাহ্নে পাটের মূল্য হ্রাসের কারণ নির্ণয়ের জন্য নিযুক্ত কমিটির আলোচনা আরম্ভ হয়।

তিনি ঘণ্টাকালীন বৈঠকে কমিটির সদস্যরা এই সমস্যা সমাধানের দৃঢ় সংকল্প ঘোষণা করিয়াছেন।

দৈনিক ইত্তেফাক

৮ই অক্টোবর ১৯৫৮

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে আওয়ামী লীগের পদত্যাগ
শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক পরিস্থিতি ব্যাখ্যা

করাচী, ৭ই অক্টোবর-জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির সেক্রেটারী শেখ মুজিবুর রহমান জানান যে,আওয়ামী লীগ পার্টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে ইহার সদস্যগণকে প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। কিন্তু আগামী সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি আওয়ামী লীগের সমর্থন অব্যাহত থাকিবে।

শেখ মুজিবুর রহমান বলেন যে, এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আওয়ামী লীগ দলীয় মন্ত্রিগণ প্রধানমন্ত্রীর নিকট তাহাদের পদত্যাগপত্র দাখিল করিয়াছেন।

শেখ মুজিবুর রহমান এ-সম্পর্কে এক বিবৃতিতে বলেন যে, প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধ ক্রমেই আওয়ামী লীগ কতিপয় নীতির প্রশ্নে এবং নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের নিশ্চয়তা পাইয়া কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছিল। কিন্তু আওয়ামী লীগ পার্টি দেখিতে পায় যে, দফতর পুনর্বণ্টনের প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রী তাঁহার নিজ দলের মধ্যে বিশেষ অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছেন। প্রধানমন্ত্রী এমন জটিল অবস্থার সম্মুখীন হন যে, ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারী অবাধ ও সুষ্ঠুভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান প্রভৃতি যে উদ্দেশ্য লইয়া আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করিয়াছিল, উহাই বানচাল হইবার উপক্রম হইয়া পড়ে। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগ পার্টি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা হইতে ইহার সদস্যবৃন্দ প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত করিয়াছে। কিন্তু আগামী-সাধারণ নির্বাচন পর্যন্ত আওয়ামী লীগ পার্টি কেন্দ্রীয় সরকারকে সমর্থন করিয়া যাইবে। আমাদের নেতা জনাব সোহরাওয়ার্দীর সম্মতি লইয়া এই বিবৃতি প্রচার করা হইতেছে।

কেন্দ্রীয় যোগাযোগ দফতরের ষ্টেটমন্ত্রী মিঃ পিটার পল গোমেজ অদ্য এক বিবৃতিতে বলেন,নির্ধারিত সময়ে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রীর হস্তকে শক্তিশালী করার জন্য আওয়ামী কোয়ালিশনের অংশ কংগ্রেসের মনোনীত সদস্য হিসাবে আমি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় যোগদান করি।

শেখ মুজিব বলেন,"প্রধানমন্ত্রী যে সমস্যার সম্মুখীন হইয়াছেন, উহা হইতে তাহাকে রেহাই দিয়া সাধারণ নির্বাচন নিশ্চিত করার জন্য আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা হইতে তাহাদের সদস্য প্রত্যাহার করিয়াছেন। অতএব, মন্ত্রিসভায় আমাদের থাকার কোন প্রয়োজন আছে বলিয়া আমি মনে করি না। অতএব আমরা মন্ত্রিসভা হইতে পদত্যাগ করিলাম।" কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্যদের দফতর পুনর্বণ্টন ঘোষিত হওয়ার মাত্র ১ ঘণ্টার মধ্যে আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারী পার্টির এই আকস্মিক সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়।

শেখ মুজিবুর রহমান অবশ্য বলেন যে, আওয়ামী লীগ মনোনীত ব্যক্তিরা দফতর পুনর্বণ্টনের পূর্বেই আজ সকালে তাঁহাদের পদত্যাগপত্র পেশ করেন। আওয়ামী লীগের এই ৬ জন মনোনীত ব্যক্তি হইতেছেন ঃ মেসার্স জহিরুদ্দীন, দেলদার আহমদ এবং নুরুর রহমান। ইঁহারা মন্ত্রী ছিলেন। বাকী ৩ জন ষ্টেট মন্ত্রী হইতেছেন ঃ মেসার্স আবদুর রহমান খান, আদিলুদ্দীন এবং পিটার পল গোমেজ।

এই ৬ জন আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য গত ২রা অক্টোবর কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ করেন।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের জনৈক মুখপাত্র বলেন যে, প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগ মন্ত্রীদের পদত্যাগপত্র পাইয়াছেন।

আজাদ

১৩ই অক্টোবর ১৯৫৮

হামিদুল হক, আবুল মনসুর, শেখ মুজিবসহ ১০ জন রাজনীতিক ও পদস্থ অফিসার গ্রেফতার
পূর্ব্ব পাকিস্তান দুর্নীতি দমন আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ
সদর মহকুমা অফিসার কর্তৃক ধৃত ব্যক্তিদের জামিনের আবেদন অগ্রাহ্য
আগামী ২৪শে অক্টোবর পুনরায় আদালতে হাজির করার নির্দেশ

ঢাকা, ১২ই অক্টোবর। –অদ্য সকালে পূর্ব্ব পাকিস্তান দুর্নীতি দমন ব্যুরো কতিপয় সরকারী কর্ম্মচারী ও রাজনীতিককে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করিয়াছে।

১৯৫৭ সালের দুর্নীতি দমন আইন এবং ১৯৫৮ সালের ৭২নং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী প্রাক্তন মন্ত্রী জনাব আবুল মনসুর আহমদ, জনাব হামিদুল হক চৌধুরী, জনাব আবদুল খালেক, শেখ মুজিবর রহমান, অধুনা বিলুপ্ত প্রাদেশিক আইন পরিষদের সদস্য এবং মেসার্স গ্রীন এণ্ড হোয়াইট লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর জনাব নুরুদ্দিন আহমদ, প্রাক্তন পরিষদ সদস্য জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী, প্রাক্তন পরিষদ সদস্য ও পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের প্রাক্তন অতিরিক্ত চীফ হুইপ জনাব কোরবান আলী, শিল্পোন্নয়ন কমিশনার ও পদাধিকারবলে পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের সেক্রেটারী জনাব আসগর আলী, শাহ সি, এস, পি পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের পূর্ত্ত বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব এম. এ জব্বার এবং পূর্ব্ব পাকিস্তান সরকারের বাণিজ্য, শ্রম ও শিল্প বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারী জনাব আমিনুল এসলাম চৌধুরী সি, এস, পি, কে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যায় ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা অফিসার জনাব এ, কবির উল্লিখিত ১০ জনের মধ্যে ৯ জনের পক্ষে পৃথক পৃথকভাবে দাখিলকৃত জামিনের আবেদন না

মঞ্জুর করেন। তাঁহাদের জেল হাজতে প্রেরণ করা হইয়াছে। আগামী ২৪শে অক্টোবর ধৃত ব্যক্তিদের আদালতে হাজির করার পরবর্তী তারিখ ধার্য্য হইয়াছে। তাঁহাদের বিরুদ্ধে ১৯৫৭ সালের পূর্ব্ব পাকিস্তান দুর্নীতি দমন আইন ও ১৯৫৮ সালের ৭২ নং অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হইয়াছে।

অদ্য সন্ধ্যায় প্রাক্তন পরিষদ সদস্য জনাব কোরবান আলীকেও দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হইয়াছে। আরও তদন্ত সাপেক্ষে তাঁহাকে আগামীকল্য আদালতে হাজির করা হইবে।- এ পি পি

সংবাদ

৭ই নভেম্বর ১৯৫৮

অদ্য মুজিবদের মামলার শুনানী
জামীনের আবেদনের রায় দান পুনরায় মুলতবী

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোহাম্মদ আলী খান দুর্নীতির অভিযোগে ধৃত শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ ও জনাব নুরুদ্দিন আহমদের জামীনের রায় আবেদন সম্পর্কে তাঁহার রায় দান পুনরায় আগমী ৮ই নভেম্বর শনিবার পর্য্যন্ত মুলতবী রাখিয়াছেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, গত বুধবার তাহাদের জামীনের আবেদন সম্পর্কে শুনানী সমাপ্ত হইবার পর জেলা জজ গতকল্য পর্য্যন্ত উহা স্থগিত রাখিয়াছিলেন। তাহাদের জামীনের আবেদন মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব ই, কবীর কর্ত্তৃক প্রত্যাখাত হইয়াছে এবং অদ্য (শুক্রবার) উক্ত মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য রহিয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ আরও উল্যেখযোগ্য যে, সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ, জনাব আবদুল খালেক, জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ও জনাব কোরবান আলীকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করা হয় এবং পরে শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ ও জনাব আবদুল খালেককে নিবর্ত্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স বলেও আটক রাখা হয়।

সংবাদ

৮ই নভেম্বর ১৯৫৮

শেখ মুজিবদের মামলা
আগামী ২১শে নভেম্বর পরবর্তী তারিখ ধার্য্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমেদ, জনাব কোরবান আলী, জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ও জনাব নুরুদ্দীন আহমদকে তাহাদের মামলার পূর্বনির্দ্ধারিত তারিখ অনুযায়ী গতকল্য শুক্রবার সকালে ঢাকা সদর মহকুমা হাকীমের কোর্টে হাজীর করা হইলে আগামী ২১শে নভেম্বর মামলার পরবর্তী তারিখ নির্দ্ধারণ করা হয়। সদর মহকুমা হাকীম জনাব ই, কবীরের অনুপস্থিতিতে ইউ, চৌধুরী তারিখ প্রদান করেন।

শেখ মুজিবর রহমানের পক্ষে জনাব জহিরুদ্দীন, জনাব আবুল মনসুর আহমেদ, জনাব কোরবান আলী ও জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরীর পক্ষে এডভোকেট জনাব এম, আজম ও জনাব নুরুদ্দীনের পক্ষে ব্যারিস্টার জনাব এ, টি, এম, মোস্তফা উপস্থিত ছিলেন।

জনাব আবদুল খালেক

অপর অভিযুক্ত ব্যক্তি জনাব আবদুল খালেককে গতকল্য কোর্টে হাজির করা হয় নাই। জনাব জহীরউদ্দীন তাহার উপস্থিতি দাবী করেন; কিন্তু তাহাকে জানানো হয় যে, জনাব আবদুল খালেক অসুস্থ রহিয়াছেন বলিয়া তাহাকে উপস্থিত করা সম্ভব হয় নাই।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জনাব আবদুল খালেক বর্ত্তমানে করোনারী থ্রাম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হইয়া ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রহিয়াছেন। ম্যাজিস্ট্রেট তাহার জন্য আগামী ১৪ই নভেম্বর মামলার তারিখ ধার্য্য করিয়াছেন।

অভিযুক্ত অফিসারদের হাজিরা

গতকল্য পুর্ব্ব পাকিস্তানের শিল্প, বাণিজ্য ও শ্রম দফতরের প্রাক্তন সেক্রেটারী জনাব আসগর আলী শাহ, আন্ডার সেক্রেটারী জনাব আমিনুল ইসলাম চৌধুরী ও পুর্ত্ত বিভাগের চীফ ইঞ্জিনিয়ার জনাব আবদুস জব্বারও তাহাদের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতির মামলার তারিখ অনুযায়ী কোর্টে উপস্থিত হইলে তাহাদের মামলার পরবর্তী তারিখ আগামী ২ নভেম্বর ধার্য্য করা হয়।

হামিদুল হকের তারিখ

জনাব হামিদুল হক চৌধুরীর পক্ষে তাঁহার এজেন্ট কোর্টে উপস্থিত ছিলেন এবং তাহারও মামলার তারিখ ২২ শে নভেম্বর নির্দ্ধারিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, তাহারা বর্ত্তমানে জামীনে রহিয়াছেন।

সংবাদ

৯ই নভেম্বর ১৯৫৮

মুজিব ও অন্যান্যের জামীনের আবেদন না-মঞ্জুর

ঢাকার জেলা ও দায়রা জজ জনাব মোহাম্মদ আলী খান গতকল্য (শনিবার) শেখ মুজিবর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ ও জনাব নুরুদ্দীন আহমদের জামীনের আবেদন প্রত্যাখ্যান করেন।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, ইতিপুর্ব্বে মহকুমা ম্যাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক তাহাদের জামীনের আবেদন প্রত্যাখ্যাত হইলে গত সপ্তাহে জেলা জজের নিকট জামীনের আবেদন জানান হয় এবং গত বুধবার জামীনের আবেদনের শুনানী গ্রহণান্তে গতকল্য (শনিবার) পর্য্যন্ত জেলা জজ তাঁহার রায় দান মুলতবী রাখিয়াছিলেন।

১৯৫৯

দৈনিক ইত্তেফাক

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৯

শেখ মুজিবুর প্রমুখের বিরুদ্ধে মামলা
২৫শে ফেব্রুয়ারী পরবর্তী শুনানীর দিবস ধার্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

আগামী ২৫ শে ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ ও জনাব আবদুল খালেকের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইন অনুসারে আনীত মামলার পরবর্তী শুনানীর দিবস ধার্য হইয়াছে।

জনাব নুরুদ্দীনের বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানীর তারিখ ৯ই মার্চ ধার্য হইয়াছে। জনাব আবদুল হামিদ চৌধুরী ও জনাব হামিদুল হক চৌধুরী ও এম. এ. জব্বারের বিরুদ্ধে পরবর্তী শুনানীর দিবস ১৪ই মার্চ এবং জনাব কোরবান আলী ও জনাব নুরুল আলমের বিরুদ্ধে আনীত মামলার পরবর্তী শুনানীর দিবস ১৬ই মার্চ ধার্য হইয়াছে। পক্ষান্তরে জনাব আসগর আলী শাহের বিরুদ্ধে পরবর্তী শুনানীর দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারী এবং জনাব আমিনুর ইসলাম চৌধুরীর বিরুদ্ধে ১২ মার্চ শুনানীর দিবস ধার্য হইয়াছে।

জনাব মোসলেম আলী মোল্লার বিরুদ্ধে আনীত মামলা নারায়ণগঞ্জ কোর্টে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, উপরোক্ত প্রাক্তন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও অফিসারদের মধ্যে জনাব মোসলেম আলী মোল্লা ও জনাব নুরুল আলম ব্যতীত আর সকলকে ১৯৫৮ সালের ১২ই অক্টোবরে তাঁহাদের জ্ঞাত আয়ের সহিত সঙ্গতিবিহীন সম্পত্তি অর্জনের অভিযোগে দুর্নীতি দমন আইনে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ দীর্ঘকাল পরে ইহাদের অধিকাংশের বিরুদ্ধে এজাহার প্রদান করিলেও এখন পর্যন্ত চার্জশীট দাখিল করে নাই। ফলে, একের পর এক তারিখ পড়িলেও নিয়মিত শুনানী হইতে পারিতেছে না। এখানে আরও উল্লেখযোগ্য যে, শেখ মুজিবুর রহমান, জনাব আবুল মনসুর আহমদ ও জনাব আবদুল খালেকের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ ছাড়াও নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আটক আদেশ প্রদত্ত হওয়ায় তাঁহারা দুর্নীতি দমন সম্পর্কিত মামলায় জামিন লাভ করিলেও নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আটক রহিয়াছেন। পক্ষান্তরে, অন্যান্য সকলেই জামিনে মুক্ত রহিয়াছেন।

এখানে আরও উল্লেখযোগ্য জনাব আবুল মনসুর আহমদের পক্ষ হইতে তাঁহাকে নিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সে আটক করার বিরুদ্ধে ঢাকা হাইকোর্টে রিট আবেদন করা হইয়াছে। উক্ত আবেদনের শুনানী এখনও চলিতেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

২৮শে মার্চ ১৯৫৯

শেখ মুজিবের মুক্তির আবেদন
৭ই এপ্রিল চূড়ান্ত রায়ের দিন ধার্য

(স্টাফ রিপোর্টার)

গতকল্য (শুক্রবার) ঢাকার সদর মহকুমা হাকিম জনাব ই.কবীরের কোর্টে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে আনীত দুর্নীতি সংক্রান্ত মামলার শুনানী আরম্ভ হইলে বিবাদী পক্ষের কৌসুলী জনাব জহির উদ্দীন এই মর্মে এক আবেদনপত্র দাখিল করেন যে, দুর্নীতি দমন বিভাগ পূর্ব পাকস্তান দুর্নীতি দমন এ্যাক্টের ৫(১) নং ধারায় শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে কোন মামলা প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে নাই বলিয়া স্বীকার

করায় বিবাদীকে মুক্তি প্রদান এবং তাঁহার বাজেয়াফতকৃত নগদ দুই হাজার টাকা ও অন্যান্য দ্রব্য প্রত্যার্পণ করা হউক। বিবাদীকে গ্রেফতার করিবার সময় এবং তদন্ত চালাইবার সময় উক্ত অর্থ ও দ্রব্যাদি বাজেয়াফত করা হয়। জনাব ই. কবীর উক্ত আবেদন শ্রবণের পর এই ব্যাপারে দুর্নীতি দমন বিভাগের নিকট হইতে জরুরী রিপোর্ট চাহিয়াছেন এবং চূড়ান্ত নির্দেশ দানের জন্য ৭ই এপ্রিল দিন ধার্য করিয়াছেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছরের ১২ই অক্টোবর শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করিবার পর হইতে এই পর্যন্ত দুর্নীতি দমন বিভাগ তাঁহার বিরুদ্ধে কোন এজাহার প্রদান করে নাই।

গতকল্য শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে জনাব জহিরউদ্দীন উল্লেখিত আবেদনপত্র দাখিল করেন এবং জনাব সোহরাব বখশ তাঁহাকে সহায়তা করেন।

সংবাদ

৮ই জুন ১৯৫৯

দুর্নীতির অভিযোগ হইতে শেখ মুজিবের অব্যহতি
চার্জশীট দাখিল ব্যর্থতার ফলে মামলা খারিজ

(স্টাফ রিপোর্টার)

দুর্নীতি দমন বিভাগ শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি অভিযোগ প্রমাণে ব্যর্থ হওয়ায় ঢাকা সদর দক্ষিণ মহকুমার বর্ত্তমান মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার গতকল্য (মঙ্গলবার) শেখ মুজিবর রহমানকে খালাস দিয়াছেন।

দুর্নীতি দমন বিভাগ জনাব রহমানের জ্ঞাত আয়ের সহিত অসঙ্গতিপূর্ণ সম্পত্তি অর্জ্জনের দায়ে দুর্নীতি দমন আইনের ৫ (১) ধারা বলে অভিযোগ দাড় করাইতে ব্যর্থ হওয়ায় এস, ভি, ও ফৌজদারী দণ্ড বিধির ২৫৩ (২) ধারা অনুযায়ী মামলা অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছেন।

দুর্নীতি অভিযোগ হইতে অব্যাহতি পাইলেও শেখ মুজিবুর রহমান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে জেলে আটক রহিয়াছেন। গতকল্য পর্য্যন্ত দুর্নীতি দমন বিভাগ তাহার বিরুদ্ধে কোন চার্জশীট দিতে পারে নাই।

দেশে সামরিক শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার পর গত বছর ১২ই অক্টোবর পুলিশ শেখ মুজিবর রহমানকে দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেফতার করেন এবং তাঁহার ব্যাংকে জমাকৃত দুই হাজার টাকা আটক করেন। গ্রেফতারের কিছুদিন পরে মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত মামলায় তাঁহাকে জামিন মঞ্জুর করিলেও, ইতিমধ্যে শেখ মুজিবর রহমান জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলেও আটক হওয়ায় জেল হইতে বাহির হইতে পারেন নাই।

দৈনিক ইত্তেহাদ

৩রা অক্টোবর ১৯৫৯

শেখ মুজিবের মামলা
গতকল্য ১২ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ

গতকল্য (বৃহস্পতিবার) প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেড জনাব কে এম রহমানের আদালতে শেখ মুজিবর রহমান ও অপর ৫ জনের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমল বিভাগ কর্তৃক আনীত মামলার দ্বিতীয় দিনের শুনানী হয়। গতকল্য ১২ জন সহকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। শেখ মুজিবর রহমান ও অপর দুইজন আসামীকেও গতকল্য আদালতে

হাজির করা হয়। সরকার পক্ষে খান বাহাদুর নাজির উদ্দিনও আসামী পক্ষে জনাব জহির উদ্দিন মামলা পরিচালনা করিতেছেন।
জনাব মুজিবরের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে বলা হইয়াছে যে, তিনি যখন উজির ছিলেন তখন অপর ৪ জনের সহিত যোগসাজসে বিভিন্ন সরকারী দফতরের চাকরী দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়া ৫ ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করেন।
গত বুধবার দুইজন সহকারী সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
২৯শে অক্টোবর ১৯৫৯

শেখ মুজিবের মামলা
বুধবার দুই ব্যক্তির সাক্ষ্য গৃহীত

এ.পি.পি. পরিবেশিত এক সংবাদে বলা হয় যে, গতকল্য (বুধবার) ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কে. এম. রহমানের এজলাসে প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী এবং অধুনালুপ্ত প্রাদেশিক আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন বিভাগ কর্তৃক আনীত মামলার শুনানী আরম্ভ হয়। এই দিন সরকার পক্ষের দুইজন সাক্ষীর সাক্ষ্য গৃহীত হয়। অদ্য পুনরায় এই মামলার শুনানী চলিবে।
প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, চাকুরীদানের মিথ্যা আশ্বাস দিয়া ১৯৫৭ সালের ১৭ই অক্টোবর হইতে ১৯৫৮ সালের ২৬শে জুলাই পর্যন্ত ৫ ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণের অভিযোগে তাঁহার বিরুদ্ধে এই মামলা আনীত হয়।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ই নভেম্বর ১৯৫৯

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আর একটি চার্জশীট

(স্টাফ রিপোর্টার)
গত সোমবার দিন ঢাকা সদর (দক্ষিণ) মহকুমা হাকিমের কোর্টে দুর্নীতি দমন ব্যুরোর ইন্সপেক্টর জনাব এ. জলিল খান শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁহার ছোট ভাই শেখ আবু নাসেরের বিরুদ্ধে যথাক্রমে ১৯৪৭ সনের দুর্নীতি দমন আইনের ৫ ধারার (২) উপধারা ও পাকিস্তান দণ্ডবিধির ১০৯ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ গঠন করিয়া চার্জশীট দাখিল করিয়াছেন।
অভিযোগের বিবরণে প্রকাশ, ১৯৫৭ সনের মার্চ মাসে নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠান স্থাপনকল্পে শিল্প বিভাগের ডিরেক্টর দরখাস্ত আহ্বান করিয়া বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিয়াছিলেন। তদনুসারে আল আমিন ইণ্ডাষ্ট্রিজের জনৈক মুজিবুর রহমান ও অপর ৩ জন অংশীদার টাঙ্গাইল থানায় সতীহাটিতে একটি কেলেণ্ডারিং শিল্প স্থাপনের জন্য লাইসেন্স চাহিয়া আবেদনপত্র পেশ করেন। কিন্তু তাহারা স্বাভাবিক পর্যায়ে লাইসেন্স না পাইয়া শেখ মুজিবুর রহমানের ভাই শেখ আবু নাসেরের সহিত যোগাযোগ করেন। আবু নাসের তাহাদের বলেন যে, যদি তাহাকে বিনা মূলধনে ৩ আনা শেয়ার দেওয়া হয়, তাহা হইলে লাইসেন্স বরাদ্দ করা হইবে। তদনুসারে একটি রেজিষ্ট্রি দলিল সম্পাদন করা হয়। অতঃপর শেখ মুজিবুর রহমান শিল্প বিভাগের ডিরেক্টরের সুপারিশ গ্রহণ করিয়া ১৯৫৭ সনের ৩রা জুন উক্ত শিল্প স্থাপনের অনুমতি প্রদান করেন এবং স্বাভাবিক পদ্ধতি ভঙ্গ করিয়া উক্ত কোম্পানীকে ২ লক্ষ ৩৬ হাজার টাকার আমদানী লাইসেন্স মনজুর করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, গত বছর অক্টোবর মাসে শেখ মুজিবুর রহমানকে উপরোক্ত অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়। তিনি এই মামলায় জামিনে মুক্তিলাভ করিলেও জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আটক রহিয়াছেন। শেখ আবু নাসেরও জামিনে মুক্ত আছেন।

সংবাদ
২৬শে নভেম্বর ১৯৫৯

শেখ মুজিবের মামলা

ঢাকা, ২৪শে নভেম্বর (এ,পি, পি)।–প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান ও অপর চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে আনীত মামলার শুনানী অদ্য পুনরায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কে, এম, রহমানের আদালতে শুরু হয়।
সরকারী চাকরিদানের মিথ্যা আশ্বাস প্রদান করিয়া পাঁচ ব্যক্তির নিকট হইতে অসৎভাবে অর্থ আদায়ের অভিযোগে দুর্নীতি দমন ব্যুরো শেখ মুজিবর রহমান ও অপর চার ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে।
বাদীপক্ষের কৌশলী খান বাহাদুর নাজির উদ্দিন আহমদ প্রাপ্ত সাক্ষ্য ইত্যাদির ভিত্তিতে উক্ত অভিযোগসমূহের সমর্থনের উদ্দেশ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে প্রতারণা ও ষড়যন্ত্র করার দায়ে চার্জ গঠনের জন্য আদালতের নিকট আবেদন জানান।
বিবাদী পক্ষের কৌশলী জনাব জহিরুদ্দিন উক্ত আবেদনের বিরোধিতা করিয়া বলেন যে, শেখ মুজিবর রহমান ষড়যন্ত্রে অংশ গ্রহণ করেন বলিয়া কোন প্রমাণ না থাকা সম্পর্কে আবেদন পেশ করেন।
আগামী ১০ই ডিসেম্বর পুনরায় মামলার শুনানীর দিন ধার্য্য হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৯

আরও একটি মামলা হইতে মুজিবুরের অব্যাহতি

(স্টাফ রিপোর্টার)
গতকল্য (বৃহস্পতিবার) ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কে. এম. রহমান উপযুক্ত প্রমাণ্যভাবে দণ্ডবিধি আইনের ৪২০ ও ১২০ বি ৩৪ ধারা মোতাবেক আনীত একটি মামলা হইতে জনাব শেখ মুজিবুর রহমানকে অব্যাহতি দান করিয়াছেন।
প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখযোগ্য যে, মন্ত্রী থাকাকালে শেখ মুজিবুর রহমান অপর তিনজনের সহিত চক্রান্ত করিয়া চাকুরী প্রদানের অজুহাতে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া দুর্নীতি দমন ব্যুরো হইতে তাঁহাদের বিরুদ্ধে উক্ত মামলা দায়ের করা হয়। কিন্তু উপযুক্ত প্রমাণ দাখিল করিতে না পারায় প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট জনাব কে.এম.রহমান বিবাদী শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে মামলা খারিজ করিয়াছেন। অপর বিবাদীদের বিরুদ্ধে মামলার অভিযোগ প্রণয়ন করা হইয়াছে।
খান বাহাদুর নাজিম উদ্দীন আহমদ ও জনাব জহীরউদ্দীন যথাক্রমে সরকার ও বিবাদীর পক্ষ সমর্থন করেন।

দৈনিক ইত্তেহাদ
১১ই ডিসেম্বর ১৯৫৯

শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে মামলা
প্রমাণের অভাবে দুর্নীতির দায় হইতে অব্যাহতি লাভ

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকার প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রট জনাব কেএম রহমান গতকল্য বৃহস্পতিবার প্রাক্তন উজির শেখ মুজিবর রহমানকে দুর্নীতি দমন বিভাগ কর্তৃক আনিত মামলা হইতে অব্যাহতি দিয়াছেন। পাকিস্তান দণ্ডবিধির ৪২০ (ষড়যন্ত্র ও প্রতারণা) ধারার ১২০ খ উপ-ধারা অনুযায়ী এই মামলা দায়ের করা হয়।

মামলার বিবরণে প্রকাশ দুর্নীতি দমন বিভাগ শেখ মুজিবর রহমান এবং মহিউদ্দিন আজিজুল ইসলাম খোন্দকার ও মাইনুদ্দিনের বিরুদ্ধে এই মর্মে অভিযোগ আনয়ন করে যে তাহারা মোমেন শাহীর ইব্রাহিম আলী ও অপর ৬ ব্যক্তির নিকট হইতে সরকারী চাকুরী সংগ্রহ করিয়া দেওয়ার মিথ্যা আশা দিয়া অর্থ সংগ্রহ করে। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান অর্থ সংগ্রহ করিয়াছেন বলিয়া কোন প্রমাণ উপস্থিত করিতে না পারায় ম্যাজিষ্ট্রেট তাহাকে খালাশ দিয়াছেন। গত ২৪ শে নভেম্বর মামলার সওয়াল জওয়াব সমাপ্ত হয়।

উক্ত মামলা হইতে অব্যাহতি পাইলেও জনাব মুজিবুর রহমানকে জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্সবলে আটক রাখা হইয়াছে।

দৈনিক ইত্তেফাক
১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৯

নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স হইতে শেখ মুজিবের মুক্তি লাভ

(স্টাফ রিপোর্টার)

প্রায় ১৪ মাস নিবর্তনমূলক আটক অর্ডিন্যান্স বলে আটক থাকার পর গতকল্য (বৃহস্পতিবার) সন্ধ্যা ৬টার সময় শেখ মুজিবুর রহমানকে ঢাকা সেন্ট্রাল জেল হইতে মুক্তি প্রদান করা হইয়াছে। ১৯৫৮ সনের ১২ ই অক্টোবর ভোররাত্রে পূর্ব পাকিস্তান দুর্নীতি দমন আইনের ৫(ক) ধারা অনুযায়ী জনাব মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার করে। অতঃপর ১৯৫৮ সনের ১৯শে অক্টোবর প্রাদেশিক সরকার জেলখানায় তাহার উপর ১৯৫৮ সনের জননিরাপত্তা অর্ডিন্যান্স বলে আটকাদেশ জারি করেন। তখন হইতে বিভিন্ন সময়ে সংশোধিত উপরোক্ত অর্ডিন্যান্স অনুযায়ী তিনি আটক ছিলেন।

সংবাদ
১৮ই ডিসেম্বর ১৯৫৯

শেখ মুজিবের মুক্তি লাভ

ঢাকা ১৭ই ডিসেম্বর (এ পি পি)– প্রাক্তন প্রাদেশিক মন্ত্রী ও অধুনালুপ্ত আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমানকে অদ্য অপরাহ্নে মুক্তি দান করা হইয়াছে। তাঁহাকে নিবর্ত্তনমূলক আটক আইনে আটক রাখা হইয়াছিল।

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

অক্ষয় কুমার দাস ৫৪
অলি আহাদ ৯০, ১৬৪, ১৬৫, ১৮৪, ১৯৭, ২১৮

আই. আই.চুন্দ্রীগড় ১০৭, ৩৩৮
আওয়ামী লীগ ১৩, ১৭, ২২, ২৩, ৩০, ৩২, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫২, ৫৪, ৫৭, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৮, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১২, ১১৪, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২১, ১৩২, ১৩৫, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৫৩, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৩, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৫, ১৭৮, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৬, ১৮৯, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৭, ১৯৯, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১২, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২৫, ২২৮, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৭, ২৩৮, ২৪১, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৮, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৫, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৮, ২৬৯, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৭, ২৯২, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৫১, ৩৫২, ৩৬১, ৩৬২
আওয়ামী মোছলেম লীগ ৩২, ৫৩, ৬৫
আকরাম খাঁ, মাওলানা ২৭৩
আসহাবুদ্দিন আহমদ, অধ্যাপক ৯০
আবুল কাসেম, অধ্যাপক ১০০
আবদুস সালাম খান ১৩, ২১, ২৩, ২৪, ৪৯
আতাউর রহমান খান ২১, ২৩, ২৪, ৩১, ৩৯, ৪০, ৪৬, ৫৪, ৬৩, ৮৮, ৮৯, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১২, ১১৮, ১২০, ১২৫, ১৫৪, ১৬৮, ১৬৯, ১৭২, ১৮১, ১৯৭, ১৯৯, ২২৯, ২৪৫, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৮৪, ২৯৩, ৩০২, ৩০৩, ৩১০, ৩১৬, ৩১৮, ৩২৫, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৮
আবু হোসেন সরকার ২১, ১০১, ১০৬, ১০৭, ১১২, ১১৪, ৩০২, ৩৪৬
আনোয়ারা খাতুন ২১, ৪৯
আবুল মনসুর আহমদ ২৩, ২৪, ৪০, ৫৪, ৯০, ১০৮, ১১১, ১৮৭, ১৯৮, ২০৩, ৩০৯, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৭
আবদুল লতিফ বিশ্বাস ২৩, ৫৪
আরশাদ আলী ২৯
আজিজুল হক ৩১, ২৭৪, ২৮৫, ৩০৮

আবদুল হামিদ চৌধুরী ৭৬, ৯০, ১৯৭, ১৯৯, ২০১, ২৫৪, ২৫৫, ২৬৫, ৩৪৩, ৩৬২, ৩৬৩,
আবদুল করিম ৫৪
আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, মওলানা ২২৮, ২৫৩, ২৬২, ২৯৬
আবদুর রহমান খান ৫৪, ১১৮, ২২৮, ২২৯, ৩৬২
আবদুল খালেক ২১, ৫৪, ১৮৭, ৩১৬, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৪৯, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪
আবদুল জাব্বার ৫৪
আবদুল হাকিম, স্পিকার ৪৯, ১০০
আবদুল্লাহেল কাফী, মওলনা ২৭৩
আমিনা বেগম ৭৬
আবদুল হামিদ মজুমদার ৭৬
আবদুল মমিন তালুকদার ৭৬, ১৬০
আবদুল হাই ৯০, ৯২
আবদুল বারী ৯২
আবদুর রহিম, মওলানা ২৭৪
আবদুর রব ১১৯, ১২০, ২৮১, ৩৪৬
আবদুর রেজ্জাক, ডা. ১৬৬
আবদুল গফুর ২৭৫
আমজাদ হোসেন ২৮০
আবদুর রহমান ৫৪, ১১৮, ২২৮, ২২৯, ৩০০, ৩৬২
আবদুল ওয়াহাব ৬৩, ২৭০
আবদুল খালেক, এম.পি ২১, ৫৪, ১৮৭, ৩১৬, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪৩, ৩৪৫, ৩৪৭, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪
আলী আহমদ মোক্তার ২৪৭
আবদুল মান্নান শিকদার ২৪৩
আবদুস সামাদ ৯০, ১২১
আবুল মনসুর আহমদ, এম.পি ২৩, ২৪, ৪০, ৫৪, ৯০, ১০৮, ১১১, ১৮৭, ১৯৮, ২৬৩, ৩০৯, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৭
আলমাস আলী ৪৯
আসগর আলী শাহ, সি.এস.পি ৩৬৪
আসাদুল্লাহ সিরাজী, মওলানা ২৯৭
আলমগীর হোসেন, সৈয়দ ২০১

ইউসুফ আলী চৌধুরী ২৩, ২৪, ৪০
ইয়ার মোহাম্মদ খান ৭৫, ৭৬
ইসহাক চাকলাদার ৫৭
ইয়াকুব আজমলী ১১৫
ইস্কান্দর মীর্জা ১৮৬
ইসলাম লীগ ১৫৬, ১৬০

এ.কে.ফজলুল হক ২২, ২৪, ২৫, ২৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৯, ৫৩, ৫৪, ৮৪, ১০০, ১০১, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১১৩, ১৬১, ১৬৭, ১৬৮, ২১৪, ২১৫

এ.কে.এম.জহিরুল হক ৪৯
এনামুল হক,ডা. ১৬৬
এ.কে.দাস ৩৪৭
এ.টি.এম.মোস্তফা ৩৬৩
এ.জলিল খান ৩৬৯
এ.ওয়াহেদ ৪৯
এম.এ.জব্বার ৩৬২
এম.এন.হুদা,ডা. ১৬৬
এম.এ.আউয়াল ৭৬
এম.এ.বারী ৮৪
এস.ওয়াজেদ আলী ৮৪

ওসমান গনি,ডা. ১৬৬
ওয়ালিউল্লাহ ২২৯

কফিল উদ্দিন আহমদ চৌধুরী ২৩, ৩৪৭
কমরুদ্দীন আহমদ ৩১
কান্তিশ্বর বর্মন ৫৪
কামিনী কুমার দত্ত ৫৪
কাজী আওলাদ হোসেন ৫৭
কোরবান আলী ৯৪, ২৫৩, ২৬৩, ২৭৯, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৭
কায়েদে আজম ১১৫, ১৭৩, ২৩২, ২৯৭
কাজী মোতাহার হোসেন,ড. ১৬৫
কুদরত-ই খুদা,ড. ১৬৬
কুটি কালা মিয়া ২৮২
কাজী বেলায়েত হোসেন ২৮৩
কামরুজ্জামান, এম.পি. ৩৩৩, ৩৩৫
কে.এম.রহমান ৩৭০
কৃষক শ্রমিক পার্টি ২৬, ২০৮, ২০৯, ২১৪, ২৮৫, ৩০৩

খন্দকার মুশতাক আহমদ ৪৯
খাজা নাজিমুদ্দিন ৩৩৮
খান সাহেব,ডা. ৪১, ২৪০
খয়রাত হোসাইন ১০০, ১১৮, ১৭৯, ১৮৪, ১৮৫, ২৭৯
খুররম খান পন্নী ১৬৭
খান আবদুল কাইয়ুম খান ৩২৬
খান বাহাদুর নাজিম উদ্দিন আহমদ ৩৬৯, ৩৭০
খায়রুল বাসার,অধ্যাপক ২৭৯

গণতন্ত্রী দল ১০৯, ১৯৩
গৌরচন্দ্র বালা ২১, ৫৪, ২৯৩
গোলাম মোহাম্মদ ৪২, ৩০০
গাজী গোলাম মোস্তফা ১২১, ২৭৯
গোলাম মওলা,ডা. ২৪৫, ২৪৭, ২৫৩

চৌধুরী খলিকুজ্জামান ২৪
চৌধুরী মোহাম্মদ আলী ৯৯, ৩৩৮

জমিরুদ্দীন ৩১
জহীরুদ্দীন ৩১
জিলানী,জিওসি মেজর জেনারেল ১০৮
জি.এম.আদমজী ১২৪
জেবুন্নেসা হামিদুল্লাহ ১৬৬
জিল্লুর রহমান ২২৮, ২২৯, ২৫৫, ৩৩৫, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০
জামায়াতে ইসলামী ৩১৪

ডব্লিউ, বি, কাদরী ১২৪

ঢাকা সিটি আওয়ামী লীগ ১২১

তমিজুদ্দীন খান ১০৩, ২৭৩
তসর আলী ১৬৫
তোয়াহা, মোহাম্মদ ৯০
তাজুদ্দিন আহমদ ৯০
তোফাজ্জল আলী ১৬৭
তারিক আহমদ চৌধুরী ৩৪৩

দ্বারকানাথ বারোরী ২১
দেওয়ান মাহবুব আলী ১০০
দেওয়ান সাইফুল আলম ১৬১

ধীরেন দাস (খুলনা) ২২৫, ২২৬
ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত ১১৮, ৩৪৫

নজরুল ইসলাম ৩০৯
নেজামে এছলাম ৪২, ২৬০, ২৭৪
নাসিরুদ্দিন আহমদ ২৭৫
নাজির আহমদ,ডা.
নুরুল হক চৌধুরী ৫৪
নুরুর রহমান ৫৪, ৩৬২
নুরুল আমীন ২১, ১০৫, ২৪৫
নুরুল ইসলাম ৯২, ১৬১
নীল কমল সরকার ১০০
নেহেরু, জওহর লাল ১৬০, ২৩২
নিতাই গাঙ্গুলী ১৬১
নির্ম্মল কুমার সেন ১৬১
নুরুল আলম ৩২৫, ৩৬৭
নুরুদ্দিন ৩৬২, ৩৬৫

পিটার পল গোমেজ ৩৬২
পুলিন দে ১০০
পি.সি.লাহিড়ী ১০২, ১৮২, ৩০২
পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক আওয়ামী লীগ ৩৩৪
পূর্ব পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি ২৪২, ২৬৯, ৩২৬
পূর্ব পাকিস্তান মোছলেম লীগ ৫৭
প্রাদেশিক আওয়ামী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ২৫৫

ফজলে রাব্বি,ম্যাজিস্ট্রেট ২৮
ফরিদ আহমেদ ৩০১, ৩০২, ৩০৩
ফজলুর রহমান ৫৪, ১২১, ২৭১, ২৭৩, ৩২৭
ফজলুল কাদের চৌধুরী ১০০, ১১৯, ২৭১
ফজলুস সালাম ১৬১
ফয়েজ আহমেদ ১৬৬
ফিরোজ খান নুন ৩৫১

বসন্ত কুমার দাস ৫৪
বশিরুদ্দীন চৌধুরী,ডা. ২৪৬, ২৪৭
বি.ডি.হাবিবুল্লাহ ৩৪৬

ভাসানী, মওলানা ২৬, ৩৯, ৪০, ৪৪, ৪৯, ৫১, ৫৪, ৬৫, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৮০, ৮৩, ৮৪, ৯০, ৯৮, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১১০, ১১২, ১১৩, ১১৭, ১১৯, ১৩২, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৯, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৮, ১৮৪, ১৮৯, ১৯৯, ২০১, ২০৫, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৮, ২২৮

মওদুদী, মওলানা ২৯৮
মজহার হাসনাইন,এডভোকেট ৩১
মনোরঞ্জন ধর ১০০, ১১৮, ১২০, ৩০২, ৩৪৫, ৩৪৭
মছিউর রহমান ১১৮
মনসুর,ক্যাপ্টেন ১৩২
মসিহুর রহমান ৩৩৮, ৩৩৯
মানজারে আলম ১৩৩
মনসুর আলী ২৩৭, ২৫৩, ২৬৮, ২৯৩, ৩০৯, ৩১৬, ৩৩৫, ৩৪৫, ৩৪৭
'মোসাফির' ১৭৩
মাহমুদ মিয়া ৪৬
মাহফুজুল হক ৪৯, ৫৪
মাহমুদ আলী ৫৪, ১০৮, ১০৯, ১১১, ১১৮, ১২০, ১৬১, ২০৯, ২১২, ২১৯, ২৪১, ২৪২, ২৬৯, ২৭২, ৩১৬, ৩২৫
মোহাম্মদ আলী ৪০, ৪১, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৭৬, ৮৪, ৯৬, ৯৮, ৯৯, ১০২, ১০২, ১০৬, ১০৮, ১৬৭, ৩৩৮, ৩৬৩, ৩৬৪
মোহাম্মদ ফিরোজ ৪৬
মোসলেম আলী মোল্লা ৭৬, ৩৬৭

মেসবাহ উদ্দিন ৫৪
মালিক ফিরোজ নূন ২৮০, ৩৪৬, ৩৫১
মুহিবুস সামাদ ৯০

মোহাম্মদ হোসেন,ডা. ১৬৬
মেহেরুন্নিসা বেগম ২০১
মোহাম্মদ সোলায়মান ২০৮, ২৭৪
মোহাম্মদ আক্কাস ৩২৫
মোহাম্মদ উল্লাহ ৩৪৩
মোহাম্মদ আলী খান ৩৬৩, ৩৬৪

যতীন্দ্র মোহন রায় ২২৮
যুক্তফ্রন্ট ২১, ২২, ২৮, ৩০, ৩২, ৪০, ৪১, ৫৩, ৫৪, ৬৫, ৭৭, ৮৮, ৯০, ৯১, ১০২, ২০৪, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১১৩, ১১৯, ১২২, ১৩২, ১৩৫, ১৩৮, ১৪০, ১৬৯, ২৯৯, ৩৪৯, ৩৪০

রফিকুল হোসেন ১০০, ২৬৩, ২৬৫
রজব আলী মিঞা ২৮২
রিপাবলিকান পার্টি ২৪০, ২৪৩, ২৬০, ২৬১, ৩১৭
রেজ্জাকুল হায়দার চৌধুরী ২৩, ২৪
রসরাজ মন্ডল ৫৪, ১০০
রশীদ আলী ১১৩
রমেশ শীল ১৬৫

লালনশাহ ১৬৬
লিয়াকত আলী খান ১১৩, ৩৩৮
ল্যাংলি ২৫১

শরৎচন্দ্র মজুমদার ১১৮
শরিফ শামসুদ্দীন আহমদ ২২
শাহেদ আলী, ডেপুটি স্পিকার ৩০১, ৩০২
শামসুল হক ৭৬, ৯৩, ১৬৮
শিরাজী ১১৫
শাহ আজিজ ১৬১, ২৭৩
শামসুদ্দীন,ডা. ১৬৬
শহীদুল্লাহ,ড. ১৬৬
শামসুর রহমান ১৭২
শফিউল আজম ২০৭
শাহাবুদ্দিন ২৭৯
শাহ আজিজুর রহমান ২৭৩
শেখ আবু নাসের ৩৭০

সরদার ফজলুল করিম ৫৪
সদরী ইস্পাহানী ১২৪

সরদার আবদুর রব নিশতার ২৮১
সবুর খান, এম.এ
সরদার এমাম ১৩
সুধাংশু বিমল বড়ুয়া ১১৯
সিরাজউদ্দিন ২৯, ৪৬
সাইদুল হক ২৯
সালমা তাসাদ্দুক হোসেন ২০১
সিরাজুদ্দিন ৩১, ৪৬
সোলায়মান (সালেমান) ২০৮, ২২১, ২৭৪
সর্দার আমীর আজম খান ২৭০
সিরাজুল এছলাম ২৭৫
সেরাজুল হক মিঞা ২৮২
সুলতান উদ্দিন আহমেদ ৩৪৭
সৈয়দ আজিজুল হক ৩১, ২৭৪, ৩০৮

হামিদুল হক চৌধুরী ৫৪, ২১৪, ২৭২, ২৭৪, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৭
হামিদ আলী ১০৮, ১৫৪
হাতেম আলী তালুকদার ৩০৯
হাফিজ আহমদ মজুমদার ৩৬৮
হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ৪০, ৮৩, ৮৪, ৯৬, ১০৫, ১৮৪, ২১৮, ২৫১, ২৬৩, ২৮১, ২৯৯, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১৬, ৩৪০
হাফিজ হাবিবুর রহমান ৭৬
হাসান হাবিসি, ডা. ১৬৬